বালক

মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক

সি, এস্, প্যাটারসন, এম-এস সি,
ডবলিউ এ্যালেক্‌জাণ্ডার, এম্-এ
ও
আচার্য্য ললিতলোচন দত্ত

প্রকাশক
ডবলিউ এ্যালেক্‌জাণ্ডার, এম-এ
২৩ নং চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা।

১৯১৮

সূচী

(বর্ণানুক্রমিক)

বালক

সপ্তম বর্ষ

১ম সংখ্যা জানুয়ারী ১৯১৮

তস্কর-ত্রিশূল

[আচার্য্য ললিতলোচন দত্ত-লিখিত]

আমার মত অভাগ্য জগতে, বোধ করি, আর একটিও নাই। আমাকে প্রসব করিয়াই আমার মা পরলোকে প্রয়াণ করেন। মার শোকে বাবা পাগল হইয়া যান, সেই দুঃসময়ে আমার এক দূর-সম্পর্কীয় জ্যেঠা বাবার সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করেন। বাবা অনেক দিন পাগল হইয়া ছিলেন, শেষে এক-দিন 'ভোলার' জলে ডুবিয়া মারা পড়েন। আমার এক বিধবা পিসী আমাকে মানুষ করিতে থাকেন। যখন আমার বয়স ১৩ বৎসর, তখন পিসীমাও বিসূচিকা-রোগে ইহ-লোক-ত্যাগ করিয়া যান। সেই-অবধি আমি ছেলে পড়াইয়া কায়ক্লেশে দু'মুঠা অন্ন করিয়া খাইতেছি। গত বৎসরে আমার বি-এ-পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইবার কথা, কিন্তু দুর্ভাগ্য-ক্রমে যে দিন আমি পরীক্ষা দিতে যাইব, সেই দিন-অবধি প্রায় একমাসকাল সান্নিপাতিক জ্বরে শয্যাশায়ী ছিলাম বলিয়া গত বৎসরে আমার বি-এ-পরীক্ষা দেওয়া হয় নাই। এ বৎসর পরীক্ষা দিয়াছি, ফল এখনও বাহির হয় নাই। সম্প্রতি দিন-দুই হইল আমি রায় রমণী-মোহন বসু-মল্লিক বাহাদুরের বাটীতে তাঁহার কন্যা অমলার গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছি,——অমলা ইংরাজী বিদ্যালয়ের চতুর্থশ্রেণীতে পড়ে। কিন্তু আজ, বলিতে বুক ফাটিয়া যাই-তেছে, আমাকে রায়-বাহাদুর জবাব দিয়াছেন। আমাকে হঠাৎ এইপ্রকারে পদচ্যুত করিবার প্রধান কারণ, বসু-গৃহিণী এই সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, আমি বড় 'অপয়া'! এই দোষারোপ যে, মিথ্যা, তাহা আমি কেমন করিয়া বলি?

বর্ব্বর নৃপতি।

আমার অতীত জীবনই যে, বসু-গৃহিণীর 'রায়'-সমর্থন করিতেছে!

এই বাড়ীতে আমি দু'দিন চাকুরী করিতে আসিয়াছি, ইহারই মধ্যে বসুগৃহিণীর প্রায় ১৩,০০০ হাজার টাকার গহনা (কাল রাত্রিকালে) চুরী গিয়াছে। যে চোর এই অলঙ্কারগুলি অপহরণ করিয়াছে, তাহার ভয়ে কলিকাতায় ধনিগণ অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। যত বাড়ীতে চুরী করিয়াছে, সকল বাড়ীতেই সে অতি রহস্যময় উপায়ে চুরী করিয়াছে; কি করিয়া যে, চুরী করিয়াছে, তাহা কলিকাতার চৌরধরিকগণ এপর্য্যন্ত নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সকল বাড়ীতেই যে, একই তস্কর বা তস্কর-সম্প্রদায় চুরী করিতেছে, তাহার প্রমাণ এই যে, সে বা তাহারা যে বাড়ীতে চুরী করে, সেই বাড়ীর লোহার সিন্ধুকের গায়ে সিন্দুর-দিয়া একটি ত্রিশূল আঁকিয়া রাখিয়া যায়। রায়-বাহাদুরের বাড়ীর লৌহ-সিন্ধুকেও সেই ভয়াবহ রক্ত-ত্রিশূল বর্ত্তমান! যে প্রকোষ্ঠহইতে চুরী হইয়াছে, আমি এখনও সেই প্রকোষ্ঠটি দেখিবার সুযোগ পাই নাই। শুনিতেছি, সেই প্রকোষ্ঠটি রাত্রিকালে সর্ব্বপ্রকারে চাবিবন্ধ থাকে, অর্থাৎ সেই ঘরের সমস্ত দরো'জা তো চাবি বন্ধ থাকেই, তাহাছাড়া সেই ঘরের সমস্ত জানালাও ভিতরহইতে তালা লাগাইয়া শাসি বন্ধ করিয়া রাখা হয়।

আজ রাত্রিতে রায় বাহাদুরের তাঁহার এক বন্ধুর বাড়ীতে সপরিবারে নিমন্ত্রণ আছে। বসুবনিতা তাই সকালে বেলা সাতটার সময় গহনার সিন্ধুক খুলিয়াছিলেন; খুলিয়া দেখেন, গহনার বাক্সসুদ্ধ সমস্ত অলঙ্কার অপহৃত হইয়াছে। যখন লোহার সিন্ধুক খোলা হয়, তখন অবশ্য তাহা দস্তুরমত বন্ধই ছিল, এমন কি তখনপর্য্যন্ত ঘরের জানালাগুলিতে ঠিকমত চাবিবন্ধ ও শার্সি-আঁটা ছিল। তবে কি করিয়া চুরী হইল? বাড়ীর কোন কর্ম্মচারী বা ভৃত্যের দ্বারাই কি তবে এই কুকার্য্য সাধিত হইয়াছে? তাহাই বা কি করিয়া বলা যায়? সেই ঘরের সমস্ত চাবি গৃহকর্ত্তা বালিশের তলায় রাখিয়া নিদ্রা যান এবং তাঁহার শয়ন-কক্ষ ভিতরহইতে চাবি-বন্ধ থাকে; কেবল সেই ঘরেরই জানালাগুলিতে শার্সি-আঁটা থাকে না, এবং ঝিলিমিলি উঠান থাকে, নতুবা সেগুলিতেও ভিতরহইতে কুলুপ লাগান থাকে। কর্ত্তা বৃদ্ধ, তাঁহার নিদ্রা তাই বয়সগুণে তত গাঢ় হয় না, তাঁহার উপাধান-নিম্নহইতে চাবি-চুরী তাই সহজ কাজ নহে। বাড়ীর কর্ম্মচারী ও ভৃত্য-মাত্রেই বহুদিনের পুরাণো ও বিশ্বস্ত, কেবল আমিই নূতন আসিয়াছি। তা' আমার তো বাড়ীর ভিতরে শয়ন-গৃহ নহে। নাচ-দরো'জার কাছে একটি ঘরে এই দুই দিন আমি শুইয়াছি। সদরের দুটি দরো'জা, প্রথম দরো'জার চাবি দ্বারবানের কাছে থাকে, সে আমার ঘরের অপরপার্শ্বে নিজ কক্ষে ভিতর-হইতে হুড়্কা লাগাইয়া ঘুমায়। আমাদের এই দুই ঘরের মাঝে দ্বিতীয় দরো'জার পথ, সেই দরো'জাও ভিতরহইতে বন্ধ করিয়া বৃদ্ধ খানসামা রঘুনাথ এই চকমিলান বাড়ীর বহিঃপ্রাঙ্গনের চতুষ্পার্শ্বে যে, বারাণ্ডা আছে, সেই বারাণ্ডার একপার্শ্বে শুইয়া থাকে, দরো'জার চাবি তাহার কোমরের ঘুন্সীতে বাঁধা থাকে, সেও বৃদ্ধ, সুতরাং তাহারও ঘুম খুব সজাগ। অতএব বাড়ীর কাহারও দ্বারায় যে, এই কুকার্য্য সাধিত হয় নাই, তাহা অবধারিত। আর এই চৌর্য্য যে, বাহিরের চোরেরই কাজ, ইহার প্রধান প্রমাণ সেই রোমহর্ষক রক্ত-ত্রিশূল।

মাতৃতুল্যা পিসীমাকে হারাইয়া-অবধি আমি উদরান্নের জন্য কেবল খাটিয়া খাটিয়াই মরিতেছি, কোনপ্রকার আমোদ-প্রমোদ করিবার কখন অবকাশ পাই না; তবে আমার ন্যায় অভাগ্যেরও দুইটি সখ আছে। আমি ইংরাজী ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস পড়িতে বড় ভালবাসি, তাহাছাড়া আমার অনেক ছদ্মবেশ ও একটি খুব ছোট পকেট-কুকুর আছে, সেই কুকুরটি মোটেই সুশ্রী নহে, তবে তাহার একটি খুব চমৎকার গুণ আছে,—তাহার ঘ্রাণশক্তি অতি প্রখরা, তাহার সেই প্রখরা ঘ্রাণশক্তির সাহায্যে চোর-ধরার প্রচেষ্টা বাতুলতা নহে।

কর্ত্তা তো প্রথমে আমাকে খুব ভদ্রভাবে তাঁহার গৃহ-ত্যাগ করিয়া যাইতে বলিয়াছিলেন, শেষে কিন্তু পুলিশের পরামর্শে যাবৎ না পুলিশের খানাতল্লাসী শেষ হয়, তাবৎ এই বাড়ীতে থাকিতেই অনুগ্রহপূর্ব্বক অনুমতি দিয়াছেন। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, ইংরাজী ডিটেক্‌টিভ নবেল পড়িতে আমি বড় ভাল-বাসি, আমার মনের ইচ্ছা এই, গুপ্তচরের কার্য্যই আমি আমার উপজীবিকা করিয়া তুলিব। এখন তো হাতে কোন কাজ নাই। গুপ্তচর হইবার তো এই একটি উত্তম সুযোগ মিলিয়াছে, তবে আমি এ সুবিধা ছাড়ি কেন? তাই আমি অমলাকে দিয়া কর্ত্তার কাছে এই ভিক্ষা করিয়া পাঠাইলাম যে, যে ঘরহইতে গহনা-চুরী হইয়াছে, সেই ঘরটি আমি একটিবার দেখিতে চাই। কর্ত্তা আমার এই অনুরোধ-রক্ষা করিয়া আমাকে বাধিত করিলেন।

২

সেই ঘরে ঢুকিয়া আমি দেখিলাম যে, ঘরটি খুব বড় নহে, উত্তর-দক্ষিণ-মুখো। দক্ষিণে সারি সারি তিনটি দরো'জা, উত্তরে সারি সারি তিনটি জানালা, জানালাগুলিতে খড়খড়ীযুক্ত দরো'জা ও শাসি আছে। পূর্ব্ব ও পশ্চিমেও এক-একটি ঐপ্রকারের জানালা আছে। লোহার সিন্ধুকটি মাঝারি আকারের, তাহার গঠন খুব মজবুত, তাহাতে সংলগ্ন কুলুপটিও অতি উৎকৃষ্ট। সিন্ধুকটি সেই কক্ষের দক্ষিণদিকে দুই দরো'জার মধ্যবর্ত্তী দেওয়ালে বসান রহিয়াছে। রাত্রিকালে সকল দরো'জা ও জানালায় কুলুপ পড়ে এবং এই কক্ষে কেহই রাত্রিবাস করে না। সেই প্রকোষ্ঠের

উত্তরে অন্দরের বাগান, বাগানের প্রান্তে সু-উচ্চ প্রাচীর। প্রাচীরের মাথায় ভাঙা কাচ-বসান।

খানিকক্ষণ প্রকোষ্ঠটী ও তৎপশ্চাৎস্থিত উদ্যানটি দেখিয়া আমি লোহার সিন্ধুকের চাবি লাগাইবার স্থানটি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলাম। হাতে চটুচটিয়া আঠার মত কিছু ঠেকিল। নখদিয়া সেই আঠা একটু চাঁচিয়া-লইয়া শুঁকিয়া দেখিলাম, উহা মোম। তবে চোর এই সিন্ধুকের কুলুপের ছাঁচ লইয়া ইহার চাবি তৈয়ার করিয়াছে, পরে আমার কুকুরটিকে পকেটহইতে বাহির করিয়া সিন্ধুকের পিতলের হাতল শুঁকাইলাম, কিন্তু পরে ভাবিয়া দেখিলাম, তাহাতে কোন লাভ নাই, এই চতুর চোর নিশ্চয়ই হাতে দস্তানা পরিয়া আসিয়াছিল, স্থতরাং কুকুরটির নাক রুমাল-দিয়া মুছিয়া দিলাম। পরে গৃহের মেঝ্যা-পরীক্ষা

কর্ত্তা। তা' গিয়ে থা'কৃতে পারে।

আমি। আমি একবার মইএ চ'ড়ে ও 'ভেণ্টিলেটরটা' ভাল ক'রে দে'খ্‌তে চাই।

কর্ত্তা। চোর ঐ ছোট ফোঁকরটার ভেতর দিয়েই এই ঘরে ঢুকেছে না কি, মাষ্টারম'শায়, হা, হা, হা!

আমি। আজ্ঞে, তা' না ঢু'কৃতে পারে, তবু যে ঘরে চুরী হ'য়েছে, সে ঘরে কোন কিছু বিপরীত দে'খ্‌লে, তা'র কারণ খুঁজে দেখা উচিত। অনেক সময়ে ঐরকম একটা আপাত-অসম্ভব সূত্রের সাহায্যে অনেক চুরী ধরা পড়ার কথা বইএ পড়া গিয়েছে।

কর্ত্তা। বটে!

কর্ত্তার হুকুমে একজন ভৃত্য একটি লম্বা মই আনিল। আমি তাহাতে চড়িয়া "ভেণ্টিলেটরটি" পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া
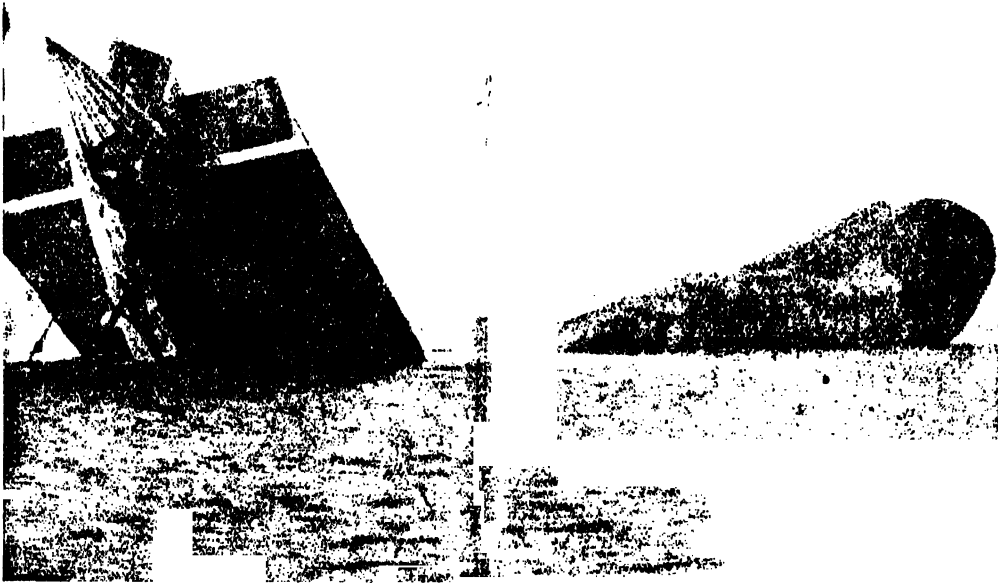
মজ্জমান আকাশ-যান।

করিতে লাগিলাম, কিন্তু কোন পদচিহ্ন পরিলক্ষিত হইল না। পরে একবার ছাদতলের দিকে দৃষ্টি করিলাম, দেখিলাম, সেই ঘরে কয়েকটি "ভেণ্টিলেটর" আছে। উত্তমরূপে লক্ষ্য করিয়া দেখা গেল যে, একটি "ভেণ্টিলেটরে"র গরাদিয়াগুলি নাই। কেন নাই? কর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই ঘরে কত দিন আগে 'ভেণ্টিলেটর' বসিয়েছেন?"

কর্ত্তা। বছরখানিক পূর্ব্বে।

আমি। ঐ 'ভেণ্টিলেটরটার' গরাদেগুলি ভাঙা কেন, ব'ল্‌তে পারেন?

কর্ত্তা। ভাঙা? কে ব'ল্লে?

আমি। ঐ দেখুন না।

কর্ত্তা। হ্যাঁ, তাই তো বটে! কি ক'রে ভাঙ্‌ল?

আমি। রাজমিস্ত্রীরা ওটাতে গরাদে বসা'তে ভুলে যাই নি তো?

চমকিয়া উঠিলাম! দেখিলাম, "ভেণ্টিলেটরটি"র গরাদিয়াগুলি কে সম্প্রতি উকা-দিয়া কাটিয়াছে, টাট্‌কা লৌহ-চূর্ণের দুই-একটি কণিকা সেই "ভেণ্টিলেটরে"র কুহরে এখনও পড়িয়া রহিয়াছে। কুহরের ধূলিতে নরাঙ্গুলির চিহ্নও যেন বিদ্যমান্। আরও একটি ব্যাপার লক্ষ্য করিলাম, কিন্তু তাহার আমি কোন কারণ-নির্ণয় করিতে না পারিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। ফোঁকরটার মধ্য দিয়া কে যেন দড়ি বা তদ্বৎ কিছু টানিয়াছে, তাহাতে ঘুলঘুলীটার বালীকাজ চিহ্নিত হইয়াছে। আর কিছু লক্ষ্য করিতে না পারিয়া ফোঁকরের ভিতরে হাত ঢুকাইয়া তাহার যে মুখ বাগানের দিকে, সেই মুখস্থিত বহিঃপ্রাচীরে লাল পেন্সিলের সাহায্যে একটি চেরা কাটিয়া আমি নীচে নামিয়া আসিলাম। পরে কর্ত্তাকে বলিলাম, "এ বাড়ীর চুরী-ব্যাপারে চোর ঐ 'ভেণ্টিলেটর'টার গরাদে কেটে নিশ্চয়ই কিছু একটা ক'রেছে, কিন্তু

কি ক'রেছে, তা' আমি এখনই ঠিক ক'রে ব'ল্‌তে পা'র্‌'ছি না। 'ভেণ্টিলেটর'টার ভেতরে দড়ির ঘসড়ানি-দাগ, লোহার টাট্‌কা গুঁড়ো, আর ধূলোতে মানুষের আঙুলের দাগও যেন দে'খ্‌তে পেয়েছি।"

কর্ত্তা। (সবিস্ময়ে) বলেন কি?

আমি। আপনিও গিয়ে দে'খ্‌তে পারেন।

কর্ত্তা মইএ চড়িয়া "ভেণ্টিলেটরটি" দেখিয়া-আসিয়া অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "তা'ই তো এ ব্যাপার কি, মাষ্টার-ম'শায়? এ বেটা চোরের সবই কি বিট্‌কেল?"

আমি ততক্ষণ শার্সিগুলি লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিলাম, একটি জানালার শার্সির দুইখানা কাচের পোটিং আমার টাট্‌কা বলিয়া বোধ হইল। সেই জানালার কুলুপের কুহরেও মোমের গন্ধ পাইলাম। পাইয়া আমি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। চোর যদি বাহিরের লোক হয়, তবে সে শার্সির কাচ বাহির-হইতে না হয় কাটিয়া ভিতরে ঢুকিয়া আবার নূতন কাচ বসাইয়া দিতে পারে, কিন্তু সে এই ঘরের সার্সি বন্ধ করিয়া আবার বাহির হইয়া গিয়াছে কোথা দিয়া? কাজেই কর্ত্তার কথার উত্তরে আমি বলিলাম, "আজ্ঞে, হ্যাঁ, এ বেটা চোরের সবই বিট্‌কেল। এই দেখুন না, বেটা এই তালার চাবি ত'য়ের ক'রে বা'রথেকে ঝিলিমিলি উঠিয়ে এই তালা খুলেছে। শার্সির দু'খানা কাঁচ কেটে বেটা শার্সির হুড়্‌কোটাও বেশ বাইরে থেকে খুলেছে, কিন্তু পালা'বার সময় এই তালাতে চাবি দিয়ে শার্সির হুড়কো বন্ধ ক'রে যে, কোথা দিয়ে সট্‌কেছে, তা' তো বু'ঝ্‌তে পা'র্‌'ছি না।

কর্ত্তা। শার্সির দু'খানা কাঁচও কেটেছিল?

আমি। হ্যাঁ, এই দেখুন না, এই কাঁচ-দু'খানার পোটিং এখনও তত শক্ত হয় নি।

কর্ত্তা। তাই তো!

আমি। আপনার লোহার সিন্দুকের আর এই তালার চাবি ঢোকাবা'র গর্ত্তে আমি মোমের গন্ধ পেয়েছি। তাই মনে হ'চ্ছে, সে এই দু'টো কুলুপের চাবি তৈরি ক'রে নিয়েছে।

কর্ত্তা। সর্ব্বনাশ!

কর্ত্তা স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া আমার কথার সত্যতা-অনুভব করিলেন। তখন তিনি আমার প্রতি প্রশংসমান নেত্রে চাহিয়া বলিলেন, "মাষ্টার-ম'শায়, পুলিশের চেয়ে, আমি তো দেখ্‌'ছি, আপনি ঢের বুদ্ধির সঙ্গে খানাতল্লাসি ক'র্‌'ছেন, আপনি যদি এই চোরকে ধ'রিয়ে দিতে পারেন তো, গিন্নি যা'ই বলুন, আমি আপনার যা'তে ভাল হয়, তা' ক'র্‌ব।"

আমি। আমি গোয়েন্দাগিরি কখনও করি নি, কিন্তু ক'র্‌বার বড় ঝোঁক আছে। আপনি যখন চাই'চেন, তখন আমিও এই ব্যাপারটা হাতে নিলেম। চোরকে যে, নিশ্চয়ই ধরিয়ে দিতে পা'র্‌ব, এ গুমোর আমি ক'র্‌'ছি না, তবে আমার চেষ্টার ত্রুটি হ'বে না। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, এই টুলটা কি এই জানালার কাছেই বরাবর থাকে, না কাল কেউ কোন কারণে এটি এখানে রেখেছে?

কর্ত্তা। ও টুল তো কাল কোন কারণে সরা'বার দরকার হয় নি। ওটা তো কাল আমি ঐ কোণে দেখে এই ঘরে চাবি দিয়েছি। তাই তো, ওটা এখানে আ'ন্‌লে কে?

আমি। চোরই এনেছে। যা'ক, আমি এখন একবার অন্দরের বাগানে যেতে চাই।

কর্ত্তা। স্বচ্ছন্দে যান।

(ক্রমশঃ)

ব্যবসায় ও বিজ্ঞাপন

[শ্রীযুক্ত হরিদাস ঘোষ-লিখিত]

বিজ্ঞাপন কি?—যাহার দ্বারা সাধারণকে কোন বিষয় জানান যায়, তাহাই বিজ্ঞাপন। এই বিজ্ঞাপনের সঙ্গে ব্যবসায়ের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ; বিজ্ঞাপন-ছাড়া ব্যবসায় চলে না, ব্যবসায়ের কোন উন্নতিও হয় না। আমাদের দেশীয় ব্যবসাদারগণ কিন্তু এই সাময়িক পত্রে বিজ্ঞাপন-প্রচারসম্বন্ধে বড়ই কার্পণ্য-প্রকাশ করে; আজকাল কিন্তু সেই কৃপণের ভাবটা অনেকপরিমাণে কমিয়াছে।

আজকাল সহরে, পথ চলিতে হইলে, চারিদিকেই বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি দেখা যায়। বাড়ীর দেওয়ালগুলার অধিকাংশ জায়গাই বিজ্ঞাপনের প্লাকার্ডে পূর্ণ। কোন প্লাকার্ড, অমুক ঔষধ যে, জ্বরের যম, তাহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য যথেষ্ট প্রমাণ দেখাইতেছে; কোন প্লাকার্ডে, অমুক বস্ত্রবিক্রেতা সকল দোকানের অপেক্ষা যে, উত্তম বস্ত্র অল্পমূল্যে দিতেছে, সেই সত্য সকলকে পরীক্ষা করিবার জন্য আহ্বান করিতেছে। এসেন্স-আতর, পোষাক-আসাক, ঔষধপত্র সকল জিনিসেরই এই বিজ্ঞাপনের মধ্যে স্থান আছে।

রাস্তাহইতে ট্রামে উঠ, ঢুকিয়াই দেখিবে, কোন-না-কোন ব্যবসায়ী নিজ বিক্রেয় বস্তুর গুণ-বর্ণনা করিতেছে। থিয়েটার,

বায়স্কোপ দেখিতে যাও, সেখানেও বিজ্ঞাপন না দেখিয়া নিস্তার নাই। আর মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিকপত্রগুলি তো বিজ্ঞাপনের আকর বলিলেও চলে। অসংখ্য বিজ্ঞাপনে এই সাময়িক-পত্রগুলি পূর্ণ,—বোধ হয়, গরু হারাইলেও এখানহইতে খুঁজিয়া পাওয়া যায়। Cowperএর ভাষায় বলিতে গেলে, এই সংবাদ-পত্রগুলিতে—

"........Roses for the cheeks
And lilies for the brows of faded age,
Teeth for the toothless, ringlets for the bald,
Heaven, earth and ocean plundered of their sweets,
Nectarious essences, Olympian dews,
Ætherial journies, submarine exploits,
And Katerfelto with his hair on end
At his own wonder, wond'ring for his bread."

— এই সকলের কোনটিরই অভাব দেখা যায় না।

কিন্তু আমাদের দেশের তুলনায় ইউরোপ ও আমেরিকায় বিজ্ঞাপনের জন্য কিরূপ কষ্ট ও ব্যয়-স্বীকার করা হয়, তাহা শুনিলে, আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। আমেরিকায় একটা বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে যেরূপ খরচ হইয়াছিল, তাহা শুনিলে, এখানকার লোক বিজ্ঞাপনদাতাকে পাগল মনে করিবে। সেই বিজ্ঞাপনের প্রত্যেকখানির সহিত একখানা চিঠী ও একখানা চার সেণ্টের (প্রায় তিন পয়সা) চেক্ দেওয়া হইয়াছিল। চিঠীখানিতে লেখা ছিল,—"মহাশয়, অনুগ্রহ করিয়া বিজ্ঞাপনখানি পড়িবেন, কারণ বিজ্ঞাপনখানি পড়িতে আপনার যেটুকু সময় নষ্ট হইবে, তাহার মূল্যস্বরূপ এই চারসেণ্টের চেকখানি দেওয়া হইল।"

আমেরিকায় অদ্ভুত অদ্ভুত আরও অনেকরকম বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। আকাশে ঘন মেঘ করিয়া থাকিলে, সেই মেঘের উপর, ম্যাজিক-লণ্ঠনের-আলো ফেলিয়া, বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। আকাশের দিকে চাহিলেই, সেই বিজ্ঞাপন দেখিতে হইবে।

আবার মানুষ-বিজ্ঞাপনও অনেক সময় দেখা যায়। কতকগুলা লোককে সমস্ত দিনের মজুরি দিয়া, সং সাজাইয়া এবং সর্ব্বাঙ্গে বিজ্ঞাপন আঁটিয়া দেওয়া হয়। লোকগুলা সমস্ত সহর-প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়ায়। তাহাদের সেই অদ্ভুত সাজ-সজ্জা দেখিয়া লোকে আকৃষ্ট হয় এবং সেই সঙ্গে বিজ্ঞাপনের কার্য্যও সম্পন্ন হইয়া যায়।

বিজ্ঞাপনের জন্য কেবল পয়সা খরচ করিলেই, সেই বিজ্ঞাপনে কাজ হয় না। তাহাতে রচনাচাতুর্য্য থাকা চাই এবং তাহা এরূপভাবে প্রচার করা উচিত, যেন সকলের চোখে পড়ে এবং সেই বিজ্ঞাপন পড়িবার জন্য সকলের আগ্রহও হয়। শুনিয়াছি, বিজ্ঞাপন-রচনার জন্য বড় বড় ব্যবসায়ীদের স্বতন্ত্র বেতনভোগী কর্ম্মচারী থাকে। একবার এক মাসিকপত্রে একটি বিজ্ঞাপন দেখিয়াছিলাম,—তাহার প্রথমেই বড় বড় অক্ষরে লেখা—

'এই লেখাগুলি পড়িবেন না'।—এই "পড়িবেন না" কথাটি লোকের পড়িবার প্রবৃত্তিটুকু বাড়াইয়া দেয় এবং ফলস্বরূপ সকলেই বিজ্ঞাপনটি পড়িয়া ফেলে। আর একবার ঐ ধরণেরই একটি বিজ্ঞাপন দেখিয়াছিলাম। তাহারও প্রথমে বড় বড় অক্ষরে লেখা—

'বিনামূল্যে সোণার ঘড়ী'—তাহার পরহইতে ছোট ছোট অক্ষরে লেখা,—'পাইলে যেমন লোকের আনন্দ হয়, আমাদের দ্রব্য-ক্রয় করিলে, সেইরূপ আনন্দ পাইবেন।' 'বিনা-মূল্যে সোণার ঘড়ী' দেখিয়া অনেকেই বিজ্ঞাপনটি পড়িয়া ফেলেন, বিজ্ঞাপনদাতারও কার্য্যোদ্ধার হইয়া যায়।

বিজ্ঞাপন অধিকাংশস্থলেই মিথ্যা বাগাড়ম্বরে পূর্ণ থাকে। সেইজন্য বিজ্ঞাপন দেখিয়া কোন নূতন জিনিস-ক্রয় করা উচিত নয়, তাহাতে অনেক সময় প্রতারিত হইতে হয়। তবে যদি কোন বিখ্যাত কোম্পানীর দোকানহইতে কোন নূতন জিনিসের বিজ্ঞাপন বাহির হয়, তাহাতে বিশ্বাস করা যাইতে পারে।

বিমান-বিহার

[শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার মিত্র-বিকল্পিত]

তখন শীতকাল; আফিসহইতে ফিরিয়া নৈশভোজনের পর ক্লান্তদেহে শীতের বিষম তাড়নায় লেপের মধ্যে ঢুকিয়া নিদ্রা-দেবীর আরাধনা করিতেছি। বেশ একটু তন্দ্রা আসিয়াছে, এমন সময়ে হঠাৎ শুনিলাম, মাথার কাছে জানালায় কে ঠক্ ঠক্ করিতেছে। আমি ভাবিলাম, বোধ হয়, হাওয়াতে জানালাটাতে ঐরূপ শব্দ হইতেছে। পাশ ফিরিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিলাম। আবার শুনিলাম—ঠক্, ঠক্, ঠক্! বিরক্ত হইয়া জানালার কাছে আসিয়া একটী খড়্খড়ী তুলিয়া বাহিরে দৃষ্টিপাত করিলাম। দেখি, জানালার কাছে একটা মানুষের হাত! ধীরে ধীরে হাত বাহির করিয়া সেই হাতটা খপ্ করিয়া ধরিয়া-ফেলিয়া দৃঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে তুই?" সহসা পরিচিতকণ্ঠে কে বলিল, "আরে, অত রাগ কর কেন? জানলাটা একবার খুলেই দেখ

না!" এ কি! এ যে যতীনের গলা! সে এত রাত্রিতে এখানে কি করিয়া আসিল? হাতটী তাড়াতাড়ি ছাড়িয়া জানালাটী খুলিয়া দিলাম। সহসা উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোকে আমার ঘরটী আলোকিত হইয়া উঠিল! সম্মুখে দেখি, মস্ত বড় এক জাহাজের মত এয়ারোপ্লেন! অবাক্ হইয়া সেইদিকে দেখিতেছি, এমন সময়ে দেখি, পার্শ্বদেশে সহাস্যমুখে যতীন দাঁড়াইয়া। আমি তাহাকে বিস্ময়াভিভূত-স্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ সব কি?" যতীন হাসিয়া উত্তর করিল, "দে'খ্‌তে পাচ্ছ না?—এয়ারোপ্লেন। Englandথেকে আনিয়েছি। কাল এসেছে। তাই ভা'বলুম, তোমাকে আজ নিয়ে একটু evening-flyএ যা'ব।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "চালা'বে কে? তুমি?" যতীন বলিল, "না, হে, না। আমি বিলেতথেকে একজন expert-cheffeurও আনিয়েছি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "হঠাৎ এ বাতিক কেন?" যতীন বলিল, "আমি একটা এয়ারোপ্লেনের ব্যবসা খু'লতে চাই। এখানে যেমন Taxi-cabs আছে, তেমনি ভাড়াটে এয়ারোপ্লেন, পেলে লোকে তাই চ'ড়্‌বে আগে। আমারও রোজগার মন্দ হ'বে না। যা'ক্ সে সব কথা, এখন ওভার-কোটটা গায়ে দিয়ে চল একটু বেড়িয়ে আসি।" আমি আপত্তি না করিয়া ওভারকোটটি পরিয়া জানালা দিয়া দড়ীর সিঁড়ি বাহিয়া এয়ারোপ্লেনে উঠিলাম। উপরে উঠিয়া দেখি, এয়ারোপ্লেনের উপরটা ছোট-খাট জাহাজের ডেকের ন্যায়। একপার্শ্বে একজন সাহেব চালক বসিয়া আছে। সে আমাদের দেখিয়া, দাঁড়াইয়া টুপী খুলিয়া অভিবাদন করিল। খানিকটা যাইয়া একটা সিঁড়ি নীচে নামিয়া গিয়াছে। যতীন আমাকে বলিল, "চল, হে, নীচে যাওয়া যা'ক্।" নীচে নামিবার পূর্ব্বে সে সাহেবকে বলিয়া দিল, "Drive up to the east, let us have a 500 miles fly, and then come back to this place (অর্থাৎ, পূর্ব্বদিকে উঠে যাও, পাঁচশো মাইল উঠে, আবার ঘুরে এইখানে ফিরে এস)।" নীচে নামিয়া দেখি, পাশাপাশি দুইটী কামরা, সম্মুখে একটী কার্পেটবিছানো ক্ষুদ্র পথ। চারিদিকেই বৈদ্যুতিক-আলোক জ্বলিতেছে। যতীন আমাকে লইয়া দক্ষিণ-পার্শ্বের ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল, "এটা ড্রয়িং রুম, আর পাশেরটা শোবার ঘর।" আমরা দুইজনে দুইটী চেয়ারে বসিলে, যতীন পাশের দেওয়ালে একটী ছোট ইলেক্ট্রিক্ সুইচ্ টিপিতেই, দেওয়ালটী খুলিয়া-গিয়া একটী ছোট টেবিল আসিয়া আমাদের সম্মুখে আপনিই স্থাপিত হইল। দেখি, তাহাতে একটী ট্রের উপর অনেকগুলি "থ্রি ক্যাসেল্‌স" সিগারেট সাজানো রহিয়াছে। যতীন বলিল, "খাও, হে, একটা সিগারেট খাও।" * আমি একটা সিগারেট ধরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ তো তোমার নতুনরকম এয়ারোপ্লেন দে'খ্‌'ছি। এ তো ছবিতে বড় দেখা যায় না?" যতীন বলিল, "এ আমি special order দিয়ে তৈরি করিয়েছি।" পরে আমরা দুইজনে ডেকের উপর উঠিয়া চারিদিকে দেখিতে লাগিলাম। তখন এয়ারোপ্লেন বহু উর্দ্ধে উঠিয়াছে। নীচে কিছুই দেখা যাইতেছে না, কেবল অন্ধকার! কেবল সম্মুখে খ-যানের উজ্জ্বল আলোকে খানিকটা আলোকিত হইয়া আছে। বেশ শান্তিতে উঠিয়া যাইতেছি, হঠাৎ দুম্ করিয়া কিরূপ একটা শব্দ হইল। চালক্ দূরহইতে বলিল, "Collision, Sir! It's collision with a solid cloud." আমার তো আত্মারাম খাঁচা ছাড়িল! যতীন তাড়াতাড়ি উঠিয়া চালকের কাছে গেল। হঠাৎ সে চীৎকার করিয়া আমায় বলিল, "ওহে, শিগ্‌গির নীচের ঘরথেকে তিন্‌টে বন্দুক আর যতগুলো কার্ট্রিজ আছে নিয়ে এস একটা air-islandএর (অর্থাৎ আকাশ-দ্বীপের) সঙ্গে এয়ারোপ্লেনটা আটকে গেছে। এখানে যত সব বদ্‌মায়েসের আড্ডা আমাদেরকে এখনই attack ক'রবে।" আমি তাড়াতাড়ি গিয়া বন্দুক ও কার্ট্রিজগুলি লইয়া যতীনের কাছে গেলাম। যাইয়া দেখি, আমার নীচের ঘরহইতে বন্দুক আনিতে যত-টুকু সময় লাগিয়াছিল, সেই সময়ের মধ্যে যতীন ও তাহার cheffeurটী বন্দী হইয়াছে। তাহাদের পাশে কয়েকটী অদ্ভুত-বেশধারী সৈন্য! তাহাদের মাথায় ফেল্ট্ হ্যাট, গায়ে লোহার বর্ম্ম, পায়ে পাম্প্ শু ও ফুলদার হাফ মোজা, পরণে কোঁচানো ধুতি! সকলেরই হাতে এক-একটী ধনুর্ব্বাণ। আমি বন্দুক ছুড়িবার পূর্ব্বেই আমার দু'টা হাত অবশ হইয়া পড়িল, দেখি, তাহারা তীর মারিয়া আমার হাতটি অবশ করিয়া দিয়াছে। আমিও অগত্যা বন্দী হইলাম। তখন আমাদের তিনজনকে তাহারা লইয়া চলিল। আমি ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করিলাম, "Where are you taking us to?" তাহাদের একজন হাসিয়া উত্তর দিল, "For imprisonment প্রিসণাভ্যন্তরে চ।" আমি তো' তাহাদের ভাষা শুনিয়া অবাক্! যতীন আমায় বলিল, "ও সংস্কৃত আর ইংরাজীর খিচুড়ী।"

পরে কিছু দূর গিয়া তাহারা আমাদিগকে লইয়া একটী দুর্গে প্রবেশ করিল; সম্মুখে দুইজন প্রহরী, আমাদের সঙ্গে যাহারা ছিল, তাহাদিগের একজন জিজ্ঞাসা করিল, "রাজা where অস্তি? প্রিসণরাণাং বিচারঃ প্রার্থনীয়ঃ। প্রহরী সেলাম ঠুকিয়া বলিল, "কোর্টমধ্যে পাত্রমিত্রৈশ্চ সহ নৃপঃ নৃত্যং করোতি।" আমরা তো ইহা শুনিয়াই হাসিয়া উঠিলাম, তাহাতে একজন প্রহরী রাগিয়া-

* কলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে চুরুটিকার ধূমপান-প্রবৃত্তি বড় বেশী। চুরুটিকার ধূমপান স্বাস্থ্যহানিকর, উহার অপেক্ষা চুরুটের ধূমপান বরং শ্রেয়ঃ। তামাক যদি খাইতেই হয়, তবে হুঁকায় তামাক খাওয়াই কতকাংশে ভাল। কিন্তু সুস্থ ব্যক্তির ধূমপান করিবার কোন আবশ্যকতা আছে কি?—"বালকে"র সহযোগী সম্পাদক।

উঠিয়া বলিল, "সাইলেণ্টান্ ভবতঃ।" আমি হাসিয়া বলিলাম, "অল্‌রাইটং" তাহারা আরও চটিয়া-গিয়া আমার পৃষ্ঠদেশে একটী চাবুকের ঘা কশাইয়া দিল। আমিও হাসিতে গিয়া কাঁদিয়া খুন। পরে যথাসময়ে আমরা রাজ-সকাশে উপনীত হইলাম। সেখানে দেখি, মস্ত বড় এক নাচ-ঘর, চারিদিকে বৈদ্যুতিক-বাতি! নানা-রকমের পোষাক পরিয়া রাজা পাত্রমিত্রসহ নৃত্য করিতেছেন। একজন সৈনিক গিয়া রাজাকে কাণে কাণে কি বলিল। সহসা মুহূর্ত্তমধ্যে নাচ থামিয়া গেল। রাজা সিংহাসনে আসিয়া বসিলেন। পাত্র-মিত্র সকলে চারিদিকে স্থির হইয়া বসিল; রাজা জলদ-গম্ভীরস্বরে যতীনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কঃ ইউ? মম কিংডমং—কস্মাৎ রিস্‌নাৎ অ্যাটাকাভিলাষিণঃ?"

যতীন হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কঃ ইউ? What নামস্তব?" রাজা উত্তর করিলেন, "I am বিম্বিসারঃ ইতি ফেমাসঃ আকাশ-দ্বীপস্য নৃপঃ। মম কোয়েশ্চানস্য উত্তরং দেহি।" যতীন বলিল, "অহং যতীনদত্তোঽস্মি। বয়ং তব কিংডম্যাট্যাকাভিলাষিণঃ ন ভবামঃ। বয়ম ভ্রমণাভিলাষিণঃ ভবামঃ।" পরে রাজা মন্ত্রীর সহিত কি পরামর্শ করিতে লাগিলেন। যতীন হঠাৎ আমাকে ও সাহেব চালকটীকে বলিল, "এস আমরা এইবেলা চম্পট্ দিই। ওরা এখন অন্যমনস্ক আছে।" তখন আমাদের হাতহইতে হাতকড়ি খুলিয়া লইয়াছিল। আমরা তিনজনে হঠাৎ তীরবেগে সিংহ-দরজার দিকে ছুটিলাম। সকলে বুঝিল, বন্দী পলাইল। চারিদিকে লোক ছুটিল। যেখানে এয়ারোপ্লেন বাঁধা ছিল, আমরা উর্দ্ধশ্বাসে সেখানে ছুটিয়া উপস্থিত হইলাম। কিন্তু, হায় কপাল! আসিয়া দেখি, এয়ারোপ্লেন সেখানে নাই। পলাইবারও কোনও উপায় নাই, অথচ ঐ যে যমের মত ভীষণাকৃতি রাজার সৈন্য ছুটিয়া আসিতেছে! উঃ, কি চীৎকার করিতেছে! কেবল "ক্যাপ্‌চারং কুরু! ক্যাপ্‌চারং কুরু!"

হঠাৎ সাহেব চালকটী পাগলের মত বলিয়া উঠিল, "It is better to die than to be a captive here." এই বলিয়া সাহেব আমাদের দুইজনকে জড়াইয়া-ধরিয়া সেই আকাশ-দ্বীপের তীরহইতে লম্ফ-প্রদান করিল। তা'র পর? উঃ! তা'র পর? গভীর অন্ধকারে তীরবেগে তিনজনে নামিতে লাগিলাম! উঃ! গেলাম! গেলাম! মাটীতে পড়িলেই, তিনজনে গুঁড়া হইয়া যাইব। হঠাৎ কাণের কাছে কে বলিল, "অতুলদা'! ভোর হ'ল যে, ওঠ!" আমি চক্ষু চাহিয়া দেখিলাম—কোথায় আকাশ-দ্বীপ, কোথায় যতীন ও সাহেব চালক, আর কোথায়ই বা এয়ারোপ্লেন! আমি বিছানায় শুইয়া আছি। ঘামে সমস্ত বিছানাটী এই শীত-কালের ভোরবেলায়ও ভিজিয়া গিয়াছে; আমার হাত, পা, সব কাঁপিতেছে!* পাশে আমার ছোট ভাই ললিত দাঁড়াইয়া বিস্মিত-ভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছে, "অতুলদা,' কি হ'য়েছে? এত ঘা'ম্'ছ কেন?" আমি "কিছু না" বলিয়া নিজের মনে স্বপ্নের কথা ভাবিতে ভাবিতে মুখ ধুইতে গেলাম।

থারমস্ ফ্লাস্ক

(THERMOS FLASK)

[শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ঘোষ-সংকলিত]

পৃথিবীতে এমন কতকগুলি জিনিষ আছে, যাহা আমরা সকলেই প্রায় দেখিয়াছি, কিন্তু তাহার নির্ম্মাণ-কৌশল বা বিশেষত্বের কারণ, বোধ হয়, অনেকেই জানি না।

"Thermos Flask" কতকটা সেইরকমের জিনিষ। ইহা অনেক সাহেবী-দোকানের "Show window"তে দেখিতে পাওয়া যায়—আজকাল আবার অনেক বাঙালী বাবুও ইহার ব্যবহার করিয়া থাকেন।

এই "flask"এর কি কাজ, তাহারই আমরা সর্ব্বপ্রথমে আলোচনা করিব।

ইহার কাজ, উত্তাপ আবদ্ধ রাখা বা ইহার মধ্যস্থিত কোন শীতল বস্তুকে উত্তাপহইতে দূরে রাখা, অর্থাৎ এক "flask"ই চা গরম ও ice-cream ঠাণ্ডা রাখিবে।

কোন বস্তু-স্পর্শনে গরম বা ঠাণ্ডা-বোধ হইলে, আমরা তাহাকে গরম বা ঠাণ্ডা বলিয়া থাকি। কোন স্থান বা বস্তু-স্পর্শ করিয়া আমরা বলিতে পারি না—ইহা কত গরম বা ঠাণ্ডা, সুতরাং তাহার একটী মাপ আছে, তাহাকেই আমরা কোন বস্তু বা স্থানের "তাপক্রম" বা "Temperature" বলি। ছুরির ফলা স্পর্শ করিলে ঠাণ্ডা-বোধ হইবে, কিন্তু তাহার বাঁট অপেক্ষাকৃত গরম-বোধ হইবে; অথচ ছুরিখানি যে স্থানে আছে, তাহার তাপক্রম বদল হয় নাই। ফলা ঠাণ্ডা-বোধ হইবার কারণ এই যে, ইহা তাপ-পরিচালক, অর্থাৎ শীঘ্রই উত্তপ্ত হয় ও অতি অল্পসময়ের মধ্যেই ঠাণ্ডা হইয়া যায়; আর ছুরির বাঁট তত পরিচালক নয় বলিয়া ইহা গরম ও ঠাণ্ডা হইতে সময় লাগে।

* অতিরিক্ত চুরটিকার ধূমপানের ফলে এইরূপ স্বপ্নদর্শন প্রায়ই ঘটিয়া থাকে।—"বালকে"র সহযোগী সম্পাদক।

যথন দুইটী বিভিন্ন "তাপক্রমের" বস্তু থাকে, তখন যদি তাহারা সমান অনুপাতে গরম বা ঠাণ্ডা না হয়, তাহা হইলে গরমটী ঠাণ্ডা হইবে ও ঠাণ্ডাটী গরম হইবে; এবং তাহাদের উত্তাপ সমানুপাতিক হইলে, উভয়েই তাপ বা শৈত্য-বিকীরণ করিয়া বায়ুর তাপক্রমের সহিত নিজেদের তাপক্রম সমান করিবে।

প্রায় সকল পার্থিব বস্তুই তাপ-বিকীরণ করে, তবে কাহারও অধিক সময় আর কাহারও বা অল্প সময় লাগে। একটী বোতলে গরম জল ঢালিয়া রাখিলে, ইহা ঠাণ্ডা হইতে অধিক সময় লাগে না। কিন্তু কম্বলে বোতলটী ঢাকিয়া দিলে, অপেক্ষাকৃত অধিক সময় লাগে—কম্বল উত্তাপকে বোতলের মধ্যে আবদ্ধ রাখে। ঠিক এই নিয়মেই একচাপ বরফ রৌদ্রে গলিয়া যাইতে যত সময় লাগিবে, তাহাকে কম্বলে জড়াইয়া রাখিলে তদপেক্ষা অধিক সময় লাগিবে। এথন কম্বল উত্তাপকে দূরে রাখিবে।

একটী খালি বোতল স্পর্শ করিলে, ঠাণ্ডা-বোধ হইবে, কিন্তু তাহার মধ্যে গরম জল ঢালিলে, তাহা গরম হইয়া যাইবে। কেন এরূপ হয়? উত্তাপ জলহইতে বোতলের ভিতরের গাত্রে পরিচালিত হয়, তথাহইতে বাহিরের দিকে আসে ও কিছুক্ষণ পরে একেবারে চলিয়া যায়। উত্তাপের ধর্ম্ম একবস্তু-হইতে অন্যবস্তুতে পরিচালিত হওয়া ও তথাহইতে একেবারে চলিয়া যাওয়া; এই শেষোক্ত ধর্ম্মের নাম "বিকীরণ" বা "radiation."

প্রায় সকল বস্তুই উত্তাপে অল্পপরিমাণে বর্দ্ধিত হয়, বায়ু কিন্তু অনেকপরিমাণে বাড়ে। ইহা বর্দ্ধিত হইয়া লঘু হওয়া-নিবন্ধন উপরে উঠিতে থাকে। সুতরাং যখন বোতলের বাহিরের ভাগ গরম হয়, তখন উহার পার্শ্ববর্ত্তী বায়ুও সঙ্গে সঙ্গে গরম, বর্দ্ধিত ও লঘু হইয়া উপরে উঠিতে আরম্ভ করায় পার্শ্ববর্ত্তী শীতল বায়ু তাহার স্থান-পূরণ করিতে আসে; এইরূপে বোতলের চারিপাশে অনবরত ঠাণ্ডা বায়ুর চলাচল হওয়ায় উত্তাপ শীঘ্রই চলিয়া যায়।

সূর্য্যের উত্তাপে একটী পাথর যত উত্তপ্ত হয়, তাহার চারি-পাশের বায়ু তত গরম হয় না কেন? আগুনে আমাদের হাত পুড়িয়া যায়, কিন্তু বায়ু তো তত বেশী গরম হয় না? সকল গরম বস্তুই তাপ-বিকীরণ করে, কিন্তু জলন্ত অঙ্গার বা লৌহ, সাধারণ বস্তু অপেক্ষা অধিকপরিমাণে তাপ-বিকীরণ করে।

সুতরাং বোতলের গাত্র যে, তাপ-বিকীরণ করে, তাহা বায়ুর সাহায্যে দূরে চলিয়া যায়, এবং কিছুক্ষণ পরে ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে। জল গরম রাখিতে হইলে, এই সকল ব্যাপার যাহাতে না ঘটে, সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে হয়। একটী "Thermos Flask"এর মধ্যে এগুলির সকলটাই আছে।

ইহা (Flask) দুইটী বোতলের দ্বারা প্রস্তুত, একটী অন্যটীর মধ্যে সংলগ্ন, দুইটীর মধ্যস্থলের অংশ একেবারে বায়ুশূন্য (vacuum)। কোন বস্তুকে বায়ুশূন্য করিতে হইলে, তাহাকে প্রথমে বায়ুপূর্ণ (air-tight) করিতে হয়। তৎপরে তাহার গাত্রে একটী ছিদ্র করিয়া একটী বায়ু-নিষ্কাশন-যন্ত্রের (exhaust pump) সাহায্যে সেই ছিদ্রটির মধ্য দিয়া সমস্ত বায়ু বাহির করিয়া ছিদ্রটি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

CAP

CORK

VACUUM

"Thermos Flask"এর জন্য দুইটী বোতল আলা'দা আলা'দা প্রস্তুত করা হয়। ছোটটী বড়টীর মধ্যে রাখিয়া দুইটীর গলা অগ্নির সাহায্যে এমনভাবে জুড়িয়া দেওয়া হয়, যাহাতে বোতলের চারিপাশে সমান্তরাল ফাঁক থাকে। তাহার পর এই ফাঁকটীকে বায়ুশূন্য করা হয়। এইজন্য বোতলের তলায় একটী সূক্ষ্ম ছিদ্র করিয়া তাহাতে অগ্নির সাহায্যে একটী কাচের নল জুড়িয়া দেওয়া হয়, তাহার পর সেই নলের মুখে একটী "exhust pump" লাগাইয়া ইহাকে একেবারে বায়ুশূন্য করিয়া নলের মুখটী জুড়িয়া দেওয়া হয়।

এখন ছোট বোতলটীর চারিপাশ একেবারে শূন্য থাকায়, ইহার গায়ের তাপ কোথাও যাইবার উপায় নাই। যদি ইহা গরম জলে পূর্ণ করা যায়, তবে ভিতরের ছোট বোতলটী সম্পূর্ণরূপে গরম হইবে; কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই কতকটা বায়ুশূন্য (vacuum) অংশ থাকায় তাপ পরিচালিত হইবার উপায় নাই।

ইহাতে কিন্তু তাপ বিকীরিত হইতে পারে, তন্নিবারণজন্য ছোট বোতলটীর বাহিরের দিকে পারদ মাখান হয়—যেমন আয়নাতে থাকে। তাহাতে ভিতরের তাপ বা শৈত্য বাহিরে আসিবার চেষ্টা করিলে, পারদ তাহাকে ভিতরের দিকে ফিরাইয়া (reflect) দেয়, এবং বাহিরের উত্তাপ বা শৈত্য বাহিরেই রাখে।

এই বোতলে গরম বস্তু প্রায় ২৪ ঘণ্টা গরম, এবং ঠাণ্ডা বস্তু ৮ দিনপর্য্যন্ত ঠাণ্ডা থাকে।

অনুতাপ

[শ্রীযুক্ত হরিদাস ঘোষ-লিখিত]

১

বৈকাল-বেলা। কলিকাতার একটি মেসের এক ঘরে বসিয়া কুমুদ অঙ্ক কষিতেছিল। প্রায় দুইঘণ্টা ধরিয়া চেষ্টা করিয়াও সে যখন একটা সমস্যার সমাধান করিতে পারিল না, তখন তাহার মাথা গরম হইয়া উঠিল। সে সমস্যাটির সমাধান করিবেই করিবে, এইরূপ স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া আবার নূতন করিয়া কষিতে আরম্ভ করিল। সম্মুখে 'চরমাস্ত্র'-পরীক্ষা, খাটিয়া না পড়িলে পাশ করিতে পারিবে কেন;? সে সবেমাত্র অঙ্কটা নূতন করিয়া আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময়ে তাহার বন্ধু শৈলেন, মেসের আর একটি ছেলের সঙ্গে, সেই ঘরে ঢুকিল।

"কি, রে কুমুদ, পাঁচটা যে বেজে গেছে, এখনও খাতা-পেন্সিল নিয়ে কি ক'র্‌ছিস? এবারও 'স্কলারসিপ্' না নিয়ে ছাড়্‌বি না, দে'খ্‌ছি।"

"ঠাট্টার দরকার কি, ভাই? নিজেরা এতক্ষণ কি ক'র্‌ছিলেন, শুনি।"

"যা' হয় কিছু একটা ক'র্‌ছিলুম। এখন তুই ওঠ্ দেখি। আজ ন্যাসনাল হোটেলে যাই চল্; অনেকদিন যাওয়া হয় নি। খিদেটাও আজ খুব পেয়েছে।"

অঙ্ক কষিবার পথে বাধা পড়ায়, কুমুদ মনে মনে একটু বিরক্ত হইল; কিন্তু সেটা প্রকাশ না করিয়া নিমন্ত্রণটা এড়াইবার জন্য সে একটু ঠাট্টাচ্ছলে শৈলেনকে বলিল,—

"আমরা, ভাই, গরীব-মানুষ, আমাদের ন্যাসনাল হোটেলে গিয়ে টিফিন খাওয়া পোষায় না। তোমরা বড়মানুষ, তোমরা যাও।"

শৈলেনও ঠাট্টাচ্ছলে উত্তর দিল,—"বলি, আজ এত তাচ্ছিল্য কেন? এই বড়মানুষের সঙ্গে এর আগে, বোধ হয়, অনেকবারই যাওয়া হ'য়েছে—!"

কুমুদ এইবার ঠাট্টা না বুঝিয়া আর একজনের সম্মুখে বলা হইল বলিয়া শৈলেনের কথাটাকে অপমান-জনক বলিয়া ধরিয়া লইল। কুমুদ ভাবিল, ইতঃপূর্ব্বে শৈলেন যে, তাহাকে খাওয়াইয়াছে এবং সে গরীব বলিয়া শৈলেনকে কিছু খাওয়াইতে পারে নাই, সেই সব লক্ষ্য করিয়াই শৈলেন এই কথাগুলি বলিয়াছে। এই কথাগুলি উত্থাপনের মূল যে, সে নিজে, তাহা একবারও ভাবিয়া দেখিল না। একে সমস্যাটার বেলা তিনটা-হইতে সমাধান করিতে না পারিয়া তাহার মাথা গরম হইয়াছিল, তাহার উপর এই বুঝিবার ভুলে তাহার মাথা আরও গরম হইয়া উঠিল। সে বলিয়া ফেলিল,—

"হাঁ, ভাই, স্বীকার ক'র্‌ছি,—তুমি আমাকে অনেক খা'ইয়েছ। তা' সে খাওয়ানর জন্যে তোমার যা' খরচ হ'য়েছে, তা'র একটা

হিসেব দিও, আমি সব শোধ ক'রে দেব! এখন, বোধ হয়, আমাকে আর বিরক্ত ক'র্‌বে না।"

শৈলেন তাহার এই কথায় ভাবে ঠাট্টার লেশপর্য্যন্ত নাই দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কোন কথাই তাহার মুখে আসিল না। কুমুদ তাহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া আবার বলিল,—"আশা করি, আমার সঙ্গে তোমার কাজ-শেষ হ'য়েছে, আর কোন দরকার নেই!" এই বলিয়া সে যেন কতই নিবিষ্টমনে অঙ্ক কষিতে লাগিল! শৈলেন তাহার এই গর্ব্বিত ব্যবহারে বড়ই কষ্ট পাইল, কিন্তু তখন আর কোন কথা না বলিয়া সে ঘরহইতে বাহির হইয়া গেল। তাহাদের এতদিনের সখ্যসূত্র আজ সামান্য কথার আঘাতে ছিন্ন হইয়া গেল!

এতদিনের বন্ধুত্ব কেন, তাহা বলি। কুমুদ ও শৈলেনের বাড়ী একগ্রামে এবং তাহারা একই বিদ্যালয়ে পড়িত। তাহারা বরাবরই শ্রেণীতে প্রথম-দ্বিতীয়-স্থান-অধিকার করিয়া আসিয়াছে। এই সকল কারণে তাহাদের মধ্যে বন্ধুত্ব বেশ জমিয়া আসিতেছিল,—যদিও এই বন্ধুত্বের পথে একটি অন্তরায় ছিল। সে অন্তরায়টি এই,—কুমুদের অবস্থা তত ভাল নয়। তাহার মাতাপিতা বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। সামান্য যা' দুই-চারি-বিঘা জমিজমা ছিল, তাহাহইতেই কোনরকমে তাহাদের দিন চলিয়া যাইত। আর শৈলেনের পিতা গ্রামের মধ্যে একজন বর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তি; বাগান, বাড়ী, বড়লোকের যাহা কিছু থাকে, সবই তাঁহার ছিল। কিন্তু এই অন্তরায়টি শৈলেনের গুণে লোপ পাইয়াছিল। শৈলেনের স্বভাবটি অতি মধুর ছিল; তাহার মন খুব উদার ছিল, আর তাহাতে গর্ব্বের লেশমাত্র ছিল না। কুমুদ যে, শৈলেনের চেয়ে কোন অংশে খারাপ ছিল, তাহা নহে, কিন্তু তাহার আত্মসম্মান-জ্ঞানটা এত অধিকপরিমাণে ছিল যে, তাহাকে আত্মসম্মান না বলিয়া গর্ব্বও বলা যাইতে পারিত। সে যেটাকে নিজের গুণ বলিয়া মনে করিত, তাহা অন্যের চোখে দোষ বলিয়া বোধ হইত।

প্রবেশিকা-পরীক্ষায় দুইজনই প্রথম বিভাগে পাশ করিয়া কলিকাতায় পড়িতে আসিল। কুমুদ দশটাকার একটি বৃত্তি পাইয়াছিল, বাড়ীহইতেও মাঝে মাঝে দুই-চারি-টাকা পাইত, সেইজন্য তাহার কলিকাতায় থাকিবার বড় বেশী অসুবিধা হইত না। দুইবৎসর হইল তাহারা কলিকাতায় আসিয়াছে। ইহার ভিতর শৈলেন কুমুদকে সাহায্য করিবার জন্য নানারকমে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু কুমুদের প্রবল আত্মসম্মান-জ্ঞান সে সকল উপেক্ষা করিয়াছিল। তবে বৈকালবেলা বেড়াইতে বাহির হইয়া শৈলেন যখন খাবারের দোকানে ঢুকিয়া তাহাকে খাইতে অনুরোধ করিয়াছে, তখন সে বন্ধুত্বের খাতিরে সে অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারে নাই। আজ সেই কথা লইয়াই তাহাদের মধ্যে এই মনোমালিন্যের সূত্রপাত হইল।

২

সেই দিনহইতে কুমুদ ও শৈলেনের মধ্যে কথাবার্ত্তা বন্ধ হইয়া গেল। শৈলেন ভাবিল, কুমুদ তাহার রূঢ় ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চাহিতে আসিবে, আর কুমুদ ভাবিল, আমি গরীব বলিয়া শৈলেন আজকাল আমাকে তাচ্ছিল্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে, অতএব উহার সঙ্গ-ত্যাগ করাই ভাল।

কিছুদিন পরে একদিন শৈলেন মনে করিল, "আমিই আগে যাই। হয় ত আমার কথা কুমুদের মনে বড় লেগেছে; আমাদের দু'জনের মধ্যে এরকম ছাড়াছাড়ি বড় খারাপ লাগে।"

—এই ভাবিয়া সে কুমুদের ঘরের দিকে গেল। কুমুদ তখন একজন ছেলের সহিত কি কথা বলিতেছিল; শৈলেনকে ঘরে ঢুকিতে দেখিবামাত্র সে সঙ্গীকে বলিল,—"ভাই, একটু ব'স ত! আমি একবার বাইরে থেকে আসি।" এই বলিয়া শৈলেনকে পাশ কাটাইয়া সে ঘরহইতে বাহির হইয়া গেল,—যেন শৈলেনকে সে চেনেই না!

কুমুদের এইরূপ ব্যবহারে শৈলেনের মনে আরও আঘাত লাগিল। সে অপমানিত হইয়াও নিজেই ক্ষমা চাহিতে আসিল, তবুও এই ব্যবহার! প্রথমে তাহার একটু রাগ হইল; তাহার পর মনে করিল, হয় ত ভবিষ্যতে কুমুদের এই ভাবটা আর থাকিবে না, তখন আবার তাহাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হইবে। শৈলেন ফিরিয়া গেল।

৩

প্রায় মাসখানিক কাটিয়া গিয়াছে। শৈলেন ও কুমুদের 'চরমান্ত'-পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, সকলে চরম পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত খরচাও জমা দিয়াছে। শৈলেন মেসের একটি ছেলের মুখে একদিন শুনিল যে, কুমুদ তখনও তাহার খরচার টাকার জোগাড় করিতে পারে নাই। এই কথা শুনিয়া প্রথমে সে একটু ভাবিল, তাহার পর তিনখানা দশটাকার নোট ও একখানা চিঠী খামের মধ্যে পুরিয়া চাকরের হাত দিয়া কুমুদের কাছে পাঠাইয়া দিল। কুমুদ চিঠী পাইয়া খুলিয়া পড়িল। তাহাতে লেখা ছিল,—

"ভাই, তোমার পরীক্ষার খরচার টাকার যোগাড় ক'র্‌তে পার নি শুনে' এই টাকা ক'টা পাঠা'লুম। যদি এমনি না নাও ত ধার ব'লে নিও; আর এর আগে আমার যদি কোন দোষ হ'য়ে থাকে ত ক্ষমা ক'র'। ইতি—

শৈলেন।"

চিঠী পড়িয়া কুমুদের আপাদ-মস্তক জলিয়া উঠিল। সে ভাবিল, তাহাকে গরীব বলিয়া অপমান করিবার জন্য শৈলেন এ এক নূতন কৌশল করিয়াছে। সে চিঠীর এক কোণে লাল পেন্সিল-দিয়া লিখিয়া দিল:—

"আমরা গরীব মানুষ; টাকা নেই বটে, কিন্তু মান আছে; বড়মানুষের টাকার চেয়ে আমাদের গরীব মানুষের মানটাই বড় ব'লে

মনে করি, সেইজন্তে আপনার অনুগ্রহের দান ফিরিয়ে দিলুম, কিছু মনে করবেন না। ইতি—

কুমুদ।"

তাহার পর খামের মধ্যে নোট আর চিঠী পুরিয়া শৈলেনের কাছে ফেরৎ পাঠাইল।

—তাহাদের বন্ধুত্বের মধ্যে আরও অনেকখানি ব্যবধানের সৃষ্টি হইল।

কুমুদ অনেক কষ্টে ধার করিয়া খরচার টাকার জোগাড় করিয়া পরীক্ষা দিল, কিন্তু ভাল করিয়া প্রশ্নগুলির উত্তর করিতে পারিল না, কারণ টাকাকড়ির অভাব, শৈলেনের সহিত মনোমালিন্য, এই সব নানা ব্যাপারে তাহার মন একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছিল।

যন্ত্রচালিতের মত সে সেখানহইতে বাহির হইয়া গোলদীঘিতে ঢুকিল। সেখানে একখানা বেঞ্চের উপর বসিয়া-পড়িয়া আকাশ-পাতাল কত কি ভাবিতে লাগিল। "আমারই ওপর যে, মা-বাবা কত নির্ভর, কত আশা ক'রে আছেন! আজ তাঁ'দের সে আশায় ছাই প'ড়্‌ল। আর কি আমার পড়া হ'বে? কি ক'রে আর প'ড়্‌ব? উঃ! আর যে ভা'ব্‌তে পারি না।" বেঞ্চ্‌হইতে উঠিয়া সে উদ্যানহইতে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। ঠিক সেই সময়ে শৈলেন পরীক্ষার ফল দেখিয়া সেই দিকে আসিতেছিল। দূরহইতে কুমুদকে দেখিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি তাহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। শৈলেন যখন কুমুদের ঠিক পিছনে আসিল, তখন কুমুদ লোকগম্য বর্ত্মহইতে রাস্তায় নামিল, আর ঠিক সেই সময়ে কোথাহইতে এক বৈদ্যুতিক যান বিদ্যুৎবেগে কুমুদের

উপর আসিয়া পড়িল। রাস্তার সকলে হৈহৈ করিয়া উঠিল। শৈলেন তখন হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হইয়া দৌড়িয়া গিয়া কুমুদকে এক ঠেলা মারিল, কুমুদ চা'র-পাঁচহাত দূরে ছিট্‌কাইয়া পড়িল, আর সেই মুহূর্ত্তে তাড়িত যান শৈলেনের উপর দিয়া চলিয়া গেল। ঘটনাটা বলিতে যত সময় লাগিল, ঘটিতে তাহার শতাংশের একাংশ সময়ও লাগিল না।

দেখিতে দেখিতে চারিদিকে লোক জড় হইল। কুমুদ উঠিয়া দাঁড়াইয়া উদ্ধারকর্ত্তাকে দেখিবার জন্য মুখ ফিরাইল। এ কি! এ কে? শৈলেন যে! তাহার কাপড়-জামা ছিঁড়িয়া একাকার হইয়া গিয়াছে, মাথাহইতে ক্রমাগত রক্তস্রাব হইয়া রাস্তা একেবারে ভিজাইয়া দিতেছে। শরীর নিস্পন্দ, প্রাণ আছে কি না, সন্দেহ। কুমুদ সেইখানে বসিয়া পড়িল।

আজ "ইণ্টারমিডিয়েট্"-পরীক্ষার ফল বাহির হইবার দিন। 'দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং' লোকে লোকারণ্য; সকলেই পরীক্ষার ফল দেখিতে উৎসুক। এই জনতার ভিতর আমাদের কুমুদ এবং শৈলেনও ছিল, কিন্তু তাহারা পরস্পরের উপস্থিতির কথা জানিত না।

কিছুক্ষণ পরে দরো'জা খোলা হইল। পাহাড়িয়া নদীর ঢলের মত লোকের দল হুড়মুড় করিয়া ঢুকিতে আরম্ভ করিল। ভিড়ের মধ্যে কেহ চাপিয়া গেল, কাহারও দমবন্ধ হইয়া গেল, কেহ বা 'মাগো' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। কুমুদ অতিকষ্টে নিজের 'রোল্ নম্বরের' কাছে গিয়া দাঁড়াইল। এ কি! তাহার সংখ্যার উপর 'ঢেড়া'! আর শৈলেনের?—সে চাহিয়া দেখিল, 'প্রথম-বিভাগ'! তাহার চোখের সম্মুখে সব অন্ধকার হইয়া আসিল।

"শৈলেন? শৈলেন আমাকে বাঁচিয়েছে? কি আশ্চর্য্য, তা'কে ঘরথেকে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিলুম; কতরকমে তা'র মনে কষ্ট দিলুম, আর সে, তা'র কি প্রতিশোধ নিলে? সে আমার জন্যে তা'র প্রাণটা দিলে! উঃ! আমার কি বো'ঝ্‌বার ভুল, যা'র মন এত উঁচু, তা'কে কিনা নীচ বলে ঘৃণা ক'র্‌তুম্। এখন বু'ঝ্‌ছি, সে আমার চেয়ে কত বড়; সে বরাবরই আমার সঙ্গ চেয়েছে, আমাকে সাহায্য ক'র্‌তে চেয়েছে, বন্ধু ব'লে। আর আমি কি ক'রেছি? তা'কে উঃ!"

গাড়ীর শব্দে কুমুদের জ্ঞান হইল। সে দেখিল, শৈলেনকে গাড়ী করিয়া কতকগুলি লোক মেডিকেল-কলেজের হাঁসপাতালে লইয়া গেল। কুমুদ খানিকক্ষণ সেইখানে হতবুদ্ধি হয়ই দাঁড়াইয়া-থাকিয়া হাঁসপাতালের দিকে অগ্রসর হইল। তাহার তখন মাথার ঠিক ছিল না; নিজের প্রতি ধিক্কারে তাহার মনে যেন শত বৃশ্চিক-দংশন করিতেছিল।

হাঁসপাতালে পঁহুছিয়া শুনিল, গাড়ীহইতে নামাইতে না নামাইতেই শৈলেনের মৃত্যু হইয়াছে! কথাটা শুনিবামাত্র কুমুদ কাঁদিয়া ফেলিল,—"হায়, শৈলেন! একবার ক্ষমা চা'বার সময়টুকুও দিলে না!"

* * * *

প্রায় দশবৎসর কাটিয়া গিয়াছে। কুমুদ এখন দেশের মধ্যে একজন গণ্যমান্য লোক। আমাদের সেই কুমুদের সঙ্গে এই কুমুদের স্বভাবের কিন্তু বড় একটা মিল দেখা যায়। কুমুদের মনে সেই আগেকার আত্মসম্মান বা আত্মাভিমানটুকু নাই। তিনি নিজেকে সকলের কাছে নত করিয়া রাখেন। কেহ যদি তাঁহাকে বিনা কারণে গালি দিয়া, এমন কি, দুই চারি-ঘা মারিয়াও যায়, তিনি হাসিয়া বলেন,—"তোমার গালাগালি কিন্তু আমার ভারী মিষ্টি লা'গ্‌ল।" আমরা শুনিয়াছি, তিনি নাকি নির্জ্জনে থাকিলেই, চোখের জল ফেলেন; আর সেইসময়ে 'শৈলেন'-নামটি তাঁহার মুখহইতে প্রায়ই বাহির হইয়া পড়ে।

শিশির

[শ্রীযুক্ত শরদিন্দু বসু-সংকলিত

আজকালকার বৈজ্ঞানিকদের মতে শিশির একটি গবেষণার বস্তু। কিন্তু একশত বৎসর পূর্ব্বের বৈজ্ঞানিকেরা বিশেষ আগ্রহের সহিত ইহার বিষয়ে আলোচনা করেন নাই। সম্প্রতি এ বিষয়ে অনেক গবেষণামূলক প্রবন্ধসকল বাহির হইতেছে।

পাঠক-পাঠিকারা প্রায় সকলেই জানেন, শিশির-জিনিষটা কি এবং কি করিয়া ইহা গাছের পাতায় পাতায় এবং ঘাসের উপর মুক্তাবিন্দুর ন্যায় জলিয়া থাকে। তবু একবার সংক্ষেপে বলি—

হাওয়ায় সর্ব্বদাই অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণা থাকে। যখন সন্ধ্যাবেলা গাছের পাতা এবং ঘাসহইতে (radiation বা বিকীরণ-দ্বারা) উত্তাপ বাহির হইয়া যায়, তখন এই সকলকার উপরকার বায়ু ক্রমশঃ শীতল হইতে থাকে। বায়ু যত শীতল হইতে থাকে, তাহার জলকণা ধরিয়া রাখিবার শক্তিরও তত হ্রাস হইতে থাকে। কাজেই অতিরিক্ত জলকণাগুলি গাছের পাতায় ও ঘাসের উপর শিশিররূপে জমিতে থাকে। সূর্য্যোদয় হইবামাত্র আবার সেই শিশিরবিন্দুগুলি বাষ্প হইয়া হাওয়ায় মিশিয়া যায়।

একটি গ্লাসে যদি একটুক্‌রা বরফ ফেলিয়া দেওয়া যায়, তবে আমরা দেখিতে পাই যে, গ্লাসের গায়ে ফোঁটা ফোঁটা জল জমিয়া গিয়াছে। এই জল কোথাহইতে আসে? শিশিরেরই মত, বায়ুর জলকণাগুলি বরফ-দিয়া শীতল হইয়া গ্লাসের গায়ে জমিতে থাকে।

সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, মেঘলা রাত্রিতে অতি অল্প শিশির পড়ে—বলিতে গেলে পড়েই না। তাহার কারণ এই যে, আকাশে মেঘ থাকিলে ভূমির তাপ বাহির হইতে পায় না। মেঘগুলি সেই তাপ আট্‌কাইয়া দেয়। কাজেই radiation বা বিকীরণ হইতে পারে না। সুতরাং হাওয়া ঠাণ্ডা হইতে পায় না। এই কারণবশতঃই গাছের তলায় শিশির পড়িতে পায় না। গাছের পাতা প্রভৃতি দিয়া ভূমির তাপ-বিকীরণে বাধা ঘটে।

কেহ কেহ দেখিয়া থাকিবেন যে, গাছের পাতায় এবং ঘাসের উপর বিস্তর শিশির পড়িয়াছে, অথচ খোলা রাস্তায় বা পাথরবাঁধান কোনও স্থানে অতি অল্প আছে, বা আদবেই নাই। ইহার কারণ এই যে, উদ্ভিদাদি সুধু মাটি বা পাথরহইতে শীঘ্র উত্তাপ বাহির করিয়া দেয়, সুতরাং রাস্তা ও পাথরবাঁধান স্থানের উপরকার হাওয়ার অপেক্ষা গাছের বা তৃণাচ্ছাদিত মাঠের উপরকার হাওয়া বেশী ঠাণ্ডা থাকে।

আজকালকার অনেক বৈজ্ঞানিক বলেন যে, শিশিরকণায় সহিত কিছুভাগ জল থাকে, তাহা সেই পাতা বা ঘাসের ভিতর-হইতেই উপরে আসে। যদিও তাঁহারা আজপর্য্যন্ত ইহার কোনও কারণ-নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই।

Dr. W. C. Wells পরীক্ষাদ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, ইংরাজ-শাসিত যুক্তরাজ্যে এক বৎসরে যত শিশির পড়ে, তত জল যদি সেই রাজ্যে ঢালিয়া দেওয়া হয়, তবে পাঁচ ইঞ্চি জল দাঁড়াইয়া

যাইবে। যুক্তরাজ্যে যত বৃষ্টি (এক বৎসরে) হয়, তাহার ছয় ভাগের একভাগের সমান জল সেখানকার লোকে শিশিররূপে পাইয়া থাকে।

তিনি আরও স্থির করিয়াছেন যে, এই একবৎসরের শিশিরের ওজন প্রায় ৫৪৪০০০০০০০০/ মণ; অর্থাৎ যুক্তরাজ্যে একবৎসরে যত গম আমদানি হয়, এক বৎসরের শিশির ওজনে তাহার ৫০০০ গুণ বেশী।

আবার এই শিশির গাছে গাছে, পাতায় পাতায়, মাঠে ঘাটে যখন ভোরবেলা রৌদ্রে চিক্-চিক্, ঝিক্-ঝিক্ করে, তখন তাহার শোভা দেখিয়া কবিরা মুগ্ধ হইয়া কলম ধরেন।

মাণিক-যোড়

আখ্যায়িকা

[শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকার বি-এ-সঙ্কলিত]

প্রথম পরিচ্ছেদ

[অভিনব অভিভাবিকা-নিয়োগ]

মণু পাঁচ বছরের ছেলে, তাহার মা অনেকদিন ধরিয়া ভুগিতেছেন। মণুর মনে হয়, তাহার মা দশ-বারো বৎসর ধরিয়া ভুগিতেছেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি কিন্তু কয়েক সপ্তাহমাত্র ভুগিতেছেন। মণু ও তাহার সহোদরা মিণু কিন্তু এ কথা বিশ্বাস করিতে রাজী নয়, কারণ তাহাদের সময়টা বড় ধীরে ধীরে কাটিতেছে এক-একসময় উহা যেন কাটিতেই চায় না!

মণু মাঝে মাঝে বলিত, "মার অসুখে প'ড়্বার আগেকার কথা আমার মনেই পড়ে না। আমার মনে হয়, যেন মা বরাবরই এই একভাবেই ভু'গ্‌ছেন। কৈ, কবে ভাল ছিলেন, মনে পড়ে না তো!" মিণু তাহার ভাইয়ের চেয়ে দুই বৎসরের বড় ছিল, সে গম্ভীরভাবে ভাইকে চুপ করিতে বলিয়া বলিত, "চোখ বুজে মনে মনে ভাব দেখি নি যে, মা যেন বাড়ীর চারদিকে কাজকর্ম্মে ব্যস্ত হ'য়ে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছেন, মার মুখে হাসি র'য়েচে, গাল-দু'টি রাঙা টক্‌টক্ ক'র্‌চে, আর মার কালো চোখ-দু'টি সন্ধ্যেবেলাকার তারার মত——"

চোখ বুজিয়া একটু পরেই মণু বলিয়া উঠিত, "না, দিদি, আমি দে'খ্‌তে পাই না, চোক বু'জ্‌লে খালি অন্ধকার——"

মিণু উত্তর দিত, "আমি পারি কিন্তু। তুমি যে ভাই বড্ড ছোট্ট, তাই দে'খ্‌তে পাও না।"

মনুর ইচ্ছা হইত, সে তাহার দিদির মত বড় হয়। কিম্বা তাহার বয়স যদি হঠাৎ দিদির মত হইয়া উঠে, তাহা হইলে বেশ হয়। কিন্তু তাহার ইচ্ছা পূর্ণ হইবার কোনই লক্ষণ সে দেখিতে পাইত না, কাজেই মিণুর স্মৃতিশক্তির উপরেই দুইজনকে নির্ভর করিতে হইত।

মিণু বলিত, "মার গাল-দু'টি কিরকম লাল ছিল, জানিস্, মণু? ঠিক তোর যেমন গাল-দু'টি এখন লাল টক্‌টক্ ক'র্‌চে ঐরকম—আমার ঠিক মনে আছে।"

মণু তাহার দিদির কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিত, কারণ সে জানিত, তাহার দিদি কখনও কথাচ্ছলেও মিথ্যা বলিত না। দিদির কথা শুনিয়া সে নিঃশব্দে পা টিপিয়া টিপিয়া হয় তো দোতলায় উঠিয়া যাইত এবং তাহার মাতার শয়নকক্ষের দ্বারের পাশে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া উঁকি মারিয়া অন্ধকার ঘরের মধ্যে তাহার মার রোগকাতর ও বিবর্ণ মুখখানি দেখিত। সে তাহার ক্ষুদ্র কিন্তু চিন্তাশীল মনে এই ভাবিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইত যে, কি করিয়া এত শীঘ্র তাহার মার গাল-দুইটি গোলাপী রঙহইতে সাদা রঙ্‌এর হইয়াছে!

মিণুর বয়স সাত-বৎসর, মণুর পাঁচ। মিণুর চুলগুলি অমাবস্যার অন্ধকারের মত কালো ছিল। তাহার চোখ-দু'টি উজ্জ্বল ও টানা-টানা ছিল, মুখভাব যেন ঈষৎ গাম্ভীর্য্য-প্রকাশ করিত। মণুর শরীরের কোন অঙ্গেই গাম্ভীর্য্য-নামক পদার্থটির লেশমাত্র ছিল না। তাহার চোখ-দু'টি দেখিলেই, মনে হইত, সে খুব বুদ্ধিমান্ বটে, কিন্তু তাহার মাথায় দুষ্টবুদ্ধিও বড় অল্প নাই! অবশ্য লোকের চেহারা দেখিয়া তাহার চরিত্র-বিচার করিলে সব সময়ই যে, সেই বিচার নির্ভুল হইবে, এমন কোন কথা নাই, কিন্তু মণুর সম্বন্ধে ঐ সন্দেহটা উঠিতেই পারিত না।

মণুর পিতা, পত্নীর ব্যাধি হইয়া পড়ায় পাছে ছেলেদের অযত্ন হয়, এই আশঙ্কায় তাহাদের জন্য একজন অভিভাবিকা নিযুক্ত করিয়াছিলেন, প্রথমে একটি দরিদ্রা ভদ্রঘরের শিক্ষিতা মহিলা তাহাদের জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাহারা তাঁহার নিকটেই পড়াশুনা করিত। তিনি মণুকে বেশ ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিলেন, তিনি

বলিতেন, "মণুবাবু আমাদের দুষ্টুমির গুরুমশাই! মাথাটির মধ্যে খালি দুষ্টুমি পোরা!" কিন্তু তিনি ইহার জন্য কখনও তাহাকে তিরস্কার বা তাহার এই নির্দ্দোষ দুষ্টামীতে বাধা-প্রদান করিতেন না। মণু দুষ্টামীই করিত, বদমায়েসী কখনও করিত না; অটুট স্বাস্থ্য ও কৌতুকে সে সম্পূর্ণ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল, এইমাত্র। এবং তাহার সেই পাঁচ বৎসর বয়সের সময় সমস্ত জগৎটাকে সে কোন একটি প্রকাণ্ড ও আনন্দময় ক্রীড়ার অঙ্গন বলিয়াই মনে করিত!

অভিভাবিকা মাঝে মাঝে বলিতেন, "মণুর কোন হাঙ্গামা, কোন মারাত্মক দোষ নেই, তা'র ওপর সুধু একটু চোখ রাখা দরকার; আর কিছু নয়।" তিনি তাঁহার কথা-অনুযায়ী কার্য্য করিতেন, অতি যত্নের সহিতই ছেলেদুইটির প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন। চব্বিশঘণ্টাই তিনি

রামধনবাবু মহামুস্কিলে পড়িলেন। অনেক চেষ্টা করিয়াও ছেলেদের জন্য অপর একটি মনের মত অভিভাবিকা খুঁজিয়া পাইলেন না।

একদিন কথায়-কথায় তাঁহার একজন বন্ধু বলিলেন, "তা' তো হ'বেই, মা না দে'খলে ছেলেপিলের কি যত্ন হয়? তুমি সত্যিই বড় মুস্কিলে প'ড়েছ, দে'খ্‌ছি। তা' দেখ, আমার সন্ধানে তুমি যেমনিটি চাও, ঠিক তেমনি একটি লোক আছে। সে দশবৎসর বড় বড় ঘরে অভিভাবিকার কাজ ক'রেছে। তা'কে পেলে, তোমার সবদিকেই সুসার হ'বে, এ কথা আমি লিখে দিতে পারি। এমন কি, সংসারে গিন্নিরও অভাব হ'বে না। সম্প্রতি তা'র কাজকর্ম্মও নেই, শুনেছি। বল তো তা'কে খবর দিই——।"

এইটুকুমাত্র লক্ষ্য রাখিতেন যে, মণু ও তাহার ভগিনীকে ভুলাইয়া রাখিবার মত কিছু-না-কিছু সর্ব্বদাই তাহাদের হাতের কাছে রাখা চাই! সুতরাং অভিভাবিকা কাছে থাকিলে, দুই ভাই-বোনেরই কোনরূপ হাঙ্গাম হইত না, তাহারা আপনার মনেই খেলিয়া যাইত।

একদিন কিন্তু সেই অভিভাবিকা বাড়ীর এক চিঠীতে জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার বাবা পড়িয়া যাওয়াতে তাঁহার পা হঠাৎ ভাঙিয়া গিয়াছে। তাঁহার বাবা পাড়াগাঁয়ে বাস করিতেন, আর তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিবার এই কন্যাটি ছাড়া অপর কেহ বড় ছিল না।

পিতার বৃদ্ধবয়সের অবলম্বনস্বরূপা কন্যাটি কর্ত্তব্যের অনুরোধে ছুটী লইয়া পিতার শুশ্রূষা করিতে চলিয়া গেলেন। মণুর পিতা

রামধনবাবু সেই মহিলাটিকে খবর দিতে বলিলেন। এই নূতন অভিভাবিকার গুণাবলী-শ্রবণ করিয়া তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং বন্ধুর নিকট, এই উপকারলাভের জন্য, কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ করিলেন। তাঁহার নিকট তাঁহার সন্তানদ্বয় কুবেরের সম্পদ্ অপেক্ষাও আদরণীয় ছিল। তাঁহার একান্ত কামনা ছিল এই যে, যেন তিনি আবার এমন একটি অভিভাবিকা পান, যিনি সেই পুরাতন অভিভাবিকার মতই সস্নেহব্যবহারে ছেলেদের শিক্ষা দিবে ও লালনপালন করিবে এবং তাহাদের মাতা সম্পূর্ণ নীরোগ না হওয়াপর্য্যন্ত সে তাহাদের পক্ষে অন্যতরা মাতার ন্যায়ই স্নেহমায়াপূর্ণ ব্যবহার করিবে।

তাহাদের পুরাণো অভিভাবিকা সুশীলা যখন বাড়ী যাইবার জন্য বিদায় লইলেন, তখন মণু ও মিণু কাঁদিয়াই আকুল হইল।

তাহার পর সুশীলা উভয়কে কোলে তুলিয়া তাহাদের মুখচুম্বন করিয়া অশ্রু-পরিত্যাগ করিতে করিতে যখন বলিল, সে আবার ২।৫ দিনের মধ্যেই তাহার বাবার পা একটু সারিলেই চলিয়া আসিবে, তখন তাহারা একটু শান্ত হইল।

মণু বলিয়া উঠিল, "তোমার বাবার পা খুব শীঘ্র ভাল হ'য়ে যাবে, এমন একটা জিনিষ ক'রব যে, চার-পাঁচদিনের মধ্যেই পা আবার জুড়ে য'াবে!"

সুশীলা ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি জিনিষ ক'রবে, মণু?"

"আমি রোজ রাত্তিরে শোবার আগে ঈশ্বরকে ব'লব।"

মণু গম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিল, "আমি ব'লব যে, 'হে ঈশ্বর!

বাহিরে কুয়াসা ক্রমশঃই ঘনহইতে ঘনতর হইয়া উঠিতেছিল!

মণু কহিল, "দিদি, নতুন মাষ্টার, বোধ হয়, পথ ভুলে গিয়েছে—গেলেই বেশ হয়! আচ্ছা, আমরা তো এত বড় হ'য়েছি আমাদের আবার মাষ্টারের দরকার কি?" বলিয়া সে শার্সীর পাশে দাঁড়াইয়া নিজের উচ্চতার মাপ লইয়া সরিয়া বলিল, "এই দেখ!"

"তুমি একলা একলা তো কাপড়জামা প'রতে পার না, ভাল ক'রে আঁচা'তেও শেখ নি—তুমি তো এখনও ছেলেমানুষই আছ——।"

"তা', দিদি, তুমি যদি একটু ধর, তা' হ'লে আমি আপনি আপনি জামাও প'রতে পারি, কাপড়ও প'রতে পারি।"

"হ্যাঁ, তা' হয়, আর তা হ'লে তুমিও বেশ আমার ফ্রকের
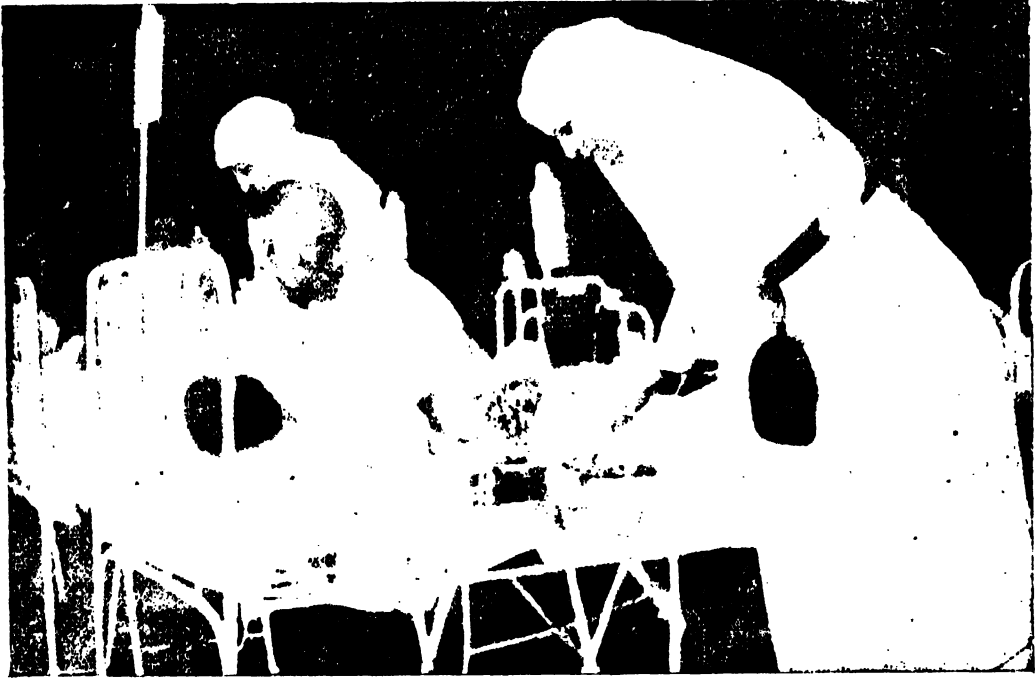
তুমি আমাদের দিদির বাবার পা খুব শীঘ্র ভাল ক'রে দিও, তা' হ'লে দিদি শীগ্‌গির আমাদের কাছে ফিরে আ'সবে!"

মিণু তৎক্ষণাৎ ভ্রাতার কথার প্রতিধ্বনি তুলিয়া বলিল, "আমিও ব'লব, দিদি, রোজ-রোজ! যতই ঘুম আসুক্ না কেন, ঈশ্বরকে রোজই ব'লব!"

একদিন মাঘ-মাসের অপরাহ্নে মণু ও মিণু তাহাদের একজন নূতন অভিভাবিকা আসিবে শুনিয়া পড়িবার ঘরের শার্সী-আঁটা জানালার উপর মুখ দিয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। 'নতুন মাষ্টার কেমন হ'বে!' এই চিন্তায় তাহাদের উভয়েরই মন ব্যাপৃত হইয়া ছিল। সিমেণ্টের মেজের উপর জুতার গোড়ালী ঠুকিয়া প্রতি কথাটির সঙ্গে যেন তাল দিতে দিতে তাহারা ঐ কথাটি পরস্পর পরস্পরকে অসংখ্যবার জিজ্ঞাসা করিল। অবশেষে এই একই কথা এত বার বলিয়া তাহারা ক্লান্ত পড়িল।

পিঠের দিকের বোতামগুলো এঁটে দিতে পার। আমি হাঁটু গেড়ে ব'সলেই হাত পা'বে এখন, এই দেখ।" এই বলিয়া মিণু হাঁটু গাড়িয়া মণুর দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া বসিল। মণু তাহার ঘাড়ের উপর হাত ছোঁওয়াইয়া সোৎসাহে কহিল, "হ্যাঁ, দিদি, পারি! তবে মাষ্টার-দিদির মত অত তাড়াতাড়ি পা'রব না, না?"

মিণু কহিল, "তা' হ'লে ভাই, নতুন মাষ্টার যদি হারিয়ে যায়, তা' হ'লে ক্ষতি হ'বে না আমাদের। তবে মাষ্টারের মা আর বাবা হয় তো খুব কাঁ'দবে!"

সেই মুহূর্ত্তে বাহিরের ফটকের সম্মুখে একখানি গাড়ী দাঁড়াইল। গাড়ীর মাথায় একটি বড় টিনের বাক্স ছিল, দেখিতে বেশ সুন্দর। একটি চামড়ার ফিতার দ্বারা বাক্সর ডালাটি বাঁধা ছিল। মণু ও মিণু লম্ফদিয়া দাঁড়াইয়া শার্সীর উপর তাহাদের নাসিকা চাপিয়া চেপ্টা করিয়া আরও মনোযোগের সহিত

রাস্তার দিকে চাহিল। গাড়ীহইতে একটি দীর্ঘকায়া স্ত্রীলোক নামিল।

মণু কহিল, "এ, মা, এই বুঝি মাষ্টার? কত ঢেঙা দেখ, দিদি!"

মিণু কহিল, "আর দেখ, ভাই, কিরকম লম্বা লেস-দেওয়া লাল-রঙএর ভেল্‌ভেটের জামা গায়ে দিয়েছে। আমাদের সুশীলাদিদি তো একটা সাদা জ্যাকেট প'রে থা'কৃত, না ভাই?"

মণু কহিল, "আচ্ছা, আমাদের, বোধ হয়, খুব আদর-টাদর ক'র্‌বে, না? আচ্ছা, দিদি, এ'ঘরে যখন আ'স্‌বে, তখন কি ব'ল্‌ব, আমরা প্রথমে?"

"আমরা ব'ল্‌ব, 'কেমন আছ নতুনদিদি? পথে তেমন কষ্ট হয় নি, না?' এই বল্‌লেই চ'ল্‌বে এখন!"

"আচ্ছা, বেশ, তাই ব'ল্‌ব।"

মণুর ধারণা ছিল যে, তাহার দিদি যাহা বলে, তাহা কখন ভুল হয় না! সে ভাবিত, তাহার দিদি পৃথিবীর সকলের চেয়ে বেশী বুদ্ধিমতী, কেবল তাহাদের বাবা ও মা তাহার দিদির অপেক্ষাও বেশী জানে।

"দিদি, আবার বল তো কি ব'ল্‌লে, আমার ভাই, মনে থা'ক্‌ছে না।"

মিণু আবার বলিতে যাইতেছে, এমন সময়ে নূতন অভিভাবিকা আসিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিল। শিশুদ্বয় নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল। তাহারা কতকটা হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল—সুশীলাকে দেখিয়া তাহারা অভিভাবিকামাত্রেরই মোটামোটী যেরূপ একটা ধারণা করিয়া লইয়াছিল, তাহার সহিত অভিনব অভিভাবিকার কোনই সাদৃশ্য লক্ষিত হইল না! প্রকৃতই তাহাকে দেখিয়া অভিভাবিকা বলিয়া মনেই হইত না, বরং যেন একটি সম্ভ্রান্ত ভদ্রঘরের মহিলার মতই বোধ হইত। তাহার বস্ত্র, তাহার জামা, সমস্তই চক্‌চকে, ঝক্‌ঝকে ছিল, যেন কোন সমৃদ্ধিসম্পন্ন লোকের স্ত্রীর মত! শিশুদ্বয়ের তীক্ষ্ণ চক্ষু নূতন অভিভাবিকার বস্ত্রাদির জাঁকজমকে ধাঁধিয়া গেল। সেইখানহইতে তাহারা তাড়াতাড়ি তাহাদের নয়ন অভিভাবিকার মুখের প্রতি ফিরাইল। তাহাদের আশা হইল, তাহার মুখে তাহাদের আকাঙ্ক্ষা ও কল্পনার মত ভাব অঙ্কিত আছে, দেখিতে পাইবে!

হায়! তাহাতেও হতাশ হইতে হইল। নূতন অভিভাবিকার মুখমণ্ডল যেন রক্তহীন, বিবর্ণ ছিল। তাহার ওষ্ঠদ্বয় ক্ষীণ ও নয়নদ্বয় ভাবব্যঞ্জনা-বিরহিত ছিল। অবশ্য ইহাতে তাহার নিজের কোন হাত ছিল না সত্য। সম্ভব হইলে, আমরা সকলেই অতি সুন্দর হইবার চেষ্টা করিতাম; তাহাই বা বলি কেন, যাহারা আমাদের ভালবাসে এবং যাহাদের আমরা ভালবাসি, তাহাদের নিকট আমরা সকলেই পরমসুন্দর—যদি কেবল আমরা স্ফূর্ত্তিময় ও আনন্দজনক হই। নূতন মাষ্টারকে দেখিয়া ছেলেরা আনন্দ পাইল না। তাহার ললাটের উপর একটা যেন বিরক্তিব্যঞ্জক কুঞ্চন ছিল, শিশুদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টিপাতেও তাহার মুখে, সুশীলার যেমন দেখা দিত, তেমনি ঈষৎ হাসির রেখা দিল না!

মণু ও মিণু অভিভাবিকার মুখের প্রতি একদৃষ্টিতে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল। অবশেষে মণুই প্রথমে সেই মৌন-ভঙ্গ করিল, একটি প্রবল দীর্ঘনিশ্বাস তাহার বুকের অতি অন্তরতম প্রদেশহইতে এমনভাবে বাহির হইল যে, সকলেই তাহা শুনিতে পাইল!

নূতন অভিভাবিকা তীব্রস্বরে কহিল, "কি রে, তোরা কি আমার সঙ্গে কথাই কইবি নি ঠিক্ ক'রেছিস্? ঢের ঢের ছেলে-মেয়ে দেখিছি, বাবা, এমন অভদ্র চাষাড়ে ছেলেমেয়ে তো কখনও দেখিনি!"

"কেমন আছ, নতুনদিদি, পথে তেমন কষ্ট হয় নি, না?"—

এই কথাগুলি অতি কষ্টে অবশেষে সত্যসত্যই বাহির হইয়া পড়িল—মিণুর ধারণাই হইল না, কি উপায়ে সে এই দুরূহ কার্য্য করিতে সমর্থ হইল! যাহা হউক সে তো কর্ত্তব্য-পালন করিল, মণুর পক্ষে মহাসমস্যার কথা হইল; সে একটীও কথা বলিতে পারিল না। তখন সে বাম-হস্তের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোটা অঙ্গুলিদ্বারা দক্ষিণ-হস্তের মধ্যমাঙ্গুলি টানিয়া অনামিকার উপর তুলিতে ব্যাপৃত ছিল! অঙ্গুলিগুলির যদি ভাষা থাকিত তো তাহারা বলিত, 'দিদি, নতুন মাষ্টার ঠিক যেন টিক্‌টিকি! কিরকম কথা বল্‌ছে দেখ—!' মিণু বুঝিল। সে যদি একটু শঙ্কিতা হইয়া না পড়িত, তাহা হইলে হয় তো মণুর ভাবগতিক দেখিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিত! সে অভিভাবিকার ভাব দেখিয়া একটু ভয় পাইয়া গিয়াছিল এবং একবার ডা'ন-পায়ে একবার বাম-পায়ে ভর দিয়া চুপটি করিয়া দাঁড়াইয়াছিল!

অভিভাবিকা বলিল, "এই মেয়েটা, এদিকে আয়, দেখি তোকে। বা রে, তুই যে, ঠিক জিরাফের মত! উঃ ঘাড়টা কি লম্বা দেখ।"

মিণু ধীরপদবিক্ষেপে অভিভাবিকার দিকে অগ্রসর হইল, তাহার বুকটা তখন যেন ধড়াস্ ধড়াস্ করিয়া উঠিতেছিল! এই সময়ে মণু আবার তাহার অঙ্গুলির উপর অঙ্গুলি তুলিয়া দিয়া মাথা নীচু করিয়া হাসিল। ঘাড় ফিরাইয়া দেখামাত্র মিণু ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল! ফেলিয়াই তাহার ভয় হইল, চক্ষু টিপিয়া মণুকে ওরকম করিতে নিষেধ করিল পাছে নূতন অভিভাবিকা মণুর উপর চটিয়া যান! মণু ভাবিল, তাহার দিদি তাহাকে যা' শিখাইয়াছে, সেইটা পুনরাবৃত্তি করিবার ইঙ্গিত করিতেছে! সে তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, "পথে তেমন কষ্ট হয় নি, না?"

অভিভাবিকা ভ্রুকুটি করিয়া কহিল, "জানোয়ারের মত যেনা বকিস্ নি! 'পথে কষ্ট হয় নি!' কষ্ট হ'বে না তো কি পায়েস খাবার মত আয়েস হ'বে! কি ফাজিল ছেলে দেখ! কুয়াশায় চারিদিক অন্ধকার হ'য়ে গিয়েছে, পথে কষ্ট হ'বে কেন? বাবা, কুয়াসা এমন জমাট্ বেঁধে গিয়েছে যে, তা' যেন ছুরী-দিয়ে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে কাটা যায়!" (ক্রমশঃ।)

বালক

সপ্তম বর্ষ

২য় সংখ্যা ফেব্রুয়ারী ১৯১৮

তস্কর-ত্রিশূল

[আচার্য্য ললিতলোচন দত্ত-লিখিত]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বাড়ীখানির চতুর্দ্দিক্-বেষ্টন করিয়া একটা পাকা পয়োনালা আছে। লাল পেন্সিলের সাহায্যে যে ফোঁকরের বাহিরের মুখে ঢেরা কাটিয়াছিলাম, তাহার ঠিক তলদেশে ঐ পয়োনালীর যে অংশটুকু পড়ে, বাগানে গিয়া প্রথমেই আমি সেই অংশটুকু নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম। নগ্ননেত্রে কিছুই দেখা গেল না, কেননা ঐ পয়োনালী শুষ্ক ও বেশ ঝাঁট-দেওয়া ছিল। অগত্যা আতসী কাচের সাহায্য লইলাম; তখন দেখিলাম, পয়োনালীর উপরে টাকার অপেক্ষা একটু বড় বড় আকারের দুইটি গোল গোল দাগ পড়িয়াছে। এই দাগ-দুইটি কিসের—কোন কাঠের মইএর নয় তো? এ বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হইবার অভিপ্রায়ে আমি আবার বাড়ীর ভিতরে গিয়া একখানি খুব বড় মই, একজন চাকরের সাহায্যে, আনিলাম। পরে সেই মইএ চড়িয়া পূর্ব্বোক্ত ফোঁকরের বহির্মুখস্থিত বহিঃপ্রাচীর আতসী কাচের সাহায্যে নিরীক্ষণ করিয়া আরও দুইটি গোল গোল দাগ আবিষ্কৃত করিতে পারিলাম। ঊর্দ্ধ ও অধঃস্থিত দুই জোড়া দাগের মধ্যবর্ত্তী ব্যবধান মাপিয়া টের পাইলাম, দুই জোড়া দাগেরই মধ্যবর্ত্তী ব্যবধানের পরিমাণ সমান। তখন আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম, উহারা কোন মইএরই দাগ বটে কিন্তু মইটা এত সরু কেন? যে লোক এই মইএ চড়িয়াছে, সে নিশ্চয়ই অসাধারণ রোগা লোক।

পুরাকালীন 'লছমণ-ঝোলা'।

যে সার্সির কাচ-বদ্লান হইয়াছে, সেই জানালাটির বহিঃস্থিত কার্ণিশেও আমি চোরের পদচিহ্ন-আবিষ্কারের চেষ্টা করিলাম, কিন্তু দেখিলাম, জানালার সেই অংশের কার্ণিশ চোর বেশ মুছিয়া দিয়া গিয়াছে। তখন আমি এক কাজ করিলাম। সেই জানালার নিকটেই একটা আম-গাছ আছে, সেই আম-গাছে আমি চড়িলাম। আতসী কাচের সাহায্যে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে দেখিতে সেই গাছের একটি ডালে দুইটি খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদ-চিহ্ন দেখিতে পাইলাম,—একটি পদচিহ্ন ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, অপরটি কিন্তু এখনও অক্ষুণ্ণই আছে। তখন আমি তাড়াতাড়ি আমার বাঁটুকে (কুকুরকে) পকেট-হইতে বাহির করিয়া সেই পদ-চিহ্ন শুঁকাইলাম। অনন্তর তাহাকে পকেটে পুরিয়া গাছহইতে নামিয়া বৃক্ষতল শুঁকাইতে লাগিলাম। তথায় বাঁটু পূর্ব্বঘ্রাণ পাইয়া আমার প্রতি তাকাইয়া তাহার অভ্যস্ত কুঁই-কুঁই-আওয়াজ করিয়া লেজ নাড়িতে লাগিল। তাহা দেখিয়া তাহাকে অগ্রসর হইতে ইঙ্গিত করিয়া আমি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলাম।

সে সেই ঘ্রাণান্বেষণ করিতে করিতে অগ্রগমনপূর্ব্বক উদ্যান-প্রাচীরের একাংশের সমীপবর্ত্তী হইয়া আবার কুঁই-কুঁই-শব্দ করিতে করিতে লম্ফ দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহাতে আমি বুঝিলাম, চোর সেই স্থলহইতেই প্রাচীর-উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছে। লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, প্রাচীরের ঐ স্থলের বোতল-ভাঙা কাচ-গুলি প্রাচীরের অপরাংশের কাচের ঠিক সমোচ্চ নহে। ঐ স্থলের প্রাচীর-তলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েক টুক্‌রা বোতল-ভাঙা কাচও পাওয়া গেল। তখন ঐ স্থলের প্রাচীরের শীর্ষদেশ-পরীক্ষা করিয়া দেখিতে আমার ঔৎসুক্য জন্মিল। একটা খুব উঁচু চীনামাটীর ফুলের টব কাছেই পড়িয়া ছিল। উহা গড়াইয়া আনিয়া, বিপরীত-ভাবে খাড়া করিয়া, তদুপরি দাঁড়াইয়া আমি দেখিতে পাইলাম, ঐ স্থলের বোতল-ভাঙা কাচগুলি কে একটু একটু মুড়া করিয়া দিয়াছে,—আর ঐ কাচখণ্ডসমূহে যেন দেশী কালো কম্বলের রোঁয়া লাগিয়া রহিয়াছে। ঐ স্থলের প্রাচীরের অপরপার্শ্ববর্ত্তী ফুটপাথেও কয়েক খণ্ড ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বোতল-ভাঙা কাচ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

উদ্যানে আর খানাতল্লাসী করিবার কিছুই নাই। তাই বাঁটু পথেও চোরের চরণঘ্রাণ পায় কি না, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য (প্রাচীরের যে অংশের কাচ ভাঙা হইয়াছে, সেই অংশের বহির্ভাগ লাল পেন্সিল-দিয়া চিহ্নিত করিয়া) আমি তাহাকে লইয়া পথে বাহির হইয়া পড়িলাম। প্রাচীরের কাচ-ভাঙা অংশের পার্শ্ববর্ত্তী ফুটপাথে পঁহুছিয়া বাঁটুকে ইঙ্গিত করাতে সে সেই ঘ্রাণান্বেষণ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। লোয়ার সার্কুলার রোডের একাংশে পঁহুছিয়া সে কিন্তু বিহ্বল হইয়া গেল,—আর অগ্রসর হইল না। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে আমাদের বাড়ী, লোয়ার সার্কুলার রোডে পঁহুছিয়া চোর কি তবে গাড়ী চড়িয়াছিল?—অসম্ভব নয়।

বাড়ী ফিরিয়া এই চৌর্য্যসম্বন্ধে এপর্য্যন্ত আমি যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছিলাম, সকলই কর্ত্তার কাছে বলিলাম। শেষে কহিলাম, "এ চোরকে যে, বড় সহজে ধরা যা'বে, তা' আমি মনে করি না; পাকা গোয়েন্দাকেও বিলক্ষণ বেগ পেতে হ'বে। কিন্তু আমার রোখ চেপেছে, এ চোরের সন্ধান ক'র্‌তে আমি সহজে ছা'ড়্‌ব না।"

৪

এই চৌরচূড়ামণি কেবলই তস্করায় নহে, ধর্ম্মকায়ও বটে। যে রাত্রিতে আমাদের বাড়ীতে চুরী হইয়াছিল, সেই রাত্রিতে কোন রোগা ও বেঁটে লোক কোন ভাড়াটিয়া গাড়ী বা "মোটর কারে" চড়িয়া কোথাও গিয়াছিল কি না, তাহার সন্ধান আমি প্রত্যেক ভাড়াটিয়া গাড়ীর আড্ডায় ও "মোটর গ্যারাজে" করিতে লাগিলাম, কিন্তু তাহাতে কিছুই লাভ হইল না। কেননা প্রত্যেক ভাড়াটিয়া গাড়ীর আড্ডায় ও "মোটর গ্যারাজেই" আমি শুনিলাম, ঐরূপ আকৃতির কোন লোক কোন গাড়ী বা "মোটর কার" ঐ রাত্রিতে ভাড়া করে নাই। তবে কি চোরের নিজের গাড়ী বা "মোটর কার" আছে? এইরূপ চোরের অর্থের অভাব নাই, ইহার নিজস্ব একটি গাড়ী বা "মোটর কার" থাকা অসম্ভব নয়। তখন আমি প্রত্যেক বাড়ীর গাড়ীর আস্তাবলে ও "গ্যারাজে" অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম, কিন্তু সে সকল স্থলেও আমি সম্পূর্ণ-রূপে বিফল-মনোরথই হইলাম। তাই আজপর্য্যন্ত একটা রোগা ও খুব বেঁটে লোকের সাক্ষাৎলাভাশায় কলিকাতার পথে পথে আমি নিত্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছি,—আহার-নিদ্রা একরকম ত্যাগই করিয়াছি।

(১) ঘরের খড়খড়ী, শার্সি প্রভৃতি পূর্ব্ববৎ রুদ্ধ করিয়া চোর সেই ঘরহইতে কেমন করিয়া বাহির হইয়াছিল? (২) ঘরের একটি "ভেণ্টিলেটরের" গরাদিয়া ভাঙিবার তাহার কেন প্রয়োজন হইয়াছিল? (৩) "ভেণ্টিলেটরের" মধ্যে লাক্‌লাইন-দড়ির ঘসড়ানি দাগ কেন? (৪) চোর যখন প্রাচীরে মই লাগাইয়া অন্তঃপুরের উদ্যানে প্রবেশ করিতেছিল, তখন রাস্তায় কি পাহারাওয়ালা ছিল না? (৫) চোর কখনও একদিনে আমাদের বাড়ীর লোহার সিন্দুকের অবস্থান-নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় নাই, সুতরাং যে কয় রাত্রিতে চোর আমাদের বাড়ীতে আনাগোনা করিয়াছে, সে কয় রাত্রিই ঘাটীর পাহারাওয়ালা কোথায় ছিল? এই চুরী কি তবে পুলিশের সহিত যোগসাজসে হইয়াছে?

অসম্ভব নয়। পুলিশের সকল কর্ম্মচারী সাধু নয় তো—পাহারা-ওয়ালারা তো নয়ই। এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি আপনাকে আপনি অনুযোগ করিলাম—আগে লালপাগড়ীর খবর না লইয়া তুমি করি-তেছ কি? এ চোর ধরা, তোমার মত অনভিজ্ঞের কাজ নয়।

আত্মাভিযুক্ত হইয়া আমার চৈতন্যোদয় হইল। স্থানীয় থানায় আমার এক বাল্যবন্ধু দারোগাগিরি করিতেন, আমি তাঁহার কাছে গিয়া বলিলাম, "অমুক তারিখের রাতে যে যে পাহারাওয়ালা পাহারা দিয়েছিল, তা'দের তুমি একবার আমার সাম্‌নে ডাক, আমি তা'দের ক'টা কথা জিজ্ঞেস ক'র্‌ব।" আমার উপরোধে বন্ধু সেই কয়জন পাহারাওয়ালাকে ডাকিলেন, তাহার মধ্যে একজন আমাকে তাহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও যে খবর দিল, তাহাতে আমার কিছু উপকার হইল। সে আমাকে বলিল, এক-জন রোগা ও খুব বেঁটে লোক কয়েক রাত্রি গুপ্তচরের চিহ্ন দেখাইয়া আমাদের বাড়ীতে একটি কাঠের মইএর সাহায্যে প্রাচীর-উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক প্রবেশ করিত, যে রাত্রিতে আমাদের বাড়ীতে চুরী হয়, তাহার পররাত্রিহইতে আর তাহাকে দেখা যায় নাই। আমাদের বাড়ীতে চুরী হইয়াছে শুনিয়া সে চাকুরীর ভয়ে এই সংবাদটি এত দিন গোপন রাখিয়াছিল, কিন্তু আমি যখন এ সংবাদের প্রায় সকলই জানিয়াছি, তখন আর আমার কাছে এই খবরটি লুকাইয়া রাখিয়া তাহার কোন লাভ নাই। আমার বন্ধুকে

এইজন্ম এই পাহারাওয়ালাকে আপাততঃ কোন দণ্ড দিতে নিষেধ করিয়া আমি বাড়ী চলিয়া আসিলাম।

চোর তবে কৃশ ও খর্ব্বকায় বটে। সে কোন ভাড়াটিয়া গাড়ী, বাড়ীর গাড়ী বা বেতনভুক্ চালক-চালিত "মোটর কারে" চড়িয়া চুরী করিতে আসে নাই, সে কোন ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়াও যে, আসে নাই, তাহারও প্রমাণ পাইয়াছি। তবে সে কি কোন "মোটর কার" স্বয়ং চালাইয়া থাকে?

সপ্তাহখানিক ধরিয়া অন্বেষণ করিতে করিতে আমি জানিতে পারিলাম, বি ৯২-সংখ্যার "মোটরকারের" চালক একজন বাবু। তিনি বাঘমারীতে এক বাগান-বাড়ীতে বাস করিয়া থাকেন। তাই আমি কয়েকদিন ধরিয়া সে বাড়ীর উপরে নজর রাখিতে লাগিলাম। একদিন আমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইল। দেখিলাম, সেই বাড়ীর কৃশ ও খর্ব্বকায় বাবুটি স্বয়ং "মোটর কার" চালাইয়া সান্ধ্যবিহারে বাহির হইলেন! লোকটার মুখমণ্ডলে তাহার মন্দমনীষার পরিচয় পূর্ণপরিমাণেই বিদ্যমান্।

মলিম্লুচ ও তাহার মোকামের তো ঠিকানা করিলাম, এখন তাহাকে ফাঁসাইবার উপায় কি?

(ক্রমশঃ)

বিবিধ

[শ্রীযুক্ত হরিদাস ঘোষ-লিখিত]

জাপান আজকাল জাতীয় উন্নতির পথে অনেক অগ্রসর হইয়াছে, কিন্তু এখনও তাহারা ইংলণ্ডের প্রাচীন ইতিহাসে কথিত 'ড্রুইড্'দের মত পাদপ-পূজা করে। কাহারও অসুখ হইলে, অসুস্থের কোন আত্মীয়, প্রকাণ্ড এক কর্পূরগাছের তলায় গিয়া, নীরোগ হওয়ার জন্য প্রার্থনা করে। কিছুদিন পরে যদি অসুখ ভাল হইয়া যায়, তাহা হইলে কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ, সেই গাছের তলায়, তাহারা একটি "তোরাই"-(কাষ্ঠনির্ম্মিত ফটক) নির্ম্মাণ করাইয়া দেয়।

শুনিয়াছি, জার্ম্মানীতে এক মজার কুসংস্কার ছিল, এখনও আছে কি না বলিতে পারি না। শিশুদের জন্ম হইলেই, তাহাদের বাড়ীর উপর তলায় লইয়া যাইত; যাহাদের উপর-তলা থাকিত না, তাহারা শিশুটিকে চেয়ার, টেবিল বা অন্য কোন উচ্চস্থানে উঠাইয়া দিত। অর্থ—ভবিষ্যতে জীবনসংগ্রামে এইরূপ নিম্নস্থানহইতে উচ্চস্থানে উঠিবে।

রেশম-কীট (১)।

* * *

ইংরাজী অনেক বইএ অনেক বড় বড় কথা পাওয়া যায়, কিন্তু উচ্চ-গণিতের নিম্নলিখিত কথাটির অপেক্ষা ইংরাজীভাষায় কোন বড় কথা আছে কি না, জানা যায় নাই। কথাটি এই:—

Unhypersymmetricoantiparallelepipedicalisationalographically.

কথাটির অর্থ ও উচ্চারণ একটু ভাবিবার জিনিস। পাঠকগণ চেষ্টা করিয়া দেখুন না।

* * *

মহাকবি শেক্সপীয়রের একটি স্বাক্ষর ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। উহার দাম না কি তিনহাজার পাউণ্ড অর্থাৎ পয়তাল্লিশ হাজার টাকা। এখন শেক্সপীয়রের স্বাক্ষর, বোধ হয়, মোট পাঁচটি কি ছয়টি বর্ত্তমান আছে।

* * *

লোকে বলে, প্রজাপতির জন্ম হয়, শুঁয়াপোকাহইতে; কিন্তু শুঁয়াপোকাহইতে প্রজাপতির উৎপত্তি কখন ত দেখি নাই। যাহা দেখিয়াছি, তাহা শুঁয়াপোকাহইতে জন্ম-হওয়ার অপেক্ষা কম বিস্ময়জনক নয়। কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ-মাসে, ফুলগাছের পাতায়—বিশেষতঃ করবীগাছের পাতায় থুথুর ন্যায় একরকম জিনিস দেখিতে পাওয়া যায়। দুই-একদিন পরে দেখা যায়, সেই 'থুথু' জমিয়া প্রায় আধইঞ্চি লম্বা একটি ডিমের আকার-ধারণ করিয়াছে; ডিমটির উপরিভাগ রৌপ্যের ন্যায় উজ্জ্বল

ও মসৃণ থাকে। ঐ ডিমটি গাছের পাতাহইতে ফলের মত ঝুলিয়া থাকে। দিন ৫।৬ পরে সেই ডিমটি ফুটিয়া প্রজাপতি বাহির হয় এবং ডিমহইতে বাহির হইবার ঘণ্টা-দুই-তিন পরে উড়িয়া যায়।

আমি একদিন দুইটা ডিমসুদ্ধ করবীর পাতা আনিয়া ঘরের দেওয়ালে লাগাইয়া রাখিয়াছিলাম। একদিন সকালে উঠিয়া দেখি, ডিম ফুটিয়া প্রজাপতি বাহির হইয়া ডিমের খোলসের উপর বসিয়া আছে। কিছুক্ষণ পরে সে উড়িয়া গেল।

* * *

একখানি ইংরাজী ম্যাগাজিনে, এক অদ্ভুত ঘুমের কথা পড়িতেছিলাম। কানাডার অন্তর্গত মণ্ট্রিয়েল্-নামক স্থানে ইভা রচ্ (Eva Roch) বলিয়া একটি বালিকা ছিল। তাহার অদ্ভুত ঘুমের জন্য সেখানকার লোকে তাহাকে "The Sleeping Girl" বলিয়া জানিত। ঘুমটা কিরকম, তাহা বলি। একদিন হঠাৎ ইভার ভয়ানক মাথা ধরাতে, সে ঘুমাইতে যায়। তাহার পর প্রায়ই দুইমাস ধরিয়া সে একভাবে ঘুমাইতে থাকে। যখন কিছুতেই তাহার সেই ঘুম ভাঙান গেল না, তখন ডাক্তারেরা সূচের একটা বুরুষ (brush) তৈয়ারী করিয়া, তাহার আগাগুলি আগুনে গরম করিয়া ইভার শিরদাঁড়ার উপর মারিতে লাগিলেন এবং শেষে অতি কষ্টে তাহাকে জাগাইতে পারিলেন। এই ঘুমের পরহইতে সে এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে, চলিয়া বেড়াইতেও পারিত না। কানাডা ও ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের অনেক ডাক্তার তাহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই এই রোগের সন্তোষজনক কোন কারণ দেখাইতে পারেন নাই।

অচ্ছোদের অহংকার

[আচার্য্য ললিতলোচন দত্ত-বিরচিত]

একটি শস্যক্ষেত্রের উপর দিয়া একটি উৎস-সম্ভূতা স্বল্পতোয়া স্রোতস্বী সেই কেদার দেহেরই উপবীতের ন্যায় বহিয়া যাইত। তাহার গভীরতা বা প্রশস্ততা কিছুই ছিল না, তবে তাহার জল নির্ম্মল ও সুখশীতল ছিল বটে। তাই কৃষাণ-কামিনী আসিয়া কুম্ভ ভরিয়া তাহার জল তুলিয়া লইয়া আপনি পান করিত ও পরিবারের সকলকে পান করিতে দিত এবং সকলেই তাহার স্বাদু সলিলের সুখ্যাতিও করিত; তাই কৃষাণ স্বয়ং তৃষিত বলদ ও গাভীগুলিকে আনিয়া তাহার জলপান করাইত এবং সেই পরিতৃপ্ত পশুকুলের সন্তোষ-সুন্দর মুখপ্রতিবিম্ব তাহারই বক্ষে ফুটিয়া উঠিত। গাঙ-শালিখেরাও আসিয়া তাহার তোয়পানে তৃপ্ত হইয়া তাহার স্তুতিগান করিয়া যাইত; তাহার প্রসাদপুষ্ট ক্ষেত্রস্থ হরিৎ শস্য-শষ্প-তৃণস্তোমও মৃদুপবনে হিল্লোলিত হইতে হইতে পরস্পর চুপি চুপি তাহার করুণার কথা কহিয়া তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ করিত। তাই এই অচ্ছোদের বড় অহংকার হইয়াছিল, এ সর্ব্বদাই কুলু কুলু করিয়া এই গানটি গাইত—

রেশম কীট (২)।

কৃষাণ-বধূ কলস ভরি'
কা'রে নিয়ে যায়?
—আমায়, আমায়!
শালিখ, ফিঙা, দোয়েল,
শ্যামা কা'রে পিয়ে যায়?
—আমায়, আমায়!
বাজিয়ে বেণু, রাখাল ধেনু
কা'র কাছে আনে?
—আমার এখানে!
মানসলোভা সবুজশোভা
শস্যেরে কে দানে?
—আমি, সবে জানে!

একদিন এই নদী কুলু-কুলুস্বরে ঐ গীতটি গান করিতেছে, এমন সময়ে এক-জন স্থবির আসিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে তাহার একটি তটে বসিয়া পড়িলেন। খানিকক্ষণ বসিয়া থাকিতে থাকিতে প্রবীণ ব্যক্তি তটিনীর ঐ গানের তাৎপর্য্য

বুঝিতে পারিয়া হাসিয়া উঠিলেন, এবং বলিলেন "সত্যি নাকি? তুমিই কৃষাণ-কামিনীকে তৃপ্তি দাও, তুমিই তোমার তটতরুবাসী পাখীদিগকে পানীয় যোগাও, তুমিই পশুদিগের শুষ্ককণ্ঠ সিক্ত কর, তুমিই শস্যশষ্পকে শ্যামল কর?"

নদী। আমিই; আমি না তো আর কে?

বৃদ্ধ। তোমার স্রষ্টা—ঈশ্বর।

নদী। বুড়ো হ'য়ে বাহাত্তুরে ধ'রেছে, তাই তুই ওকথা ব'ল্‌'ছিস্‌।

বৃদ্ধ আর কিছু না বলিয়া সেই নদী পার হইয়া চলিয়া গেলেন। তৃষ্ণার্ত্ত ছিলেন, তবু ঘৃণাবশতঃ সেই নদী-নীর-পান করিলেন না।

তাহার পর একটি ঋতু অতিবাহিত হইয়া গেল। নিদাঘের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-তেজে নদী-নীর ক্রমশঃ অল্পঃইতে অল্পতর হইতে লাগিল। কৃষাণবধূ আর তাহার ক্লেদময় জল-আহরণ করিতে আসে না। পাখীরা আর তাহাকে কূজন শুনায় না। বিভাকর-বিবর্ণ শস্যশষ্পসমুচ্চয় এখন তাহাকে কেবলই অভিশাপ দেয়। তাহার নিজকণ্ঠের সেই রৌপ্যঘণ্টিকার নিক্কণের ন্যায় শ্রুতসুখকরী প্লুত কুলুধ্বনি আর শুনা যায় না। এমন সময়ে একদিন সেই বৃদ্ধ আসিয়া আবার তাহার অপর তটে উপবিষ্ট হইলেন। তখন সেই নদী ক্ষীণস্বরে তাঁহাকে কহিল, "আমার দশা দেখুন।"

বৃদ্ধ। তাই তো তোমার এ দশা কি ক'রে হ'ল?

নদী। ভগবান্‌ বিরূপ হ'য়েছেন।

বৃদ্ধ। তবে ভগবৎপ্রসাদেই তুমি আগে গীত গায়িতে?

নদী। তা' বৈকি?

বৃদ্ধ। কি শু'ন্‌লেম! যাই, এ খবর পিতাকে ছুটে গিয়ে দি।

এই কথা বলিতে বলিতে বৃদ্ধ এক অনিন্দ্যসুন্দর তরুণ দেবদূতের মূর্ত্তিধারণ করিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেলেন।

তাহার অল্পকাল পরেই আকাশে কৃষ্ণকন্দর দেখা দিল। সেই মেঘ মুষলধারে বর্ষণ-আরম্ভ করিল। সেই বর্ষণগুণে তটিনী আবার সলিল ও সঙ্গীতশালিনী হইয়া উঠিল। তাহার সঙ্গীতের কথা কিন্তু পরিবর্ত্তিত হইল। এখন নদী গায়িতে লাগিল—

তব করুণায় বহি আমি, দেব,
চারু কুলুকুলুস্বনে।
কলসী ভরিয়া তোমারি করুণা,
ল'য়ে যায় বধূগণে।
ইত্যাদি।

আমার ছায়া

[আচার্য্য ললিতলোচন দত্ত-অনূদিত

আমার একটা ছোট্ট ছায়া আছে,
থাকে সে সদাই মোরি কাছে কাছে।
মোরই সাথে সে ঘরে ঢুকে যায়,
মোরই সাথে সে পথে বাহিরায়।
কি ক'র্‌তে সে আছে হেথা, ভাই,
আমি তো কভু তা' ভেবে নাহি পাই!
দেখ, মাথাথেকে পা-পর্য্যন্ত তা'র
ঠিক একেবারে মতন আমার!
যাই যবে আমি শু'তে বিছানায়
মোর আগেই সে তা'তে উঠে যায়!

২

'বাড়' দেখে তা'র হাসি আমি কত!
আমরা কি, ভাই, 'উঁচু' হই অত?
কখন সে হয় বেজায় ঢেঙা, ছি!
কখন সে 'ক্ষুদে,' যেন রে বেঙাচি!
নাই তা'র এট্টুও খেলার ছিরি,
তা'র খেলায় মোর গা' করে ঝি ঝি!
থাকে সে সদাই মোরি গায়ে লেগে—
ভারি 'ভীতু'! ছাড়ান পাই না রেগে!
আমি যদি মার কোলে(ই) চ'ড়ে থাকি,
তোমরা তা' হ'লে হেসে ম'র্ব্বে না কি?

একদিন আমি দেখি ভোরে উঠে',
শুকতারাটি তখনো আছে ফুটে'।
তাই দেখে আমি গেলেম বাইরে
ক'র্‌তে ক'র্‌তে তাইরে-নাইরে;
ছায়াটা আমার কুঁড়ের সর্দ্দার
তখনও নাক ডাকাচ্ছিল তা'র!

লেবু

(দ্বিতীয় প্রবন্ধ)

[শ্রীযুক্ত বিমলাক্ষ চট্টোপাধ্যায়-সংকলিত]

১

কাপড় সাবান-দিয়া পরিষ্কার করিবার সময় কয়েক ফোঁটা লেবুর রস দিলে ভাল পরিষ্কৃত হয়।

২

কাপড়ে সোঁয়া ধরিলে লেবুর রস দিয়া, সাবান দিলে, সোঁয়া উঠিয়া যায়।

৩

টেবিল-ক্লথে কালি পড়িলে বা দাগ ধরিলে প্রথমে লেবু ঘসিয়া পরে সাবান-দিয়া দৌত করিলে, কালির দাগ উঠিয়া যায়।

৭

লেবুর রসের মত শোণিত-শোধক পদার্থ আর দ্বিতীয় নাই।

৮

পেটের গোলমাল থাকিলে, প্রাতঃকালে একখণ্ড লেবুর রসে কিঞ্চিৎ সোডা দিয়া ফুটিয়া উঠিবার সময় খাইলে শীঘ্রই ঐ রোগ-আরোগ্য হয়।

৯

মাথা ধরিলে বা কামড়াইলে, আগুনে লেবুর খোসা উত্তপ্ত করিয়া কপালে ঘষিলে বেদনা নরম পড়ে।

বাঙালী সৈনিক।

৪

প্রত্যেক রাত্রিতে একখণ্ড টাট্‌কা লেবুদ্বারা নখের উপরিভাগ ঘষিয়া শুষ্ক তোয়ালিয়া বা গামোছা-দিয়া মুছিলে নখ সাদা ও মসৃণ হয়।

৫

একটী ডিম্বের শ্বেতাংশ পৃথক্ করিয়া অল্প-পরিমাণ লেবুর রস মিশাইয়া চিনি-দিয়া খাইলে কণ্ঠস্বর পরিষ্কার হয়।

৬

কপালে ও গণ্ডস্থলে একখণ্ড লেবু-দিয়া ঘষিলে বর্ণ উজ্জ্বল হয়, কিন্তু সাবধান, যেন চোখে না লাগে।

১০

লেবুর খোসায় উত্তম বাসন-মাজা হয়।

১১

চক্ষুতে জল হইলে, অর্থাৎ চক্ষু কামড়ান, কয়কয় করা, ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে, লৌহ-পাত্রে লেবু ঘষিয়া চক্ষুর চতুর্দ্দিকে প্রলেপ দিলে, চক্ষুপীড়া নিরাময় হয়।

১২

চিনি বা মিস্রির সরবতের সহিত লেবু মিশ্রিত করিয়া খাইলে, জ্বরের পক্ষে উপকারী।

১৩

লেবু ঘষিয়া তাহার সবুজ অংশ তুলিয়া ফেলিয়া, অন্য পাত্রে, (পাথর হইলেই ভাল হয়,) বেশী পরিমাণে লেবুর রস দিয়া, তাহাতে খোসাশূন্য গোটালেবু দিয়া রৌদ্রের উত্তাপে দিতে হয়। পরে উহাতে লবণ, লঙ্কামরিচ, এবং চিনি মিশ্রিত করিয়া অতি উপাদেয়, মুখপ্রিয় এবং উপকারী "নিমকী" প্রস্তুত হয়।

১৪

জল-বার্লির সহিত লেবুর রস বিসূচিকাক্রান্ত রোগীর পক্ষে মহৌষধ।

১৫

কুইনিনের সহিত জল মিশাইয়া, তাহাতে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস দিলে, উহা সহজে গলিয়া যায় ও ঐরূপ করিলে কুইনিনের সম্যক্ ফলও পাওয়া যায়।

১৬

চিঁড়া জলে ভিজাইয়া, চটকাইয়া, শিঠাগুলি তুলিয়া ফেলিলে, যে জলটুকু পাওয়া যায়, উহা কিঞ্চিৎ লবণ ও লেবুর রস-সংযোগে পান করিলে, উদরাময়, বমন, প্রভৃতি বিদূরিত হয়।

১৭

কোন বিষাক্ত দ্রব্য, যথা চূণ বা কেরোসিন-তৈল উদরস্থ হইলে, লেবুর রস খাওয়াইলে উপকার দর্শে।

১৮

ক্ষুদ্রগ্রন্থিগত বাতের পক্ষে লেবু ভাল।

জিরাফের জবানি

[আচার্য্য ললিতলোচন দত্ত-সংকলিত]

তোমরা আমার পিছনে লুকাইয়া ভাবিতেছ, আমি তোমাদের দেখিতে পাইতেছি না, হা, হা, হা, কি ভুলই তোমরা করিতেছ! আমার উটের মত গড়ন, হরিণের মত লেজ, চিতা-বাঘের মত গায়ের গুল, বাছুরের মত শিং, আর কিছুরই মত নয় এমনই গলা দেখিয়া তোমরা আমার দিকে অমন অবাক্ হইয়া চাহিয়া আছ কেন? Sir John Maundeville তাঁহার একখানি বইএ আমার নাম দিয়াছেন—Orafle। প্রাচীন মিশরের লোকে আমাকে "সোরাফী" বলিয়া ডাকিত, —সোরাফী-কথাটার মানে—লম্বগ্রীব। আরবেরা আমার মিশরীয় নামটি ঠিক করিয়া উচ্চারণ করিতে পারিত না, তাই আমাকে "জারাফ" বলিয়া ডাকিত। স্পেনের লোকে আরবদিগের হাতহইতে কেবল স্পেনই কাড়িয়া লয় নাই, আমার নামটিও কাড়িয়া-লইয়া আমাকে "জিরাফা" বলিয়া ডাকিতেছে। ফরাসী স্পেনের নিকটহইতে আমার নামটি ধার লইয়া আমাকে বলে—"জিরাফ্"। ইংরাজেরা ও তোমরা আমার ঐ নামই বজায় রাখিয়াছে ও রাখিয়াছ। প্রাচীন গ্রীসের লোকে আমাকে বলিত—Camel-opard অর্থাৎ গুলদার উট। আমি কিন্তু উট নই। ওকাপিরা-ছাড়া আমার আর কোন আত্মীয় নাই।

২০ ফুট উঁচুতেও যদি কোন গাছের ডালে পাতা থাকে, আমার লম্বা গলা বাড়াইয়া আমি তাহা খাইতে পারি। কিন্তু জল খাইতে হইলে, আমাকে হয় হাঁটু গাড়িতে, নয় এমন করিয়া সাম্নের পা-দু'টি ছিৎরাইতে হয় যে, দেখিলে তোমার হাসি পাইবে। আমার শিং কেবলই শোভার জন্য, কোন কাজে লাগে না। আমাদের কাহারও কাহারও দুইটির বেশীও শিং হয়। Sir Harry Johnston বিলাতে আমার একটি কুটুম্বকে ধরিয়া আনিয়াছিলেন, তাহার পাঁচটি শিং ছিল।

প্রাচীন কালে আমি সমগ্র আফ্রিকা-মহাদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতাম, কিন্তু এখন দক্ষিণ-আফ্রিকায় এত লোকের ভিড় যে, আমরা তিষ্ঠিতে পারি না। তাই আমরা এখন উত্তর-আফ্রিকার বিস্তীর্ণ মরুভূমে ঘুরিয়া বেড়াই। সেখানেও কিন্তু আমাদের বিপদাশঙ্কা কম নাই, সিংহেরা আমাদের পিঠে লাফাইয়া উঠে। তবে আমরা সময়ে সময়ে, পশুরাজকেও 'পিছাড়ি' ছুড়িয়া কাবু করিয়া ফেলি! হটেনটট্ ও কাফ্রিরা আমাদের মাংস খাইতে ভাল বাসে, আমাদের গায়ের চামড়ায় চমৎকার মোশক প্রস্তুত হয়। কিন্তু আমি আমার শত্রুদিগকে সময়ে সময়ে বুজরুকি দেখাইয়া বেকুব করিয়া দিই। আমি তখন এক ঝোপের পাশে গিয়া একেবারে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকি, তাহাতে তখন আমাকে ঠিক একটা শুক্‌ গাছের মত দেখায়, তাই শত্রুর দৃষ্টি এড়াইতে পারি। আর আমি সাম্‌নে-পিছনে দুই দিকেই ভাল করিয়া দেখিতে পাই বলিয়া অনেক সময়ে শত্রুকে দেখিয়া সরিয়া পড়িবারও সুবিধা পাই।

জিরাফ্ ও তাহার সাম্নের পা-ছিৎরান।

তোমরাও আমার মত সবদিকে নজর রাখিয়া এই পৃথিবীতে চলিও, নহিলে বিপদে পড়িবে।

'হাশিকিরাজু'

[শ্রীযুক্ত বিমলাক্ষ চট্টোপাধ্যায়-বিরচিত]

হাশিকিরাজু-নাম শুনিয়া তোমরা মনে করিও না যে, এ আবার কি অদ্ভুত জিনিষ। 'হাশিকিরাজু' একরকম কাগজের নাম। ইহা তুঁত-গাছের তন্তু-নির্ম্মিত, খুব শক্ত ও দীর্ঘকালস্থায়ী। এই কাগজের দ্বারা দড়ি ও মেয়েদের চুল বাঁধিবার ফিতা প্রভৃতি শক্ত জিনিষ তৈয়ার হয়। এই কাগজে তরু-তন্তুগুলি লম্বালম্বিভাবে সাজান হয় বলিয়া ইহা পাশের দিক্‌দিয়া ছেঁড়া ভয়ানক শক্ত। এইরকম দু'খানা কাগজ আড়াআড়িভাবে একসঙ্গে জুড়িয়া এক-রকম পাতলা শক্ত কাগজ হয়, তাহা সহজে নষ্ট হয় না।

জাপানের 'রিয়ার এড্‌মিরাল য়োকোয়ামা' এই কাগজের দ্বারা নৌকা প্রস্তুত করিবার অভিপ্রায়ে এই কাগজকে একপ্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে জল আট্‌কাইবার ক্ষমতা দিয়াছেন। তাহাতে ইহার সূতাগুলি এত শক্ত হইয়াছে যে, দুইজন মানুষ দুইদিক্ ধরিয়া প্রাণপণ শক্তিতে টানিলেও, ইহা ছিঁড়িতে পারে না এবং জলে ফেলিয়া রাখিলেও, ইহার কোন ক্ষতি হয় না। তিনি বলিয়াছেন, আমার আবিষ্কৃত এই কাগজ, তৈলদ্বারা নির্ম্মিত সাধারণ জাপানী বারিবিরোধক কাগজহইতে সম্পূর্ণ পৃথক্; ইহা যথেষ্ট চাপ ও ধাক্কা সাম্‌লাইতে এবং বৃষ্টি-বাদল প্রভৃতি সকলরকম প্রাকৃতিক অত্যাচার সহ্য করিতে পারে।

'রিয়ার এড্‌মিরাল য়োকোয়ামা' বলিয়াছেন, নৌকা তৈয়ার করিবার জন্য প্রথমে এই কাগজের দ্বারা মাঝখানে চাপা প্রকাণ্ড একটা বায়ুপূর্ণ বালিশ তৈয়ার করা হয়। কিন্তু এই ভয় হয়, এত বড় থলি যদি এক যায়গায় হঠাৎ ফুটা হইয়া যায়, তাহা হইলে তো সর্ব্বনাশ। তাহার পর কয়েকটা সরু সরু নল বায়ুপূর্ণ করিয়া ভেলার মত পাশাপাশি বাঁধিয়া আর একটা নৌকা করা হয়। তখন পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল, ইহা ধ্বংস হওয়া খুবই শক্ত। এই নৌকাখানি এক ঘনফুট্ স্থানের মধ্যে রাখা যায়। ইহা আবশ্যকমত কাজে লাগান এবং অন্য সময় বেশ পাট করিয়া তুলিয়া রাখাও যায়।

নৌকাখানি সম্পূর্ণ হইবামাত্র দেখা যায় যে, এইরূপ কাগজ অসংখ্য কাজে ব্যবহার করা যাইতে পারে। আকাশযানের ডানা আচ্ছাদিত করিবার জন্য অনেক মূল্য দিয়া উপাদান-সংগ্রহ করিতে হয়; কিন্তু এই কাগজ-ব্যবহার করিলে খুব অল্প মূল্যে কার্য্য-নির্ব্বাহ হয়।

এড্‌মিরাল য়োকোয়ামার নব-আবিষ্কৃত এই কাগজ গৃহ-নির্ম্মাণের সময় মাঝের দরো'জা করিবার বেশ উপযোগী। দেওয়া-লের গায়ে লাগাইবার পক্ষেও এই কাগজ খুব উপযোগী। সস্তায় গালিচার কাজও এই কাগজদ্বারা বেশ চালান যায়। ইহাতে সুন্দররূপে ঘর-ছাওয়া হয়। এমন কি সমুদ্রতলে ব্যবহার্য্য রজ্জু-নির্ম্মাণের জন্যও এই কাগজ-ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই কাগজ ইউরোপের অনেক ভাল ভাল লোকের দৃষ্টি-আকর্ষণ করিয়াছে। ফরাসিস্‌গণ ইহাদ্বারা দরিদ্রের শবাধার-নির্ম্মাণ করি-বার উদ্যোগ করিতেছেন।

আবার একটি আশ্চর্য্য কথা এই যে, এই কাগজ শীঘ্র আগুনেও নষ্ট হয় না। যখন আগুনেও নষ্ট হয় না, তখন ইহা সৈন্যদের ব্যবহারের খুবই উপযুক্ত। জলের বোতল, খাবারের বাক্স প্রভৃতি জিনিষ কাগজের হইলে খুব হাল্‌কা হইবে এবং সৈন্যেরা সহজে বহন করিতে পারিবে।

বরফের থলি, ভাসমান 'বয়া', জীবন-রক্ষক জামা, ডাকের থলি, হাওয়ার বালিশ প্রভৃতি অসংখ্য সামগ্রী ইহাদ্বারা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। বৈদ্যুতিক ব্যাপারেও ইহার ব্যবহার হইতেছে। বলিতে গেলে, ইহা লৌহের স্থান-অধিকার করিতে চলিয়াছে। আজকাল নিত্য নূতন কাগজের জিনিষ উদ্ভাবিত হইতেছে। বোধ হয়, অল্পদিনের মধ্যেই পৃথিবীটাই কাগজের হইয়া যাইবে।

সিকাগো-চিকিৎসালয়ে কাগজের পোষাক-ব্যবহার করা হয়, ব্যবহারের পর পোড়াইয়া ফেলা হয়। আমেরিকাতে কাগজের মোজা ও তো'য়ালে ব্যবহৃত হয়, উত্তর-জার্ম্মাণ-রেল-পথে কাগজের তো'য়ালিয়া চলিত আছে। আমেরিকায় বৃষ্টি আট্‌কাইবার জন্য কাগজের কোট-ব্যবহার করা হয়; এই কোটগুলি পাট করিয়া বেশ পকেটের মধ্যে রাখা যায়।

জাপানে তো দেওয়াল, কপাট, জানালা সবই কাগজের; সেখানকার কুলীরা দুই-চারি আনায় একটা কাগজের কোট কিনিয়া সারাবৎসরের বৃষ্টি-বারণ করে। অনেক বাড়ীতেই কাগজের পিপা, জলপাত্র, স্নানের গাম্‌লা, রান্নার বাসন, তক্তা প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। কাগজের ফরাস, পরদা, গ্যাসের নল, নকল চামড়া, সূতা ও কাপড় প্রভৃতি পদার্থের জাপানে অন্ত নাই। কাগজের পাইল একটা নূতন জিনিষ বটে। হাল্কা বলিয়া আজকাল পোত-নির্ম্মাণ প্রভৃতি ব্যাপারে, কাগজ অনেক স্থলে কাঠের স্থান-অধিকার করিতেছে। কাগজের তক্তাকে সহজেই অনেকরকম আকারে পরি-ণত করা যায় বলিয়া ইহা কাঠের তক্তার অপেক্ষা সস্তা হয়। এই কাগজের তক্তাকে অন্য একখানি কাগজের তক্তার সহিত অতি সহ-জেই নব-আবিষ্কৃত কাগজের স্ক্রু-দ্বারা একসঙ্গে জোড়া যায়।

এক্ষণে এই কাগজের ব্যবহার পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যাইতেছে।

মাণিক-যোড়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকার বি-এ-সঙ্কলিত]

মিণু ও মণু সবিস্ময়ে কহিয়া উঠিল, "ছুরি-দিয়ে কাটা যায় ?"

"নয় তো কি ? নিজেরাই গিয়ে দেখ্ না।"

উভয়ে সেই মুহূর্ত্তেই জানালার নিকট ছুটিয়া গিয়া বাহিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। অভিভাবিকাটি সেই অবসরে পার্শ্বের ঘরে বস্ত্রাদি-পরিবর্ত্তন করিতে গেল।

মিণু ফিস্‌ফিস্ করিয়া মণুর কাণে কাণে কহিল, "বামুণ-ঠাক্রুণের একখানা বড় ছুরী আছে, আয়, মণু, দেখি গে !"

মণু তাহার ছোট্ট হাতখানি দিদির হাতের মধ্যে ভরিয়া দিল, তাহার পর উভয়ে সিঁড়ি বহিয়া ছুটিয়া নীচে নামিয়া গেল।

মিণু কহিল, "বামুণ-দিদি, তোমার ছুরীখানা একবার দাও তো—এখ্খুনি আবার ফিরিয়ে দোব। আমি একটা জিনিষ কা'ট্‌ব—।"

বামুণ-ঠাকরুণ তখন রন্ধনে ব্যাপৃতা ছিলেন—কড়ার উপরকার 'ছেঁক-কল-কল'-শব্দের মধ্যে মিণুর ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ডুবিয়া গেল, তাহা তাহার কর্ণবিবরে প্রবেশ করিল না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া মিণু পুনরায় তাহার কথার আবৃত্তি করিল। অবশেষে বলিল, "ও বামুণ-দি', লক্ষ্মীটি দাও না ছুরীটা একবার।"

"কি, ছুরী ? হ্যাঁ, তোমাদের হাতে ছুরী দেব বৈ কি ! এতটুকু মেয়ে, ছুরী নিয়ে একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসুক, তখন আমি যাই আর কি ! আগে বদ্ধ পাগল হই, মাথা ঘুরে যা'ক্, তা'র পর তোমাদের মত ছোট ছোট ছেলেমেয়ের হাতে ছুরী দোব !"

মিণু তাহার গম্ভীর চক্ষু ছুটি তুলিয়া বামুণ-ঠাকরুণের মুখের প্রতি চাহিল। সে বলিল, "না, তুমি পাগল হ'ও না, বামুণ-দিদি, সে ভারি বিশ্রী দে'খ্‌তে হ'বে, আমরা খেতেই পা'ব না। কিন্তু লক্ষ্মীটি, একবারটি ছুরীখানা দাও। সেই যে পেঁপে-কাটা বড় ছুরীটা !"

"পেঁপে-কাটা ছুরী ! ও হরি ! কেন, গো মিণু-ঠাকরুণ, সেই খানা-দিয়ে মণুবাবুর মাথাটাই বুঝি উড়িয়ে দিতে চাও—না ?"

মিণু প্রবলভাবে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "না, না, তা' যাইব কেন ? মণুর মাথাটি কেমন সুন্দর, আমায় কেউ একগা' গয়না দিলেও, মণুর মাথা কা'ট্‌ব না !

মণু কহিল, "দিদি, বামুণ-দিদি কিচ্ছু জানে না ! বলে, 'মাথাটি উড়িয়ে' দেবে—মাথা বুঝি আবার ওড়ে—মাথার কি ডানা আছে যে, উ'ড়্‌বে ?" বলিয়া যেন তাহার কথাসম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইবার মানসে ছুই হাত-দিয়া তাহার ঘনবিরচিত কুঞ্চিত চুলগুলির ভিতর অঙ্গুলি চালাইতে লাগিল। তাহার ফলে তাহাকে যেন একটি ঝটিকা-হত বায়সের মত দেখিতে হইল।

পাচিকা কহিল, "তা' মাথাই যদি কা'ট্‌বে না তো অত বড় ছুরী নিয়ে কি ক'র্‌বে ?"

মিণুর আয়ত চক্ষুর্দ্বয়ের মধ্যে এমন একটা আবেদনের ভাব ফুটিয়া উঠিতেছিল এবং তাহার ভ্রুযুগল আগ্রহে এত উচ্চে উঠিয়াছিল যে, তাহার প্রার্থনা-পূরণ না করা শক্ত বলিয়া বোধ হইল।

"আমি দে'খ্‌ব, কুয়াশাকে ছুরী-দিয়ে সত্যি সত্যি টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে কাটা যায় কি না—নতুন মাষ্টার ব'ল্লে, যায় !" খুব গম্ভীরভাবেই সে এই কথাগুলি বলিল।

পাচিকা এমন প্রচণ্ডবেগে হাসিতে লাগিল যে, তাহার মুখ দিয়া আর কথাই ফুটিল না। সে তৎক্ষণাৎ শিশুদ্বয়ের প্রতি পশ্চাৎ ফিরিয়া ঝিকে এই হাসির কথা শুনাইয়া দিল ! ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই মণু পাচিকার বড় ছুরীখানি হাতে তুলিয়া লইয়া ছুটিয়া একেবারে বাগানের মধ্যে আসিয়া হাজির হইল। সেখানে পঁহুছিয়াই সে তাহার অস্ত্রদ্বারা শূন্যে আঘাত করিতে লাগিল। অবশেষে অসন্তুষ্ট হইয়া সে উচ্চৈঃস্বরে কহিয়া উঠিল, "দিদি, ভাই, সব গল্প কথা, মিথ্যে, এসে দেখ ছুরী নিয়ে !"

মিণুও তাহাই চাহিতেছিল। সে ছুরীখানি লইয়া কহিল, "তুমি ছেলেমানুষ, তাই বোধ হয় জান না কিরকম ক'রে কাট্‌তে হয়। আমার বোধ হয়, ওপরথেকে নীচের দিকে কা'ট্‌তে হ'বে, দেখ নি বাবা কেমন ক'রে পাঁউরুটী কাটেন !"

মণু তাহার উজ্জ্বল ও বৃহৎ চক্ষু-দুইটি তুলিয়া মিণুর গতিবিধি-লক্ষ্য করিতে লাগিল। মিণু রুটীকাটার মত করিয়া, ছুরীখানি একবার আগাইয়া একবার পিছাইয়া, আকাশ কাটিতে লাগিল, কিন্তু সহস্র চেষ্টাসত্ত্বেও পাঁওরোটীর খণ্ডের মত একখণ্ড কুয়াসাও তাহাদের হাতে উঠিল না !

মণু উত্তেজিত হইয়া নেত্র-বিস্ফারিত করিয়া কহিল, "দে'খ্‌লে তো আমি বল্লুম ! আমাদের ঐ নতুন মাষ্টারটা, ভাই, মিথ্যেবাদী। এ মা, কি লজ্জার কথা, ভাই !"

পাচিকা আসিয়া ইত্যবসরে মিণুর হাতহইতে ছুরীখানি কাড়িয়া লইল। সে হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল, "বাবা, হা'স্‌তে হা'স্‌তে পেটের নাড়ী ছিঁড়ে গেছে, প্রাণটা যেন গলার কাছপর্য্যন্ত ঠেলে উঠেছে ! আমি ভেবেছিলুম, এতক্ষণে বুঝি বা মণুবাবুর নাকটাই উড়ে গেল !"

মণু তাহার পুষ্ট আঙুলগুলি তুলিয়া সযত্নে তাহার নাসিকাটি ধরিয়া অনুভব করিয়া দেখিল—উড়িয়া যায় নাই, ঠিকই আছে! তখন সে বলিল, "আমার নাকটা কেটে দিলে তো আমি ফুল শু'ক্‌তে পা'র্‌তুম না—না না, সে ভারি বিশ্রী লা'গ্‌ত!" বলিতে বলিতে তাহারা পুনরায় পাকগৃহে আসিয়া পঁহুছিল।

মিণু কহিল, "কেন, নাক না থা'ক্‌লে তো খারাপ গন্ধও শু'ক্‌তে হ'ত না। চুরোটের গন্ধে মাথা ধরে ব'লে বাবা আমাদের সাম্‌নে চুরোট খান না, নাক্ না থা'ক্‌লে বেশ খেতে পা'র্‌তেন। আমরাও বাবার কাছে আরও কত গল্প শু'ন্‌তে পেতুম!" নাসিকা না থাকিলে আরও কতপ্রকার সুবিধা হইতে পারিত সেসম্বন্ধে হয় তো সে একটা দীর্ঘ বক্তৃতা করিত, কিন্তু আর একটা ভাব মত পাচিকার মস্তকে ও গ্রীবায় দুইটি হাত-দিয়া ধরিয়া তাহার ঘাড় ফিরাইয়া ধরিল। পাচিকার মনটি বড় সরল ছিল। তাহার মুখখানি প্রকাণ্ড-আকৃতির ছিল, সে খুব বড় করিয়াই, 'হাঁ' করিল, তাহার সাদা সাদা বড় দাঁতগুলির উপর উনুনের শিখা লাগিয়া সেগুলা ঝক্‌ঝক্ করিয়া উঠিল। মিণু খুব নিরীক্ষণ করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া পাচিকার মুখের ভিতর চাহিয়া রহিল, তাহার পর ঘাড় নাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

তখন মণু অগ্রসর হইল—এইবার তাহার পালা! সেও নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "ছিঃ, বামুণ-দি', ও কথা বলা তোমার উচিত হয় নি! মোটেই সত্যি নয়!"

পাচিকা সশব্দে তাহার দাঁতের উপর দাঁত আনিয়া মুখ বন্ধ

বন্দী জর্ম্মাণ সৈন্যগণ।

তাহার মনে আসিয়া পড়িল, সে বলিল, "বামুণ-দিদি, তুমি খুব জোরে একবার 'হাঁ' ক'র্‌বে?"

মণুও বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব বড় 'হাঁ' কর, গালের দু'ধার না চিরে যায় অথচ যত বড় 'হাঁ' হয়, তত বড় কর না। দিদি কি জন্যে ব'লেচে, আমি জানি, আমিও দে'খ্‌তে চাই, হাঁ কর না!"

বিস্মিতা পাচিকা কহিল, "ও মা, বলে কিগো এরা!"

মিণু একটু বিনয়ের ও আদরের সহিত বলিল, "কি তা' পরে ব'ল্‌ব এখন। ঐ যেমন 'হাঁ' ক'রে আছ, অম্‌নিই থাক, লক্ষ্মী বামুণ-দি'!"

নিকটেই একটা পুরাতন দেবদারু-কাঠের সিন্দুক ছিল, দুই ভাই-বোনে লম্ফ দিয়া তাহার উপরউঠিল। মিণু নেহাইত বিজ্ঞের করিয়া কহিল, "ও মা, সে কি গো! কি ব'ল্‌'চ তোমরা? রান্না-বান্না ছেড়ে দিয়ে দেড়ঘণ্টা বুড়ো মাগী আমি এতখানি 'হাঁ' করে তোমাদের সাম্‌নে সংএর মত দাঁড়িয়ে রইলুম, তবুও মন পেলুম না। শিং ভেঙে বাছুরের দলে ঢু'ক্‌লুম, ও মা, তবুও তোমরা সন্তুষ্ট নও?"

মিণু তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল "হ্যাঁ, হ্যাঁ আমরা খুসী হ'য়েছি বামুণ-দি!"

মণু ভগিনীর দিকে বক্রভাবে কটাক্ষ করিয়া বলিল, "দিদি, আবার! মানুষের আবার শিং থাকে নাকি—!"

মিণু বলিল, "না, বামুণ-দি', তুমি রাগ ক'র' না, লক্ষ্মীটি! তুমি আমাদের কথা শুনে হাঁ ক'র্‌লে তাই তো আমরা জা'ন্‌লুম! আমরা কিন্তু খুব ক'রে নজর ক'রে দে'খ্‌লুম, বামুণ-দি', কিন্তু কৈ তোমার 'প্রাণ' তো গলার কাছে ঠেলে উঠেছে দে'খ্‌তে পেলুম

না। তুমি তো ব'ল্‌লে 'প্রাণটা গলার কাছে ঠেলে উঠেছে'—ঠেলে উঠ্‌লে আমরা নিশ্চয়ই দে'খ্‌তে পেতুম, না, ভাই মণু? হাঁা, বামুণ-দি', তুমি খুব লক্ষ্মী, আমাদের নতুন মাষ্টারের মত নও, তুমি তা'র মত মিথ্যে ব'ল্‌তে যা'বে কেন? বোধ হয় ভুলে ব'লেছ, না?"

মণু বলিল, "হাঁা, নিশ্চয়ই ভুলে ব'লেছে, দিদি! আমি প্রাণের ছবি দেখেছি, গলার কাছে উ'ঠ্‌লে ঠিক চি'ন্‌তে পা'র্‌তুম। বাবার সেই বড় বইখানাতে ছবি আছে, দেখ নি? সেই যে লাল-রংএর আর এইরকম গড়ন—কাগজ-পেন্সিল থা'ক্‌লে আমি এঁকে দেখা'তে পা'র্‌তুম!—ও কি, বামুণ-দি', অত হা'স্‌ছ কেন? হা'স্‌বার কথা কি হ'ল, না সত্যি, অত ক'রে হাস্‌বার কথা কি হ'য়েছে—বাঃ!"

মণুর অনুযোগসত্ত্বেও পাচিকা ও দাসী হাসিতে হাসিতে মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িল। হাসিতে হাসিতে একবার থামিলেই, আবার দ্বিগুণতর বেগে হাসিয়া উঠিতে লাগিল।

মণু ও মিণু অতঃপর ছুটিয়া দোতলায় তাহাদের পিতাকে খুঁজিতে গেল। তাহাদের মনে হইল যে, কুয়াশা-কাটা-সম্বন্ধে সত্যমিথ্যা হয় তো তাহাদের পিতা ঠিক বলিয়া দিতে পারিবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে রামধনবাবু তখন বাড়ীতে ছিলেন না, কাজেই তাহাদের সন্দেহ মিটিবার সুযোগও হইল না। মিণু কহিল, "মাকে যদি জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে পা'র্‌তুম, তা' হ'লে বেশ হ'ত। মা আবার ভাল হ'য়ে উ'ঠ্‌লে ব'ল্‌বেন এখন।" মণু সব কাজেরই অতি শীঘ্র একটা হেস্তনেস্ত করিতে চাহিত, সে অধীর হইয়া বলিল, "আমি অত দেরী ক'র্‌তে পারি না—আমি মাষ্টারকে ব'ল্‌ব যে, কুয়াশার কথা সে যা' ব'লেছিল, তা' সত্যি নয়!" এই বলিয়া সে মিণুর হাত ছাড়াইয়া সশব্দে ছুটিয়া গিয়া, পড়িবার ঘরের দ্বার ধাক্কা মারিয়া উন্মুক্ত করিল। নূতন মাষ্টার তাহাদের অপেক্ষায় সেইখানে বসিয়া ছিল। মণু হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল, "নতুন-দিদি, 'আমার এই বড় দুঃখু হ'চ্ছে যে, তুমি আমাদের যা' ব'লেচ, তা' সত্যি নয়'!"

পূর্ব্বে একদিন ঠিক হুবহু সত্য কথা না বলায় রামধনবাবু হাকে ঠিক ঐ কথাগুলি বলিয়াছিলেন। মণু কথাগুলি মনে রিয়া রাখিয়াছিল, এবং ভাবিয়াছিল সে নিজে যেমন ঐ কথা-লি শুনিয়া মনে মনে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার থ ঐ কথা শুনিলে, নূতন মাষ্টারও সেইরূপই লজ্জিত হইয়া ড়িবে! মাষ্টার কিন্তু ঐ কথাগুলি শুনিতে পাইল বলিয়া বোধ ইল না, সে আপনার মনে বিড়্‌বিড়্‌ করিয়া কাহাকে যেন গালি াড়িতেছিল! মণু তাহার কথার আবার পুনরাবৃত্তি করিল এবং রও দুই-এক-কথা যোগ করিয়া বুঝাইয়া দিল যে, তাহারা চেষ্টা রিয়াও কুয়াশা কাটিতে পারে নাই!

মাষ্টার তাচ্ছিল্যভরে বলিল, "আহা, কুয়াশা যে, কাটা যায় না, তা' কি আর আমি জানি না! কি এঁচোড়ে-পাকা ছেলে দেখ! আমি ব'ল্‌লুম একটা কথার কথা——!"

মণু বাধা দিয়া বলিল, "কিন্তু সত্যি কথা নয় তো, 'কথার কথা'ই হ'ক, আর যা'ই হ'ক, মিথ্যে তো!"

মাষ্টারের মুখ লাল হইয়া উঠিল, সে তীব্রকণ্ঠে বলিল, "দেখ্‌, ফের্‌ যদি তুই আমার মুখের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে অমন কথা বলিস্‌ তো আমি যদি তোর গালে ঠাস্‌ ক'রে এক চড় বসিয়ে না দি', তবে আমার নাম পদ্মমুখীই নয়!"

মণু হাসিয়া ফেলিল, বলিল, "না, না, তা' মা'র্‌বে না, আমাদের কেউ ককখনো মারে না, মা কাউকে মা'র্‌তে দেন না!"

"তোর মা তো ব্যায়রাম হ'য়ে বিছানায় প'ড়ে আছে, আমিই এখন তোদের মার সমান। আমি যা' ব'ল্‌ব, এখন তা'ই অক্ষরে অক্ষরে মেনে চ'ল্‌তে হ'বে, বু'ঝ্‌লি? ঠিক মনে রাখিস্‌ এই কথা। আর না মানিস্‌ যদি, তা' হ'লে তোদের বরাতে অনেক দুঃখু আছে, তা' আগেথা'ক্‌তে ব'লে রা'খ্‌ছি কিন্তু!"

বেচারী মণুকে ইতঃপূর্ব্বে আর কেহ কখনও এইরূপভাবে শাসাইয়া কথা বলে নাই; সে মাষ্টারের কথার মর্ম্মই গ্রহণ করিতে পারিল না। তাহার চক্ষুর্দ্বয় বিস্ফারিত হইল, ভ্রূযুগল ঊর্দ্ধে কুঞ্চিত হইয়া গেল।

সে বলিল, "না, না, আমরা তোমায় মা'ন্‌ব, আমরা তো সুশীলা-দিদিকে মা'ন্‌তুম, প্রায় সব সময়ই মা'ন্‌তুম——।"

"প্রায় মানা' চ'ল্‌বে না। যা' ব'ল্‌ব, তখুনি সব মা'ন্‌তে হ'বে।"

"ও! তুমি মোটেই আমাদের সুশীলাদিদির মত নও।"

"তা' তো নইই। তোদের সুশীলা তো বুড়ো হ'তে চ'লে-ছিল; আমাকে তুই তা'র মতন অথর্ব্ব বুড়ী মনে করিস্‌ নাকি?"

মণু খুব মনোযোগপূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "তুমি বোধ হয় সত্তর বছরের হ'বে, না?—না, না, আরও একটু বড় বোধ হয়। তা' আমি তো তোমার দাঁত দেখি নি, কি ক'রে ঠিক ক'রে ব'ল্‌ব কত বয়েস? ঠিক বয়েস কত জা'ন্‌তে হ'লে, দাঁত দেখা চাই। কালী যখন প্রথম এল, বাবা তা'র দাঁতগুলো গুণে গুণে দে'খ্‌লেন—কালীকে জান তো? আমাদের ঐ যে কালো গরুটা আছে, ওর রং কাল আল্‌কাতারার মত কিনা, তাই আমরা ওর ঐ নাম দিয়েছি। নইলে ওরা কি আর কথা কইতে পারে যে, ওর বাপ-মা 'কালী'-নাম রা'খ্‌বে? তা' আমি এখনও ছেলেমানুষ আছি, তুমি আমায়, বোধ হয়, তোমার দাঁত দে'খ্‌তে দেবে না, না? তা' আমি না হয় বাবাকেই ডেকে আ'ন্‌তে পারি, দাঁত দে'খ্‌বার জন্যে, তুমি যদি কিছু না মনে কর।"

"আমি খুবই মনে ক'র্‌ব। আর দেখ, মণু, আমি তোমার"

স্পষ্টই ব'ল্‌চি যে, আমার সাম্‌নে অন্ততঃ ঠোঁটদু'টি সেলাই ক'রে থা'কৃতে হ'বে, নৈলে— !"

মণু কয়েকমিনিট কি ভাবিল, তাহার পর হাসিয়া বলিল, "এও কি একটা 'কথার কথা' ? ঠোঁট বুঝি লোকে আবার সেলাই করে। তা' কি হয় ?"

মণু তাহার টুলখানি টানিয়া লইয়া বড় রাস্তার ধারের জানালার পাশে বসিল, তাহার পর এই নবাগতার মুখের দিকে পূর্ণ-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

হাসি ও বিদ্রুপের মাঝামাঝি একটা ভাবে মাষ্টার কহিল, "আমায় শীঘ্রই চি'ন্‌তে পা'র্‌বে—।"

মণু তাড়াতাড়ি ব'লিয়া উঠিল, "নিশ্চয়ই, যেখানেই থাক তুমি, তোমায় দে'খ্‌লেই চি'ন্‌তে পা'র্‌ব। তোমার নাকে বাঁদিকে কেমন মজার একটা লাল মাংসর ঢিবি উঁচু হ'য়ে আছে, কি ক'রে ক'রেছ অমন ?"

"ভগবান ক'রে দিয়েছেন ! কি অভদ্র সয়তান ছেলে !"

মণু তাহার শেষের কথাটি কাণ দিয়া শুনে নাই, প্রথম অংশটি শুনিয়া সে ভাবিতে ভাবিতে বলিল, "ভগবান তোমার ওপর বড় নিষ্ঠুর। ভগবান যদি আমাদের মত মানুষ হ'ত, তা' হ'লে ঠিক বু'ঝ্‌তে পা'র্‌ত যে, তুমি ঐরকম একটি মাংসের ঢিবি মোটেই পছন্দ ক'র্‌বে না ! কিন্তু ভগবানের তো আর চোখও নেই, কাণও নেই——!"

মাষ্টার বিরক্তির স্বরে বলিল, "চুপ্‌ কর, বাপু, চুপ্‌ কর,—আমার মাথা গুলিয়ে যায় ; বাবা, এইটকু ছেলের মুখে যেন খই ফু'ট্‌'চে, এর কথা শুনে মাথা লাটিমের মত বোঁ বোঁ ক'রে ঘোরে !"

এই কথায় আবার মণুর মনে ধাঁধাঁ লাগিয়া গেল। কিন্তু লাটিমের কথার উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার নিজের লাটিমের কথা মনে পড়িয়া গেল। সে ছুটিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার লাট্টুটি সেইখানে আনিয়া হাজির করিল। তাহার পর, লেত্তি জড়াইয়া তাহা ঘুরাইতে ঘুরাইতে সে সকল কথা ভুলিয়া গেল, অভিভাবিকাকে আর কোনও প্রশ্ন করিল না। কিন্তু খেলিতে খেলিতে সে নিজের মনে বলিতে লাগিল, "মানুষের মাথা যদি সত্যিই লাট্টুর মত ঘোরাণ যেত ? দূর, তা' কি কখনও হয় ? এ সব বাজে কথা, মিথ্যে কথা। আমি মাষ্টারের মত বড় হ'লে কক্‌খনো অমন সব মিথ্যে কথা ব'ল্‌তুম না, কক্‌খনো না, এক হাঁড়ি সন্দেশ দিলেও না ! আমার তা'তে বড্ড লজ্জা ক'র্‌ত !"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

["নূতন অভিভাবিকাকে কেমন লাগিল ?"]

কয়েকদিনের মধ্যেই মণু ও মিণু পরিষ্কাররূপে বুঝিল যে, তাহারা তাহাদের নূতন শিক্ষয়িত্রীকে আদৌ পছন্দ করে নাই। সুশীলাকে পাইয়া তাহারা শান্ত ও সুখী হইয়াছিল ; সে তাহাদের আন্তরিক ভালবাসিত, তাহারাও তাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিত। পদ্মমুখী কিন্তু সম্পূর্ণ বিভিন্নপ্রকৃতির স্ত্রীলোক ছিল। রামধনবাবু যে উচ্চহারে বেতন দিতেন, তাহা গ্রহণ করিতে তাহার এতটুকুও কুণ্ঠা ছিল না, কিন্তু তাহাকে যত কম খাটিতে হইত, ততই সে সন্তুষ্ট হইত। জগতে সকল নারীর মধ্যে এই স্ত্রীলোকটিই বিশেষ করিয়া শিক্ষয়িত্রী হইবার সম্পূর্ণ অযোগ্যা ছিল, কারণ তাহার হৃদয়ের মধ্যে কোথাও স্নেহতপ্ত এমন একটু স্থান ছিল না, যেখানে শিশুরা অবাধে যাইয়া আশ্রয়-গ্রহণ করিয়া শান্তি-লাভ করিতে পারে !

সে বলিত, "ছেলেমেয়েগুলোকে সুধু চোখে দে'খ্‌তে রাজী আছি, যতক্ষণ না তা'রা কথা বলে !"

আবার কখনও কখনও বলিত, "ছেলেপিলেরা সব জায়গায় আ'স্‌বে কেন ? যা'র যেখানে ঠাঁই, সে সেখানে থা'ক্‌বে, ছেলেদের জায়গায় ছেলেরা থা'ক্‌বে !"

মণু ও মিণু উপরোক্ত দু'টী কথারই মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিত না।

মণু বলিত, "দিদি-ভাই, আমরা কথা কইলেই তো শোনা যা'বে, আর আমরা নতুন মাষ্টারের কাছে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থা'ক্‌ব না, এও কি হয় ?"

মিণু বলিত, "হ্যাঁ, ভাই, আবার দেখ্‌—বলে ছেলেদের জায়গায় ছেলেরা থা'ক্‌বে। আমরা কি জানি, আমাদের জায়গা কোথায়। মাষ্টার কি কখনও দেখিয়ে দিয়েছে যে, এইটে তোদের জায়গা ?"

মণু বলিল, "দিদি-ভাই, আমাদের জায়গা অন্ততঃ আমাদের প'ড়্‌বার ঘরটার মধ্যে নেই। আমি কাল চারদিকেই খুঁজে বেড়িয়েছি। কাল, ভাই, আমি টেবিলের ওপরে ব'স্‌লুম, মাষ্টার ব'ল্‌লে, 'নেবে যাও, নেবে যাও, টেবিলের ওপর ছেলেদের ব'স্‌বার জায়গা নয় !' তা'র পর, ভাই, আমি সেই আমাদের খুব উঁচু পায়াওয়ালা চেয়ারখানায় উঠে, দে'য়ালের গায়ে পা লাগিয়ে, যেই একবার সাম্‌নে, একবার পেছনে, দু'লে দু'লে চকর চকর ক'র্‌তে আরম্ভ ক'রেচি, অমনি মাষ্টার পেছনথেকে চেয়ারের মাথা ধ'রে, সাম্‌নে এক ধাক্কা মেরে, আমায় ফেলে দিয়ে, চেঁচিয়ে ব'লে উ'ঠ্‌ল, 'আঃ বাবা ! বেরিয়ে যা, দূর হ'য়ে যা এখানথেকে, আমার হাড় কালী ক'রে দিলি' ! ভাই, হাড় আবার নাকি কালী হয় ? তা' হ'লে বেশ মজা হয়, না ? খুব সরু সরু নিব কিনে এনে, এম্‌নি ক'রে, এম্‌নি ক'রে খুঁটিয়ে মাষ্টারের হাড়ের কালীতে লি'খ্‌তুম, না, ভাই ? তা'র পর আমি জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দিয়ে ঝু'ল্‌'চি, মাষ্টার অমনি আমার হাত ধ'রে টান মেরে একেবারে ঘরের মাঝখানে এনে দিলে ; ভাই, ভাই, আমি লাফিয়ে উঠে একা ছুটে একেবারে রান্নাঘরের দালানে গেলুম। বামুণ-

দিদি তখন মার জন্যে সাগু ক'র'ছিল, আমাকে দেখেই তক্ষুণি ব'লে উঠ্‌ল, 'রান্নাঘরে ছেলেদের থা'ক্‌বার জায়গা নয়!' সত্যি, ভাই দিদি, কোথায় আমরা দু'জনে যেতে পারি, আর কোন্‌টে ঠিক আমাদের জায়গা, তা' আমরা জানিই না!"

মিণু কিয়ৎক্ষণের জন্য কি ভাবিল। পরে বলিল, "দেখ্ ভাই, আমরা এবারথেকে খুব মন দিয়ে ঐ নতুন মাষ্টারের কথাগুলো শু'নে রা'খ্‌ব, তা' হ'লে হয় তো ও একদিন বুঝিয়ে দেবে, কি ব'লে ফে'ল্‌বে, কোথায় আমাদের জায়গা! একবার ব'ল্‌লে আমরা ঠিক জা'ন্‌তে পা'র্‌ব যে, আমরা কি কি ক'র্‌ব আর কোথায় কোথায় যেতে পা'র্‌ব!—ও কি, মণু! কাঁ'দ্‌ছ কেন, ভাই? মণু—!"

"ইস্, আমি কচি খোকা নাকি যে, কাঁ'দ্‌ব; কই আমি কাঁ'দ্‌'চি?"—বলিয়া মণু তাড়াতাড়ি ভগিনীর দিকে পশ্চাৎ করিয়া হাত তুলিয়া দুই-এক ফোঁটা অশ্রু মুছিয়া লইল। তাহার পর মুখ ফিরাইয়া সে আহ্লাদের সহিত মিণুকে তাহার গণ্ডে চুম্বন করিতে দিল এবং স্বয়ং তাহার রক্তকমলের বীজের মত রাঙা টুকটুকে ও উত্তপ্ত ওষ্ঠদ্বয়দ্বারা ভগিনীর গণ্ডে একটি মধুর চুম্বন করিল।

মণুর শারীরিক সৌন্দর্য্যের উপকরণের মধ্যে তাহার ঘনসন্নিবিষ্ট ও রেশম-কোমল কেশের রাশি অন্যতম ছিল। তাহার মাতা তখনও প্রাণ ধরিয়া পুত্রের মস্তকের শোভা এই চুলের গুচ্ছগুলি কাটাইয়া ছোট করিতে অনুমতি দিতে পারেন নাই। গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ সেই চুলের গুচ্ছগুলি এলোমেলো ও তরঙ্গিতভাবে তাহার মাথাহইতে ঝুলিত এবং সুশীলাকে পূর্ব্বে পূর্ব্বে অনেক পরিশ্রম-স্বীকার করিয়া আঁচড়াইয়া সেইগুলিকে সুন্দর ও সুবিন্যস্ত করিতে হইত।

প্রত্যহ প্রভাতে সুশীলা তাহাকে ডাকিয়া বলিত, "আয়, রে টাট্টু-ঘোড়া, লাফিয়ে লাফিয়ে আয়, তোর কেশরগুলো আঁচড়ে দিই!" (ক্রমশঃ)

বনদেবী ও কুসুমিকা

[আচার্য্য ললিতলোচন দত্ত-সংকলিত]

১

একদিন বনদেবী বিহরিতে গিয়া
শুনিলেন, কাঁদিতেছে এক কুসুমিকা।
"কি হ'য়েছে, কেন কাঁদ, কুসুম-বালিকা?"
কহিল পুষ্পিকা, "আমি যেতেছি মরিয়া।"

২

"না, না, মধুমতি, সুধু শুষ্ক তব মুখ।
নির্ম্মল নীরদ-নীর ধীরে ধীরে ধীরে
পড়িলেই ঝর্ ঝর্ ঝরি' তব শিরে,
ফের তব গাল হ'বে লাল টুকটুক্!"

৩

এত বলি' বনদেবী আজ্ঞা দিবামাত্র,
জলধর ঝর্ ঝর্ লাগিল ঝরিতে।
কুসুমিকা মাথা তা'র তুলিয়া ত্বরিতে
কৈল, "মাতঃ, লহ মম ত্রাণ দিবারাত্র!"

দীর্ঘায়ু হইবার উপায়

[আচার্য্য ললিতলোচন দত্ত-লিখিত]

আজিকালি এ দেশের লোকের এইপ্রকার একটি ধারণা জন্মিয়াছে যে, সত্য-যুগেই লোকে শতায়ু হইত, এই কলিকালে তাহারও শতায়ু হইবার বড় সম্ভাবনা নাই। এ কথা কিন্তু সত্য নহে। হেন্‌রি জেংকিংস্-নামে একজন ইংরাজ একশত উনসত্তর বৎসর জীবিত ছিলেন। উইলিয়াম মীড্-নামে একজন ইংরাজ চিকিৎসক একশত আটচল্লিশ বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন। মেরী কীথ-নামে একজন বিবাহিতা ইংরাজ-রমণী একশত-তেত্রিশবৎসর বয়সে মারা যান। ডেস্‌মণ্ডের কাউণ্টেস ক্যাথারিণ একশত আটচল্লিশ-বৎসর বয়সে ইহলোকহইতে বিদায়-গ্রহণ করেন। জোনাথন হারটপ-নামে আর একজন ইংরাজ একশত উনচল্লিশ-বৎসর বয়সে গতায়ু হইয়াছিলেন। টমাস পার-নামে আর একজন ইংরাজ একশত-বাহান্ন-বৎসর জীবনধারণ করিতে পারিয়াছিলেন। পিটার গার্ডেন-নামে এক স্কট্‌ল্যাণ্ড্-বাসী ভদ্রলোক একশত একত্রিশ-বৎসর মৃত্যুকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ-প্রদর্শনে পারক হইয়াছিলেন।

এতগুলি উদাহরণ দেওয়ার পর, আজকাল আর মানুষ শতায়ু হয় না, এ কথা বলা চলে না। তবে দীর্ঘায়ু হইবার নিশ্চয়ই কোন উপায় আছে। সে উপায় কি?

প্রথম উপায়—পরিমিত ভোজন। শতকরা নিরানব্বই জন

লোক প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভোজন করে। এ কারণ অসুস্থ হইয়া পড়িলেই, লোকের খাদ্য-পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। অল্পপরিমাণে খাইয়াই যদি অসুস্থ লোক সুস্থ হইয়া উঠে, তবে সুস্থ শরীরে পরিমিত ভোজন করিলে লোকে যে, দীর্ঘজীবী হয়, ইহাতে বৈচিত্র্য কি? ইতর প্রাণীদিগের কোনপ্রকার ব্যাধি হইলে, তাহারা আহার-ত্যাগ করে। অতএব অসুখের সময় দুই-একদিন উপবাসী থাকিলে, কাহারও কোনপ্রকার অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। উদরে যে সমস্ত অপচিত খাদ্য জমা হইয়া আছে, সেই-গুলিই হয় তো রোগীকে অসুস্থ করিয়াছে, সুতরাং অনশনে থাকিয়া দুই-একদিন সেগুলির পরিপাক ঘটিতে দিলে, কোন ক্ষতি হয় না।

আমাদের এই কথাটি স্মরণে রাখা উচিত যে, আমরা যে করে, তাহাদের বেশী খাওয়ার দরকার হয়, কিন্তু যাহারা গৃহাবদ্ধ থাকিয়া মানসিক পরিশ্রম করে, তাহাদের তত বেশী খাওয়ার দরকার নাই। প্রত্যেকেরই পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত যে, তাহার কিরূপ প্রকৃতির খাদ্য কতটা হজম হয়। তাহার পর তাহার সেই প্রকৃতির খাদ্য অল্প-একটু পেট খালি রাখিয়া খাওয়া উচিত। যাহাকে "কুচ্‌কী-কণ্ঠা" ভরিয়া খাওয়া বলে, তাহা সর্ব্ব-বয়সেই পরিহর্ত্তব্য।

মধ্যবয়সে লোকের চলা-ফেরা কমিয়া যায়, কাজেই তখন লোকের দেহের ক্ষয় আর তত বেশী হয় না, তখন লোকের আহারের পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া উচিত।

লোকে অনেক সময়ে এই প্রশ্ন করিয়া থাকে, আমিষাশী দীর্ঘজীবী না নিরামিষাশী দীর্ঘজীবী? এ কথার উত্তরে আমি বলিব,

বাঙালী বালক-চর সম্প্রদায়।

পরিমাণে খাদ্যভোজন করি, তাহার উপরে আমাদের শরীরের পুষ্টিনির্ভর করে না, কিন্তু আমরা যে পরিমাণে খাদ্য-পরিপাক করি, তাহারই উপরে নির্ভর করে।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভোজন করিলে, দেহ ভারাক্রান্ত, বদ্ধ ও আবর্জ্জনাপূর্ণ হইয়া উঠে। আবর্জ্জনাগুলি দেহনালী-নিচয়কে বুজাইয়া দেহমধ্যে পচিত হইয়া মাথাধরা, বদ্‌হজমী, গা-বমি-বমি-করা, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি ঘটায়।

যাহারা জন্মাবধি দুর্ব্বল, তাহারাও যদি পরিমিত-ভোজী হয়, তাহা হইলে দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিবে। কাহার কতটা খাওয়া উচিত, তাহা তাহার অভ্যাস ও উপজীবিকার কথা জানিলে, বলিতে পারা যায়। যাহারা শারীরিক পরিশ্রম করিয়া জীবিকার্জ্জন

দুইই দীর্ঘায়ু আবার দুইই অল্পায়ু হইয়া থাকে। রুচিপূর্ব্বক খাইলেই, শরীর সুস্থ থাকে; তবে একটা কথা বলিয়া রাখি, মুখ-রোচক খাদ্যমাত্রেই যে, সহজ-পাচ্য, এইরূপ মনে করা উচিত নহে, অতিরিক্ত ঘৃত-তৈল-মসলা-শর্করা-লবণ-অম্লবর্জ্জিত সহজ রুচি-কর খাদ্যই শরীর-পোষক।

খাদ্যের পরিপাককার্য্য কেবল পেটেই হয় না, মুখগহ্বরও তাহার একটি সাধন। দ্রুত ও অতিবিলম্বিত উভয়প্রকার আহার-পদ্ধতিই পরিবর্জ্জনীয়। কঠিন খাদ্য চিবাইলে মুখে একপ্রকার রস জন্মে, সেই রস পরিপাক-কার্য্যের সবিশেষ সহায়তা করে। কঠিন খাদ্যমাত্রই মনোযোগপূর্ব্বক চিবাইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকায় পরি-ণত করিয়া তবে গলাধঃ করা উচিত। খাদ্যমাত্রেরই, যতক্ষণ সম্ভব,

স্বাদগ্রহ করিতে করিতে আহার করা উচিত—এমন কি দুধও ধীরে ধীরে পান করিলে পরিপাক-কার্য্যের সহায়তা হয়। কোন খাদ্য কখন "আড়ে-গেলা" উচিত নয়। যদি আহারের তেমন সময় না থাকে, কম খাইবে, তবু তাড়াতাড়ি খাইবে না।

সুস্থ শরীরে প্রকৃত তৃষ্ণা কেবল নির্ম্মল জল-পানেই নিবারিত হইতে পারে। কঠিন ও তরল খাদ্য এককালে গলাধঃ করিবে না। মুখে একগ্রাস অন্ন চিবাইতে চিবাইতে জলখাইবে না। আহারের শেষে জলপান করিতে পারিলে, ভাল হয়।

দ্বিতীয় উপায়—ভাল মেজাজ। যে কোপন-স্বভাব লোক, তাহার শরীর বেশী দিন ভাল থাকে না, সে দীর্ঘজীবীও হয় না। রাগ করিলেই, স্বাস্থ্যহানি হয়। রাগের সময় লোকের গা কাঁপিতে থাকে, তাহার সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলে তখন বড় চাড় পড়ে, তাহার পরি-স্বাস্থ্যোপায় বটে। বিষণ্ণ মানবের অপেক্ষা যে মানব কৃষ্ণ মেঘমাত্রেতেই রৌপ্যচ্ছটা দেখিয়া থাকে, সেই মানবই দীর্ঘজীবী হয়।

তৃতীয় উপায়—নিয়মানুবর্ত্তিতা। যে লোক প্রত্যহ একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ে শয্যাত্যাগ, মলমূত্রত্যাগ, স্নান, আহার, উপবাস, শয্যাগ্রহণ প্রভৃতি করে, সে দীর্ঘজীবী হইবেই হইবে। শরীর যন্ত্র, যন্ত্রমাত্রই নিয়মানুবর্ত্তী, এ কথা আমাদের সকলেরই মনে রাখা উচিত।

চতুর্থ উপায়—ব্যায়াম। ক্ষুদ্র শিশুপর্য্যন্ত শুইয়া শুইয়া হাত-পা নাড়িতে থাকে কেন, জান? মানব-প্রকৃতিতে ব্যায়াম আবশ্যক। যাহারা শারীরিক শ্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করে, তাহাদেরও কোনপ্রকার একটা খেলা করা উচিত। যাহাদের বসিয়া বসিয়া কাজ করিতে হয়, তাহারা যদি কোনপ্রকার ব্যায়াম বা বহিরঙ্গন-

জর্ম্মাণীর নিকটহইতে কাড়িয়া-লওয়া গোলা।
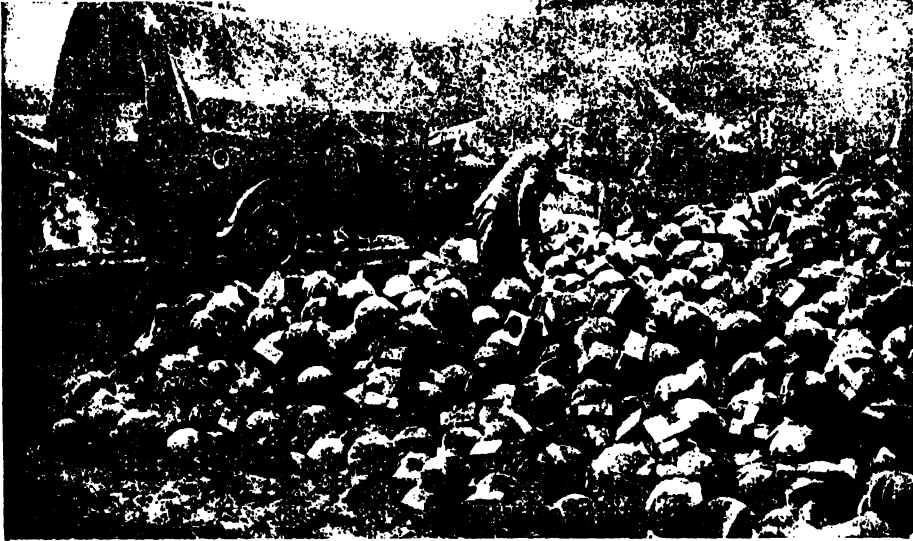
পাককার্য্যে বাধা জন্মে এবং হৃদয় ও মস্তিষ্ক তখন কোন-না-কোন-প্রকারে আক্রান্ত না হইয়া থাকিতে পারে না।

মনের সঙ্গে যে, শরীরের বিশেষ যোগ আছে, ইহা একটী অভি-নব বা অপরিজ্ঞাত তত্ত্ব নহে, তবু লোকে এ কথাটি প্রায়ই ভুলিয়া যায়। কবি বলিয়াছেন—

চিতা আর চিন্তা মাঝে প্রধানা চিন্তাই।
চিতা মৃতে পোড়াইয়া ক'রে থাকে ছাই,
চিন্তা কিন্তু জীবিতে
থাকে নিত্য দহিতে!

মনকে কোন কারণে অধিককাল দুঃখার্ত্ত, শোকার্ত্ত, চিন্তাকুল বা উদ্বিগ্ন রাখিতে নাই। যে মানব হিংসা, ঘৃণা, প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি প্রভৃতি হৃদয়ের মধ্যে পোষণ করে, সে অপরের অপেক্ষা আপনার ক্ষতিই অধিক করে। উদ্বেগ কোন উপায় নহে, কিন্তু স্ফূর্ত্তি ক্রীড়া না করে, তবে তাহাদের আত্মহত্যা করিবার জন্ত বিষপানের আবশ্যকতা নাই। ব্যায়াম তিনপ্রকারের আছে—(১) অঙ্গচালনা (২) নাসিকার সাহায্যে কিয়ৎকাল ঘন ঘন শ্বাস-গ্রহণ ও প্রশ্বাস-ত্যাগ (৩) গাত্রমর্দ্দনপূর্ব্বক স্নান।

পঞ্চম উপায়—গৃহপরিষ্করণ। যেখানে নিত্য বাস কর, সেস্থানটি সর্ব্বদা পরিষ্কৃত রাখিবে। ধূলা, কাদা, মল, মূত্র প্রভৃতি গৃহহইতে দূরে ফেলা চাই। ঘরের মেঝ্যায় থুথু অথবা নাক ঝাড়িয়া সেই ঘৃণাকরজনক পদার্থটা ফেলিয়া রাখিবে না। নাক ঝাড়িয়া দেওয়ালে হাত মুছিবে না। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান, যাহাই হও না কেন, উচ্ছিষ্টের বিচার করিও,—কেহ কাহারও উচ্ছিষ্ট-ভোজন করিও না, কেহ কাহাকেও উচ্ছিষ্ট-ভোজন করাইও না। পায়খানা, নর্দ্দমা প্রভৃতি সর্ব্বদা সুপরিষ্কৃত ও দুর্গন্ধবিহীন রাখিবে।

এমন বাড়ীতে থাকিবে, যেথায় বেশ রোদ-বাতাস খেলে। "জল, হাওয়া, রোদ, করিও না রোধ"। তৃষ্ণার সময় নির্ম্মল জলপান করিলে সুস্থ ব্যক্তি অসুস্থ হয় না। জল দিয়া দেহ, বস্ত্র, গৃহ প্রভৃতি পরিষ্কৃত করিতে দ্বিধাবোধ করা উচিত নয়। জলের অপর একটি নাম—জীবন। জীবনকে অবহেলা করিয়া কে জীবনরক্ষা করিতে পারে? বাতবিহীন স্থানে প্রাণী বাঁচে না, হাওয়াকে মানুষের ভয় করা উচিত নহে, উহার যথোচিত ব্যবহার করাই উচিত। শীতবোধ হয়, গায়ে জামা দিবে, লেপমুড়ি দিবে, আগুন সেঁকিবে, তবু ঘরের জানালা-দরোজা মুদিয়া বন্ধ করিয়া রাখিবে না। কার্য্যগতিকে, অবস্থাগুণে যদি তুমি বদ্ধ স্থানে কিয়ৎকাল থাকিতে বাধ্য হও, সময় পাইলেই, মুক্ত স্থানে গিয়া বিচরণ করিবে। হাওয়া চালায়—হৃদ্‌যন্ত্র আর হৃদ্‌যন্ত্র চালায়—সমগ্র শরীর-যন্ত্র, এ কথাটি সর্ব্বদা মনে রাখিবে।

কবি কামিনী রায় যাহাই বলুন না, উহা কবিকল্পনামাত্র, আমরা 'আঁধারের কীটাণু' নহি, আমাদের জীবনে আলোক ও আঁধার উভয়েরই আবশ্যকতা আছে। নিরবচ্ছিন্ন আলোকে ও নিরবচ্ছিন্ন আঁধারে আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষা হয় না। গ্রীষ্মপ্রধান-দেশে লোকে বড় রৌদ্র এড়াইতে চাহে, রৌদ্রকে কিন্তু সর্ব্বদাই সুদূরপরাহত করিয়া রাখা কাহারও উচিত নহে। জলে ও আগুনে বাষ্পের সৃষ্টি করিয়া ইঞ্জিন চালায়। দেহযন্ত্রেও তাপালোকের আবশ্যকতা আছে, তবে ভারতে মার্ত্তণ্ড-তাপ প্রচণ্ড, অতএব অত্যালোক ও অত্যুত্তাপ পরিহর্ত্তব্য।

ষষ্ঠোপায়—শরীরশুদ্ধি। যে মল লোকে বাহিরে সহিতে পারে না, সেই মল লোকে দেহাভ্যন্তরে বহে। দাঁতমাজা, জিবছোলা, যথাসময়ে মলমূত্র-ত্যাগ, সময়ে সময়ে উপবাস, মাঝে মাঝে বিরেচক ঔষধ সেবন শরীররক্ষার্থে সবিশেষ আবশ্যক। মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতে পারিলেই, লোকের দেহাভ্যন্তর অনেকটা পরিশুদ্ধ থাকে। অতএব আলস্য কেবল মনেরই রোগজনক নহে, শরীরেরও রোগজনক।

শেষ-কথা রুগ্ন হওয়া আর ঈশ্বরের নিয়ম-লঙ্ঘন করা একই কথা। "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম-সাধনম্"—এ আমাদেরই দেশের কথা। খুব ভাল কথা—মনে রাখা চাই এবং ঐ কথানুযায়ী কাজও করা চাই।

রণক্ষেত্রে ভারতীয় সৈন্যগণ খাদ্য-পাক করিতেছে।

বালক

সপ্তম বর্ষ

৩য় সংখ্যা মার্চ্চ ১৯১৮

তস্কর-ত্রিশূল

[আচার্য্য ললিতলোচন দত্ত-লিখিত]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৫

এই বাবু চোরটাকে আইনের আমলে আনিতে হইলে, ইহাকে হাতেনাতে ধরাইয়া দিতে—ইহার বিরুদ্ধে প্রচুর প্রমাণ-প্রয়োগ করিতে হইবে, নতুবা এ ব্যক্তি আইনের হাত তো এড়াইয়া যাইবেই, উপরন্তু অভিযোগকারীকে আইনের জালে জড়াইয়া বিপন্ন করিয়া ফেলিবে। ইহার চৌর্য্য-সম্পর্কীয় দুইটি সমস্যার সমাধান করা গিয়াছে, পূর্ব্বপরিচ্ছেদে লিপিবদ্ধ প্রথম তিনটি সমস্যার কিন্তু এখনও সমাধান হয় নাই। (১) ঘরের খড়খড়ী, শার্সি প্রভৃতি পূর্ব্ববৎ রুদ্ধ করিয়া চোর সেই ঘর-হইতে কেমন করিয়া বাহির হইয়াছিল? (২) ঘরের একটি "ভেণ্টি-লেটরের" গরাদিয়া ভাঙিবার তাহার কেন প্রয়োজন হইয়াছিল? (৩) "ভেণ্টিলেটরের" মধ্যে লাক্-লাইন-দড়ির ঘসড়ানি দাগ কেন?

একদিন বিকালে আমি আমাদের বাড়ীর গাড়ী-বারাণ্ডার ছাদে বসিয়া আছি। আমাদের বাড়ীর ফটকের একপার্শ্বে যে, একটি পাত-বাদামের গাছ আছে, তাহাতে নানাজাতীয় পক্ষীরা আসিয়া প্রত্যহ নিশাযাপন করিয়া থাকে। তাই গোধূলিকালে তাহাদের কলরবে কাণপাতা দায় হইয়া উঠে। আমি আনমনে বসিয়া উহাদের পুচ্ছসঞ্চালন, নৃত্য, কলহ ও প্রণয় প্রভৃতি দেখিতেছি, এমন সময়ে অমলাও সেই গাড়ী-বারাণ্ডায় আসিয়া দেখা দিল। আমি তাহার দিকে না তাকাইয়া ভাবিতেই থাকিলাম। অমলাও খানিকক্ষণ পক্ষীদিগের কাণ্ড দেখিয়া শেষে ক্লান্ত হইয়া আমি যে বেঞ্চে বসিয়া ছিলাম, সেই বেঞ্চে আসিয়া বসিল। তখন অস্তমান সূর্য্যের কুঙ্কুমাভ কিরণ তাহার গৌর আননমণ্ডলে প্রতিভাত হওয়াতে সেই বালিকাকে জ্যোতি-র্ম্মণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনী কোন দেববালা বলিয়া ভ্রম জন্মিতে লাগিল। আমি তখন আপন চিন্তায় বিভোর, তাহার সহিত বাক্যালাপ করিবার আমার তখন কোনই ইচ্ছা ছিল না। তাই তাহার দিকে তাকাই-য়াও দেখি নাই। শূন্য-দৃষ্টিতে সেই বাদাম-গাছের প্রতিই চাহিয়া ছিলাম। অমলা কিন্তু ইহার মধ্যে কখন্ তাহার বস্ত্রাভ্যন্তরহইতে একটি মুরলী বাহির করিয়া তাহাতে পূরবী-সুরের আলাপ করিতে লাগিল। তাই আমি চমকিয়া তাহার প্রতি তাকাইয়া তাহার সেই জ্যোতির্ম্মণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনী দেবীমূর্ত্তি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। তাহা দেখিয়া সে হাসিয়া ফেলিল, এবং হাসির ধমকে সে তাহার

অচল-দৃশ্য (১)

মুরলীরন্ধ্রে কিছুক্ষণ আর অধর-সংযোগ করিতে পারিল না। হাস্যবেগ থামিলে সে জিজ্ঞাসিল, "মাষ্টার-ম'শাই, আমাকে দেখে আপনি অত শিউরে উ'ঠ্‌লেন কেন, আমি বাঘ না ভাল্লুক ?"

আমি অপ্রতিভভাবে উত্তর করিলাম, "তুমি কখন্ যে, আমার পাশে এসে ব'সেছ, তা' আমি টের পাই নি। হঠাৎ বাঁশী বাজিয়েছ, তাই আমি চম্‌কে উঠেছি।"

কথাটা ঠিক সত্য নহে; আমি যে, কেবল তাহার মুরলী-ধ্বনি শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়াছিলাম, তাহা নহে, তাহার তৎকালীন দেবীপ্রতিভা দেখিয়াও আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কাঁটা দিয়াছিল। কিন্তু এই কথাটি তাহাকে জানান আমি উচিত মনে করি নাই।

"কি ভা'ব্‌ছিলেন, মাষ্টার-ম'শাই ?"

"সেই চুরীর কথাটা।"

"চুরীর কথাটা! আপ্‌নি আজকাল খালি চুরীর কথাই ভাবেন, আমার 'কোয়ার্টালি একজামিন' এগিয়ে এল, কবে কি ত'য়ের হ'বে, তা'র ঠিক-ঠিকানা নেই।"

এই বলিয়া বালিকা অভিমানে ঠোঁট ফুলাইতে লাগিল। তাহাকে সান্ত্বনা দিবার অভিপ্রায়ে আমি স্নেহস্নিগ্ধ স্বরে কহিলাম, "ভয় নেই, তোমার একজামিনের পড়া আমি ভাল ক'রেই তৈরি করিয়ে দেব।"

কিন্তু আমি তখন ভাবিতেছিলাম, কিছু দিনের নিমিত্ত আমাকে এই বাড়ী ছাড়িয়া, সেই চোরের বাড়ীতে আড্ডা গাড়িতে হইবে, নতুবা আর তিনটি সমস্যার সমাধান হইবে না। চোরের সমস্ত গতিবিধি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লক্ষ্য করার সবিশেষ প্রয়োজন আছে, তজ্জন্য তাহার গৃহে প্রবেশাধিকার পাওয়া চাই।

তাই একটি মৎলব আঁটিয়া ক'একদিন পরে আমি সামান্য ভৃত্যের বেশে সেই চোরের বাড়ীর কাছে যে, একটি মুদীখানা আছে, তথায় গিয়া সেই দোকানের মালিককে কহিলাম, "আমি সম্প্রতি দেশথেকে এসেছি, জামিন-টামিন দিতে পা'র্‌ব না,—এখানে আমায় কেউ চেনে না। যদি তুমি আমাকে একটা চাকরী ক'রে দেও তো চাকরী হ'বামাত্রই তোমাকে আমি দু'টাকা দেব।"

এই বলিয়া আমার কোমরের গেঁজিয়া খুলিয়া তাহাকে টাকা দেখাইলাম। মুদী দেশওয়ালী; আমিও দেশওয়ালী সাজিয়া তাহার কাছে গিয়াছিলাম। পূর্ব্বে খবর পাইয়াছিলাম যে, তাহার বাড়ী পাটনা-জিলায়। পাটনা-জিলার যে মহকুমায় তাহার বাড়ী, সেই মহকুমার অন্তর্ব্বর্ত্তী একটি গ্রামের নাম করিয়া আমি বলিলাম যে, আমার অমুক গ্রামে বাড়ী। গ্রামের নামটি আমি সরকারী গ্রামতালিকাহইতে জানিয়া লইয়াছিলাম। আর পাটনা-জিলার ঠেট হিন্দী-ভাষার কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা আমি আমার সেই দারোগা বন্ধুর সাহায্যে পাটনা-জিলাবাসী এক পাহারাওয়ালার নিকটহইতে শিখিয়া লইয়াছিলাম। যতক্ষণ না সে আমাকে জানাইয়াছিল যে, আমার ভাষা ও উচ্চারণ উভয়ই নিখুঁত হইয়াছে, ততক্ষণ আমি তাহাকে জ্বালাতন না করিয়া ছাড়ি নাই।

আমাকে তাহার স্বদেশবাসী জানিয়া ও আমার নিকটহইতে কিঞ্চিৎ প্রাপ্তির প্রত্যাশা আছে অবগত হইয়া সেই অর্থলোলুপ বেণিয়ার আমার প্রতি কিঞ্চিৎ সহানুভূতির উদ্রেক হইল। কহিল, "তুমি তো আমায় টাকা দেবে, কিন্তু এ অঞ্চলে কেবল বাগানের মালীর কাজছাড়া আর কোন কাজ পাওয়া যায় না। তুমি কি জাত ?"

"'কুরমী'।"

"তবেই তো মুস্কিল। তুমি তো 'কৈরি' নও যে, বাগানের মালীর কাজ ক'র্‌বে।"

"বিদেশ-বিভূঁয়ে যে কাজই পাই, সেই কাজ ক'র্‌ব। তবে কোন বাবুর বাড়ী খান্‌সামাগিরি পেলে বেশ হ'ত।"

"এখানে খান্‌সামার কাজ কোথায় পা'বে ?"

"আচ্ছা, ঐ বাড়ীটায় কে থাকে ?"

"একজন বাবু।"

"ও চাকর রাখে না ?"

"ওর চাকর আছে।"

"তা'কে ভাঙচি দিয়ে তাড়াও না, আর আমাকে তা'র কাজে বহাল কর না। তোমার ও বাবুর সঙ্গে 'জান-পছান' আছে তো ?"

"তা' আর নেই ?"

"তবে তুমি যদি 'মেহেরবাণি' ক'রে এ কাজটা কর, তা' হ'লে আমি এখন তো তোমাকে দু' টাকা দেবই, তা'-ছাড়া পহেলা মাসের 'তন্‌খা' পেলেই, আমার সে মাসের মাহিনার আর্দ্ধেকও দেব।"

এইরূপ লোভনীয় প্রস্তাব-শ্রবণ করিয়া মুদী-পুঙ্গবের দশন-পংক্তি আর আচ্ছাদিত থাকিতে পারিল না। তথাপি সে আমাকে জিজ্ঞাসিল, "তুমি এত খরচ ক'র্‌তে চাও কেন ?"

"ক'ল্‌কাতা-সহরে ঘু'র্‌তে ঘু'র্‌তে আমার 'তবিয়ৎ' খারাব হ'য়ে গেছে—আর ঘু'র্‌তে পারি না।"

"কিন্তু কারুর 'রোজী' মারা কি ভাল ?"

"ঘরে ব'সে ২৷৪ টাকা রোজগার করা কি মন্দ ? আর বাঘের কি জানোয়ার না মেরে খেলে চলে ?"

এ কথায় মুদীপ্রবরের বিবেক-নামক বস্তুটি কর্পূরের মত কোথায় উবিয়া গেল!

লোভ বড় ভয়ানক জিনিস। সেই দিন-অবধি মুদী-প্রবর বাবুর বাড়ীর চাকরটিকে ভাংচি কাটিতে লাগিল। সেই চাকরটা জাতিতে গোয়ালা, গোয়ালার বুদ্ধি কেবল দুধে জল মিশাইবার সময়ই বিদ্যুৎবৎ স্ফুরিত হয়, অন্য সময়ে তন্দ্রিতা থাকে, সুতরাং অল্পদিনের মধ্যে গোয়ালা এক বাগানে মালীর কাজ লইল, আর আমি 'বাবুর' বাড়ীতে খান্‌সামা বহাল হইলাম!

(ক্রমশঃ।)

কলহের ফল

[আচার্য্য ললিতলোচন দত্ত-সঙ্কলিত

অমানিশা ; ধরা দিশা হারা'য়েছে অন্ধকারে ;
সৃষ্টিনাশা বৃষ্টি তা'র পড়ে অবিরল-ধারে।
হেনকালে এক গৃহে দুইটি মার্জ্জার করে
গালাগালি, মারামারি একটি মূষিক-তরে।
করি' উচ্চ কোপে পুচ্ছ কহিতেছে বড়-ভাই,
"আমার মূষিকে তোর কোন অধিকার নাই!"
ছোট-ভাই বলে, "দাদা, খুব তব ধর্ম্ম-জ্ঞান!
দিবে কি মূষিক মোরে কিম্বা হ'বে অপমান?"
কথায় কথায় উভে হইয়া অতীব ক্রুদ্ধ
অবশেষে বাধাইল দারুণ দ্বৈরথ-যুদ্ধ!
তাহাদের কোলাহল আর সহিবারে নারি'
গৃহিণী খেদাইলেন দোঁহে শতমুখী মারি'!
বলিয়াছি, তৎকালে ঝড়্ঝড়্ পড়ে বৃষ্টি,
তাহে প্রলয়ের জলে যায় যেন ডুবে সৃষ্টি!
হেরি' সে প্রলয়-কাণ্ড তাড়িত বিড়ালদ্বয়
নম্রভাবে গৃহদ্বারে আসিয়া আশ্রয় লয়।
প্রভাত হইবামাত্র মিত্রভাবে দুই ভাই
পশি' গৃহে অন্বেষয় মাথা গুঁজিবার ঠাঁই!
সঙ্গে সঙ্গে উভয়েই এই কথা মানি' লয়,—
বিবাদ বিপদ্ময়, কখন কর্ত্তব্য নয়।

মার্চ

এ-পিঠ আর ও-পিঠ

[শ্রীযুক্ত হরিদাস ঘোষ-কৃত]

এ-পিঠ। আপ্‌নি যে উপায়টি ব'ল্‌লেন—বু'ঝ্‌'চেন কি না—ওতে বিশেষ কিছু—বু'ঝ্‌'চেন কি না—লাভ নেই; কিন্তু আমার উপায়টিতে—বু'ঝ্‌'চেন কি না—বিশেষ লাভের সম্ভাবনা আছে।

ও-পিঠ। দেখুন—ওর নাম কি—আপ্‌নি প্রত্যেক কথায়—ওর নাম কি—একটা মাত্রা—ওর নাম কি—'বুঝ্‌-'চেন কি না', এই কথাটা যদি না বলেন, তবে বড় ভাল হয়। তা'তে—ওর নাম কি—কথাটা তাড়াতাড়ি শেষ করা যায়, আর—ওর নাম কি—ভাল ক'রে বোঝাও যায়!
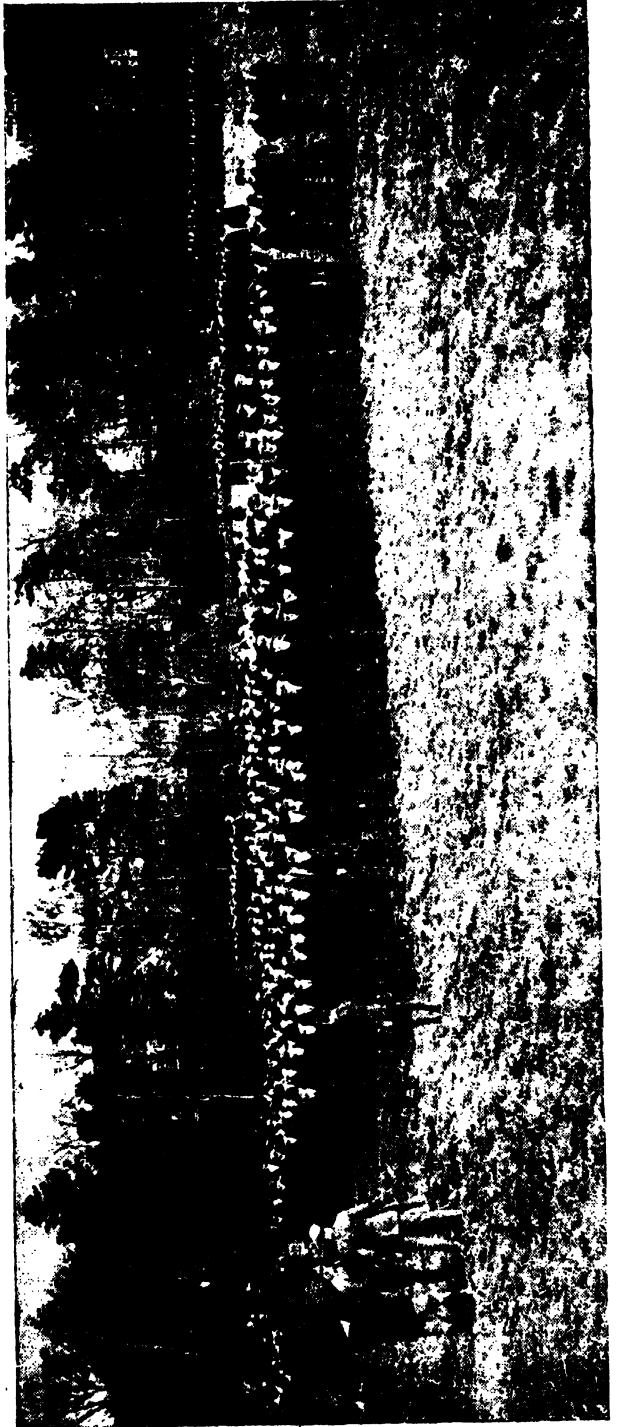
মাণিক-যোড়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকার বি-এ-সঙ্কলিত]

সুনীলার আহ্বানে মণু ও টাটু ঘোড়ার মত লাফাইতে লাফাইতে ঘরের একপ্রান্তহইতে অপরপ্রান্তপর্য্যন্ত ছুটিয়া আসিত, সে সমস্তটাকেই একটা কৌতুকজনক ব্যাপার মনে করিত। কারণ সুনীল এত কৌশলে ও সাবধানে চুলের জটা ছাড়াইত যে, চুল আঁচড়াইতে মণুর এতটুকুও আপত্তি হইতে পারিত না! সে শুনিয়াছিল যে, যাহারা খুব খারাপ ছেলে, তাহারাই চুল আঁচড়াইবার সময় কান্নাকাটি, গোলমাল করে, সে প্রত্যহ সপ্রমাণ করিতে চাহিত যে, সে খারাপ ছেলে নহে।

আজকাল কিন্তু সবই পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। এখন চুল-আঁচড়ানর মত বিরক্তিকর ও ঘৃণাজনক কাজ তাহার আর ছিল না! সে নিজেকে বহুবার 'আমি বড় ছেলে'—এই কল্পনা করিয়াও, তাহার নয়ন শুষ্ক রাখিতে পারিত না; মাষ্টার এত জোরে, এত নির্দ্দয়ভাবে তাহার চুল ধরিয়া টানিত যে, তাহার দুই চক্ষু দিয়া ঝরঝর করিয়া জলধারা পড়িত! আবার বিশেষত্ব ছিল এইটুকু যে, সে যন্ত্রণায় যত বেশী কাঁদিত, মাষ্টারও সেই পরিমাণে অধিকতর শক্তির সহিত তাহার নরম চুলগুলি আকর্ষণ করিত! অন্ততঃ এইরূপই তাহার ধারণা হইয়াছিল। চুল-আঁচড়ান শেষ হইলে সে দেখিত, মেঝের উপর একমুঠা ছিন্নচুলের গোছা জমিয়া উঠিত!

দিনের পর দিন এইরূপ চলিতে লাগিল; একদিন প্রভাতে রামধন-বাবু পড়িবার ঘরে ঢুকিয়া মণুর ক্রন্দনের কারণ-জিজ্ঞাসা করিলেন।

তখন মণু পদ্মমুখীর কোল ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। উচ্ছ্বসিত যন্ত্রণার আবেগে তাহার মুখমণ্ডল অশ্রুতে ভাসিয়া যাইতেছে! পিতাকে দর্শনমাত্র সে পদ্মমুখীর কবলহইতে আপনাকে সবলে ছিনাইয়া লইয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার পিতার ক্রোড়ের উপর ঝাঁপাইয়া আসিল। তাহার পর তাঁহার বুকের কাছে ঘেঁসিয়া, তাঁহাকে জড়াইয়া-ধরিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

রামধন-বাবু ব্যাপার কি বুঝিতে পারিলেন না। তিনি মণুর শৈশবহইতেই তাহাকে সদানন্দময়, স্ফূর্ত্তিপূর্ণ ছোট্ট ছেলেটি বলিয়াই জানিতেন, আজ যেন তাহাকে অপর কেহ বলিয়া মনে হইল!

বেচারী ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "মাষ্টার এম্‌নি লাগিয়ে দেয়, রোজ রোজ, একদিনও বাদ দেয় না! টেনে টেনে আমার সব চুলগুলো, বাবা, উপ্‌ড়ে দেবে!"

পদ্মমুখী তাহাকে বাধা দিয়া তাড়াতাড়ি কহিয়া উঠিল, "ভারি অবাধ্য দুষ্টু ছেলে, জানেন, ম'শাই! আমি আপনাকে সত্যি ঘটনাটা বলি, শুনুন"!

সে একটি সুদীর্ঘ কাহিনী-রচনা করিয়া রামধনবাবুকে তাঁহার পুত্রের অশিষ্টতার কথা সম্যক বুঝাইয়া দিল। সে মণুর এত অধিক নিন্দাবাদ করিল যে, রামধনবাবুর ইচ্ছা হইল, একবার বলিয়া ফেলেন যে, তাহার কথায় তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না! কিন্তু সেই হতভাগ্য শিশু, আপনারই শিশুবুদ্ধির অপরিণতি ও হঠকারিতার জন্য নিজেই নিজের উপর পিতার বিশ্বাসের ভিত্তি টলাইয়া দিল; সে ক্রোধে দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া গেল। তাহার মেজাজটি স্বভাবতঃই সহজে উত্তেজনীয়, তাহার উপর তাহার নামে মাষ্টারের এই সব অকথ্য কাহিনী ও মিথ্যা দোষারোপ শুনিয়া সে একেবারে ধৈর্য্যহারা হইয়া পড়িল। সহসা সে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "বাবা, মাষ্টার বড় বদ! মিথ্যেবাদী—ভয়ানক মিথ্যেবাদী, আমি ছ'চক্ষু পেড়ে ওকে দে'খ্‌তে পারি নে, ঘেন্না করি, দিদিও ঘেন্না করে ওর সঙ্গে কথা কইতে! বাবা, একদিন ওর গলাটিপে মেরে ফে'ল্‌তে হয়—আমি যদি তোমার মত বড় হ'তুম তো নিশ্চয়ই——!"

রামধনবাবু স্তম্ভিত ও চমকিত হইয়া কহিলেন, "মণু, মণু, চুপ্ চুপ্! আমি দে'খ্‌ছি, তোমার মাষ্টারই ঠিক কথা ব'ল্‌ছেন, সত্যিই তুমি অবাধ্য, অশিষ্ট।"

মণু তাহার ক্ষুদ্র মস্তক অবনত করিল; সে স্পষ্টই বুঝিল যে, এতটা ক্রোধে অভিভূত হইয়া ঐ সব কথা বলা তাহার উচিত হয় নাই; কাহারও মৃত্যুকামনা করা ভয়ানক পাপ, সে সেই পাপেও অপরাধী হইয়াছে। যদিও ইহা সত্য যে, সে একটি মাছিকেও পারতপক্ষে আহত করিতে চাহিত না, তথাপি তাহার দুর্জ্জয় ক্রোধ তাহার দ্বারা এই অন্যায় কার্য্য করাইয়া লইয়াছে, সে আশুক্রোধী বলিয়াই এইরূপ হইয়াছে। মণুর পিতাও এইরূপ বুঝিলেন।

পদ্মমুখী অতি নিরীহভাবে কহিল, "দেখুন, মণুর চুল বড় ঘন, অত বড় চুল না রাখাই উচিত, তা'র চেয়ে বরং ছোট ছোট ক'রে ছেঁটে ফেলাই উচিত। ওর বয়সী অন্য ছেলেদের কা'রও মাথায় কি অত বড় বড় গোছাওয়ালা চুল আছে? আমার ঐ কথা ব'ল্‌বার কারণ হ'চ্ছে এই যে, যদিও আমি খুব নরম হাতেই কাজ সা'র্‌বার চেষ্টা করি, তবু হয় তো তা'তে সত্যিই ওর চুলের গোড়ায় টান প'ড়ে লাগে! সে যা' হ'ক, আপনার আদেশের বিরুদ্ধে আমি যা'ব না। ঐ সম্বন্ধে আপনার মত-অনুসারেই কাজ করা হ'বে।"

'আপনার মত-অনুসারে'! হতভাগ্য রামধনবাবু একটি নির্ম্মম-

নোন্মুখ দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া রহিলেন। আজকাল তাঁহার পছন্দ ও মৎলব-অনুযায়ী কোন কার্য্যই হইতেছে না! পত্নী শয্যাগতা হইবার পরহইতে তাঁহার সুখের গৃহস্থালীর মধ্যে বিশৃঙ্খলতা পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করিতেছে। তিনি একবার বিগলিতাশ্রু ও প্রকম্পিত-ওষ্ঠ মণুর ছোট্ট মুখখানির প্রতি কাতর দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া তাহার চুলের গুচ্ছের উপর আপনার হাত রাখিয়া, একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "এই চুলগুলি মণুর মার বড় আদরের—বড় গর্ব্বের ছিল। চুল কা'ট্‌লে তিনি কতখানি ব্যথা পা'বেন, ব'ল্‌তে পারি নে—কাটা'তে রাজি হ'বেন কি না, সন্দেহ।"

পদ্মমুখী এই চুল লইয়া বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সে ভাবিল, পাপ বিদায় করাই ভাল; তাই তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিল,

"যে আজ্ঞে।"

কোনরূপ হাঙ্গামার মধ্যে না পড়িয়া নিজের মনস্কামনা সিদ্ধ করিয়া লইতে পারিলে লোকে যেমন সন্তুষ্ট ও হাস্যমুখ হয়, পদ্মমুখীও সেইরূপ হইল। মণু তাহার বাপকে চুমা খাইতে দিবার জন্য গাল বাড়াইয়া দিল; তিনি অবনত হইয়া তাহার উত্তপ্ত গণ্ডে সস্নেহে চুম্বন করিলেন।

তাহার কাণে কাণে চুপি চুপি বলিলেন, "এইবারথেকে লক্ষ্মী-ছেলে হ'য়ো, মাণিক! অন্ততঃ তোমার বাবার খাতিরে!"

মণুর হৃদয়সঙ্কিত মেঘ কাটিয়া গেল। সে উৎফুল্ল হইয়া কহিল, "আচ্ছা, বাবা, নিশ্চয়ই।"

মিণু এতক্ষণ স্তব্ধ হইয়া ছিল, সে সহসা বলিয়া বসিল, "বাবা,

অচল-দৃশ্য (২)।

"তিনি নিশ্চয়ই রাজী হ'বেন, এ' আমি বেশ ব'ল্‌তে পারি। তিনি কি জা'ন্‌তে পারেন যে, এই চুল-আঁচড়ান নিয়ে বাছা মণুর আমার রোজ কত চোখের জল পড়ে? ইচ্ছে ক'রে কি কেউ এমন দুধের বাছাকে কষ্ট দেয়? ঐটুকু ছেলে অত কাঁড়ি কাঁড়ি চুলের ভার সইতে পা'র্‌বে কেন? এরির জন্যেই তো অত বেশী মাথা গরম হ'য়ে যায়! সত্যি, অত চুল থা'ক্‌লে কি আর এই কচিপ্রাণে এর স্বাস্থ্য ভাল থাকে, না রাত্তিরে ঘুম হয়?"

রামধনবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "ও, তাই নাকি? মণুর মাথা গরম হ'য়ে ওঠে? তবে তো চুল আজই কেটে ফেলা দরকার, আমি তো তা' জা'ন্‌তুমই না! আগে শরীর, তা'র পর আর সব। আর কিসে শরীর ভাল থাকে না থাকে এ-সম্বন্ধে আপনিই আমাদের চেয়ে বেশী বোঝেন, আপনাদের সব শিক্ষা ক'র্‌তে হ'য়েছে যে? আপনি দয়া ক'রে, যত শীঘ্র সম্ভব, দোকানথেকে ওর চুলটা ছাঁটিয়ে নিয়ে আ'স্‌বেন!"

মণু খুব ভাল ছেলে, ওর কোন দোষ নেই, মাষ্টারই বদ্‌মায়েস!"

বেচারা রামধনবাবু আরও হতবুদ্ধি ও সঙ্কুচিত হইয়া তাড়াতাড়ি মিণুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ছিঃ, মা, চুপ্‌ চুপ্‌!"

রামধনবাবু প্রস্থান করিলে মিণু কহিল, "বাবা আগে আগে কখনও আমাদের কথা কইতে না দিয়ে চুপ্‌ করিয়ে দিতেন না! আগেকার মত এখন আর কিছুটি নেই, সব উল্টে গেছে!"

মণু কহিল, "ভাই, বাবা যদি ঐ বাঁদরমুখী মাষ্টারটাকে ধমকে চুপ করিয়ে দিতেন, তা' হ'লে খুব মজা হ'ত! কিন্তু, দিদি, আমার চুলগুলো খাটো করে কেটে দেবে ব'লে আমার খুব আনন্দ হ'চ্ছে।"

"কিন্তু কা'ট্‌লে তো অত বড় বড় গোছা হ'য়ে ঝুলে প'ড়্‌বে না।"

"আমি মার জন্যে একটা খুব বড় গোছা রেখে দোব—সেটা বেশ কোঁকড়ানো হ'বে, এই যে রকম গোছাটি নিয়ে মা আগে আগে

আঙুলে জড়া'তেন, মনে নেই তোমার? যে নাপ্‌তে আমার চুল কা'টবে, তা'কে চুপি চুপি ডেকে একটা গোছা আমার জন্তে রেখে দিতে ব'লব—ঐ বাঁদরমুখীটাকে একটা কথাও ব'লব না!"

মণু যখন এই কথা বলিতেছিল, তখন উপরের ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া পাঁচটা বাজিল। বিকালের রৌদ্র তখন অনেকটা নিস্তেজ হইয়া আসিয়াছে। পদ্মমুখী মণুর কথা শুনিতে পাইল, সে পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, মণু বা মিণুর তাহা লক্ষ্য হয় নাই!

পদ্মমুখী ক্রোধ-বিকম্পিতকণ্ঠে কহিল, "লক্ষ্মীছাড়া, মড়া ছেলে! আমায় বাঁদরমুখী ব'ল্‌লি! তোকে না ব'লেছিলুম যে, দুষ্টুমি ক'র্‌লেই শোবার ঘরে পুরে চাবি বন্ধ ক'রে রা'খ্‌ব? সে কথা মনে নেই বুঝি?"

মণু কহিল, "তা' হ'বে, তুমি ঐ কথা ব'লেছিলে! আমার ঠিক মনে নেই, মা বরাবরই বলেন, আমার স্মরণশক্তিটা একটু খারাপ।"

"ওঃ, তাই নাকি? আচ্ছা, আমি তোকে শিখিয়ে দিচ্ছি, স্মরণশক্তিটা খুব ভাল হয় কি ক'রে! এদিকে আয় দেখি!"

"আচ্ছা, আমরা বুঝি 'পদীর মার' মত, তা'কেই তো বামুনদিদি তুইমুই করে, তুমি আমাদের 'তুই' বল কেন গো? মা-বাবা কক্‌খনো বলেন না।"

"এই যে এদিকে আয় না, সব বুঝিয়ে দিচ্ছি!"

মণু ঈষৎ ভীত হইয়া মাষ্টারের দিকে অগ্রসর হইল সেখানে গেলে কি যে হইবে, সে সম্বন্ধে তাহার মনে খুব সুস্পষ্ট কোন ধারণা ছিল না। পরমুহূর্ত্তেই কিন্তু সে সম্পূর্ণরূপে ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল—কারণ পদ্মমুখী তখন দুই হাতে তাহার ছোট ছোট কচি নরম দুইটি কাণ ধরিয়া সজোরে টানিয়া নাড়া দিতেছিল! যন্ত্রণায় তাহার চোখের সাম্‌নে যেন অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল, মাথা 'বোঁ বোঁ' করিয়া ঘুরিতে লাগিল। সে অর্দ্ধমুদিত নেত্রসমক্ষে যেন রক্তপিপাসিকা এক ভয়ঙ্করী রাক্ষসীকে দেখিল! সে তাহার বয়স ও 'বড়ত্বের' দাবী সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া অত্যন্ত আর্ত্তস্বরে উচ্চ চীৎকার করিয়া উঠিল—মিণুও ভাবাবেগে উচ্ছ্বসিতা হইয়া সশব্দে রোদন করিয়া ফেলিল! কিন্তু বালিকার ক্রন্দন একটা কঠোর হস্তের প্রচণ্ড ও নির্দ্দয় আঘাতে শুব্ধ হইয়া গেল। মণুও সভয়ে নিস্তব্ধ হইয়া গেল, তাহার বুকের মধ্যে যে ক্রন্দনের আবেগ ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল, তাহা সবলে চাপিয়া রাখিতে গিয়া দন্তের দ্বারা তাহার ওষ্ঠপ্রান্ত কাটিয়া রক্ত বাহির হইয়া পড়িল! সে তাহার ক্ষুদ্র জীবনের কয়েকটি দিনের মধ্যে পদ্মমুখীর চোখের মত এমন ক্রোধারক্ত চক্ষুর তীব্র দৃষ্টি কখনও দেখে নাই—ভয়েই তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল!

পদ্মমুখী তখন বালকের দুর্ব্বল হাতখানি দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া তাঁহাকে টানিয়া হিঁচ্‌ড়াইতে হিঁচ্‌ড়াইতে লইয়া চলিল। সিমেণ্টের মেজের উপর দিয়া আছ্‌ড়াইতে আছ্‌ড়াইতে তাহাকে টানিয়া লইয়া গিয়া তাহাদের শয্যাকক্ষে ফেলিল। তাহার পর তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "নে, শীগ্‌গির কাপড়-জামা খোল্‌!"

মণু কহিল, "আমি তো এখনও খাই নি? রাত্তিরও হয় নি, এখন বুঝি লোকে শোয়?"

আবার প্রবলতরভাবে সেই অসহায় শিশুর কর্ণদ্বয় আকর্ষণ করিয়া দিল! পরে চীৎকার করিয়া বলিল, "যা' বলি, তাই কর্‌, হারামজাদা! ফের্‌ যদি আর একটাও কথা বলিস্‌ তো মারের চোটে তোর হাড় একজায়গায় মাস একজায়গায় ক'রে দোবো। হতভাগা, লক্ষ্মীছাড়া, পাজি ছেলে যা'রা, যা'দের স্মরণশক্তি খুব কম, তা'দের পাঁচটার সময়ই বিছানায় ঘাড় গুঁজে দেওয়া উচিত! নে, নে, তাড়াতাড়ি জামা জুতো খোল্‌!"

মণুর দুই চক্ষু বাহিয়া পুনরায় অজস্রধারায় অশ্রু ঝরিতে লাগিল। সে ক্ষিপ্রহস্তে তাহার জুতা ও মোজা খুলিয়া ফেলিল। তাহার পর গলার 'কলারের' বোতাম খুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। পদ্মমুখীর দাঁড়াইবার অবসর ছিল না, কাজেই সে একটানে হিঁচ্‌ড়াইয়া বোতামের মুখ হইতে 'কলার' ছিঁড়িয়া খুলিয়া দিল। ইস্ত্রী-করা 'কলারের' ঘর্ষণে বেচারার গলা ছড়িয়া গেল। মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহাকে বিছানায় লেপমুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িতে হইল!

"লক্ষ্মীছাড়া, পাজি ছেলেদের পক্ষে এই ঠিক জায়গা!—হারামজাদী মেয়েদেরও তাই!"

মণু লেপ ঈষৎ সরাইয়া, ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, "মেয়েদেরও, সত্যি? তুমি দিদিভাইকে এই কথাটা ব'লে আ'স্‌বে?"

তাহার স্বপ্নেও ধারণা ছিল না যে, সে এমন কোন কথা বলিতেছে যাহাতে লোকের রাগ হইতে পারে! সরল মনে সে বুঝিতেছিল যে, সারাদিন ধরিয়া তাহাদের স্থান কোথায় খুঁজিয়া না পাওয়ায়, মাষ্টার বলিয়া দিতেছে যে, এইই তাহাদের স্থান! তাই যখন সে তাহার গণ্ডের উপর কাষ্ঠবৎ কঠিন হাতের একটি প্রচণ্ড চপেটাঘাত খাইল, তখন সে বিস্মিত হইয়া গেল! তাহার চর্ম্মে ও মর্ম্মে এই আঘাতটা সমানই কার্য্য করিতে লাগিল। সে এমন করুণভাবে কাঁদিতে লাগিল যে, যেন তাহার বুক ফাটিয়া যাইতেছে! কিন্তু এই কান্নার শ্রোতা কেহ ছিল না। সে একলা সেই ঘরে আকুলভাবে রোদন করিতে লাগিল! কিছুক্ষণ পরে সে একটু প্রকৃতিস্থ হইল। তখন সে বিছানার উপর উঠিয়া-বসিয়া চাদরের একপ্রান্তে সেই অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা মুছিয়া লইল।

"না, আমি কাঁ'দ্‌ব না,—বড় ছেলেরা বুঝি আবার কাঁদে, এ মা! আমি তো আর খোকাটি নই!"

সে ঘরের চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিল দেওয়ালের এক কোণে খুব উচ্চ স্থানে একটি গ্যাসের নলের মুখে ক্ষীণ আলোকের শিখা নিস্তেজভাবে জ্বলিতেছিল! পদ্মমুখী আলোটি

খুব কমাইয়া দিয়া গিয়াছিল। মণুর তখনও ঘুম আসে নাই। সে মনে মনে স্থির করিল, 'ঘুম যখন এখন হইবেই না, তখন কোন খেলা করিয়া আমোদে সময় কাটাই!' কিন্তু ঘরের মধ্যে খেলার জিনিষ কি-ই বা পাইবে? সে মহাভাবিত হইয়া পড়িল। আশে পাশে চাহিয়া দেখিল খেলিবার কোন সামগ্রীই নাই! যাহাই হউক, তাহার বিশ্বাস ছিল, খেলিবার একটা-না-একটা জিনিষ সে খুঁজিয়া পাইবেই! তাই সে লম্ফদিয়া শয্যা-পরিত্যাগ করিল এবং উৎসাহের সহিত খেলার উপকরণ-অনুসন্ধান করিতে লাগিল। মাষ্টারের একটি জ্যাকেট পাইয়া তাহার অনুসন্ধানকার্য্য-শেষ হইল। পলকের মধ্যে সে জ্যাকেটটির দ্বারা তাহার ক্ষুদ্র শরীরটি সজ্জিত করিল। তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া একটি চেয়ারে উঠিয়া দেয়ালস্থ আর্সিতে তাহার চেহারা দেখিয়া সে হাসিয়াই আকুল হইল। তাহার তখন প্রকৃতই হাসিবার মত অবস্থা হইয়াছিল। সে তো শিশু, তাহার চেয়েও অনেক গম্ভীর প্রকৃতির লোকও তাহার সেই অদ্ভুত চেহারা দেখিয়া না হাসিয়া থাকিতে পারিত না! কিন্তু ঠিক সেই সময়ে বাহিরে কাহার পদশব্দ শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিল।

অচল-দৃশ্য (৩)।

মুহূর্ত্তের মধ্যে সে জ্যাকেটটি বাক্সের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া, ডালা বন্ধ করিয়া, চুপ্‌টি করিয়া, লেপমুড়ি দিয়া, চক্ষু মুদিয়া শুইয়া পড়িল।

নিম্ন-কণ্ঠে কে কহিল, "মণু, মণু, আমার সোনামণি!"

"হো হো! কি মজা! আমি জানি, কে এসেছে—দিদি-ভাই, আমার দিদি-ভাই!

মিণু তাহার নিকটে আসিল এবং তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার গোলাপী গণ্ডে অবিশ্রান্ত চুম্বন করিতে লাগিল। সেই সময় তাহার মনে হইল, মিণু যেন তাহার মাতা। জননীর মতই আগ্রহ-পূর্ণ স্নেহের সহিত মণুর কালো কালো সর্পশিশুর মত চুলের গোছাগুলির মধ্যে মিণুর সূক্ষ্মাঙ্গুলিগুলি খেলা করিয়া ফিরিতে লাগিল, সে ভাইয়ের মস্তকটি ধরিয়া আপনার স্কন্ধের উপর রক্ষা করিল। তাহার জননীর মতই তাহাকে আদর করিতে ও সান্ত্বনা দিতে লাগিল। তখন তাহারও চক্ষু বাহিয়া মুক্তাবিন্দুসম অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িতেছিল, কারণ মাষ্টারের দ্বারা তাহার ভ্রাতাটির উপর সেই সকল নিষ্ঠুর আঘাত তাহারও কোমল বক্ষে অল্প বাজে নাই!

মণু সপ্রতিভভাবে কহিল, "দিদিমণি, ভাই, লক্ষ্মীটি অত জোরে কেঁদ না, মাষ্টার শু'ন্‌তে পা'বে। ভাই, আমি একটা জিনিষ জা'ন্‌তে পেরেছি। সে, ভাই, সত্যিই আমাদের জায়গা কোথায় ব'লে ফেলেছে! আমায় ব'ল্‌লে, আমার মত ছেলের পক্ষে বিছানাই হ'চ্চে ঠিক স্থান! হ্যাঁ, ভাই দিদি, আমাকে কি এখনথেকে বরাবর এই বিছানাতেই রেখে দেবে?"

"যদি সম্ভব হ'ত তো নিশ্চয়ই তাই ক'র্‌ত, ঐ কথা আমি বেশ ব'ল্‌তে পারি। কিন্তু তা' সে পা'র্‌বে না, কক্ষণো না। ভাই মণু, শোন্, একটা কাণে কাণে কথা বলি।"

মিণু ভায়ের কর্ণে মুখস্থাপনপূর্ব্বক কি বলিল, কিন্তু তাহার স্বর এত নিম্ন হইয়াছিল যে, সে কি বলিতেছে, মণু তাহা বুঝিতেই পারিল না। সে কহিল, "হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ! না ভাই, কিরকম কাণের ভেতর সুড়্‌সুড়ি লাগে!" বলিয়া সে হাসিয়া ফেলিল ও কাণের উপর হাত ঘসিতে ঘসিতে বলিল, "আচ্ছা, আবার বল।" এইবার সে শুনিতে পাইল

"ঐ কথা যেন কাউকে বলিস্ নে? খবরদার, খুব লুকোনো কথা! আমি ওর কথা সব বাবাকে ব'লে দোব।"

"মাষ্টার তা' হ'লে তোমার গালে এম্‌নি ক'রে চড় কসিয়ে দেবে, এম্‌নি ক'রে কাণ দুটো ধ'রে এম্‌নি ক'রে ঝাঁকানি দেবে।"

সে নিজেই নিজের শরীরের উপর সমস্ত প্রক্রিয়া-প্রয়োগ করিয়া ভগিনীকে বুঝাইয়া দিল!

"করুক্ গে, আমি 'কেয়ার' করি নে।"

"তুমি মাষ্টারের চড় কিরকম লাগে, কাণমলা কিরকম জ্বালা করে, ঝাঁকানিতে কিরকম মাথা ঘুরে যায়, তা' জান না ব'লে ব'ল্‌চ, 'কেয়ার্' ক'র্‌বে না!" কথাগুলা শেষ করিয়া মণু বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইল, তাহার মনে একটু গর্ব্বের ভাব জাগিয়াছিল। তাহার কারণ, তাহার জীবনে এই সর্ব্বপ্রথম সে অনুভব করিল যে, তাহার দিদির অপেক্ষা সে দুই-একটি বিষয় বেশী জানে!

মিণু পুনরায় কহিল, "হ'ক গে, তাতেও আমি ভয় করি নে। আমি নিশ্চয় বাবাকে ব'ল্‌বই, তবে ছা'ড়্‌ব। আমি ঐ মাষ্টারটাকে মোটেই ভয় করি না—একফোঁটাও নয়!"

তথাপি বাহিরে কাহার যেন পদশব্দ শুনিয়া মিণু সেইখান-হইতে ছুটিয়া পলাইল; মণু পুনর্ব্বার একা হইল। তাহার সময় আর কাটিতেই চাহিল না; বড়ই বিরক্তি-বোধ হইল। তখন সে ভাবিতে বসিল। অতি অল্পকালের মধ্যেই সে অনেক কথা ভাবিয়া লইল। সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভাবিল, শীতকালের কথা। গতবার এই শীত কিরূপ প্রখর হইয়াছিল, অথচ তাহাসত্ত্বেও সে তাহার জননীর জানুর উপর বসিয়া অপরপার্শ্বে একখানি ছোট চৌকির উপর উপবিষ্টা তাহার দিদির সঙ্গে কত মজার গল্প-গুজব করিয়া সেই শীতকেও কেমন মধুর আনন্দময় করিয়া তুলিত! তাহার আরও স্মরণ হইল যে, সময় সময় তাহারা একটি ছাতার শিকে চীনাবাদাম গাঁথিয়া আগুণে পুড়াইয়া লইয়া খাইত। সত্যই তাহার স্মৃতিশক্তি নেহাইৎ মন্দ ছিল না!

একবার—আহা সে কি সুন্দর জিনিষই ছিল!—তাহার মাতা-পিতা তাহাকে ও তাহার দিদিকে লইয়া সিমলা-পাহাড়ে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সেইখানে চিরন্তন তুষারের উপর তাহারা কাঠের জুতা পরিয়া কি ছুটাটাই না ছুটিয়াছিল! উপরহইতে ভ্রাতা ও ভগিনী হাত-ধরাধরি করিয়া বায়ুবেগে বরফের উপর হড়্‌কাইয়া কতদূর নামিয়া গিয়াছিল, তাহা তাহার মনে পড়িল! একবার মুখ ফিরাইয়া সে তাহার উপরে দণ্ডায়মানা জননীর দিকে চাহিয়াছিল, তিনি তখন উৎসাহে হাত নাড়িতেছিলেন ও প্রফুল্লবদনে তাহা-দেরই দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া ছিলেন! কিন্তু মুখ ফিরাইবামাত্র অসাবধান হইয়া পড়ায় সে সহসা কিরূপ চিৎপাত হইয়া সশব্দে পড়িয়া গিয়াছিল এবং সেখানে যাহারা যাহারা ছিলেন, সকলেই কিরূপ উচ্চহাস্য করিয়া উঠিয়াছিলেন! তাহার পতনটাই সকলের চেয়ে মজার বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল!

এখন কিন্তু তাহার সেইরূপ পা পিছ্‌লাইয়া চলিয়া যাইবার উপায় নাই কেন? কারণ সে ঘরে বরফ ছিল না! কিন্তু তাহাতে তো কিছুই আসে যায় না! কেবল বরফের উপরই তো আর পা হড়্‌কায় না, অন্য এমন অনেক জিনিষ আছে, যাহাতে পা পড়িলেই, হড়্‌কাইয়া যায়! আচ্ছা, হড়্‌কাইবার মতন কি কি জিনিষ আছে, সে কি তাহা জানে? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, সে জানেই তো! সিমেণ্টের মেজের উপর কলার খোসার মত হড়্‌কাইবার জিনিষ আর কি হইতে পারে? আর সেইদিনই মাষ্টারটা খুব বড় এককাঁদি কলা কিনিয়াছে, কিন্তু পাছে বামুণদিদি সংসারের জন্য খরচ করিয়া বসে এই ভয়ে তাহাদেরই শয়নকক্ষে দড়িতে ঝুলাইয়া রাখিয়াছে! মণু লম্ফ-দিয়া শয্যা-পরিত্যাগ করিল এবং একখানা চেয়ার টানিয়া সেই দড়ির নীচে আনিল।

মহানন্দের সহিত চেয়ারে দাঁড়াইয়া সে আপন মনে কহিল, 'বাহবা! কি মজা! কলার খোসায় আমি হ'ড়্‌কে যা'ব এখন! খুব মজা হ'বে!'

যথা মনন, তথা করণ। উদ্যোগ করিতে তাহার মুহূর্ত্তমাত্রও বিলম্ব হইল না, সে সমস্ত কলার খোসাগুলি ছাড়াইয়া লইল, এবং ছাড়ানো কলাগুলি একটা টেবিলে সাজাইয়া রাখিল। তাহার পর মেঝের উপর লম্বালম্বিভাবে কলার খোসা সাজাইবার সময় সে দুই-একটা করিয়া কদলী-ভোজনও করিতে লাগিল! এম্‌নি করিয়া সে প্রায় দশবারটি কদলী-ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। তাহার পর জুতা পরিয়া একটি খোসার উপর পা দেওয়ামাত্রই সেটি হ'ড়্‌কাইয়া গেল, আনন্দে বিহ্বল হইয়া সে 'খিল্ খিল্' করিয়া হাসিয়া উঠিল। কিন্তু তাহার কল্পনা কার্য্যে পরিণত হইল না। সেই খোসাটি হড়্‌কাইয়া দ্বিতীয় খোসাটিপর্য্যন্ত পঁহুছিল না, শুষ্ক হইয়া সিমেণ্টে আঁটিয়া গেল! একটানা হড়্‌কাইবার পক্ষে এইরূপ বাধা দেখিয়া সে ভাবিয়া ঠিক করিল, মেঝেটি ভিজা থাকিলে খোসা আটকাইবে না! কিন্তু জল কোথায় পায়? একটি বোতলে প্রায় পুরাপুরি লিমন সিরাপ ছিল, ছিপি খুলিয়া সে বোতলটি মেঝের উপর উবুড় করিয়া দিল! তাহাতে কিন্তু সমস্ত খোসাপর্য্যন্ত স্থান ভরিল না। তখন সে তাহার মাষ্টারের চুল বাঁধিবার পমেটম ও কলপ বাহির করিয়া আঙুলের সাহায্যে মেঝের উপর লেপন করিল, তাহাতেও কুলাইল না। অবশেষে এদিক্-ওদিক্-নানাদিক্ খুঁজিয়া-পাতিয়া টেবিলের নীচে হইতে একটি বড় কালীর বোতল খুলিয়া, কালীর দ্বারা বাকী স্থান সিক্ত করিয়া দিল!

উদ্যোগ-শেষ হইলে সে ক্রীড়ারম্ভ করিল। পা খানিকটা হড়্‌কাইয়া থামিয়া গেল। সে ভাবিতে চেষ্টা করিল যে, সে খুবই মজা পাইতেছে; কিন্তু সত্যই সে মজা পাইল না! তাহার সমস্ত শ্রম ব্যর্থ হইল। মেজেটি বরফের মত মোটেই বোধ হইল না—সেখানে তাহার মুখের উপর শীতল ও নির্ম্মল হাওয়া বহিতেছিল না—তাহার হাতও কোনও সুকোমল হাতের উপর ন্যস্ত ছিল না! তাহার এতটুকুও স্ফূর্ত্তি হইল না। তাহার হাসিতে ইচ্ছা হইল না, সে ভয় পাইয়া গিয়াছিল!

মাষ্টার আসিয়া তাহার কীর্ত্তি দেখিলে কি বলিবে? সে তাড়াতাড়ি আল্‌নাহইতে একটি জামা পাড়িয়া লইল এবং জানু পাতিয়া

মেজের উপর বসিয়া-পড়িয়া তাহার দ্বারা মেঝে পরিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হইল! এই বিষয়েও তাহার পরিশ্রম ব্যর্থ হইল! বরং অবস্থা আরও অধিক শোচনীয় হইয়া উঠিল। মণু তাহার পাতলা জামাটি পরিয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল, হতাশায় ও ভয়ে তাহার মুখখানি যেন ছাইয়ের মত সাদা হইয়া যাইতেছিল! এমন সময়ে আবার কাহার পদশব্দ তাহার কর্ণে আসিয়া বাজিল! সে একবার আশা করিল যে, মিণুদিদি হয় তো আবার আসিয়াছে, সে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, পরমুহূর্ত্তেই কিন্তু তাহার আশঙ্কা হইল যে, 'না, মাষ্টারও হইতে পারে!' ঠিক সেই সময়ে সে মাষ্টারের সুপরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া ভয়ে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে যেমন ছুটিয়া শয্যা-আশ্রয় করিতে যাইবে, অমনি একটি খোসার উপর পা পড়ায় সে সেই মেঝের উপর 'ধপাস্' করিয়া পড়িয়া গেল! তাহার কাপড়জামা কালিতে মাখামাখি হইয়া গেল। পলকের মধ্যে উঠিয়া সেই কালিমাখা বস্ত্রাদির সহিত সে বিছানায় লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল—বিছানার চাদর ও বালিশ কালির দাগে দাগময় হইল!

পদ্মমুখী ধীরপদবিক্ষেপে সেই কক্ষে আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার পর সে অবশ্যই মেঝের অবস্থা, কলার অবস্থা, পমেটমের অবস্থা ও কালির বোতলের অবস্থা, সবই দেখিল! সে গ্যাস্‌টি পূর্ণ-মাত্রায় উস্‌কাইয়া দিল, তাহার আলোক তীরের মত আসিয়া শয্যাশ্রিত বালকের মুখে চোখে বিঁধিতে লাগিল!

"ও হতভাগা, লক্ষ্মীছাড়া, সয়তান ছেলে, আমার মাথা খেয়ে এ কি ক'রে রেখেছিস্, এ্যাঁ!"

মণু তাহার রক্তোচ্ছ্বসিত মুখ তুলিয়া কহিল, "আমি, আমি তো কিছু করি নি!"

(ক্রমশঃ)

"পিরামিড্"-আরোহণ-ক্রীড়া

[আচার্য্য ললিতলোচন দত্ত সংকলিত]

				২৫				
			২২	২৩	২৪			
		১৭	১৮	১৯	২০	২১		
	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	
১ (*) ক	২ * ক	৩ * ক	৪ * ক	৫	৬ o খ	৭ o খ	৮ o খ	৯ o খ ×

একটুক্‌রা শাদা কাগজ-সাঁটা পিচ্‌বোর্ডে মাপে প্রত্যেকটী এক ইঞ্চি করিয়া এমন পঁচিশটি চতুষ্কের সাহায্যে একটি পিরামিড আঁক, কেমন করিয়া আঁকিতে হইবে, ছবিতে তাহা দেখ। চ-ছ-বুনিয়াদের বামদিকের চারিটি চতুষ্ক ক-অক্ষরের দ্বারা চিহ্নিত কর এবং দক্ষিণের চারিটি চতুষ্ক খ-অক্ষরের দ্বারা চিহ্নিত কর। তাহার পর ক-চিহ্নিত চারিটি চতুষ্কের প্রত্যেকটিতে এক-একটি কালো বোতাম এবং খ-চিহ্নিত চারিটি চতুষ্কের প্রত্যেকটিতে এক-একটি সাদা বোতাম রাখ। ১ নং চতুষ্কের কালো বোতামটি একপ্রকারে এবং ৯নং চতুষ্কের সাদা বোতামটি আর একপ্রকারে চিহ্নিত করিয়া অন্যান্য সাদা ও কালো বোতামগুলিহইতে ঐ দুইটি বোতামকে চিনিয়া লইবার উপায় কর। ঐ বোতাম-দুইটিকে প্রত্যেক খেলোয়াড় "সর্দ্দার"-নাম দিবে। খেলাটি এই, সাদা বা কালো "সর্দ্দারে"র মধ্যে যে আগে পিরামিডে অর্থাৎ ২৫ নং চতুষ্কে উঠিতে পারিবে, তাহার মনিবের জয় হইবে।

এই খেলার এইরূপে আরম্ভ করিতে হয়। প্রতি খেলোয়াড় তাহার একটি ঘুঁটিকে পার্শ্ববর্ত্তী শূন্য চতুষ্কে ঊর্দ্ধ, পার্শ্ব বা পশ্চাৎভাবে চালিবে, কিন্তু বিপক্ষের ঘুঁটিকে ডিঙাইবার অথবা ধরিবার সুবিধা না পাইলে কোণাকোণিভাবে চালিতে পাইবে না। অতএব যদি একটি সাদা ঘুঁটি ১৮ নং চতুষ্কে ও একটি কালো ঘুঁটি ১১ নং চতুষ্কে থাকে, তাহা হইলে, ২ নং চতুষ্কটি শূন্য থাকিলে,

যাহার সাদা ঘুঁটি, সে তাহার ঘুঁটিকে, কালো ঘুঁটি ডিঙাইয়া, ২নং চতুষ্কে বসাইতে পারিবে। কোন ঘুঁটিকেই কিন্তু কখনই "ছক"হইতে একেবারে তুলিয়া লওয়া যাইতে পারিবে না।

সুবিধা পাইলেই, প্রতি খেলোয়াড়কেই তাহার প্রতিপক্ষের ঘুঁটি ধরিতে হইবে। এই ঘুঁটি ধরিতে তাহাকে তাহার ঘুঁটিটিকে কোণাকোণিভাবে চালিয়া আগাইয়া দিতে হইবে। একটি দৃষ্টান্ত দেখ—যদি একটি কালো ঘুঁটি ৪নং চতুষ্কে থাকে আর একটি সাদা ঘুঁটি ১১নং কিম্বা ১৩নং চতুষ্কে থাকে, তাহা হইলে যে খেলোয়াড় কালো ঘুঁটি লইয়াছে, সে যে ঘরে সাদা ঘুঁটিটি রহিয়াছে, সেই ঘরে তাহার ঘুঁটিটি চালিবে এবং প্রতিপক্ষের ঘুঁটিটিকে প্রথমে ৯নং ঘরে, তাহা খালি না থাকিলে, ৮নং ঘরে, তাহাও খালি না থাকিলে ৭নং ঘরে, তাহাও খালি না থাকিলে তৎপরবর্ত্তী ঘরে পাঠাইবে। সাদা বোতাম ধরা পড়িলেই তাহাকে যে পাশে চ লিখিত আছে, সেই পাশের নিকটতম শূন্য চতুষ্কে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

খেলিতে খেলিতে যদি কোন খেলোয়াড়ের যুগপৎ ধরিবার ও ডিঙাইবার সুযোগ ঘটে, তবে সে দুইই করিতে পারে। যদি কোন খেলোয়াড় দেখে যে, তাহার প্রতিপক্ষের ধরিবার বা ডিঙাইবার সুযোগ রহিয়াছে অথচ সে তাহা দেখিতে পাইতেছে না, তাহা হইলে সে তাহার প্রতিপক্ষকে সে কথা জানাইয়া দিতে বাধ্য। যদি সুযোগ থাকাসত্ত্বেও কোন খেলোয়াড় তাহা দেখিতে না পায়, পরে জানিতে পারে, তাহা হইলে চাল ফিরান চলিবে না। যদি চাল বন্ধ হইয়া যায়, তবে সমান খেলা হয়। কিন্তু এরূপ সচরাচর ঘটিবে না, কেননা প্রত্যেক খেলোয়াড়ই অন্য তিনটি ঘুঁটির দ্বারা "সর্দ্দার"-ঘুঁটিকে আগলাইতে চাহিবে। যে চাল নজর এড়াইয়া গিয়াছে আর যে সুবিধাজনক চালটি সম্ভব হইয়াছে, এই দুই চালের মধ্যে কোন তফাৎ নাই, খেলোয়াড় তাহার পছন্দমত চাল চালিতে পারে।

বিমান-যাত্রা।

ঝণ্টুলাল

[শ্রীযুক্ত হরিদাস ঘোষ-লিখিত]

ঝণ্টুলাল কে জান ? জান না, তবে শুন। ঝণ্টুলাল আমাদের একজন চাকর ছিল ; চাকর ঠিক বলা যায় না—অনেকটা খেলার সঙ্গীর মত। প্রায় বারো বৎসর হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ঝণ্টুলালের কথা আজও আমার নিখুঁতভাবে মনে আছে। কেন, তাহা আজ তোমাদের বলিব।

আমার বয়স যখন নয় কি দশ বৎসর, তখন বাবা ছিলেন—দ্বারভাঙ্গায় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্। একদিন সন্ধ্যাবেলা তিনি কাছারীহইতে ফিরিয়া আমাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"সতুবাবু, এবার তোমায় বেড়া'তে নিয়ে যা'বার জন্যে কেমন লোক এনেছি, দেখেছ ?" আমি উৎসুক হইয়া বাবার পানে চাহিলাম। বাবা ডাকিলেন,—"ঝণ্টুলাল, ইধার আও।"

ময়লা কাপড়-পরা একটি বার-তের-বৎসর বয়সের হিন্দুস্থানী বালক হলঘরের মধ্যে ঢুকিল। ছেলেটি দেখিতে বেশ সুন্দর, কিন্তু ধূলাতে শরীর ভর্ত্তি।

বাবা মার দিকে ফিরিয়া বলিতে লাগিলেন,—"এর কথাই ব'ল্‌ছিলুম ; কাছারীথেকে আ'স্‌বার পথে দে'খ্‌লুম যে, রাস্তার ধারে ব'সে কাঁ'দ্‌ছে ; একে সন্ধ্যেবেলা, তা'তে রাস্তা জনমানবশূন্য, দেখে একটু মায়া হ'ল। জিজ্ঞেস ক'র্‌লুম—'কাঁদ্‌ছিস্ কেন ? —কোথায় যা'বি ?' প্রথমে চুপ ক'রেছিল। অনেক জিজ্ঞাসার পর জা'ন্‌তে পা'র্‌লুম যে, এর আত্মীয়স্বজন, মা-বাপ কেউ নেই ; দূর গ্রামে কা'র কাছে থা'ক্‌ত, সে তাড়িয়ে দিয়েছে। তাই সঙ্গে ক'রে আ'ন্‌লুম। আমাদেরও তো সতুকে আর খুকীকে দে'খ্‌বার জন্যে একটা লোকের দরকার হ'য়েছে !—কি বল ?"

মা খুকীকে 'ফ্রক্' পরাইতেছিলেন, বাবার কথায় ঝণ্টুলালের দিকে চাহিয়া দেখিলেন।

"হ্যাঁ গো, এর চেহারা তো' ভদ্রঘরের ছেলের মত ! আহা, বাপ-মা নেই, দে'খ্‌লে মায়া হয়। তা' বেশ, এ থাকুক,—সতুর আর খুকীর সঙ্গে খেলা ক'র্‌বে।"

ঝণ্টুলাল মার কথা বুঝিতে পারিল কি না, জানি না, তবে তাঁহার দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। মা বলিলেন,—"আহা, ওর, বোধ হয়, খিদে পেয়েছে ; হ্যাঁরে, কিছু খা'বি ?"

বাবা বলিলেন,—"ও বাঙ্‌লা বু'ঝ্‌তে পারে না, বোধ হয়। ঝণ্টুলাল, কুছ্ খাওগে ?"

ঝণ্টুলাল সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল। মা তাড়াতাড়ি একবাটি দুধ ও খানকয়েক বিস্কুট আনিয়া তাহাকে দিলেন। সে খাইতে লাগিল। মা তখন যে রকম যত্ন করিয়া তাহাকে দুধ খাওয়াইতেছিলেন, তাহা দেখিয়া আমার মনে যে, হিংসার উদয় হয় নাই, তাহা বলিতে চাই না, তবে তাহার সুন্দর মুখখানি আমারও হৃদয়-জয় করিয়াছিল। আমি কতক্ষণে তাহার সঙ্গে আলাপ করিব—কতক্ষণে তাহার সঙ্গে ভাব করিব, এই অপেক্ষায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলাম।

খাওয়া শেষ হইয়া গেলে, মা ঝণ্টুলালকে একখানা পরিস্কার কাপড় আনিয়া পরিতে দিলেন। সেই দিনহইতে ঝণ্টুলাল আমাদের পরিবারভুক্ত হইল।

২

ঝণ্টুলাল কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের সকলেরই প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল। ঝণ্টুলালের পিঠে চড়িয়া ঘোড়দৌড় না করিলে, খুকীর খেলা হইত না ; ঝণ্টুলালের সঙ্গে বেড়াইতে না যাইলে, আমার বেড়ান হইত না ; আর বাবা-মার ঝণ্টুলাল-ছাড়া আর কাহারও কোন কাজ পছন্দ হইত না, বিশেষতঃ মার।

মাসখানেকের মধ্যেই ঝণ্টুলাল বাঙ্‌লা কথা বেশ বুঝিতে শিখিল, এমন কি হিন্দীর সঙ্গে দুই চারিটা ভাঙা ভাঙা বাঙ্‌লা কথাও বলিত ; তবে সেটা আর কাহারও সঙ্গে নয়, কেবল আমার সঙ্গে। একদিন বেলা এগারটা বাজিয়া গিয়াছে, তখনও আমি ভাত খাই নাই—খেলায় এতই উন্মত্ত ছিলাম ; সে আমার কাছে আসিয়া বলিল,—"খোঁখাবাবু, বেলা হো গেইল, ভাত খাবিস্ না ?"

আমি হি হি করিয়া হাসিয়া মাকে গিয়া বলিলাম,—"মা, ঝণ্টু-লাল আমাকে ব'ল্‌ছে, 'ভাত খাবিস্ না' ?"

ঝণ্টু লজ্জিতমুখে সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল। মা তাহার দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"হ্যাঁরে ঝণ্টু, বাঙ্‌লা ব'ল্‌তে শি'খ্‌ছিস্ ?"

সে সবেগে মাথা নাড়িয়া "নেহি" বলিয়া সেখানহইতে পলায়ন করিল,—যেন কতই লজ্জার কথা।

ক্রমশঃ ঝণ্টুলালকে আমরা আর চাকর বলিয়া মনে করিতাম না ; আমি তো তাহাকে নিজের ভাইএর মতই ভাল বাসিতাম, আর মা আমাকে ও তাহাকে প্রায় সমান চোখে দেখিতেন বলিলে, মিথ্যা বলা হইত না,—এতই তাহার উপর স্নেহ জন্মিয়া গিয়াছিল। আমাদের বাড়ী আসিবার পর তাহার শারীরিক সৌন্দর্য্য যেন আরও ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাহাকে দেখিলে কোন উচ্চবংশজাত বালক বলিয়া বোধ হইত। মা বলিতেন,—"ঝণ্টু নিশ্চয়ই কোন বড়ঘরের ছেলে,—নইলে এমন হয় !" বাস্তবিকই তাহার বাহ্য কমনীয়তার সঙ্গে অন্তরের খুব সাদৃশ্য ছিল। এমন

মিষ্ট ব্যবহার তাহার ছিল যে, আমি জন্মে তাহা ভুলিব না। তাহাকে ধরিয়া মারিলেও, সে নীরবে সহ্য করিয়া যাইত, একটি কথা বলিত না। একদিন আমাদের একটা চাকর, কি কারণে জানি না, বোধ হয়, ঈর্ষাপরবশ হইয়াই, ঝণ্টুলালের কাণ মলিয়া তাহাকে খুব বকুনি দিয়াছিল। ঝণ্টুলাল একথা কাহাকেও বলে নাই। মা কিন্তু কি করিয়া সব জানিতে পারিলেন; আর কি নিস্তার আছে? সেই চাকরকে ডাকিয়া, তখনই তাহার মাহিনা-পত্র চুকাইয়া দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন।

৩

আমাদের দিনগুলি বেশ সুখে কাটিয়া যাইতেছিল; কিন্তু একদিন সে সুখে বাধা পড়িল।

সেদিন সকালবেলা। বাহিরের ঘরে বসিয়া বাবা কি সব কাগজ-পত্র দেখিতেছেন, আমি কাছে বসিয়া আছি, এমন সময় দুইজন ভদ্র হিন্দুস্থানী আসিয়া বাবাকে সেলাম করিল। বাবা মুখ তুলিয়া চাহিলেন। তাহার পর তাঁহাদের মধ্যে হিন্দীতে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল; তাহার অর্দ্ধেক আমি বুঝিতে পারিলাম না, তবে ঝণ্টুলাল এই কথা অনেকবার সেই লোক-দু'টির মুখহইতে বাহির হইতে শুনিলাম, তাই বুঝিলাম, তাহারা ঝণ্টুলালের কোন আত্মীয় হইবে।

Shwe Dagon Pagoda — Rangoon

রেঙ্গুনের একটি বৌদ্ধ-মন্দির

বাবার মুখ ক্রমশঃ গম্ভীর হইয়া আসিতে লাগিল। তিনি সেই লোকদু'টিকে বসিতে বলিয়া বাড়ীর ভিতর অগ্রসর হইলেন; আমিও তাঁহার পিছনে পিছনে চলিলাম।

মা তখন কুট্‌না কুটিতেছিলেন, আর খুকী মায়ের পিঠের উপর পড়িয়া আব্‌দার করিতেছিল। বাবা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ঝণ্টুলাল কোথায়?"

বাবার গম্ভীর মুখ দেখিয়া মা একটু ভীতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন গো? সে যে এইমাত্র স্নান ক'র্‌তে গেল।"

"তা'কে নিয়ে যা'বার জন্তে তা'র আত্মীয়েরা এসেছে।"

"সে কি? আগে যে শু'নেছিলুম, সে অনাথ, তা'র কেউ নেই! এখন আবার আত্মীয় কোথাথেকে এল?"

"কোথাথেকে এল, ব'ল্‌ছি, শোন। তা'রা এখনও বাইরে ব'সে আছে। প্রথমে এসেই মস্ত সেলাম দিয়ে বল্‌লে, 'বাবুজী, আপনার এখানে ঝণ্টুলাল ব'লে একটি ছেলে আছে?' আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে উত্তর দিলুম,—'হ্যাঁ, তা'কে কি দরকার তোমাদের?' তা'র উত্তরে তা'দের দু'জনের মধ্যে যে বড়, সে ব'ল্‌তে লাগ্‌ল,—'বাবুজি, আমি ঝণ্টুলালের কাকা, যদিও আপনার কাকা নই; ঝণ্টুলালের বাপ আমার খুড়তত-ভাই ছিল। ঝণ্টুলালের বাপ-মা কেউ নেই; আজ প্রায় পাঁচবৎসর হ'ল তা'রা মারা গিয়েছে। সে ছেলেবেলাথেকেই বড় অভিমানী, কিন্তু বড় শান্ত। প্রায় দেড়মাস আগে আমার স্ত্রী ঝণ্টুলালকে কি কারণে মেরেছিল আর ব'লেছিল, তুই বাড়ীথেকে দূর হ'য়ে যা। আমি তখন ঘরে ছিলুম না; ঝণ্টুলাল কাউকে কিছু না ব'লে বাড়ীথেকে চ'লে আসে। তা'র পর, বাবুজি, অনেক কষ্টের পর খোঁজ ক'রে আমরা শু'নলুম যে, ঝণ্টুলাল ব'লে একটি ছেলেকে দেড়মাস আগে আপনি কুড়িয়ে পেয়েছেন; তাই আপনার কাছে এসেছি।'—এই ত ব্যাপার।"

ঝণ্টুলালের কাহিনী-শেষ করিয়া বাবা চুপ করিলেন; মাও কোন কথা না বলিয়া বঁটি কা'ত করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে প্রথমে মা-ই কথা বলিলেন,—"তা' হ'লে এখন কি ক'র্‌বে?"

"কি আর ক'র্‌ব?—তা'র কাকা যখন তা'কে নিতে এসেছে, তখন আর তো আমি তা'কে আট্‌কা'তে পারি না,—তা' হাজারই তা'র ওপর স্নেহ-মমতা থাকুক না কেন!"

"তা' হ'ক, ঝণ্টুকে আমি ছা'ড়্‌ব না; তুমি ওদের কিছু টাকা-কড়ি দিয়ে বিদেয় ক'রে দাও।"

আমি এতক্ষণ চুপ করিয়াছিলাম; এখন আমিও মার সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া [illegible],—"কক্‌খনো না, ঝণ্টুকে আমি যেতে দেব না।"
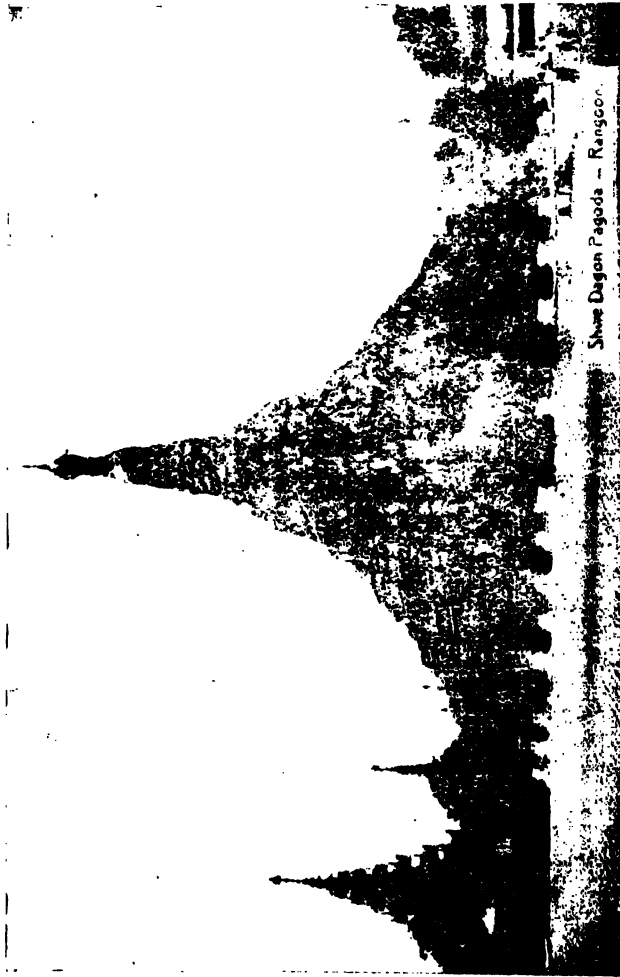
এমন সময় ঝণ্টু আসিয়া সেখানে দাঁড়াইল। বাবা ঝণ্টুকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন, "ঝণ্টু, তুই আমাদের কাছে মিথ্যে কথা ব'লেছিস্?"

ঝণ্টু বিস্মিত হইয়া বাবার দিকে চাহিয়া রহিল, কোন কথা বলিল না।

বাবা বলিলেন,—"তুই না ব'লেছিলি যে, তোর কেউ নেই; তোর কাকা যে এদিকে আজ তোকে নিয়ে যা'বার জন্যে এসেছে; তোর কাকার নাম লছমন সিং না?"

ঝণ্টুর চোখে ভয়ের আভাস দেখা গেল; সে ত্রস্ত হইয়া উঠিল, তাহার পর কাঁদ-কাঁদ-মুখে মার দিকে চাহিয়া বলিল,—"মেরা আপ্না কোই নেহি হ্যায়।"

মাও তাহার কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিলেন,—"ও তো ঠিকই ব'লেছে; ওর নিজের বাপ-মা-ভাই-বোন তো কেউ নেই। যে এসেছে, সে তো ওর দূর-সম্পর্কের কাকা।"

বাবা আর কিছু না বলিয়া ঝণ্টুকে সঙ্গে লইয়া বাহিরে গেলেন। মা ও আমি পিছনে পিছনে চলিলাম; আমি বাবার সঙ্গে ঘরে ঢুকিলাম আর মা দরো'জার পাশে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

আমরা ঘরে ঢুকিতেই, ঝণ্টুলালের কাকা দাঁড়াইয়া-উঠিয়া বলিল,—"এই যে, ঝণ্টুলাল; বাবুজি, আপনার দয়ায় একে ফিরে পেলুম; গরীব আমি কি ক'রে ধন্যবাদ জানা'ব, তা' জানি না।"—এই বলিয়া ঝণ্টুলালের হাত ধরিল।

বাবা তাহা দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"সেকি, এখনই নিয়ে যা'বে না কি?"

"হাঁ, বাবুজি, বহুৎ দূর যেতে হ'বে; এখন না গেলে হ'বে না।"

মা দরো'জার পিছনহইতে আমাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"বল্, কাল নিয়ে যা'বে।"

আমি বলিলাম, কিন্তু কোন ফল হইল না। লোকটা মাথা নাড়িয়া, ঝণ্টুলালের হাত শক্ত করিয়া ধরিয়া দরো'জার দিকে অগ্রসর হইল। ঝণ্টুলাল এতক্ষণ নির্ব্বাক্, নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল; এইবার সে বাবার দিকে মিনতিপূর্ণ দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া বলিল,—"বাবুজি, ময় নেহি যায়েঙ্গে"—তাহার সুন্দর গালদু'টিতে দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

বাবা তখন লোকটাকে থামাইয়া, অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া ঝণ্টুকে রাখিয়া যাইতে বলিলেন; এমন কি, তাহার জন্য টাকা দিতে পর্য্যন্ত স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু লোকটা সে সব কথায় হাসিয়া, "নেহি, বাবুজি," বলিয়া ঝণ্টুকে একপ্রকার টানিতে টানিতে লইয়া গেল। ঝণ্টু যাইবার সময় বার বার পিছন ফিরিয়া আমাদের দিকে তাকাইতে লাগিল, আর আমরা পাথরের মূর্ত্তির মত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

তাহার পর, কত বৎসর চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু ঝণ্টুলালের "বাবুজি, ময় নেহি যায়েঙ্গে"—করুণসুরের এই কথাগুলি এখনও আমার কাণে বাজিতেছে।

মঙ্গল-গ্রহ

[আচার্য্য ললিতলোচন দত্ত-সংকলিত

গ্রহনিবহের মধ্যে মঙ্গল-গ্রহই মনুষ্যদিগের সবিশেষ কৌতূহল উদ্দীপ্ত করিয়াছে। এইরূপ যে হইয়াছে, তাহার কারণ এই, মনুষ্যে মঙ্গল-গ্রহে এমন কোন কোন ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছে ও করিতেছে, যাহাতে তাহারা এইরূপ অনুমান করিতেছে যে, মঙ্গল-গ্রহেও তাহাদেরই ন্যায় মনীষাসম্পন্ন জীবকুল বাস করিয়া থাকে।

• এই গ্রহে সম্প্রতি যে সমস্ত ব্যাপার দৃষ্ট হইয়াছে, তৎসমুদয়ের বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে ইহার সম্বন্ধে যে সকল তথ্য লোকের অল্পাধিক জানা আছে, সেইসকল তথ্যের পুনর্বর্ণন আবশ্যক মনে করিতেছি। পৃথিবী যে কক্ষে আবর্ত্তন করিতেছে, মঙ্গলও সেই কক্ষেই আবর্ত্তন করিতেছে না, সে একটি স্বতন্ত্র কক্ষে আবর্ত্তন করিতেছে, সেই কক্ষটিতে সম্পূর্ণরূপে আবর্ত্তিত হইতে তাহার দুইবৎসরের কিছু কম সময় লাগে, আর আমরা, মোটের উপর, দুই বৎসর পঞ্চাশ দিন অন্তর অন্তর একবার করিয়া তাহার 'নাগা'ল' ধরিতে পারি। 'মোটের উপর' বলিলাম, তাহার কারণ এই, মঙ্গলের কক্ষের আয়তন-পরিমাণ ঠিক থাকে না। ফেব্রুয়ারী-মাসে না ধরিয়া যদি আমরা আগষ্ট-মাসে উহার নাগা'ল ধরিতে পারি, তবে উহার কক্ষায়তন দীর্ঘ হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। যে তারিখে আমরা উহার নাগা'ল ধরিয়া উহাকে অতিক্রম করিয়া যাই, সেই তারিখকে বৈপরীত্য-বাসর (date of opposition) কহে, কারণ ঐ দিনে এই গ্রহটি সূর্য্যের ঠিক বিপরীতে অবস্থিতি করে এবং সূর্য্যের অস্তসময়ে ইহার উদয় হয়। আগষ্ট-মাসে যখন এই গ্রহটি সূর্য্যের নিকটতম হয়, তখনও ইহা পৃথিবীহইতে ৩১,০০০,০০০ ক্রোশ দূরে অবস্থিতি করে। ইহার দিবাকাল পৃথিবীর দিবাকালহইতে ৪০ মিনিট দীর্ঘতর। কিন্তু ইহার নিজ কক্ষপ্রতি ইহার অক্ষের হেলন অবনীর অক্ষহেলনেরই অনুরূপ—২৩·৫° ডিগ্রী।

মঙ্গল-গ্রহের বিশিষ্টতা

মঙ্গল-গ্রহের ব্যাস-পরিমাণ ২১১৫ ক্রোশ, অর্থাৎ ইহা পৃথিবীর অর্দ্ধেকের অপেক্ষা কিছু বড়, আর ইহার উপরিভাগে মাধ্যাকর্ষণের শক্তি পৃথিবীর উপরিতলস্থ মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি অপেক্ষা ⅗ ভাগ বেশী। এই শেষোক্ত তথ্যটি বিশেষভাবে প্রণিধেয়, কারণ উহাতে মাধ্যা-

খাল ও জলাভূমিতে যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, একজন চিত্রকর উপরিঅঙ্কিতভাবে তাহার অঙ্কন করিয়াছেন।
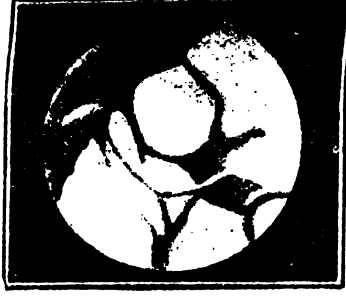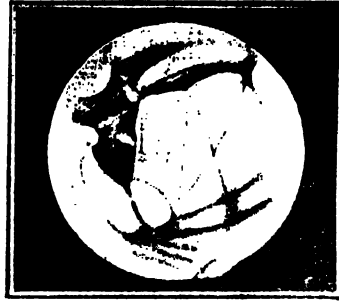
কর্ষণের শক্তি অধিক বলিয়া উহার উপরিভাগে আবহাওয়ার চাপ (atmospheric pressure), সম্ভবতঃ, পৃথিবীর $\frac{১}{১০}$-এর বেশী নহে, সুতরাং তথায় ১১৫° ডিগ্রী উত্তাপ পাইলে জল ফুটিতে আরম্ভ করে। মঙ্গল-গ্রহ যদি পৃথিবীর মতই উত্তাপবিশিষ্ট হইত, তাহা হইলে উহাতে জল রৌদ্রতাপেই ফুটিত।

যত উত্তাপে পৃথিবীতে তুষার গলে, তত উত্তাপেই মঙ্গলগ্রহেও তুষার গলিয়া যায়, অর্থাৎ সেখানেও ৩২° ডিগ্রী উত্তাপে তুষার গলে। মঙ্গলের উত্তরমেরু যখন সূর্য্যের অভিমুখে আবর্ত্তিত হইয়া আসে, তখন তাহাকে বেষ্টন করিয়া যে প্রকাণ্ড তুষার-ক্ষেত্র আছে, তাহা শীঘ্র শীঘ্র গলিতে আরম্ভ করে, তখন উহাকে একটি প্রকাণ্ড, কৃষ্ণবর্ণ, (কখন কখন প্রায় ১০ কোটী ক্রোশ দীর্ঘ) বৃত্ত বেষ্টন করিয়া আছে, দেখা যায়। মঙ্গলের ঐ কৃষ্ণবর্ণ ক্ষেত্রটা যে, একটা জলাভূমি, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সময়ে সময়ে ঐ জলাভূমির কোন কোন অংশ গাঢ় নীলবর্ণ দেখায়, ঐ সকল অংশে যে, হ্রদ আছে, এইরূপ প্রতীয়মান হয়। মঙ্গলের মেরুপ্রদেশের যে অংশ তুষার-উষ্ণীষ-শোভিত, সেই অংশেই ঐ নীল লাঞ্ছননিচয় আবদ্ধ থাকিলেও, কখন কখন উহা-দিগকে ঐ গ্রহের অন্যান্য অংশেও পরিলক্ষিত হয়। ঐ লাঞ্ছন-নিচয় কিন্তু স্থায়ী নহে, কয়েকসপ্তাহের বেশী ঐ নীল দাগগুলি দেখা যায় না। এই কারণে আমরা এইরূপ অনুমান করি যে, ঐ হ্রদগুলি অগভীর, আবহাওয়ার চাপের অল্পতাহেতু উহাদের জল শীঘ্র শীঘ্র বাষ্পীভূত হইয়া বা উবিয়া যায়।

প্রায়ই বড় বড় অস্পষ্ট পীতাভ-শ্বেত-পদার্থসমূহ জলাভূমিসমূহে সমুত্থিত হইয়া গ্রহটি যখন উহার অক্ষ বেড়িয়া আবর্ত্তিত হইতে থাকে, তখন জলাভূমিসমূহের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে ঘুরিতে ঐ গ্রহচক্র অতিক্রম করিতে থাকে। ঐ বস্তুব্যূহ যে, মেঘ ও কুয়াসা, তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই।

যখন মেরুপ্রদেশের তুহিন-কিরীটনিকর গলিতে থাকে, তখন মঙ্গলের আবহাওয়ায়, পৃথিবীর আবহাওয়ায় যত বাষ্প থাকে, ততই বাষ্প থাকে, কিন্তু স্থায়ী উদ্বাব (gas) পৃথিবীর অপেক্ষা অনেক কম থাকে। ঐ কারণে এবং বারিস্ফুটনোত্তাপের অল্পতাহেতু, এই গ্রহে জল পৃথিবীর অপেক্ষা শীঘ্র শীঘ্র বাষ্পীভূত ও ঘনীভূত হইয়া থাকে। ইহার ফলে সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তকালে এই গ্রহের আবহাওয়ায় মেঘ ভরা থাকে, আর ঐ মেঘ, সম্ভবতঃ, সমস্ত রাত্রিই থাকে। ঐ মেঘ-হেতু এই গ্রহটি বেশ গরম থাকে, নির্ম্মেঘ দিনগুলিতেও অবশ্য এই গ্রহ বেশ তাপ পায়। নাড়ীমণ্ডলের (Equator) নিকটবর্ত্তী অংশসমূহে ব্যতীত মঙ্গলের অন্যান্য অংশসমূহের জলবায়ু যেমন উষ্ণ, তেমনই শীতল; উহার রাত্রিগুলিতে যে, বড়ই শীতবোধ হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। একটি বিষয়ে আমরা নিশ্চিত; আমাদের মত কোন জীবের বাসপক্ষে মঙ্গলগ্রহ আদৌ অনুকূল নহে।

মঙ্গলগ্রহের উপরিভাগকে স্থূলতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—কৃষ্ণাংশ ও শ্বেতাংশ। পূর্ব্বে লোকে মনে করিত, উহার কৃষ্ণাংশ সমুদ্রছাড়া আর কিছুই নহে, আর উহার শ্বেতাংশ মহাদেশ; কিন্তু এখন আমরা জানিয়াছি, উহার কৃষ্ণাংশ সমুদ্র নহে, মঙ্গল-গ্রহে একটিও স্থায়ী সমুদ্র নাই। উহার যে যে অংশ স্থায়ীভাবে কৃষ্ণ, সেই সেই অংশ উদ্ভিজ্জাবৃত, যে যে অংশ অস্থায়ী-ভাবে কৃষ্ণ, সেই সেই অংশ জলাভূমি এবং যে যে অংশ শ্বেতবর্ণ, সেই সেই অংশ মরুভূমি। কৃষ্ণ ও শ্বেতাংশনিচয় পার হইয়া গেলে, অসংখ্য খাল দেখা যায়; কোন কোন পর্য্যবেক্ষক উহাতে যত বেশী খালের অস্তিত্ব-কল্পনা করিয়াছেন, তত অধিক খাল উহাতে না থাকিলেও, বড় অল্প নাই। একটি খালের সহিত আর একটি খাল মিলিত হইয়া যেখানে সমুদ্রে মিশিয়াছে, সেখানে আমরা প্রায়ই কালো কালো দাগ দেখিতে পাই, সেগুলিকে আমরা হ্রদ বলিয়া থাকি।

ঐ খাল ও হ্রদসমূহ পার্থিব অর্থে খাল বা হ্রদ নহে। ঐ দুই পদার্থকে আমরা ঐ দুই নাম দিয়াছি মাত্র, ঐ গ্রহের কৃষ্ণ লাঞ্ছন-নিচয়ও পার্থিব অর্থে সমুদ্র নহে। ঐ খাল ও হ্রদগুলি প্রকৃত-প্রস্তাবে কি, তাহা আমরা আজও নিশ্চিতভাবে জানিতে পারি নাই। তবে ঐ পদার্থনিচয়সম্বন্ধে এই কথা প্রায় নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে যে, ঐ বস্তুব্যূহ জলাশয় নহে। মঙ্গলগ্রহের সমুদ্র-সমূহের ন্যায় ঐ খাল ও হ্রদগুলিও হয় তো এক-একটি উদ্ভিজ্জময় ভূমিখণ্ড। ঐ সমস্ত খাল ও হ্রদে অল্পপরিমাণে জল থাকিতে পারে। মেরুপ্রদেশীয় সমুদ্রসমূহ প্রকৃতপ্রস্তাবে জলাভূমি, মঙ্গল-গ্রহের খালগুলিও হয় তো তেমনই জলাভূমি, ঐ সমস্তে অল্পদিনের নিমিত্ত হয় তো সামান্য পরিমাণে জল থাকে, কিন্তু অচিরেই ঐ জল শুকাইয়া যায়।

কোন কোন পর্য্যবেক্ষক এইরূপ বিশ্বাস করিয়া থাকেন যে, প্রত্যেক খালের কেন্দ্রস্থলে এক-একটি খানা আছে, সেই খানার জলে ঐ খালবৎ স্থলটি সিক্ত করা হয় এবং খাল আর কিছু নয়, উহা একটি উদ্ভিজ্জ-ক্ষেত্রমাত্র। এই পর্য্যবেক্ষকদিগের ইহাও বিশ্বাস যে, ঐ খালগুলির দ্বারা মেরু-উষ্ণীষের জল ঐ গ্রহের দক্ষিণ-গোলার্দ্ধে স্থিত চিরস্থায়ী সমুদ্রসমূহে বাহিত হয়, আর বড় বড় ইঞ্জিনের সাহায্যে পূর্ব্বোক্ত খানাহইতে জলাকর্ষণ করা হইয়া থাকে। একজন লেখক এই কথায় এতদূর বিশ্বাস করিয়াছেন যে, ঐ জলাকর্ষণে কত অশ্বশক্তির প্রয়োজন আছে, তাহাও হিসাব করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি বলেন, নায়াগ্রা-জল-প্রপাতহইতে যত অশ্বশক্তি পাওয়া যায়, তদপেক্ষা চারিহাজার গুণ অধিক অশ্ব-শক্তির দ্বারা ঐ জল-সঞ্চালন-কার্য্য চলিয়া থাকে।

সঞ্চরণশীলা জলাভূমি।

অন্যান্য পর্য্যবেক্ষকে কিন্তু প্রাগুক্ত সমস্ত অনুমানই অসম্ভব মনে করিয়া থাকেন। যদি এক মেরুপ্রদেশের তুষারস্তূপ সর্ব্বদাই সূর্য্যের উত্তাপ পায় এবং তাহার ফলে সেই তুষাররাশি শীঘ্র শীঘ্র দ্রবীভূত হইতে থাকে, তাহা হইলে তত্রত্য আবহাওয়ায় প্রচুর বাষ্প-সঞ্চয় হয়, তাহাতে আবহাওয়ার চাপ বাড়িয়া যায়। যদি অপর মেরুপ্রান্ত দুই গ্রহমধ্যবর্ত্তী শূন্যের প্রখর শীতে অনবরত জর্জ্জর হইতে থাকে, তাহা হইলে ঐ প্রদেশটি কোন আবহাওয়ার দ্বারা আদৌ রক্ষিতই হয় না। অতএব ইহা নিঃসন্দেহ যে, আবহাওয়া-ঘটিত প্রবল প্রবাহনিবহ সূর্য্যালোকিত মেরুপ্রদেশহইতে অবশ্যই অন্য মেরুপ্রদেশে বহিয়া যায়, ঐ প্রবাহনিবহ উঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে বাষ্পও বহিয়া লইয়া যায়। বস্তুতঃ, আমরা অবগত আছি, ঐরূপই হইয়া থাকে। কারণ আমরা দেখিতে পাই, প্রকৃতির ঘন-সাধন ও স্যন্দন-ক্রিয়াহেতু প্রতি বৎসরেই এক মেরুহইতে অন্য মেরুতে তুষার চালিত হইয়া যায়।

এক গোলার্দ্ধহইতে অন্য গোলার্দ্ধে জলচালন কেমন করিয়া সম্ভব, ইহা বরং বুঝা যায়, কিন্তু সেই জলগতির অতিবেগ কিরূপে নিবারণ করিয়া, প্রত্যেক বৎসরের প্রায় ছয়মাসকাল ঐ গ্রহের খানিকটা স্থান জলশূন্য মরুভূতে পরিণত হওয়া কিরূপেই বা নিবারিত হয়, ইহা বুঝা বড় কঠিন। মঙ্গল-গ্রহের ঐ সুবিরাট্ জল-সঞ্চালন-ব্যাপারে উহার ঐ তথাকথিত খালগুলি যদিই বা কোনপ্রকার সাধন হয়, তথাপি জলাবরোধ জলাশয়েরই কার্য্য, জলপ্রণালীর নহে। আর এই গ্রহের আবহাওয়ার চাপ অল্প বলিয়া ইহাতে অবস্থিত প্রত্যেক তরল পদার্থেরই বাষ্পীভূত হওন অতিক্রতভাবে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

যদি একটি বাষ্পময় বায়ুপ্রবাহ উত্তরমেরুর একটি বৃহৎ জলা-ভূমিহইতে প্রবাহিত হইয়া দক্ষিণমেরুর অভিমুখে যাইতে আরম্ভ করে, উহা অধিককাল দক্ষিণাভিমুখী থাকিতে পারিবে না। এই গ্রহটি আপন অক্ষে আবর্ত্তিত হইতেছে বলিয়া ঐ বায়ুপ্রবাহ যখন দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করে, তখন উহাকে বাধ্য হইয়া ঐ গ্রহের উপরিভাগসহ পূর্ব্বাভিমুখেও যাইতে হয়। ঐ বায়ু-প্রবাহ মেরু-প্রদেশহইতে যত দূরবর্ত্তী হইতে থাকে, তত তাহার নিম্নস্থিত গ্রহোপরিভাগ দ্রুতগামী হইতে থাকে, এইপ্রকারে উহা যে বায়ু-প্রবাহকে পশ্চাতে ফেলিয়া যায়, তাহা যেন পশ্চিম ও দক্ষিণ উত্তরদিকেই গিয়া আঘাত করে, অর্থাৎ এইরূপ মনে হয়, তাহা যেন উত্তর-পূর্ব্বদিক্‌হইতে বহিতেছে। পৃথিবীতে আমরা এইরূপ বিচিত্র ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, পৃথিবীর বণিক্‌বন্ধু বায়ু-প্রবাহ-নিবহ ঐ বিচিত্র ব্যাপারের নিদর্শন।

মঙ্গলগ্রহের ন্যায় গ্রহের মেরুপ্রদেশীয় জলাভূমিসমূহের উপরে যখন সূর্য্যোদয় হয়, তখন তৎক্ষণাৎ সেই জলার্দ্র স্থলের জল বাষ্পী-ভূত হইতে আরম্ভ করে। যাহা হউক, বাষ্পীভূত হইয়া সেই জল সচরাচর মেঘে পরিণত হয় না, উহা স্বচ্ছ বাষ্প বা উত্তাব-বিমানে পরিণত হইয়া শনৈঃ শনৈঃ দক্ষিণাভিমুখে সঞ্চরণ করিতে থাকে। নিশাগত হইলে ঐ উত্তাব-বিমান মেঘে পরিণত হয়, এবং উহার অধিকাংশ ঐভাবেই প্রভাতপর্য্যন্ত থাকে। প্রভাতে আমরা দেখি, উহা জলাভূমির অনুসরণ করিতেছে। কখন কখন দেখা যায়, জলাভূমিহইতে ৫০ বা ১০০ ক্রোশ পিছনে থাকিয়া উহার অনুগমন করিতেছে। ঐ মেঘের যে অংশ সারা রাত্রি মেঘাকারে থাকে না, সে অংশ তুষাররূপে ঐ গ্রহের উপরিভাগে অধোনিক্ষিপ্ত হয়। পরে উহার উপরে যখন সূর্য্যোদয় হয়, তখন উহা দ্রবীভূত হইয়া জলাভূমির পশ্চিম অথবা পরবর্ত্তী পার্শ্ব আর্দ্র করে, এদিকে উহার পূর্ব্বপার্শ্ব ক্রমশঃ শুকাইয়া উঠে। মঙ্গলগ্রহের উপরিভাগ, আমাদের যেরূপ বিশ্বাস সেইরূপ, যদি সমতট হয়, আর আমাদের যুক্তিতে যদি কোন ভুল না থাকে, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, জলাভূমি-গুলি ক্রমশঃ ধীরে ধীরে তাহাদের পূর্ব্বাবস্থান-ত্যাগ করিয়া দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে সঞ্চরণ করিতেছে।

বস্তুতঃ ঠিক ঐরূপই ঘটিতে দেখা গিয়াছে। একজন পর্য্য-বেক্ষক ১৯১৩ সালে জলাভূমিগুলির একটি মানচিত্রাঙ্কন করেন, পরবর্ত্তী সালের জানুয়ারী-মাসে তিনি আর একটি মানচিত্রাঙ্কন করিয়া দুই মানচিত্র মিলাইয়া দেখেন যে, ১৯১৪ সালে জলাভূমি-গুলি পশ্চিমদিকে একটু সরিয়া গিয়াছে। প্রথমে তাঁহার এইরূপ মনে হইয়াছিল, বুঝি তাঁহার কোন মানচিত্র ভুল হইয়াছে ; কিন্তু পরে একটু চিন্তা করিয়া তিনি দুই মানচিত্রের মধ্যে বিভেদের তাৎপর্য্যগ্রহ করিতে সমর্থ হন। পরে অন্যান্য জলাভূমি-পর্য্যবেক্ষণ করিয়াও তত্ত্বতের সঞ্চালন পরিদৃষ্ট হইয়াছে।

তুষার-উষ্ণীষের সঞ্চরণের সঙ্গে সঙ্গে মেরুপ্রদেশীয় খালগুলিও সময়ে সময়ে সঞ্চরণ করে বলিয়া আমরা এইরূপ বিশ্বাস করি যে, তথাকথিত খালগুলির কতিপয় জলাভূমিব্যতিরেকে আর কিছুই নহে। যাহা হউক, কতিপয় "খাল" যে, কেন সঞ্চরণ করে, তাহার কোন যুক্তিযুক্ত হেতু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাহারা আবার এমন সমস্ত দিকে সঞ্চরণ করে যে, কোন্‌দিকে তাহারা সঞ্চরণ করিবে, তাহা পূর্ব্বহইতে বলিতে পারা যায় না। এই কথাগুলি কতিপয় স্থায়ী সমুদ্রসম্বন্ধেও প্রযোজ্য। "খাল"গুলি এতই অপরিসর যে, তাহাদের বর্ণনির্ণয় করা দুঃসাধ্য, সমুদ্রসমূহ কিন্তু, মেরুপ্রদেশহইতে বাষ্প আসিয়া তাহাদের সন্নিহিত হইলে, ধূসরবর্ণহইতে হরিদ্বর্ণে

পরিবর্ত্তিত হয়। সমুদ্রবর্ণ সময়ে সময়ে এতই উজ্জ্বল হইয়া উঠে যে, "সমুদ্র"-সমূহ যে, উদ্ভিদ্ময় স্থান, সে বিষয়ে আমাদের মনে বড় সন্দেহ থাকে না।

পৃথিবীর কোন স্থান যদি ত্রিশবৎসরের মধ্যে উদ্ভিজ্জময়ী ভূমি-হইতে মরুভূমিতে পরিণত হয়, তাহা হইলে আমরা তাহা পৃথিবীর একটি প্রকৃত দুর্ঘটনা মনে করিব, সন্দেহ নাই। মঙ্গলগ্রহে ঐ ঐপ্রকার ঘটনা সময়ে সময়ে ঘটে, আর ঐরূপ ঘটনা অস্থায়ীভাবে প্রায়ই ঘটে বলিয়াই জ্যোতির্ব্বিদ্গণ মঙ্গলগ্রহ-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে এত আগ্রহান্বিত।

এই গ্রহে তিমিরময় প্রদেশের যে সময়ে বিকাশ হয়, সেই সময়ে পূর্ব্বোক্ত "দুর্ঘটনা" অস্থায়ীভাবে ঘন ঘন ঘটিতে দেখা যায়। মেরুপ্রদেশের তুষার-উষ্ণীষসমূহ যখন খুব শীঘ্র শীঘ্র গলিতে আরম্ভ করে, তখনই উহাতে তিমিরময় প্রদেশসমূহের বিকাশ হইতে থাকে। কিন্তু জ্যোতির্ব্বিদ্গণ এই বিষয়টির আলোচনা অতি অল্পদিনই আরম্ভ করিয়াছেন। একজন জ্যোতির্ব্বিদের পক্ষে সমগ্র মঙ্গল-গ্রহটি সতত নেত্রপথে রাখা অসম্ভব বলিয়া কয়েকজন জ্যোতির্ব্বিদে মিলিয়া মঙ্গলগ্রহালোচনী একটি সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই জ্যোতির্ব্বিদেরা যুক্তরাজ্য, হাওয়ালি, অষ্ট্রেলিয়া, এসিয়া, ইটালি, ডেন্‌মার্ক, ফ্রান্স, ইংলণ্ড এবং ব্রেজিলে পর্য্যবেক্ষণ-পীঠ-স্থাপন করিয়াছেন। ইহাঁরা মাসে মাসে প্রধান পীঠে সংবাদ-প্রেরণ করেন, সেই সংবাদসমূহ জ্যোতিষবিষয়ক একটি মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইয়া পৃথিবীর নানা জ্যোতির্ব্বিদের কাছে প্রেরিত হয়; এইরূপে মঙ্গলগ্রহে যাহা যাহা ঘটিতেছে, তাহার টাট্‌কা খবর আমরা পাইয়া থাকি। গগনবিলম্বী আর কোন গ্রহ লইয়া পৃথিবীর লোকে এত মাথা ঘামায় না।

খালগুলির দৈর্ঘ্যতা এবং প্রশস্ত খালগুলির বিস্তারও পরিমাপ সহজ, কিন্তু অপরিসর খালগুলির বিস্তার-পরিমাপ দুরূহ। অনেক খাল ৫০০, ১০০০, এমন কি ১৫০০ ক্রোশপর্য্যন্ত দীর্ঘ। যখন তাহারা নূতন আবির্ভূত হয়, তখন তাহাদের বিস্তার প্রায়ই ১০০ ক্রোশেরও অধিক হইয়া থাকে, কিন্তু ঋতুটি যতই অগ্রসর হইতে থাকে, ততই উহাদের পরিসর কমিয়া যাইতে থাকে, আর তখন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকাংশে ক্ষুদ্রায়তন অনেক নূতন নূতন খাল আবির্ভূত হইতে থাকে। এই ক্ষুদ্রাবয়ব খালগুলির কতিপয়ের প্রশস্ততা-পরিমাপ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উহাদের কাহারও কাহারও বিস্তার ৫ ক্রোশের অধিক নহে। খালগুলির সঙ্গমস্থলে বড় বড় হ্রদ দেখা যায়, উহাদের ব্যাস কখন কখন কতিপয় শত ক্রোশ হইয়া থাকে। কিন্তু জ্যোতির্ব্বিদেরা যে ক্ষুদ্রতম হ্রদসমুদয় দেখিতে পাইয়াছেন, তাহাদের ব্যাস, সম্ভবতঃ, ২৫ ক্রোশের অধিক নহে।

"খাল"গুলি প্রকৃতপ্রস্তাবে কি?

এখন আমরা, সম্ভবতঃ, এই প্রশ্নগুলি করিতে পারি—(ক) খালগুলি যে, কৃত্রিম, এইরূপ ভাবিবার কারণ কি? (খ) যদি তাহারা কৃত্রিম হয়, তবে যে খালগুলি মেরুপ্রদেশের বাহিরে আছে, সেগুলি যে, উদ্ভিদ্ময় স্থান এইরূপ ধারণা করিবারও হেতু কি? প্রথম প্রশ্নের উত্তরে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি, এপর্য্যন্ত কোন জ্যোতির্ব্বিদ্ই এই প্রশ্নের সম্ভবপর ও স্বাভাবিক উত্তর দিতে পারেন নাই। সর্ব্বোৎকৃষ্ট উত্তর এই পাওয়া গিয়াছে যে, খালগুলি ভাসমান দুই বরফের চাপের মধ্যবর্ত্তী ফাটল আর তিমিরময় স্থানগুলি হিমানীমুক্ত সমুদ্র। এই মতের বিরুদ্ধে অনেক প্রত্যক্ষ আপত্তি আছে। খালগুলি যদি দুই বরফের চাপের মধ্যবর্ত্তী ফাটল হয়, তবে গ্রীষ্মকালে ঐ খালগুলি আরও প্রশস্ত না হইয়া জমিয়া সংকীর্ণতর হইয়া পড়ে কেন? আবার, যাহাদিগকে সমুদ্র মনে করা হইতেছে, সেই তিমিরময় স্থানগুলিকে বিদীর্ণ করিয়া এই খালগুলি অতিক্রম করিয়াই বা যায় কিরূপে?

এই খালগুলিকে উদ্ভিজ্জময় স্থান মনে করিলেও কোন যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। যদি স্বীকার করিয়া লওয়া যায় যে, মেরুপ্রদেশের বহিঃস্থিত অধিকাংশ খালই উদ্ভিজ্জময় স্থান আর উহারা কৃত্রিম, তাহা হইলেও এই প্রশ্নটি উঠিবে—(খ) এই বিচিত্র ও কৃত্রিমবৎ প্রতীয়মান ডোরা ডোরা দাগে উদ্ভিদ্ উৎপন্ন হইতে দেওয়া হয় কেন? অন্য প্রশ্নের অপেক্ষা এই প্রশ্নের উত্তর-প্রদান অধিকতর দুরূহ। অনেকে মনে করেন, মঙ্গলবাসী কল্পিত মনুষ্যদিগের সম্বন্ধে যখন আমাদিগের কোন জ্ঞানই নাই, তখন আমাদের তাহাদিগের মনোভাব অবগত হইবার চেষ্টা অতীব হাস্যোদ্দীপক। প্রশ্ন করা মানুষের স্বভাব, আর মানুষ যতক্ষণ না কোন উত্তর পায়, ততক্ষণ কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতে পারে না, এদিকে ভুল উত্তর পাইলেও মানুষ চুপ থাকে।

যে যে বস্তু থাকিলে কোন গ্রহে জীবাবস্থান সম্ভব হয়, পৃথিবীর তুলনায় মঙ্গল-গ্রহে তদ্রূপ বস্তুব্যূহের অল্পতা পরিদৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে জল একটি বস্তু। পৃথিবীতে যত জল আছে, মঙ্গল-গ্রহে তাহার একহাজার ভাগ কম জল আছে। তবে একথা সত্য যে, পৃথিবীতে আমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল আছে। উদ্ভিদেরা যবক্ষারজনভুক্। পৃথিবীতে প্রতি বর্গমাইল ভূমে যত যবক্ষারজন আছে, মঙ্গলগ্রহে তাহার অন্ততঃ ৪০ গুণ কম আছে। "কার্ব্বণডাই-অক্সাইড্"-উদ্ভাবও উদ্ভিদ্দিগের একটি প্রধান খাদ্য। পৃথিবীর আগ্নেয়-গিরিগুলি উদ্ভিদ্দিগকে এই উদ্ভাব যোগাইয়া থাকে। পৃথিবীর আগ্নেয়গিরিগুলি যদি এই উদ্ভাবের যোগান বন্ধ করে, তবে উদ্ভিদ্গুলি অচিরেই গতায়ু হইবে। মঙ্গলগ্রহ পৃথিবীর অপেক্ষা প্রাচীন, এ কারণ তথায় হয় তো বহ্নি-গিরিগুলি প্রায় নিষ্ক্রিয় হইয়া আসিয়াছে। যদি তাহাই হইয়া থাকে, তাহা হইলে তথায় হয় তো কার্ব্বণ-ডাইঅক্সাইড্-উদ্ভাবের অনাটন হইয়াছে।

মঙ্গলগ্রহে মনীষাসম্পন্ন কোন জীবের যদি অস্তিত্ব থাকে, তবে তাহারা ঐ গ্রহের দক্ষিণ গোলার্দ্ধে যথায় ভূমি শস্যশ্যামলা, তথায়ই অধিকসংখ্যায় বসতি করিতেছে। মনুষ্য ও ইতর জীবদিগের একাংশ ঐ গ্রহের অপর গোলার্দ্ধেও হয় তো বসতি করিতেছে। তাহাদিগকে খাদ্য যোগাইবার জন্য সেই গোলার্দ্ধেও, যত দূর সম্ভব, বিরল করিয়া উদ্ভিদ্ময় স্থলসন্নিবেশ আবশ্যক। পূর্ব্বকথিত উদ্ভাবাবলি অথবা অন্য কোন উদ্ভিদ্পোষক রাসায়নিক দ্রব্যের যদি মঙ্গলগ্রহে অল্পতা থাকে, তাহা হইলে মঙ্গলবাসী মনীষী জীবেরা অত্যাবশ্যকস্থলে ব্যতীত অন্যত্র উদ্ভিদের উদ্ভব হইতে দিবে না। তদর্থে ঐ ডোরা ডোরা দাগগুলির সাহায্যে ছাড়া আর কোন্ কার্য্যকর উপায়ে প্রাগুক্ত উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে? যখন আমরা দেখি যে, খালগুলি সংকীর্ণতর হইতেছে, তখন, বোধ হয়, শস্যগুলি ক্রমশঃ কাটিয়া লওয়া হইতে থাকে।

যাহা হউক, এই শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে যাহা কিছু লিখিত হয়, তাহার অধিকাংশের মূল্য অনুমানের অর্দ্ধাপেক্ষা অধিক নয়, সুতরাং কাহারও এইরূপ প্রবন্ধের কোন কথা ধ্রুব সত্য বিবেচনা করা উচিত নয়। বৈজ্ঞানিক অনেক সময়ে বিজ্ঞান-জগতের কবিমাত্র।

বালক

সপ্তম বর্ষ

৪র্থ সংখ্যা এপ্রেল ১৯১৮

তস্কর-ত্রিশূল

[আচার্য্য ললিতলোচন দত্ত-লিখিত]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৬

"বাবা, তোমার কাছে আমি প'ড়্ব না।"

"কেন, মা?"

"তুমি মাষ্টার-ম'শায়ের মত ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিতে পার না।"

"তা' হ'তে পারে; আমি তো মাষ্টার ছিলুম না, হাকিম ছিলুম। তা' তোমার মাষ্টার-ম'শায় তো এখন অন্য কাজে লেগে আছেন, এদিকে আমি বেকার ব'সে আছি, তাই তোমায় পড়াই। আমার পড়ানো যদি তোমার ভাল না লাগে, তা' হ'লে অন্য একজন মাষ্টার রা'খ্‌ব কি?"

"না।"

"তবে কি ক'র্‌ব?"

"আমার মাষ্টার-ম'শায়কে তুমি অন্য কাজে লাগিয়েছ কেন?"

"যে কাজে তাঁ'কে লাগিয়েছি, সে কাজ তাঁ'র চেয়ে আর কেউ যে, ভাল পা'র্‌ছে না।"

"হ্যাঁ, তোমাদের ভারি মজা হ'য়েছে; সরকারম'শায়, মুহুরী-বাবু, কেউই আমার মাষ্টারম'শায়ের মত নয়, ভারি বোকা। তাই তুমি মাষ্টার-ম'শায়কেই নিয়ে তোমার কাজে লাগিয়েছ, এদিকে আমি যে, 'এক্‌জামিনে ফেল' হ'য়ে যা'ব, তা' তোমরা কেউ ভা'ব্‌ছ না।"

"না, না, 'ফেল' কেন হ'বে? আমি তোমাকে আর একজন নতুন মাষ্টার এনে দেব।"

"না, আমি নতুন মাষ্টার চাই না।"

"কেন, রে বেটি?"

"উমাচরণবাবু, হরিশবাবু, কালাচাঁদ-মাষ্টার কেউই কি আমাদের এই অরবিন্দ-বাবু মাষ্টার-ম'শায়ের মত ছিলেন? উমাচরণবাবু কেবল ঝিমোতেন, বোধ হয়, আফিম খেতেন। হরিশবাবু আঁক কষা'তে পা'র্‌তেন না। আর কালাচাঁদবাবু কেবলই বাড়ী যেতে চাইতেন।"

"আর অরবিন্দবাবুর কি কোন কসুর নেই? তোমার আগেকার মাষ্টারেরা সবাই বি-এ পাশ ছিলেন। ইনি তো বি-এ পাশ ন'ন, হ'বেন কি না, তা'ও জানা নাই।"

"তা' হ'ক, তবু আমি অরবিন্দবাবুকেই চাই। ইনি আমাকে কখন বকেন না, দুষ্টুমি ক'র্‌লেও না। কেমন গল্প বলেন। উল-টুল, লেস-টেস, ফিতে-টিতে, চিরুণী-টিরুণী ঠিক আমার পছন্দমত কিনে এনে দেন। আর এঁ'র কথা এমন মিষ্টি যে, ইচ্ছে করে সমস্ত দিনই ব'সে ব'সে এঁ'র মুখের কথা শুনি।"

"তাই তো তোমার মাষ্টার-ম'শায়ের তা' হ'লে অনেক গুণ থাকা চাই।"

"বাবা, তোমার কাজ তুমি অন্য লোকদিয়ে করাও, আমার মাষ্টার-ম'শায়কে দিয়ে আর তোমার কাজ ক'রাতে পা'বে না।"

"তা' হ'লে তোমার মার তেরহাজার টাকার গয়না যে, চোরেরই পেটে যা'বে।"

"কেন মাষ্টার-ম'শায় কি পুলিশের দারোগা যে, তাঁ'কে দিয়ে চোর ধরাচ্ছ? চোর-ধরা পুলিশের কাজ, মাষ্টার ম'শায়ের নয়।"

"তা' বটে। আচ্ছা, এ'বার তোমার মাষ্টার-ম'শায় এলে তাঁ'কে তুমি ব'ল' যে, 'আপনি আর চোর ধ'র্‌বেন না'।"

"তা' তিনি শু'ন্‌বেন না।"

"কেন তিনি কি তোমাকে স্নেহ করেন না?"

"ক—রে—ন; কিন্তু তাঁ'র চোর ধ'র্‌বার—ডিটেকটিভ্ হ'বার ভারি ঝোঁক।"

"তা' হ'তে পারে। তবু তুমি যদি তাঁ'কে এই কথা বল যে, 'মাষ্টার-ম'শায়, আপনি আমাকে না পড়ানতে আমার বড় ক্ষতি হচ্ছে,' তা' হ'লেও কি তিনি চোর-ধরা ছেড়ে দেবেন না।"

"না তাঁ'র চোর ধ'র্‌বার বড্ডই ঝোঁক।"

"তবে তিনি তোমাকে স্নেহ করেন না।"

এই কথা শুনিয়া অমলা তাহার পিতার মুখপ্রতি কিয়ৎকাল তাকাইয়া-থাকিয়া তাহার পিতার ঐ কথার অর্থবোধ করিবার চেষ্টা করিল। শেষে ছলছলনেত্রে বলিয়া উঠিল,—"না, বাবা, তোমার কথা ঠিক নয়, তিনি আমাকে স্নেহ করেন।"

পিতাপুত্রীর ঐ কথোপকথন আমি এতক্ষণ অন্তরালে থাকিয়া শ্রবণ করিতেছিলাম। আজিকার গেজেটে আমার বি-এ-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার কথা বাহির হইয়াছে। এই আনন্দ-সন্দেশটি আমার প্রভুকে দিবার অভিপ্রায়ে আমি তাঁহার কাছে আসিয়াছিলাম। অমলার পাঠগৃহের সমীপবর্ত্তী হইয়া প্রাগুক্ত কথোপকথন শুনিয়া আমি এতক্ষণ নেপথ্যে থাকাই অধিকতর আমোদজনক-বোধ করিতেছিলাম, এক্ষণে চিরানন্দময়ী অমলার কমললোচনে অশ্রু দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। তাহাকে দেখা দিলাম।

আমার দেখা পাইয়া তাহার চোখের জল কুল ছাপাইল; কাজেই সে সেই ঘরহইতে ছুটিয়া পলাইল। তখন রমণীবাবু হাসিয়া "পাগল মেয়ে" বলিয়া আমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"কি, মাষ্টার-ম'শায়, নতুন খবর কিছু আছে কি?"

"আমি বি-এ পাশ হ'য়েছি।"

"বটে? বেশ, বেশ। আপনার ছাত্রীর আজথেকে তবে তো গুমোরে মাটিতে পা প'ড়্‌বে না। আর কিছু খবর আছে?"

"আছে; কিন্তু সে না থাকারই মধ্যে।"

"কিরকম?"

"আজ্ঞে, আমার লিলিপুটিয়ান নতুন মনিবটি রোজ একটি ঘরে ব'সে, বোধ হয়, যোগটোগ ক'রে থাকেন। আমাকে সে ঘরের কাজ ক'র্‌তে হয় না। কাজেই আমি সে ঘরের তালার একটি চাবি তৈ'রি ক'রিয়েছি; কিন্তু কর্ত্তা আজকাল আর হাওয়া খেতে বেরুচ্ছেন না; তাই আমার ভারি মুশ্‌কিল হ'য়েছে।"

"তিনি কখন্ যোগে বসেন?"

"দু'পর-বেলা।"

"কতক্ষণ যোগ করেন?"

"বেলা এগারটাথেকে বেলা তিনটেপর্য্যন্ত।"

"সকালবেলা কি করেন?"

"সকালবেলা ঘুমথেকে উ'ঠে চা খান। চা খাওয়া হ'লে, শু'য়ে শু'য়ে খবরের কাগজ পড়েন আর অনবরত তামাক টা'ন্‌তে থাকেন। তখন আমার 'চিলম্ ভ'র্‌তে ভ'র্‌তে' প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। বেলা ন'টার সময় স্নান ক'র্‌তে ওঠেন। নাওয়ার পর খাওয়া। তা'র পর—"

"বিকেলে যোগথেকে এসে কি করেন?"

"ঘণ্টা-দুই নিদ্রা দেন। তা'র পর কোন দিন মুখটুক্ ধু'য়ে, ফিট্‌ফাট্ হ'য়ে 'মোটার' হাঁকিয়ে হাওয়া খেতে বেরোন, কোন দিন ছাদে একটু বেড়িয়ে এসে, লি'খ্‌তে বসেন।"
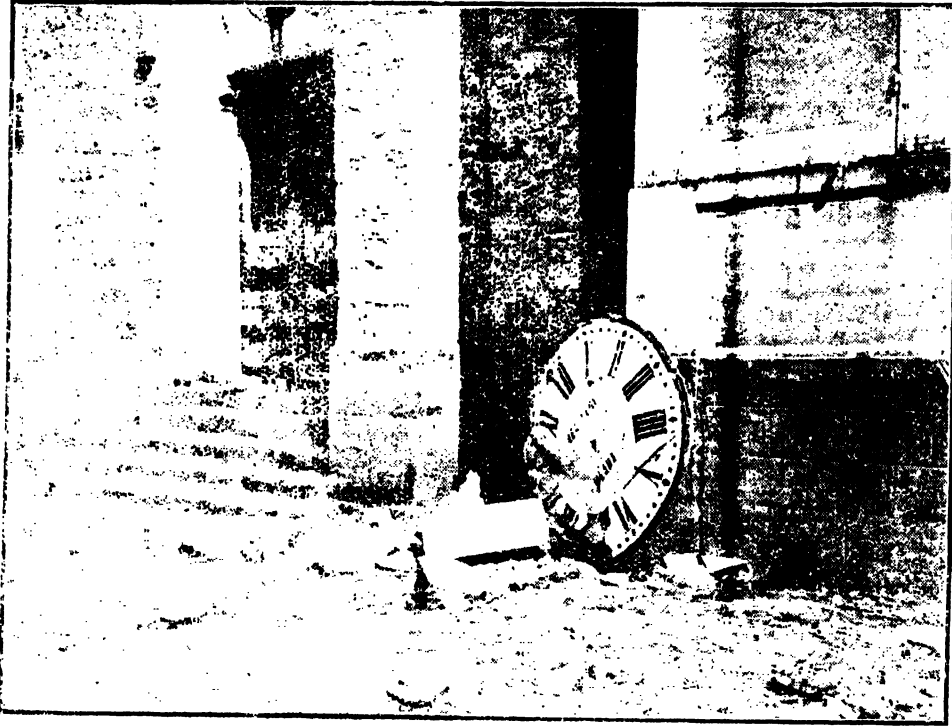
জার্ম্মাণ গোলাঘাতে চূর্ণীকৃত একটি নগরের দৃশ্য। একটি গির্জ্জার ঘড়ী ভাঙিয়া পড়িয়াছে।

"কি লেখেন ?"

"রামপ্রসাদী গান।"

"আরে বাস রে! রোজ ক'টি ক'রে গান তৈ'রি হয় ?"

"পাঁচ-সাতটি।"

"বলেন কি ?"

"আজ্ঞে, যথা কথা।"

"গানগুলি কেমন ?"

"খুবই ভাল—গভীর ভাবপূর্ণ।"

"অবাক্ ক'র্‌লেন যে! কত গান জমা হ'য়েছে ?"

"গু'ণ্‌বার সময় পাই নি। মোটা মোটা দু'খাতা।"

"আপনি তাঁ'র কোন গান মনে ক'রে ব'ল্‌তে পারেন ?"

"পারি; তাঁ'র একটি গানে আছে—এটি তাঁ'র প্রথম গান আর এটি, বোধ হয়, রামপ্রসাদী সুরে বাঁধা নয়—

'রসময়, অসময়ে কেন এই আহবান
করিবারে সুরলয়ে তোমার বন্দনা-গান ?
আমার ভেঙেছে ভুর ;—
কণ্ঠে মোর নাহি সুর,
মানস-মালঞ্চে নাহি কবিতা-কুসুম-ঘ্রাণ।
এ ভগন বীণাখানি তুমি যদি ল'য়ে করে,
তব রুচিকর রাগ রণ অতি রতিভরে,
তবে এ ভগন বীণা
বাজিবে দ্রাদ্রিম দিনা ;
শিহরিবে সারা বিশ্ব শুনি' সে ললিত তান।'"

"এ চোরটা একটা আশ্চর্য্য চরিত্রের লোক। এর রাঁধে কে ?"

"কেউ না।"

"তবে এ খায় কি ?"

"একটা হোটেলথেকে সকালে ভাত-তরকারী আর বিকেলে লুচি-পাঁঠা আসে।"

"আর আপনি তবে কি করেন ?"

"নিজে রেঁধে খাই।"

"এঃ! আপনাকে তা' হ'লে আমি ভারি কষ্ট দিচ্ছি তো।"

"এ আমার Labour of love, তাই সব কষ্টই সইতে পাচ্ছি।"

"আপনার ছাত্রা কিন্তু এজন্যে আমাকে ব'ক্‌ছে।"

"হাঁ, তা' টের পেয়েছি। আমি তা'কে বুঝিয়ে যা'ব।"

"কি ক'রে টের পেলেন ?"

"এই একটু আগে আপনাতে তা'তে যা' যা' কথা হ'য়েছে, আমি শুনেছি।"

"ও, তাই। তা' হ'লে আপনি আবার কবে আ'স্‌বেন ?"

"ব'ল্‌তে পারি না। যোগিবরের যোগসাধন না দেখে, বোধ করি, আ'স্‌ব না।" (ক্রমশঃ)

সৈন্যের খোরাক *

[শ্রীযুক্ত কমলাক্ষ চট্টোপাধ্যায়-সংকলিত]

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে, ইংরাজ সৈন্য কোথাও যুদ্ধযাত্রা করিলে, সৈন্যগণের রসদ-সংগ্রহের ভার সেনাপতিগণের উপর থাকিত। ঠিকাদার ও দালালগণ সেনাপতি মহাশয়ের নিকট গিয়া দরদস্তর ঠিক করিয়া রসদের "অর্ডার" লইয়া আসিত। বর্ত্তমান যুদ্ধে ইংলণ্ড সে প্রথা-পরিত্যাগ করিয়াছেন।

War Office সেনাপতিগণকে বলিয়া দিয়াছেন—"তোমরা যাও, নিশ্চিন্ত মনে যুদ্ধ কর, তোমাদের খাদ্য-সংগ্রহের ভার আমরা লইলাম।" সুতরাং দালাল ও ঠিকাদারগণ ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া আছে।

"Gone is the hand to mouth struggle for supplies, with contractors touting for orders from the separate commands. The old system is replaced by a perfect centralisation of stores ordered directly by the War Office, then decentralised in great food depots in the provinces."

"ওয়ার আফিসে" বসিয়া "কোয়ার্টার মাষ্টার জেনারেল" পৃথিবীময় লোক ছুটাইয়া দিয়াছেন—তাহারা খাদ্য কিনিতেছে। বৃটিশ পতাকার অধীন দেশগুলি হইতেই অধিকাংশ খাদ্যদ্রব্য আনীত হইতেছে। সেই সমস্ত খাদ্য গিয়া প্রথমে ইংলণ্ডে পঁহুছিতেছে—পরে তথা হইতে সে সমস্ত খাদ্য আবশ্যকমত যথাস্থানে প্রেরিত হইতেছে। কিন্তু ব্যাপারটি তো বড় সোজা নহে! ইংরাজের পক্ষে কত লোক আজ যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত, তাহা সংবাদপত্রের পাঠকেরা জানেন। সে একটা মস্ত অঙ্ক; সুতরাং তাহাদিগকে খাওয়ান, বলিতে গেলে, একটা রীতিমত যজ্ঞের ব্যাপার। প্রত্যেক সৈন্যকে প্রতিদিন কি-পরিমাণে খোরাক দেওয়া হইতেছে, তাহার হিসাবটার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করুন :—

* ফেব্রুয়ারী-মাসে প্রকাশিত 'হাসিকিরাম্নু'-নামক প্রবন্ধটি শ্রীযুক্ত বিমলাক্ষ চট্টোপাধ্যায়ের নহে, ইহাঁরই রচিত।

১০ ছটাক তাজা গো অথবা মেষ-মাংস। তাজা মাংসের অভাবে বরফ-দিয়া দূরদেশহইতে আনীত মাংস ৮ ছটাক।

২ ছটাক শূকর-মাংস।

১০ ছটাক রুটি। অভাবে ৮ ছটাক বিস্কুট এবং তদভাবে ঐ-পরিমাণ ময়দা।

৬ তোলা পনির।

৫ তোলা তাজা সব্জী। অভাবে ঐ-পরিমাণ শুষ্ক আলু, পেঁয়াজ, মটর, ইত্যাদি।

১ তোলা চা (ইহা তিন জনের বরাদ্দ)।

২ ছটাক চিনি।

১০ তোলা "জ্যাম"।

৫ তোলা মাখন (সপ্তাহে দুইবারমাত্র)।

২ তোলা লবণ।

কিঞ্চিৎ রাই-সরিষার গুঁড়া।

কিঞ্চিৎ গোলমরিচের গুঁড়া।

এই তো গেল মানুষের খোরাক। ইহাছাড়া ঘোড়ার খোরাক আছে। ছয় সের পিষ্ট খড় (hay) এবং ছয় সের চানা (oats)। ইহাই হইল, ঘোড়ার দৈনিক বরাদ্দ—War Office ইহাও সরবরাহ করেন। যে ঘোড়ার ইহাতে সব ক্ষুধা না মেটে, তাহাকে চরিয়া খাইয়া বাকীটুকু পোষাইয়া লইতে হয়।

সেন্যগণকে খাওয়াইবার জন্য প্রকাণ্ড একটি দল আছে, তাহাদের নাম "আর্মি সার্ভিস কোর" (Army Service Corps)। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সিড্‌নি সেল্ডেন লং সে দলের বড়কর্ত্তা। ইংলণ্ডের গুদামহইতে খাদ্য লইয়া গিয়া তাহা রাঁধিয়া সৈন্যগণকে খাওয়ান ইঁহারই কার্য্য।

ফরাসী-দেশের কয়েকটা বন্দরে, সমুদ্রের ধারে এই সমস্ত খাদ্য দ্রব্য রাখিবার ভাণ্ডার-গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। কোন্ গুদামে কোন্ দ্রব্য আসিয়া নামিবে, তাহাও পূর্ব্বহইতে স্থির করা আছে। ইংলণ্ডহইতে জাহাজ-বোঝাই করিয়া খাদ্যদ্রব্য আনিয়া সুশৃঙ্খল-ভাবে রাখিবার জন্য হাজার হাজার মজুর, তাহাদের 'মেট,' কেরাণী ও ইন্‌স্পেক্টরগণ সেখানে দিবারাত্র খাটিতেছে। বন্দরহইতে রেলে বোঝাই দিয়া মালগুলি যুদ্ধক্ষেত্র-অভিমুখে পাঠান হয়।

ষ্টেশনহইতে মোটারগাড়ীতে ও ঘোড়ার গাড়ীতে মাল শিবিরের গুদামে এবং তথাহইতে রণখাতের রন্ধনশালাগুলিতে লইয়া যাইতে হয়। ঠিক যেখানটায় যুদ্ধ হইতেছে, সেখানে তো কেবল গর্ত্ত—সারি সারি কত সারি রণখাত। তাহার পশ্চাতেই রন্ধনের ব্যবস্থা।

শিবিরহইতে রণখাতে রসদ লইয়া যাওয়াই মুশ্‌কিল। রাতারাতি কার্য্য সারিতে হয়। রাত্রিযোগে মোটার-লরির আলো নিবাইয়া সাবধানে যাইতে হয়। শত্রুরা খ-যানে উঠিয়া, তল্লাসি রোশ্‌নি ফেলিয়া খুঁজিতে থাকে, রসদের গাড়ী দেখা যায় কি না। দেখিতে পাইলে, বোমা ফেলে। তল্লাসি রোশ্‌নি আসিয়া পড়িলে, দ্রুত ছুটিয়া মোটার যে পলাইবে, অনেক সময় তাহারও উপায় থাকে না; কাদায় চাকা বসিয়া যায়।

ইংরাজ-সৈন্যগণের খাদ্য-পাক করিবার জন্য দশ হাজার পাচক যুদ্ধক্ষেত্রে নিযুক্ত আছে। পাচকগণকে রন্ধন-বিদ্যা শিখাইবার জন্য ইংলণ্ডে একটি সরকারী বিদ্যালয় আছে—তাহার নাম 'অল্ডারশট্ স্কুল অব্ কুকারী।" প্রতি মাসেই ঐ বিদ্যালয়-হইতে পাঁচশত শিক্ষিত পাচক বাহির হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতেছে। ইহা হইল, সরকারী বিদ্যালয়। ইহাছাড়া অনেকগুলি বে-সরকারী বিদ্যালয়ও খুলিয়াছে। লণ্ডনে ওয়েষ্টবোর্ণ পার্কে এইরূপ একটি বে-সরকারী বিদ্যালয় আছে—War Officeহইতে ইন্‌স্পেক্টরগণ আসিয়া এই বিদ্যালয়-পরিদর্শন করেন। এখানে তিন হাজার লোক রন্ধন-শিক্ষা করিতেছে—শিখাইতেছেন, দুই-শত পুরমহিলা; তাঁহারা বেতন লন না।

কাগজের পা

(শ্রীযুক্ত বিমলাক্ষ চট্টোপাধ্যায়-সংগৃহীত)

দিনামার ডাক্তার শ্লিণ্ট খঞ্জদের জন্য কাগজের মণ্ড জমাইয়া একরকম খুব হাল্‌কা, সস্তা অথচ কাজ-চলা, মজবুত কৃত্রিম 'পা' তৈয়ার করিতেছেন। প্রথমে তারের একটা কাঠামো গড়িয়া তাহার মধ্যে কাগজের মণ্ড জমাইয়া কৃত্রিম 'পা' তৈয়ারী হয়। পদহীন সৈনিকেরা এই 'পা' খুব পছন্দ করিতেছে।

বই-চোর

[শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য-রচিত]

টিফিনের পর ঠং ঠং করিয়া ঘণ্টা বাজিল। ছেলেরা নিজ নিজ আসন-গ্রহণ করিল। সকলেই কথাবার্ত্তায় ভারি ব্যস্ত। ক্লাসে বড় গোলমাল। ছোট ঘরখানির মধ্যে এতগুলি ছেলে একত্র হইয়া হৈ চৈ করিলে কিরূপ ভীষণ গোলমাল হয়, তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে। আস্তে আস্তে মাষ্টার-মহাশয় আসিয়া আসনে উপবেশন করিলেন। ছেলেরা চুপ করিল। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর তিনি ছেলেদিগকে বই খুলিতে বলিলেন। সকলেই বই খুলিয়া তাড়াতাড়ি পড়াটা একবার আবৃত্তি করিতে মনোনিবেশ করিল। সহসা নগেন দাঁড়াইয়া বলিল—"Sir, আমার history-খানা খুঁজে পাচ্ছি না। আজ আমি বই ক্লাসে এনেছিলাম, টিফিনের পর এসে দেখি, বইখানা নেই; কে নিয়ে গেছে।"

মাষ্টার-মহাশয় সবেমাত্র খাপহইতে চসমাখানি খুলিয়া মুছিয়া চোখে পরিয়াছেন, এখনই বই ধরিতে যাইবেন, এমন সময় এই অভিযোগ শুনিয়া একটু বিরক্ত হইলেন। ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া নগেনের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"কি ব'ল্লে?"

খ-যান-উত্তোলন।

নগেন বলিল—"Sir, আমার historyখানা চুরী গেছে।"

মাষ্টার। বটে, historyখানা স্কুলে ঠিক এনেছিলে তো?

নগেন। হ্যাঁ, sir, আমি ইস্কুলে এসে ঘণ্টা বা'জবার আগে বইখানা প'ড়েছি।

মাষ্টার। ওহে, তোমরা সকলে তোমাদের বইএর ভেতর খুঁজে দেখ, যদি কারুর সঙ্গে গিয়ে থাকে।

ক্লাসে সোরগোল পড়িয়া গেল—বই-চুরী! তাই তো বই-চুরী! খোঁজ, খোঁজ।

সকলে আপন আপন বই নাড়াচাড়া করিয়া দেখিল—কই না, কারুর সঙ্গে তো যায় নাই। তবে কি বইখানা সত্যসত্যই চুরী হ'ল নাকি?

সকলে বলিল—"না, sir, আমাদের কাছে তো বই নেই।"

মাষ্টার-মহাশয়ও ছেলেদের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া কহিলেন, "তাই তো বইখানা কি হ'ল?"

নগেন্ কহিল, "কেউ না নিলে বইখানা কি এখানথেকে উড়ে গেল? নিশ্চয়ই কেউ নিয়েছে।"

ধীরেন্ বলিল, "তাই তো বইখানা কোথায় গেল? কেউ না নিলে বইখানা অবশ্যই আপনি স'রে যেতে পারে না।"

মাষ্টার-মহাশয় বলিলেন, "তাই তো।"

নরেশ চুপি চুপি বীরেন্-কে ডাকিয়া বলিল, "বেশ হ'য়েছে যেমন ও আমাকে সে দিন মেরে'ছিল, তেম'ন সাজা হ'য়েছে। ওর বই-চুরী হওয়ায়, আমি ভারী খুসী হ'য়েছি, যেমন কর্ম, তেমনি ফল। বেশ হ'য়েছে"

মাষ্টার-মহাশয় কি মনে করিয়া ক্লাসহইতে বাহির হইয়া গেলেন।

ক্লাসের একপাশে একখানি বেঞ্চে সুরেশ, যতীন, নরেন্ ও যোগেন্ বসিয়াছিল। যতীন্ সুরেশকে ডাকিয়া চুপি চুপি কহিল, "তাই তো, ভাই, বইটা কোথায় গেল? এ তো, দে'খ্'ছি, ভারি আশ্চর্য্যের কথা, বইটা কি ক্লাসথেকে উড়ে গেল? ক্লাসের ভেতরই, দে'খ্'ছি, চোর ঢুকেছে।"

নরেন্ কহিল—"না ভাই চোরটাকে না ধ'র্‌লেই নয়, এমনি ক'রে মাঝে মাঝে চুরী হ'লে তো ভারি মুস্কিল দে'খ্'ছি।"

যোগেন্ বলিল—"তাই তো কথাটা হেড্‌মাষ্টার-ম'শায়কে না জানা'লে কিন্তু চুরীটা ক্রমেই বেড়ে চ'ল্‌বে।"

সুরেশ এতক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিতেছিল। অবশেষে সে

ধীরে ধীরে নরেন্‌কে কহিল—"আমার কিন্তু, ভাই, একজনকে সন্দেহ হ'চ্ছে।"

নরেন্‌। কা'কে ?

সুরেশ। না, ভাই, এখন ব'ল্‌ব না ; দেখি কি হয়।

(২)

হেড মাষ্টার-মহাশয় কড়া হুকুম জাহির করিয়াছেন, যে-ই লইয়া থাকুক দুইদিনের মধ্যে তাহাকে সেই বই তাঁহার হাতে দিতে হইবে। নহিলে ক্লাসের প্রত্যেক ছাত্রকে চার আনা করিয়া জরিমানা করা আর ১০—১০ ঘা বেত লাগান হইবে।

আদেশ শুনিয়া সকলেই ভাবিতেছিল, এইবার নিশ্চয় বই ফিরে পাওয়া যা'বে। কিন্তু কৈ ? একদিন তো চলিয়া গেল, কেউ তো বই ফিরাইয়া দিতে আসিল না।

স্থির হইল, আজ ছুটীর পর ক্লাসের ছেলেদের মধ্যে একটা মিটিং হইবে। ছুটীর পর সকলে স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট আছে, মিটিংএর কার্য্য এমন সময়ে আরম্ভ হইল। ধীরেন্‌ দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ বক্তৃতা করিল, অন্য অন্য ছেলেদের মধ্যেও কেহ কেহ আপন বিদ্যার পরিচয় দিতে ছাড়িল না ; ক্লাসের এককোণে সুরেশ আর নরেন্‌ একখানি বেঞ্চে বসিয়া ছিল।

নরেন্‌ বলিল—"কি, ভাই, সে দিন না ব'লেছিলে, একজনকে তোমার সন্দেহ হয় ; কে সে ?"

সুরেশ। যদি নিতান্তই জা'ন্‌তে চাও, তবে ব'ল্‌ছি, শোন। ক্লাসের মধ্যে কা'র সঙ্গে নগেনের মাঝে মাঝে ঝগড়া হয়, জান ?

নরেন্‌। জানি।

সুরেশ। আমার বিশ্বাস, সেই নগেনের বই-চোর ?

নরেন্‌। তা' হ'লে তুমি কি ব'ল্‌তে চাও যে, নরেশের দ্বারাই এই কাজ হ'য়েছে ? আমার তো, ভাই, তা' বিশ্বাস হয় না।

সুরেশ। তোমার বিশ্বাস হ'ক আর নাই হ'ক, একদিন দে'খ্‌তে পা'বে, নরেশই চোর ব'লে ধরা প'ড়েছে।

নরেন্‌ একটু মুচকিয়া হাসিয়া তাচ্ছিল্যের সহিত উত্তর দিল, "যা'ক, এখন সে কথায় কাজ নাই। যে নিয়েছে, একদিন নিশ্চয়ই সে ধরা প'ড়্‌বে।"

সে দিন ছুটীর পর যদি কেহ লক্ষ্য করিত, তবে দেখিতে পাইত, একটী ছেলের পিছু পিছু আর একটী ছেলে চুপি চুপি চোরের মত অগ্রসর হইতেছে। প্রথম ছেলেটী একটা বাড়ীতে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিল। পিছনের ছেলেটী অমনই পকেটহইতে নোট বই খুলিয়া পেন্সিল-দিয়া কি একটা লিখিয়া লইল। তাহার পর রাস্তায় কেহ কোথাও নাই দেখিয়া খড়ী-দিয়া ফটকের বামদিকে একটা সাঙ্কেতিক চিহ্ন অঙ্কিত করিল।

(৩)

আজ হেড্‌ মাষ্টার-মহাশয়ের নির্দ্ধারিত দুই দিবসের শেষ-দিন। আজ দুইটার মধ্যে বই বাহির করিয়া দিতে হইবে, নহিলে সকলকে বিনা দোষে দণ্ডনীয় হইতে হইবে! ক্লাস বসিয়াছে, কিন্তু পড়াশুনা নাই, কেবল বই-চুরীর গল্প লইয়াই ছেলেরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দিতেছে। সকলেই গল্প করিতেছিল, হঠাৎ কি মনে করিয়া, মাষ্টার-মহাশয়ের নিকটহইতে বিদায় লইয়া নরেন্‌ ক্লাসের ভিতরহইতে বাহির হইয়া গেল।

হেড মাষ্টার-মহাশয় সে দিন ক্লাসে আসিয়া অনেকক্ষণ বক্তৃতা করিলেন। অবশেষে বলিলেন, "যে চোরের সন্ধান ব'লে দেবে, তা'কে একখানি 'বাঁধান-বালক' পুরস্কার দেওয়া যা'বে, এজন্যে আর একদিন সময় দিলেম।"

*   *   *   *   *

লালমোহনবাবু সবেমাত্র মধ্যাহ্ন-ভোজন শেষ করিয়া নিদ্রার আয়োজন করিতেছিলেন, এমন সময় বহির্দ্বারে শব্দ হইল— খট্‌, খট্‌, খট্‌, খটাং খটাং খট্‌। লালমোহনবাবু ডাকিলেন, "ওরে হ'রে, দেখ্‌ তো কে কড়া না'ড়্‌ছে।"

কিছুক্ষণ পর হরিচরণ দে ওরফে হ'রে একটি ছেলের সঙ্গে সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল, "কত্তাবাবু, এই ছেলেটী আপনার সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে চায়।"

কর্ত্তা কহিলেন, "বটে, কি দরকার, ছোক্‌রা ?"

বালক। "আজ্ঞে, আমি কলেজিয়েট ইস্কুলের ছোট দপ্তরী, খুব ভাল সাইকেল চালাতে জানি ব'লে আপনাদের ছোটবাবু আমাকে এই চিঠীখানি দিয়ে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। ব'লে দিয়েছেন, আপনি যা' দেবেন, তাই আমি নিয়ে তাঁ'র কাছে দেব। পনের মিনিটের মধ্যে না যেতে পা'র্‌লে নাকি তাঁ'র জরিমানা হ'বে।"

লালুবাবু পত্রখানি পাঠ করিলেন—"বাবা, পত্রপাঠ আমার টেবিলের উপরহইতে historyখানা এই ছেলেটীর হাতে দিবেন ; অধিক বিলম্ব করিবেন না। ইতি—

আপনার স্নেহের—ধীরেন্‌"

পত্রপাঠ-শেষ হইলে কর্ত্তাবাবু বলিলেন, "দাঁড়াও, দিচ্চি।" এই বলিয়া তিনি কক্ষান্তরে প্রবেশ করিয়া অচিরাৎ একখানি পুস্তক হস্তে লইয়া সেই কক্ষে পুনরায় প্রবেশ করিলেন। বালক পুস্তকখানি লইয়া বাহিরে আসিল। বাহিরে আসিয়াই সে বইখানির নাম-পাঠ করিল, তাহাতে লেখা ছিল—

"Belongs to Nagendra Chandra Roy, Class IX, Dacca."

নামটী পাঠ করিয়াই ছেলেটীর মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, সে ত্বরিত-পদে বাসাহইতে বাহির হইয়া সাইকেলে চড়িয়া শীঘ্রই অদৃশ্য হইল।

পাঠক-মহাশয়! ঐ বাসার ফটকের বামদিকে চাহিয়া দেখুন দেখি, কি দেখিতে পান ? খড়ী-দিয়া লেখা একটা ঢেরা-চিহ্ন নহে কি ?

(৪)

আজ ক্লাসে মস্ত বড় মিটিং। হেড্‌ মাষ্টার-মহাশয় স্বয়ং সভা-

পতির আসন-গ্রহণ করিয়াছেন। সমস্ত শিক্ষক তথায় সমবেত হইয়াছেন। আজ চোরের বিচার হইবে। অনেকেই "চুরী করাটা যে, মহাপাপ ও অপরাধ" ইহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া অনেক বক্তৃতা করিলেন। মিটিংএর প্রধান কার্য্য-আরম্ভ হইল। হেড্ মাষ্টার-মহাশয় দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন "যদি কেহ পুস্তকখানির কোন সন্ধান পে'য়ে থাক, তবে বল। কেউ কিছু জা'ন্‌তে পেরেছ কি ?"

একটী ছেলে দাঁড়াইল, তাহার পর একখানি বই হস্তে করিয়া আস্তে আস্তে, হেড্ মাষ্টার-মহাশয়ের দিকে অগ্রসর হইল। সুরেশ সবিস্ময়ে দেখিল—নরেন্!

নরেন্দ্র হেড্‌মাষ্টারমহাশয়কে নমস্কার করিয়া বইখানি তাঁহাকে দিয়া বলিল, "Sir, বইখানি আমি একজন ছেলের বাড়ীথেকে বের ক'রেছি। তা'র নাম ব'লে দিয়ে তা'কে অপদস্থ ক'র্‌তে আমার ইচ্ছে নেই। সে যা'তে ভবিষ্যতে কোন দিন এরকম কাজ আর না করে, সেজন্যে আমি তা'কে সাবধান ক'রে দেব। আপনি তা'কে ক্ষমা করুন।"

নরেনের এতাদৃশ মহানুভবতা-দর্শনে প্রধান শিক্ষক-মহাশয় বিস্মিত হইলেন, বলিলেন "যা'ক আমি তা'কে ক্ষমা ক'র্‌লেম, কিন্তু তুমি যখন এই কাজ হাঁসিল ক'র্‌তে পেরেছ, তখন তোমাকে পুরস্কারহ'তে বঞ্চিত করা হ'বে না" এই বলিয়া তিনি তাহার হস্তে একখানি পুস্তক দিলেন। সকলে মঙ্গলসূচক করতালি-প্রদান করিল। সুরেশ দেখিল, নরেনের হাতের বইখানার উপরে বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—

বালক
১৯১৭

গ্রীষ্মকাল, সারাদিন দারুণ রৌদ্র ঢাকা-নগরবাসীদিগকে আগুনে পোড়াইয়া এখন অস্তরালে অবস্থান করিতেছে, কিন্তু উত্তাপের হ্রাস হয় নাই। এখনও বাতাস গরম বোধ হইতেছে। জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। বহু নরনারী বুড়ীগঙ্গার তীরে ফুর-ফুরে হাওয়ায় গা ঢালিয়া বেড়াইতেছেন। একস্থানে ঘাসের উপর তিনটী যুবক বসিয়া গল্প করিতেছেন—

প্রথম যুবক। ভাই ধীরেন্, কেন আর মিছামিছি সেই সব পূর্ব্বকথা মনে ক'রে দুঃখ পাও। একদিন যা' হ'য়েছিল, তা'র জন্য বরাবর দুঃখ ক'রে কোন লাভ নেই।

ধীরেন্। আচ্ছা, ভাই নরেন্, তুই সেই বইখানা কি ক'রে বের ক'রেছিলি ?

নরেন্। তোমার বাবার বোধ হয় মনে আছে, একদিন তাঁ'র কাছথেকে একজন ছোক্‌রা একখানা চিঠী দেখিয়ে history-খানা চেয়ে এনেছিল। আমিই যে, সেই ছোকরা, আর সে চিঠী-খানা যে, নকল, তা', বোধ হয়, আর তোমার বু'ঝ্‌তে বাকী নাই।

সুরেশ। তুমি তো, দে'খ্‌ছি, একজন পাকা ডিটেক্‌টিভ হে। সেই ছেলেবেলাই তোমার পেটে এত বুদ্ধি ছিল? তুমি তো আচ্ছা ছেলে হে!

নরেন্। আচ্ছা, ভাই ধীরেন্, তুমি কেন বইখানা চুরী ক'রেছিলে? তোমার কি কিছুর অভাব ছিল?

ধীরেন্। আরে ভাই, তোমার কি বিশ্বাস আমি অভাবে প'ড়ে চুরী ক'রেছিলেম? ওটা অভ্যাস ছিল, একবার একটা খারাপ অভ্যাস ক'র্‌লে আর কি তা' সহজে ছাড়া যায়? যা'ক, আমার সে অভ্যাস যে, এখন নেই, সেজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।

"গ্যাস-বাতি-জ্বালা"

[আচার্য্য ললিতলোচন দত্ত-লিখিত]

ব'সে ব'সে আমি ক'র্‌তেছি আঁক,
ডুবে যা'য় সূর্য্যি, বেজে উঠে শাঁক,—
রঘুয়ার আ'স্‌বার হ'ল না সময়?
রঘুয়া কে, জান? কাঁধে নিয়ে মই,
হাতে নিয়ে বাতি আ'স্‌ছে সে ওই,
মোর আর হ'বে নাক দিতে পরিচয়!

২

চেরো বলে, 'আমি চালা'ব ইঞ্জীন,'
হেরো বলে, 'আমি হ'ব "আলাদীন",'
বাবা মোর 'ব্যারি কোঁর' বড়বাবু হ'ন;
আমারো এলে কিছু হ'বার পালা
আমি, ভাই, হ'ব 'গ্যাস-বাতি-জ্বালা',—
ওই কাজটাই মোর পছন্দমতন!

"রঘুয়া, রঘুয়া!" "কেয়া, খোঁখাবাবু,
কেয়া খায়া আজ,—আজও ভি সাবু?"
"দুর!—আমি তোর মত হ'ব গ্যাস-জ্বালা;
হাতে নিয়ে বাতি, কাঁধে নিয়ে মই,
ছুটে' ছুটে' পথে তোরই মতই,
সাব আঁধিয়ারা রাস্তা ক'রে দেঙ্গা আলা!"

মাণিক-যোড়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকার বি-এ-সঙ্কলিত]

"তুই কি ব'ল্‌তে চাস্‌ যে, এই কলার খোসা, বালি—এসব তুই ফেলিস্‌ নি ?"

"না, আমি করি নি !"

কে ক'র্‌লে রে তবে, হতচ্ছাড়া ?"

মণু কয়েক মুহূর্ত্ত ভাবিল। তাহার মনে হইল, তাঁহার সুন্দর স্নেহপূর্ণ সুনীল চক্ষু-দুইটি তুলিয়া তাহার মাতা তাহারই দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। ঈষৎ-একটু হাসির রেখা তাহার পেলব অধরোষ্ঠ কুঞ্চিত করিয়া দিল।

কিছু আবরণের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইবার ইচ্ছা করিল। তাহার কোমল—প্রসূন-পেলব গাত্র-চর্ম্ম প্রহারভয়ে যেন কুঁকড়াইয়া কুঁকড়াইয়া যাইতে লাগিল !

"আমি ফেলি নি—আমি করি নি—আমি করি নি—আমি করি নি —!"

এই মিথ্যা বলিবার সময় তাহার দুই গাল যেন পুড়িয়া যাইতে লাগিল ! কিন্তু সে ভাবিল যে, সে আর মার খাইতে সমর্থ হইবে না। কিন্তু মাষ্টার টানিয়া মণুর গায়ের লেপ কাড়িয়া
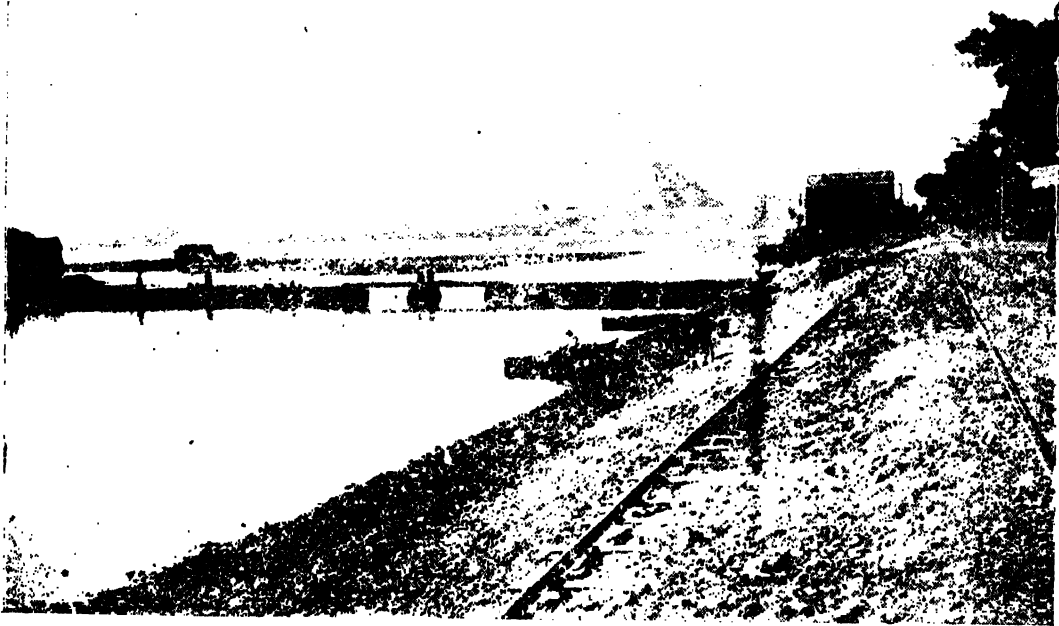
এই স্থানটি এখন তুর্কীর সুলতানের হাতহইতে ইংরাজের হাতে আসিয়াছে।

"না, আমি আর মিথ্যে কথা ব'ল্‌তে পারি না !'—এই ভাবিয়া সে স্থির করিল, মাষ্টারকে সত্য কথাই বলিবে।

কিন্তু মাষ্টার তাহার কাছে ঘেঁসিয়া আসিল। তখন তাহার চক্ষুর্দ্বয়ে যেন একটা হিংসাবহ্নির জ্বালা ফুটিয়া বাহির হইতেছে, তাহার ললাটে একটা অতি কুটিল ভ্রূকুটির চিহ্ন প্রকটিত হইয়াছে—সে যে, কি ভয়ঙ্কর ভ্রূকুটি, মণু তাহার বর্ণনাই করিতে পারে না ! এবং তাহার দক্ষিণ-পাণি উদ্যত বজ্রের মত ঊর্দ্ধে উত্তোলিত রহিয়াছে ! মণুর স্মরণ হইল, এই কিছু ক্ষণপূর্ব্বেও ঐ হস্ত এবং ঐ লোক তাহাকে কি নির্দ্দয়রূপেই না প্রহার করিয়াছে ! শামুকের গায়ে আঘাত করিলে, সে যেমন তাহার সমস্ত শরীরটা স্বীয় কঠিনাবরণমধ্যে টানিয়া লয়, মণুও তাহার শরীর ঐরূপ একটা

লইল, তখনও তাহার হাতে মাষ্টারের সেই পাৎলা 'বডি-জামা,' যাহার দ্বারা সে মেঝে পরিষ্কার করিবার বৃথা চেষ্টা করিয়াছিল ! তখন মাষ্টার তাহার শরীরের ও বিছানার অবস্থাও স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইল !

পদ্মমুখী ক্রোধে জ্ঞান হারাইল এবং অতি নির্দ্দয়তাবে বহুক্ষণ ধরিয়া সেই অপোগণ্ড শিশুকে প্রহার করিতে লাগিল। তাহার ক্রন্দন শুনিয়া মিণু সেইস্থানে ছুটিয়া আসিল। সে তাহার ভাই-টিকে ছাড়িয়া দিবার জন্য যত করুণ আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল, পদ্মমুখীর ক্রোধ ততই 'হু হু' করিয়া বাড়িয়া যাইতে লাগিল ! মিণু রোদন-জড়িত কণ্ঠে কহিল, "আমি নিশ্চয়ই বাবাকে ব'লে দোব। আমায় ছেড়ে দাও, দোর খু'লে দাও ব'ল্‌চি, শীগ্‌গির।"

কিন্তু সেই কক্ষের দ্বার মিণু প্রবেশ করিবার পর মাষ্টার বন্ধ করিয়া চাবি আঁটিয়া দিয়াছিল। সুতরাং সেই ক্ষুদ্রা বালিকা আকুলভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

মণুর পাশে শুইয়া কান্না থামাইয়া সে চুপি চুপি কহিয়াছিল, "ভাই, কাল নিশ্চয়ই বাবাকে ব'লে দোব। মা যখন ভাল হ'বেন তখন মাকেও ব'লে দোব—!" বলিতে বলিতে সে ঘুমে ঢলিয়া পড়িয়াছিল—তাহার ঘনবিরচিত পক্ষ্মরাজির উপর তখন দুই ফোঁটা অশ্রু ঢল-ঢল করিতেছিল!

প্রভাতে যখন সে শয্যাত্যাগ করিল, তখনও তাহার মনোভাবের পরিবর্ত্তন হইল না! সকালে সকলে যখন খাইতে বসিল, তখন কথাটা সে আগাগোড়া তোলাপড়া করিয়া লইল।

খাদ্য সেদিন অত্যন্ত বিস্বাদ-বোধ হইল; মাষ্টার তখনও রাগিয়া আগুন হইয়া ছিল! তাহার কটাক্ষে অম্লরসের এতটা আধিক্য ছিল যে, দুধের বাটিতে সে দৃষ্টি পড়িলে দুধও ফাটিয়া যাইতে পারিত। তাহার সমস্ত কথাবার্ত্তা তীক্ষ্ণ, ক্রোধপূর্ণ ও বিদ্রূপব্যঞ্জক ছিল!

মণু সেদিন মণুর মত মোটেই ছিল না। তাহার গণ্ডদ্বয়হইতে কুসুম্ভ-কুসুমের বর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছিল, তাহার চক্ষুর্দ্বয় আনত ছিল, তাহার ওষ্ঠ মাঝে মাঝে স্মিতকুঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল না—এইরূপ ওষ্ঠ বক্র করা দেখিয়া তাহার জননী হাসিয়া বলিতেন, "মণুবাবুর ঠোঁটে রামধনু নেমে আসে!"

সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় কিন্তু এই যে, মণুবাবুও সে দিন কথা না কহিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল। কারণ মণুর পক্ষে জ্ঞানতঃ অর্দ্ধ মিনিটও কথা না কহিয়া থাকা একটি পরম বিস্ময়ের কথা ছিল! তদ্ভিন্ন সে আদৌ ক্ষুধার্ত্ত ছিল না; তাহার খাদ্য দ্রব্য সমস্তই যেন তিক্ত ও বিস্বাদ বলিয়া বোধ হইতেছিল!

সে মাঝে একবার একটি প্রবল দীর্ঘশ্বাস-পরিত্যাগপূর্ব্বক খাদ্যপাত্রহইতে হাত তুলিয়া লইয়া নিম্নকণ্ঠে কহিল, "আমি আর খেতে পারি নে।"

পদ্মমুখী তীব্রস্বরে কহিল, "ন্যাকামো করিস্ নে ব'ল্'চি, মণে! —পুঁটেখানেক ছেলে তা'র আবার খাওয়া নিয়ে অত ভিটুকিলমী দে'খ্‌লে হাড় জ্ব'লে যায়! সাপ, বেং, ছুঁচো যা' পাতে দেবে সোণা-হেন মুখ ক'রে খেয়ে উ'ঠে যা'বি!"

"আমি আর খেতে পা'র্‌ব না—গি'ল্‌তে পা'র্‌'চি না!"

"দেখ্, মণে, ভাল চা'স্ তো খা—নইলে এম্‌নি মজাটি টের পা'বি!"

"আর খেলে, আমার পেট ফেটে যা'বে!"

পদ্মমুখী তাহার প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিল, সে দৃষ্টির মধ্যে যেন শত সহস্র ছুরী-ছোরা লুক্কায়িত ছিল! মণু তাড়াতাড়ি আর এক গ্রাস ভাত মুখে তুলিয়া দিল। কিন্তু গিলিবার সময় তাহার গলার মধ্যে একপ্রকার অদ্ভুত শব্দ বাহির হইল!

মাষ্টার কহিল "অসুখ ক'রে ব'স না একবার, মজা টের পা'বে!"

মিণুর দুই চক্ষু দিয়া আগুনের হল্কা বাহির হইতেছিল, কিন্তু সে স্তব্ধ, 'কাঠ' হইয়া বসিয়াছিল! কেবল নীরবে সমস্ত ঘটনা-লক্ষ্য করিয়া যাইতেছিল। পদ্মমুখী এই সময় উঠিয়া শেল্‌ফের উপরহইতে তাহার নিজের জন্য একটি আম পাড়িতে গেল! বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষিপ্রতাসহকারে মিণু তাহার খালি পাত্রটি মণুর সম্মুখে রাখিল এবং তাহার পাত্রটি নিজে লইল। যখন মাষ্টার পুনরায় আসিয়া বসিল,

তখন সে তীব্র কটাক্ষে মণুর পাতের দিকে চাহিয়া দেখিল যে, সে তাহার আদেশ-পালন করিয়াছে কি না ?

সে কহিল, "থাক্, খেয়ে নিয়েছিস্ ব'লে ত'রে গেলি এইবার, যদি অবাধ্য হ'তিস্ তো আজ তোকে যে, কি না ক'র্‌তুম, তা' ব'ল্‌তে পারি নে!"

মণু একটু বিষণ্ণ হাসি হাসিয়া ভগিনীর দিকে চাহিল। মিণু কিন্তু ধরা পড়িবার ভয়ে সেই হাসিতে যোগ দিল না। যাহাই হউক, সে যে মণুর পাত্রটি বদ্‌লাইয়া লইয়া তাহাকে বিপন্মুক্ত করিতে পারিয়াছে, এই ভাবিয়া মনে মনে অত্যন্ত সুখী হইল।

মণু পরে বলিয়াছিল, "দিদি-ভাই, সেদিন যদি তুমি তাড়াতাড়ি থালাটা না ব'দ্‌লে নিতে, তা' হ'লে আমার ঠিক্ তা'ই হ'ত। নিশ্চয়ই জানি, আমার ভেতরে যা' হ'চ্ছিল, ঠিক তা'ই হ'ত!"

"কি হ'ত ?"

"ফেটে যেতো!"

"পেট ?"

"না, বুক। এম্‌নি ধড়্ ফড়্ ক'র্‌ছিল!"

এই কথা বলিতে বলিতে সে তাহার মাথাটি নত করিল এবং অত্যন্ত বিজ্ঞের ন্যায় মুখ গম্ভীর করিয়া ফেলিল। ছোট ভাইটির এই কথা শুনিয়া মিণুর ক্ষুদ্র হৃদয়খানি যেন মুচ্‌ড়াইয়া গেল, তথাপি সে মণুর মুখভঙ্গীতে না হাসিয়া থাকিতে পারিল না!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

[দড়ি সত্যই ছিঁড়িল]

ভোজন সমাপ্ত হইবামাত্রই মিণু ছুটিয়া নীচে নামিয়া গেল। তাহার স্থির বিশ্বাস ছিল, বাহিরের ঘরে তাহার বাবাকে সে বসিয়া প্রত্যহ নিয়মমত যেমন খবরের কাগজ পড়িতে দেখে, তেমনই আজও দেখিবে। সে বাহিরের ঘরে উঁকি মারিয়া দেখিল, কিন্তু তাহার পিতাকে তথায় দেখিতে পাইল না। টেবিলের উপর অন্য দিন যেমন অনেক চিঠী পড়িয়া থাকে, আজ সেরূপ দেখিল না। টেবিলের উপর পরিস্কার ছিল। ঘরখানিও খুব পরিচ্ছন্ন ছিল, অন্য দিনের মত ছেঁড়া কাগজ ময়লার ঝুড়িতে পড়িয়া ছিল না। সে তখন ছুটিয়া তাহার মাতার রুদ্ধদ্বার কক্ষের সম্মুখে আসিয়া অতি সন্তর্পণে দ্বারে মৃদু করাঘাত করিল। তাহার মাতার সেবার জন্য যে শুশ্রূষাকারিণী নিযুক্তা হইয়াছিল, সে ধীরে ধীরে দ্বার খুলিয়া বাহিরে মিণুকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বিস্মিতা হইল। পিতার বা ডাক্তারের অনুমতি না পাইলে এবং তাহার মাতা স্বয়ং না ডাকিয়া পাঠাইলে এই দুইটি শিশুর কেহই রোগশয্যায় শায়িতা তাহাদের জননীকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বিরক্ত করিত না।

শুশ্রূষাকারিণী কহিল, "কি, মিণুরাণি, কিছু দরকার আছে ?"

মিণু কহিল, "না, কিছু দরকার নেই। হ্যাঁগো, বাবা এখানে আছেন ?"

"না, তিনি এখানে নেই, তোমার মাও ঘুমোচ্ছেন। খুব আস্তে আস্তে কথা বল।"

কক্ষের জানালাগুলি সব বন্ধ ছিল। কাচের শার্সির উপর পুরু সবুজবর্ণের ভারী পর্দ্দাগুলা টানিয়া দেওয়া হইয়াছিল; ঘরের মধ্যে খুব অল্প আলোকই ছিল, এবং অনেকপ্রকার ঔষধ ও ফিনাইল প্রভৃতির গন্ধ মিশ্রিত হইয়া কক্ষের বায়ু যেন ঈষৎ ভারাক্রান্ত হইয়াছিল। এক মুহূর্ত্তে মিণুর তরুণ মন বিষণ্ণ হইয়া গেল। সে অত্যন্ত চেষ্টায় সহিত লক্ষ্য করিয়া শয্যার উপর তাহার মাতার দেহের কেবল আবছায়াটি দেখিতে পাইল। অন্ধকার চোকে একটু সহিয়া আসিলে সে দেখিল, তাহার জননী তাহার দিকেই মুখ ফিরাইয়া শ্রান্তভাবে অতি ধীরে ধীরে নিশ্বাস টানিয়া নিদ্রা যাইতেছেন!

মিণু চাপা গলায় করুণভাবে বলিয়া উঠিল, "হে ভগবান্, মাকে আমার শীগ্‌গির ভাল ক'রে দাও। আমরা কত দিন মার কাছে গল্প শু'ন্‌তে পাই নি! হ্যাঁগো, মার সঙ্গে কথা কইব। না, মা ঘুমুচ্ছেন, কথা কইতে এখন দেবে না ?"

শুশ্রূষাকারিণী সদয়কণ্ঠে স্নেহের সহিত বলিল, "না, দিদি, এখন ঘুম ভাঙিয়ো না। কথা কইবে বৈ কি। আরও দু'-পাঁচদিন যা'ক্, তখন এসে গল্প ক'র'। তোমার মা দে'খ্‌ছ তো কিরকম দুর্ব্বল হ'য়ে প'ড়েছেন, এখন কথা শু'ন্‌তেও পা'র্‌বেন না, আর শু'ন্‌লেও বু'ঝ্‌তে পা'র্‌বেন না।

"মা কবে এই ঘরথেকে বেরোবেন ?

"শীগ্‌গিরই। ভগবানের ইচ্ছেয় দিন-কতকের মধ্যেই ভাল হ'য়ে যা'বেন।"

আমরা কারুর সঙ্গে কথাটি কইতে পাই না!"

"ক'দিন দেরী কর। তা'র পর মার সঙ্গে কথা কইবে এখন। আর এখন তোমার বাবার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইবে। তোমাদের যা' কিছু ব'ল্‌বার আছে, তাঁ'কে ব'ল্‌লেই তো হ'বে।"

"হ্যাঁ, ঠিক হ'বে, বাবাকেই ব'ল্‌ব এখন।" মিণুর মুখ পুনরায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহার পর সে কহিল, "কিন্তু মা ভাল হ'লে তাঁ'কেও আবার সব কথা ব'ল্‌'ব।"

"আচ্ছা ব'ল' এখন। ভগবানকে ব'ল', যেন তিনি তোমার মাকে শীগ্‌গির আরাম ক'রে দেন। তোমাদের মত ছেলের কথা তিনি আগে শোনেন!"

ছোট্ট দুইখানি হাত ঊর্দ্ধে তুলিয়া, সেইখানে জানু পাতিয়া বসিয়া, মিণু কাতর-কণ্ঠে কহিল, "হে ভগবান্, ডাক্তারবাবু ব'লেছেন যে, পুজোর আগে মা নিশ্চয়ই ভাল হ'য়ে উ'ঠ্‌বেন। ডাক্তারবাবু কিছু জানেন না, অত দিন বুঝি মা শু'য়ে থা'ক্‌তে পারে? তুমি লক্ষ্মীটি, মাকে খু—উ—ব শীগ্‌গির ভালো ক'রে দিও, তা' হ'লে তোমায় আমি আরও ভাল বা'স্‌ব।"

শুশ্রূষাকারিণী এমনই একটি সন্তান হারাইয়াছিল, তাহার

দুই চক্ষু বাহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। সে মিণুকে মেঝের উপর-হইতে তুলিয়া বক্ষে লইয়া তাহার মুখে চুম্বন করিতে করিতে বলিল, "ভগবান্ তোমার কথা শু'ন্‌বেন, মিণুরাণি!"

মিণু ঝাঁকিয়া-বাঁকিয়া নিজেকে তাহার আলিঙ্গনহইতে মুক্ত করিয়া সলজ্জ হাসি হাসিয়া কহিল, "এ মা! আমি এত বড় হ'য়েছি, আমায় বুঝি আবার কোলে নেয়? মণু দে'খ্‌লে কি হ'ত?" বলিয়াই সে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

নামিতে নামিতে সে বামুণ-দিদির সাক্ষাৎ পাইল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা কোথায়, বামুণ-দি'?"

পাচিকা উত্তর করিল, "বাবু ক'ল্‌কেতায় গেছেন, গো মিণু-ঠাক্‌রুণ। আচ্ছা, মিণু, তোমায় তোমার বাবা কখন 'গোলাপটি', কখন 'মল্লিকারাণী' ব'লে ডাকেন কেন?"

"কি জানি?"

"এইটে বু'ঝ্‌লে না। গোলাপ-মল্লিকে-ফুলে যেমন গন্ধ থাকে, তেম্‌নি মানুষেরও গন্ধ আছে।"

"হ্যাঁ, সেই যে মা ব'ল্‌তেন একটা গল্প—'হাঁউ-মাউ-খাঁউ, মনিষ্যির গন্ধ পাঁউ'! আচ্ছা, বামুণ-দি,' আমরা মানুষের গন্ধ পাই না কেন, ও বুঝি সুধু, বাঘেই পায় না?"

"আহা, সে গন্ধ নয় গো, সে গন্ধ নয়। গন্ধ কা'কে বলে, জান? এই মানুষের গুণকে। তুমি লক্ষ্মী মেয়ে, তাই তোমার বাবা ফুলের নাম দিয়ে আদর ক'রে তোমায় ডাকেন।"

"ও বুঝেছি—আমি কিন্তু তা' হ'লে গোলাপ হ'ব, মল্লিকে হ'ব না, কেবল সাদা রং, গোলাপ-ফুলের কেমন লাল টক্‌টকে রং, না বামুণ-দি'?"

"আরে পাগ্‌লি, তা'তে কি আসে যায়? জানিস্, একটা কথা আছে, 'নামে কি করে?

গোলাপে যে নামে ডাক সুগন্ধ বিতরে?'

বামুণ-দিদি লেখাপড়া জানে। ভদ্র ঘরের বিধবা। দুরবস্থায় পড়িয়া পেটের দায়ে পাচিকার কর্ম্ম-স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

"হ্যাঁ, তা' বটে।"

মিণু জানিত না যে, উপরোক্ত কবিতাটি একজন খুব বড় কবির রচনা। তাই সে ভাবিল যে, বামুণদিদি অম্‌নি একটা কথা বলিয়া দিল। সত্যিই তো ফুলের যে নাম ইচ্ছেই দাও না কেন, তাহার কি গন্ধের কোন পার্থক্য হয়?

কিন্তু পাচিকার কথায় তাহার আর একটি চিন্তা মনে উদিত হইল। সে কহিল, "হ্যাঁ, বামুণ-দি', বাবা আজ এত সকাল সকাল গেছেন কেন?"

"কি জানি! বোধ হয়, কাল আপিসে কাজ বাকী প'ড়েছিল, তাই শেষ ক'র্‌বার জন্যে আজ তাড়াতাড়ি গেছেন! তোমার বাবা কিরকম খাটেন, দে'খ্‌ছ তো? কাজ মোটেই ফেলে রা'খ্‌তে চান না। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে' তবে তোমার-আমার খাওয়ার যোগাড় করেন, বু'ঝ্‌লে?"

"বা রে! সুধু বুঝি তুমি আর আমি খাই। সকলেই তো খায়—তা'-ছাড়া কত জিনিষও তো কেনেন! আবার বাক্সে দেখি'চি, কত রাণীমুখো টাকা! খালি তোমার-আমার খাওয়ার যোগাড় করেন বুঝি? সবই তিনি করেন, না, বামুণ-দি'?"

"হ্যাঁ, সবই করেন।"

"হ্যাঁ, বামুনদি', ক'ল্‌কেতায় কোথাথেকে টাকা আনেন বাবা, বল না? কা'র জন্যে খাটেন, কে টাকা দেয়?"

"ক'ল্‌কেতায় 'হেণ্ডারসনের' বাড়ী কাজ করেন। সেইখানকার মেজবাবু যে, তোমার বাবা। সব চেয়ে, শুনি'চি, নাকি হেণ্ডারসনই সকলকে খুব বেশী খাটিয়ে নেয়। থাক্‌গে এখন, মিণুরাণী, ছুটে পালাও দেখি, আর তোমার সঙ্গে ব'ক্‌তে গেলে আমার রান্নাবান্নাই আজ হ'য়ে উ'ঠ্‌বে না!"

এই সাহেবের সঙ্গে যৌথ কারবার খুলিয়া রামধনবাবু আজ এত ধনী হইয়াছেন।

"আর একটী কথা, বামুণ-দি', লক্ষ্মীটি তোমার পায়ে পড়ি। হ্যাঁগো, 'হাণ্ডিরাসান্' থাকে কোথায়?

"কি জানি, বাপু, চৌরঙ্গীতে বুঝি।"

"রোজ 'হাণ্ডিরাসান্' সেখানে আসে?"

পাচিকা এক গাল হাসিয়া কহিল, "হ্যাঁ"। তাহার পর তাড়াতাড়ি আপনার কার্য্যে চলিয়া গেল।

মিণু আশ্চর্য্যান্বিতা হইল যে, পাচিকা অত হাসিল কেন। যাহাই হউক, তাহার তাহাতে কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই, সে যাহা জানিবার ইচ্ছা করিয়াছিল, তাহা জানিয়াছে। হয় তো তাহাকে পাচিকা বলিয়া বসিত, 'তুমি আরও বড় হও, তখন সব জা'ন্‌বে!" তা' না বলিয়া যে সে তাহার সকল প্রশ্নেরই উত্তর দিয়াছে, ইহাতেই সে অত্যন্ত তৃপ্তি-বোধ করিল। প্রায়ই তাহার বিভিন্ন বিষয়ের জরুরী প্রশ্নের উত্তর পাইত, 'বড় হও, বু'ঝ্‌তে পা'র্‌বে।' এ ক্ষেত্রেও যে, সেই মামুলী পথ ধরিয়া তাহার বামুণ-দিদি তাহাকে হতাশ করে নাই, ইহাতে সে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

যখন সে মণুর নিকট ফিরিয়া আসিল, তখন মণু তাহাকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, "কি, দিদি-ভাই, বাবাকে ব'লেছ?"

মিণুও চাপা গলায় উত্তর দিল, "বাবা, ভাই, ক'ল্‌কেতা চ'লে গেছেন। সন্ধ্যেপর্য্যন্ত দেরী ক'র্‌তে হ'বে।"

মণুর মুখ বিষণ্ণ হইয়া গেল, সে ঘাড় নীচু করিল।

একটি দীর্ঘশ্বাস-পরিত্যাগ করিয়া সে কহিল, "বাবা! সন্ধ্যে-পর্য্যন্ত, এত ক্ষণ?—মাষ্টার সারাদিনই কিরকম ক'র্‌বে!"

সন্ধ্যাপর্য্যন্ত বসিয়া থাকা প্রকৃতই অতিকষ্টকর, ঐ কথা মিণু অস্বীকার করিতে পারিল না; সত্যই তো সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তাহাদের অদৃষ্টে অনেক নিগ্রহ ঘটিতে পারে।

পদ্মমুখী কহিল, "কি অত গুজোগুজি ফুসোফুসি ক'র্'চিস্ রে দু'জনে? যেন স্বামিস্ত্রীতে কথা হ'চ্ছে। দেখ্, ব'লে রা'খ্'চি আমি, যে কথা সকলের কাছে ব'ল্'তে ভয় হয় বা লজ্জা করে, সে কথা না বলাই ভাল।"

মণু হাসিয়া কহিল, "হ্যাঁ, ভাই-দিদি, তুই আমার বউ হ'বি। আমি তোর বর হ'ব। বাঃ! তা' হ'লে বেশ মজা হয় কিন্তু!"

মিণু লজ্জিত হইয়া সবেগে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "দুর্, না, না, তা' কক্‌খনো হ'বে না, এ মারে! আমি কক্‌খনো বউ হ'ব না!"

"কেন, ভা'ই, বেশ তো, বে হ'লে আর কেউ আমাদের মা'র্'তে পা'র্'বে না।"

"না! ছিঃ! কক্‌খনো না!"

পদ্মমুখী তীব্রকণ্ঠে কহিল, "চুপ্ কর্ ব'ল্'চি, ডেপোগুলো!"

"ছোট ছেলেমেয়েদের পক্ষে, দে'খ্'চি, কিছু করাই উচিত নয়!"

"নয়ই তো। খালি বড়লোকে যা' ব'ল্'বে সেই মত কাজ ক'রে যা'বি।"

মণু নিরুৎসাহিত হইয়া কহিল, "ও! কিন্তু তা'তে মজা নেই মোটে!"

"চ'লে আয় শীগ্‌গির্"—বলিয়া পদ্মমুখী তাহার হাত সবলে ধরিয়া আকর্ষণ করিল।

"উঃ, বাবা! অত জোরে ধ'র্'চ কেন, লাগে যে! সুশীলা-দিদি কেমন নরম ক'রে ধ'র্'ত।"

"আমি তো আর সুশীলা-দিদি নই!"

মিণু কহিল, "তা'র মতন একটুও নও। সুশীলা-দিদি কেমন লক্ষ্মী ছিল।"

"নগর চেয়ে কানন ভাল, নাইকো হেথায় কোলাহল।"

মণু কহিল, "আমরা যা' ব'ল্'ছিলুম, তা' ব'ল্'তে লজ্জা পা'ব কেন? সে আমাদের লুকোনো কথা—তুমি যা'তে না শু'ন্'তে পাও, তাই কাণে কাণে ব'ল্'ছিলুম!"

"এক থাপ্পড়ের চোটে লুকোনো কথা গল্ গল্ ক'রে বা'র ক'রে নিতুম। এখন আমার সময় সেই ব'লে বেঁচে গেলি!

সে তাড়াতাড়ি বস্ত্রাদি-পরিবর্ত্তন করিয়া সুসজ্জিত হইয়া লইল। মিণু ও মণু তাহার আদেশে পোষাক পরিয়া লইল। তাহার পর তাহারা রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল।

মণু জিজ্ঞাসা করিল, "আমরা কোথায় যা'ব?"

"পুঁটেখানেক ছোঁড়ার আর অত জেরা ক'র্'তে হ'বে না। অত বেশী বকা তোদের উচিত নয়।"

"তা' বই কি। ভাজা মাছটিপর্য্যন্ত উল্টে খেতে জা'ন্'তেন না!"

মণু হাসিয়া কহিল, "আহা, তা' বুঝি আবার হয়! মাছ পাতে প'ড়্'লে সকলেই তো উল্টে দু'দিক্ই খায়। মাছ বরং জলে থা'ক্'লে হাতথেকে হ'ড়্'কে যায়, উল্টোনো যায় না। ঠিক যেন—।"

সে সহসা থামিয়া গেল। সে বলিতে যাইতেছিল "ঠিক যেন কলার খোসার মত হ'ড়্'কে যায়।" কিন্তু তাহার মনে পড়িয়া গেল, ঐ জিনিসটা উপলক্ষ করিয়া তাহাকে কি নির্য্যাতনই না ভোগ করিতে হইয়াছিল! কাজেই সে চুপ্ করিয়া যাওয়া নিরাপদ্ মনে করিল।

সেই সময় তাহারা সম্মুখের দিকে কাচমণ্ডিত একটি দোকান-

ঘরের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। মোমনির্ম্মিত একটি পূর্ণাঙ্গী স্ত্রী-মূর্ত্তি একটি কাচের জানালার পশ্চাতে স্প্রিংএর সাহায্যে ধীরে ধীরে ঘুরিতেছিল ও মাথা নাড়িতেছিল। সেই মূর্ত্তিটী একটি হরিদ্রা-বর্ণের রেশমের পরিচ্ছদ পরিয়াছিল—তাহার গলার দুই পার্শ্বে স্কন্ধদ্বয় অনাবৃত ছিল, এবং তাহার গলদেশে একটি মুক্তার হার বিলম্বিত ছিল। তাহার চক্ষুর্দ্বয় মৃতের ন্যায় ভাবব্যঞ্জনাবিহীন ছিল, কিন্তু তীব্র কটাক্ষ-পূর্ণ ছিল। তাহার কেশরাশি চর্ব্বিসাহায্যে অতি আশ্চর্য্যভাবে কুঞ্চিত ও তরঙ্গায়িত সজ্জিত ছিল।

মণু কহিল, "ও, দিদি-ভাই, এইবার বু'ঝ্‌তে পেরেছি, আমার চুল কাটা হ'বে।"

পদ্মমুখী কোন উত্তর দিল না। সে দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং শিশুদ্বয়কে তাহার পশ্চাদনুসরণ করিতে কহিল। তাহারা তৎক্ষণাৎ ভিতরে আসিয়া পঁহুছিল। মণু আদৌ ভীত হয় নাই। তাহার ধারণা ছিল যে, তাহার চুলগুলা কাটিয়া ফেলিলেই তাহাকে খুব বড় দেখাইবে, কেহই আর তাহাকে ছোট ছেলেটি বলিতে পারিবে না। মিণু কিন্তু তখন কাঁদিবার উপক্রম করিতেছিল। সে মণুর কুঞ্চিত চুলগুলির জন্য অত্যন্ত গর্ব্ব-অনুভব করিত এবং ভাবিত যে, চুল কাটিলে, তাহার স্নেহের ছোট ভাইটি দেখিতে আর তত সুন্দর থাকিবে না। তাহার জননীও এই কেশগুচ্ছগুলির জন্য গর্ব্ব-অনুভব করিতেন। তিনি সুস্থ হইয়া যখন দেখিবেন, মণুর মাথায় সেইরূপ চুল নাই, তখন কি বলিবেন, কি ভাবিবেন! সে বিস্ময়ের সহিত ভাবিল, তাহার পিতা কি এই সব কথা ভাবিয়াছিলেন?

যে বাবুটির এই দোকান, তাহাকে দেখিয়া বড়ই আমুদে লোক বলিয়া বোধ হইল। তাহার মতন সুবৃহৎ ও সুচিক্কণ 'টাক্' মণু ও মিণু জন্মেও কখনও দেখে নাই। তাহারা মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল। বাবুটি অনেকক্ষণ ধরিয়া পদ্মমুখীর সহিত হাসি-গল্প করিতে লাগিল। দেখিয়া বোধ হইল, তাহাদের পূর্ব্বহইতেই ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। মণু ও মিণুর বোধ হইল যে, তাহাদের মাষ্টার যেন সে লোকই নহে। সে তখন এত অবিশ্রান্ত হাসিতেছিল, এমন স্ফুর্ত্তি করিতেছিল, এমন মধুরস্বরে বাবুটির সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিল যে, তাহাকে সম্পূর্ণ নূতন লোক বলিয়াই বোধ হইল। তাহারা যাহা কিছু বলিয়াছে, মাষ্টার তাহারই প্রতিবাদ করিয়াছে, কিন্তু এই বাবুটি যাহা কিছু বলিতেছে, মাষ্টার তখনই তাহাতেই রাজী হইতেছে! ক্রমশঃই তাহারা আনন্দে এতটা মাতিয়া উঠিল যে, মণুর সন্দেহ হইল যে, তাহার চুল-ছাঁটা হইবে কি না! অবশেষে হঠাৎ সেই বাবুটি বলিয়া উঠিল, "আয় রে খোকা-খুকি! এই ঘরে আয়!" (ক্রমশঃ)

বায়স্কোপে বামা

শ্রীযুক্ত হরিদাস ঘোষ-সংকলিত

আজকাল বায়স্কোপ সকলেরই খুব প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। চলন্ত ট্রেণে আরোহণ, পঞ্চাশ মাইল বেগে ধাবমান মোটর-গাড়ী-হইতে লম্ফ-প্রদান প্রভৃতি নানাপ্রকার বিস্ময়জনক ও রোমাঞ্চকর ব্যাপার আমরা বায়স্কোপের দ্বারা সজীবভাবে দেখিতে পাই। অনেকের ধারণা যে, ছবিগুলি সব মিথ্যা, কিন্তু যাহা বায়স্কোপে দেখান হয়, তাহার অধিকাংশ সত্যসত্যই ঘটিয়া থাকে। বায়স্কোপের অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের ইহার জন্য যে, কত বিপদের ভিতর দিয়া যাইতে হয়, তাহার সংখ্যা নাই; এমন কি, সময়ে সময়ে তাঁহাদের প্রায়-সংশয়পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ, আজকাল সকলেই বিচিত্র পুলক-সঞ্চারিণী ঘটনার পক্ষপাতী; সেইজন্য বায়স্কোপের চিত্রফলকগুলিকে (film) তদনুরূপ করিতে হয় এবং তাহা করিতে হইলেই অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের বিপদের যথেষ্ট আশঙ্কা আছে; সুধু আছে বলিলেই যথেষ্ট হইল না। অধিকাংশ ছবি-প্রস্তুত-ব্যাপারে তাহাদের যে, কতশত বিপদে এবং হাস্যকর অবস্থায় পড়িতে হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই।

আমেরিকান্ বায়োগ্রাফ্ কোম্পানীর মিস্ ডাফ্‌নী ওয়েন্ একবার একখানি ছবির জন্য পাশাপাশি ধাবমান্ দুইটি ঘোড়ার একটিহইতে অপরটিতে লাফাইয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেছিলেন; প্রথম চেষ্টাতেই একেবারে পপাত ধরণীতলে; তাহাতে তাঁহার হাতের কব্জা ও ঘাড় মচ্‌কাইয়া গেল। দ্বিতীয়বার চেষ্টা করিয়া যদিও তিনি ঠিক অপর ঘোড়াটার উপর গিয়া বসিলেন, তবুও তাহার একখানি পা দুইটি ঘোড়ার পরস্পর পেষণে একেবারে ভাঙিয়া গেল। তাঁহাকে ইহার জন্য কিছুদিন বিছানায় পড়িয়া থাকিতে হইয়াছিল।

কালেম্ কোম্পানীর মিস্ জিন্ গণ্টায়ার একখানা নাটকে কুমারী মরিয়মের ভূমিকা-গ্রহণ করিয়াছিলেন। অভিনয়-কালে তাঁহারা একবার খুব বিপদে পড়িয়াছিলেন। তুরস্ক গভর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া মিস্ গণ্টায়ার, যন্ত্রচালক এবং অন্যান্য কয়েক জন অভিনেতা ও অভিনেত্রী, স্থানীয় দৃশ্যের জন্য প্যালেষ্টাইনে গিয়াছিলেন। যখন তাহারা একটা বনের মধ্যে অভিনয় করিতেছিলেন এবং যন্ত্রচালক ক্যামেরা চালাইতেছিল, তখন একদল বেদিয়া তাঁহাদের ঘেরিয়া-ফেলিয়া বন্দী করিল। অনেক কষ্টের পর

৫০০ ডলার (প্রায় ১৫৬০৲ টাকা) দিয়া, তাঁহারা মুক্তিলাভ করিলেন।

কালেম্ কোম্পানী আর একবার একখানি যুদ্ধচিত্র তুলিতে-ছিলেন। শত্রুরা ঘোড়ায় চড়িয়া নদী পার হইয়া পলায়ন করি-তেছে,—ইহাই ছবির বিষয়। একজন অভিনেতা হঠাৎ ঘোড়া-হইতে নদীর ভিতর পড়িয়া গেলেন, আর তাঁহার পা পা-দানীতে আটকাইয়া রহিল। সেই সময়ে মিস্ মেরী কুপার-নাম্নী একজন অভিনেত্রী তাঁহাকে উদ্ধার না করিলে, সে যাত্রা তাঁহার রক্ষা পাওয়া ভার হইত।

উক্ত কোম্পানীর মিস্ অ্যানা নিল্‌সন নাম্নী আর একজন অভি-নেত্রী একবার অভিনয়কালে, একখানি ঘোড়ার গাড়ীর পিছনে চড়িয়া পলায়ন করিতেছিলেন; গাড়ীখানা সবেগে ছুটিতেছিল; হঠাৎ একখানা বড় পাথরে চাকা লাগায়, গাড়ীখানায় ভয়ানক ঝাঁকানি লাগিল, আর মিস্ নিল্‌সন্ তখনই গাড়ীহইতে রাস্তায় পড়িয়া গেলেন। তাঁহার খুব বেশী আঘাত লাগে নাই বটে, কিন্তু পুনরাভিনয়ের পূর্ব্বে তাঁহাকে মাথা ঠিক করিবার জন্য কিছুদিন বিশ্রাম করিতে হইয়া-ছিল।

ইটালীয় কোম্পানীরা খুব রোমাঞ্চকর দৃশ্যের অবতারণা করিতে পারে এবং গ্লোরিয়া কোম্পানীর মিস্ বেমা রিভা এ বিষয়ে পটিয়সী। একটা দৃশ্যে নায়ককে উদ্ধার করিবার জন্য তাঁহাকে জলন্ত গৃহে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। সেই ধোঁয়া ও অন্ধকারের ভিতর দিয়া তিনি সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন, কিন্তু হঠাৎ পা পিছ্‌লাইয়া পড়িয়া গিয়া তাঁহার গোড়ালী মচ্কাইয়া গেল। তাহাতেও পশ্চাৎপদ না হইয়া তিনি আবার উঠিতে লাগিলেন এবং নায়কের ঘরে পঁহুছিয়া যন্ত্রণায় তৈলসিক্ত জলন্ত কাপড়ের উপর অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কাপড়ে আগুন লাগিয়া গেল। নায়ক তাড়াতাড়ি নিজের কোট খুলিয়া, আগুনের উপর চাপাইয়া, আগুন নিভাইয়া ফেলিলেন; তাহার পর মিস্ রিভাকে বহন করিয়া বাড়ীর বাহিরে আনি-লেন। ঘটনাটি নাটকের গল্পের ঠিক উল্টা হইল, কিন্তু অভিনয় এত স্বাভাবিক হইয়াছিল যে, ছবিখানি নষ্ট করা হয় নাই।

মিস্ লিলিয়ান ওয়াকার ভাইটাগ্রাফ্ কোম্পানীর জন্য একবার অভিনয় করিতে গিয়া বরফের মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছিলেন। একটা বরফ-জমা নদীর উপর দিয়া পদ-চিহ্নের অনুসরণ করিতে করিতে মিস্ ওয়াকার হঠাৎ একজায়গায় নরম বরফের উপর পা দিয়া ফেলিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কাঁধপর্য্যন্ত বরফের মধ্যে ডুবিয়া গেল। তিনি চীৎকার করিয়া হাত ছুড়িতে লাগিলেন। একজন অভিনেতা সৌভাগ্য-ক্রমে তাঁহাকে তুলিয়া ফেলি-লেন, নতুবা তাঁহাকে সেই বরফের মধ্যেই প্রাণ হারাইতে হইত।

ব্যাব্‌স্ নেভিল-নাম্নী একজন অভিনেত্রীর একবার টেম্‌সের জল-কাদার সঙ্গে বেশ পরিচয় হইয়াছিল। অভিনয়ের বিষয় এই যে, একখানা নৌকার উপর ডাকাত পড়িয়াছে; দুই-দলে খুব পিস্তলের আওয়াজ হইতেছে। মিস্ নেভিল্ নৌকার ধারে দাঁড়াইয়া ছিলেন; হঠাৎ কিরূপে পা পিছ্‌লাইয়া তিনি টেম্‌সের অগাধ জলে অদৃশ্য
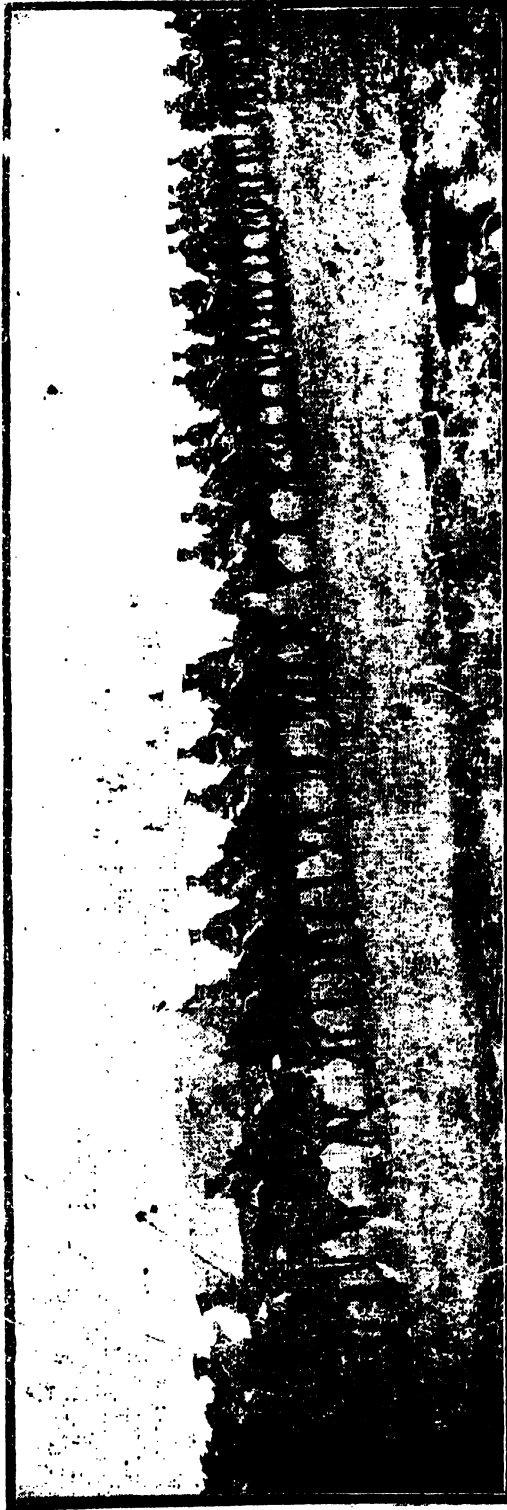
হইয়া গেলেন। সকলে তখনই নৌকাহইতে লাফাইয়া পড়িল এবং অনেক অনুসন্ধানের পর অজ্ঞান অবস্থায় তাঁহাকে নৌকায় তুলিল।

মিস্ ক্রিসি হোয়াইট্ একবার একখানা সামাজিক নাটকাভিনয় করিবার সময় এক হাস্যকর ব্যাপারের অবতারণা করিয়াছিলেন। একটি দৃশ্যে তাঁহাকে মা হইয়া সন্তানকে পরিত্যাগ করিতে হইবে; অভিনয়ের স্থান রেলগাড়ীর কম্পার্ট্‌মেণ্ট্। ট্রেণ প্লাট্‌ফর্মে দাঁড়াইয়া, মিস্ হোয়াইট্ একটি শিশু লইয়া গাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া, শিশুটির জন্য যেন বড়ই বিব্রত—এই ভাব দেখাইলেন। তাহার পর শিশুটিকে সেখানে উপস্থিত তাঁহার মাতার কাছে দিয়া চলিয়া গেলেন। এই ব্যাপার একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিলেন; প্লাট্‌ফরমের উপরিস্থিত ক্যামেরা তাঁহার চোখে পড়ে নাই। 'এই মেয়েটা তাহার সন্তানকে ত্যাগ করিয়া গেল', এই ভাবিয়া তিনি শিশুটিকে তাহার মাতার ক্রোড়হইতে ছিনাইয়া লইয়া মিস্ হোয়াইটের পিছনে পিছনে ছুটিলেন এবং তাঁহার কাছে পঁহুছিয়া সন্তান-ত্যাগের জন্য খুব তিরস্কার-আরম্ভ করিয়া দিলেন, তখন বায়স্কোপের অধ্যক্ষ ব্যস্ত হইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনারা আমার ছবিখানা নষ্ট ক'রে দিচ্ছেন কেন?" বৃদ্ধা যখন জানিতে পারিলেন যে, এই সকল ব্যাপার বায়স্কোপের জন্য অভিনীত হইতেছিল, তখন তিনি লজ্জায় বসিয়া পড়িলেন, তাহার পর উঠিয়া দেখিলেন যে, ট্রেণ তাঁহাকে না লইয়াই চলিয়া গিয়াছে।

"What happned to Mary ?"—এই ছবিখানা, বোধ হয়, অনেকেই দেখিয়াছেন। মিস্ মেরী ফুলার ইহাতে মেরীর অংশ অভিনয় করিয়াছিলেন। একটা দৃশ্যে তাঁহাকে সাততলা একখানা বাড়ীহইতে বিছানার চাদরের দড়ী পাকাইয়া তাহার সাহায্যে নীচে নামিতে হইয়াছিল। জানালাহইতে নামিয়াই, নীচের দিকে তাকাইয়া তিনি মূর্চ্ছা যাইবার মত হইয়া গেলেন। অধ্যক্ষ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন "আস্তে আস্তে নেমে আসুন!" কিন্তু মিস্ ফুলার সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া ভয়ে হড়্‌হড়্ করিয়া নামিয়া পড়িলেন। নীচে আসিয়া দেখিলেন যে, রজ্জুর সহিত ঘর্ষিত হওয়ায় তাঁহার হাতের ছাল উঠিয়া রক্ত বাহির হইতেছে। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "আমি বড় ভয় পেয়েছিলাম, না? যা' হ'ক, এ মন্দের ভাল হ'ল! দর্শকেরা এটাকে খুব বেশী রোমাঞ্চকর ব'লে মনে ক'র্‌বে।"

"Wild West"-নামক ছবিতে একটা দৃশ্য আছে—দুই ভগিনী নির্জ্জন পথে দাঁড়াইয়া,—ছোটটি কাঁদিতেছে, আর বড়টি তাহাকে সান্ত্বনা দিতেছে। যন্ত্রচালক খুব সাবধানে ক্যামেরা চালাইতেছে—পাছে কেহ আসিয়া ছবিটি নষ্ট করিয়া দেয়। কিন্তু সে যাহা ভয় করিয়াছিল, তাহাই হইল। একজন কৃষকযুবক অভিনেত্রী মিস্ অ্যালিস্ জয়েসের কান্না শুনিয়া, সেখানে ছুটিয়া আসিয়া, তিনি কি জন্য কাঁদিতেছেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিল। যন্ত্রচালক মহাকুপিত হইয়া তাহার দুই হাত ধরিয়া তাহাকে ঠেলিয়া দিল, কিন্তু তথাপি সে গেল না, বোধ হয়, মনে করিল, ইহারা খুব বিপদে পড়িয়াছে। তখন মিস্ জয়েস্ বলিলেন, "এ বায়স্কোপের ছবির জন্যে; তোমার ভাবনার কোন কারণ নেই!"

কোন ঔপনিবেশিকের ঘোড়া যদি কোন রেড্ ইণ্ডিয়ান্ চুরী করে, তবে ধরিতে পারিলে তাহার শাস্তি—নিকটস্থ বৃক্ষে ঝুলাইয়া ফাঁসী! প্যাথি কোম্পানীর অভিনেত্রী রেড্‌উইং একবার এইরূপ ফাঁসী যাইতে যাইতে বড় বাঁচিয়া গিয়াছিলেন! রেড্‌উইংকে রেড্ ইণ্ডিয়ান সাজিয়া একজনের ঘোড়া-চুরী করিতে হইবে—ইহাই হইতেছে ছবির বিষয়। রেড্‌উইং ভুলক্রমে, যাহার ঘোড়া লইবার কথা, তাহার না লইয়া, অপর একজনের ঘোড়া লইয়া পলায়ন করিলেন! সেই ঔপনিবেশিক দেখিতে পাইয়া ঘোড়ায় চড়িয়া তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিল এবং অবশেষে তাঁহাকে ধরিয়া ফাঁসী দিবার জোগাড় করিতেছে, এমন সময় অধ্যক্ষ, যন্ত্রচালক প্রভৃতি সেখানে আসিয়া পঁহুছিলেন। তখন ঔপনিবেশিক রেড্‌উইংকে ছাড়িয়া দিল।

জার্ম্মাণরা কিছু দিনহইতে, বায়স্কোপে রোমাঞ্চকর দৃশ্যের অবতারণা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মিস্ হেনী পোর্টেন একবার একটা যুদ্ধের একটা দৃশ্য-অভিনয়ের সময় গুপ্তচর হইয়া, শত্রুকর্ত্তৃক অধিকৃত একখানা বাড়ীর ছাদে উঠিয়া তাহাদের পরামর্শ শুনিতেছিলেন; কিন্তু বায়স্কোপের জন্য নির্ম্মিত সেই ক্ষণভঙ্গুর গৃহ হঠাৎ ভাঙিয়া পড়িল। মিস্ পোর্টেন মাথার উপরের টেলিগ্রাফের তার ধরিয়া ফেলিলেন; কিন্তু তারও তথৈবচ, ধরিতে ছিঁড়িয়া গেল। কিছু ক্ষণপরে তাঁহাকে ভগ্নস্তূপের ভিতরহইতে অতিকষ্টে বাহির করা হইল। যদিও তাঁহার বিশেষ কিছু অনিষ্ট হয় নাই, তবুও শরীরের অনেক স্থল কাটিয়া-ছিঁড়িয়া গিয়াছিল!

আর একটি হাস্যোদ্দীপনী ঘটনার কথা বলিয়া আমরা এই প্রবন্ধটির শেষ করিব। ম্যাম্‌সেল্ গেব্রিল্ রোবিন্‌কে প্যাথি কোম্পানীর একখানি ছবির জন্য একবার একটি দুর্গহইতে পলায়ন করিতে বলা হয়। সেই দুর্গটির চারিদিকে পরিখা এবং দেওয়ালের একদিকে খুব উচ্চে ছোট একটা জানালা ছিল; সেই জানালাটা দিয়াই পলায়নের পথ ঠিক হইল। সমস্তই প্রস্তুত। পরিখায় নৌকা উপস্থিত এবং দড়ির মই জানালাহইতে ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছে। ম্যাম্‌সেল রবিন আসিলেন; জানালার গরাদিয়াগুলা পূর্ব্বহইতেই আলা করিয়া রাখা হইয়াছিল; তিনি আসিয়া সেগুলি সরাইয়া ফেলিলেন। তাহার পর জানালার ভিতর দিয়া নিজের শরীরের অর্দ্ধেক বাহির করিয়া দিলেন, কিন্তু কিছুতেই সম্পূর্ণরূপে বাহির হইয়া আসিতে পারিলেন না। নীচে নৌকায় লোকেরা দেরী হইতেছে দেখিয়া দড়ির মই দিয়া উঠিয়া আসিয়া দেখিল যে, তাঁহার বিপুল বপুঃ জানালার ফ্রেমে একেবারে আট্‌কাইয়া গিয়াছে। ম্যাম্‌সেল্ রবিন্ তখন নিজের অবস্থা দেখিয়া হাসিতে,

হাসিতে এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহার বাহির হইবার কোন শক্তি ছিল না। অবশেষে সেই লোকেরা অনেক কষ্টে টানাটানি করিয়া তাঁহাকে বাহির করিল। তাহার পর জানালার ফ্রেম্ আরও বড় করিয়া আবার ছবি উঠান হইল।

ঝিল্লী ও পিপীলিকা

উপকথা

[আচার্য্য ললিতলোচন দত্ত-বিরচিত]

নিদাঘ, প্রাবৃট্, শরৎ, হেমন্ত
বোকা ঝিঁঝিঁপোকা গাহিয়াছে গান।
শীতে তা'র ঘরে তণ্ডুল 'বাড়ন্ত',—
ঠোঁটের আগায় আসিয়াছে প্রাণ!
"কি করি? কি খাই?
কি বা কোথা পাই?"
—ভাবিয়া অস্থির হয় ঝিল্লীবর।
হিমানী-মণ্ডিত ঘাট, বাট, মাঠ,
প্রবোধ না মানে অপূর্ণ জঠর,
শীতে তনু তা'র হ'য়ে যায় কাঠ!
অবশেষে ঝিল্লী এই ভাবে মনে,—
"যাই আমি বন্ধু পিঁপিড়ার পাশে,
ব্যয়কুণ্ঠ বন্ধু নিশ্চয় যতনে
জমাইয়া কিছু রাখিয়াছে বাসে।"
পিঁপিড়ার গর্ত্তে পঁহুছিল ঝিঁঝি—
অনাহারহেতু অস্থিচর্ম্মসার;
অতিশয় কষ্টে কহে করি' চিঁচিঁ,—
"বন্ধু হে, তোমার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার
অনশনে মোর
আয়ুঃ হয় ভোর,
দাও মোরে ধার কিছুমিছু ভোজ্য,
শুধিব এ ঋণ আইলে বসন্ত;
বুভুক্ষা এমন হয় যে অসহ্য,
হয় যে তাহাতে জীবনের অন্ত,
যদি আমি তাহা আগে জানিতাম,
তা' হ'লে যতনে তোমার মতন
ভাণ্ডার ভরিয়া ভোজ্য রাখিতাম,
ঠেকিয়া শিখেছি কর্ত্তব্য এখন।"
পিপীলিকা কহে,—"হে বন্ধু! কি করি'
চারি ঋতু তুমি ক'রেছ অতীত?"
"গান গেয়ে গেয়ে দিবা-বিভাবরী।"
"নেচে নেচে তবে কাটাও এ শীত!"
—এতেক কহিয়া
অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া
পিঁপিড়া ঝিঁঝিঁরে খেদাইয়া দিল!
খাটে যে, খা'বে সে—কবি কথাচ্ছলে
এই চমৎকার নীতি শিখাইল
অলস-স্বভাব পাঠকের দলে।

মুখশুদ্ধি

[শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ঘোষ-পরিবেষিত]

"বাঃ, বেশ টুপিটী তো!"

"তুমি যে, এটা পছন্দ ক'র্লে, এতেই আমি বিশেষ আনন্দিত।"

"সত্যি, ভারি সুন্দর; যখন এর ফেসানটার চলন ছিল, তখন আমি ঠিক এইরকমই একটা ব্যবহার ক'র্তেম।"

* * * *

ডাক্তার—আপনি যে এরকম কঠিন রোগথেকে একেবারে সেরে উঠেছেন, এটা খুবই আশ্চর্য্যের বিষয় ব'ল্তে হ'বে!

রোগী—হ্যাঁ, দু'-একজন বন্ধুকে যখন ব'লেছিলেম যে, আপনি আমার চিকিৎসা ক'র্‌ছেন, তখনই তা'রা ব'লেছিল যে, আমার সেরে ও'ঠ্বার আশা খুবই কম!

* * * *

"কি বিষ্টিই হ'চ্ছে! আমার ছেলেটার জন্যে বড় ভাবনা হ'চ্ছে; সে আবার আজ বে'রিয়েছে।"

"সে কোন দোকানে আশ্রয় নেবে এখন।"

"তা'র কাছে যে টাকাগুলো আছে, সেগুলো সেইখানেই খরচ ক'র্বে—এইটেতেই ভাবনা।"

ক্রেতা (মুদীর প্রতি)—হ্যাঁ হে, এ বালাম চা'ল তো?

মুদি—দেখে বু'ঝ্তে পা'র্‌ছেন না?

ক্রেতা—চা'ল তো আমি চিনি না।

মুদি—তবে সবরকম চালই তো আপনার কাছে বালাম।

* * * *

শিক্ষক—আমার কাছে এক থালা খাবার আছে; তাথেকে যদি ⅓ হরিকে, ⅓ যদুকে, আর ⅓ রামকে দি তো কি বাকী থাকে?

ছাত্র—থালা, স্যার!

* * * *

"হ'রে, ও'কে কাঁদা'চ্ছিস্ কেন রে?"

"আটথেকে সাত বাদ দিলে কত থাকে, তাই ওকে শেখাবার জন্য ও'র কাছে যে, আটটা কুল ছিল, তা'থেকে সাতটা নিয়েছি—এখন সেইজন্যে কাঁ'দ্‌ছে, আর কুল ফেরত চাইছে।"

"তা' ফেরতই বা কেন দিচ্ছিস্ না?"

"ফেরত দিলে বাকী কত থাকে, ও' যে ব'ল্তে পা'র্বে না।"

বালক

সপ্তম বর্ষ

৫ম সংখ্যা মে ১৯১৮

তস্কর-ত্রিশূল

[আচার্য্য ললিতলোচন দত্ত-লিখিত]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৭

গোয়ালা রোজ দেড়সের করিয়া দুধ দিয়া যাইত, তাহার এক-সের কর্ত্তা নিজে পান করিতেন, আর আধসের দুধে চারিটি ভাত চট্‌কাইয়া কর্ত্তা সেই গোপন কুঠরীতে ঢুকিতেন; তিনি প্রত্যহ আমাকে দিয়া এক পয়সার করিয়া চাঁপা-কলাও কিনাইতেন, "যোগসাধন"-কালে কর্ত্তা তাহাও সেই প্রচ্ছন্ন প্রকোষ্ঠে লইয়া যাইতেন। "যোগসাধনে" দুধভাত ও কলা কর্ত্তার কি প্রয়োজনে আসিত, তাহা অনুমান করিতে না পারিয়া আমার কৌতূহল দিন দিন অধিকতর উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিতেছিল, গোপন কুঠরীর রহস্য-সমাধানজন্ত আমি বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিলাম; কিন্তু এপর্য্যন্ত একটুও সুযোগ করিয়া উঠিতে পারি নাই। বহুকাল পরে আজ কর্ত্তা তাঁহার তাড়িত-যানে আরোহণ করিয়া সান্ধ্য বিহারে বাহির হইলেন। তাঁহার গাড়ীটি অদৃশ্য হইলে, আমি তাড়াতাড়ি গিয়া সেই ঘরের দ্বার খুলিয়া ফেলিলাম।

দেখিলাম, ঘরের মধ্যে একটি বড় খাঁচায় একটি অতি ক্ষুদ্রকায় বানর আছে। আর ঘরের ঠিক মধ্যস্থলে, থিয়েটারে যেমন ঘর তৈয়ারী করা হয় তেমনই, একটি ঘর নির্ম্মিত রহিয়াছে; তবে থিয়েটারের ঘরের দরো'জা-জানালাগুলি পটে আঁকা থাকে, এ ঘরের দরো'জা-জানালাগুলি আঁকা নহে, সত্যসত্যই দরো'জা-জানালা,—খোলা-বন্ধ-করা যায়; জানালাগুলিতে আবার সার্সি-খড়খড়ীসংযুক্ত।

ফলে রহস্যের সমাধান করিতে আসিয়া আমি জটিলতর রহস্য-জালে জড়াইয়া পড়িলাম। এই তমুকার মর্কট ও রঙ্গালয়ের গৃহের ন্যায় গৃহ লইয়া আমার বামন প্রভু কিপ্রকার "যোগসাধনে" প্রত্যহ ব্যাপৃত থাকেন, তাহা আমার বোধগম্য হইল না। ঘরের চতুঃ-প্রাচীরে চারিটা সুবৃহৎ লৌহসিন্দুক সংলগ্ন আছে,—পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, প্রত্যেকটির কল বিভিন্নপ্রকারের। লৌহসিন্দুকে অবশ্য ধনরত্ন সঞ্চিত থাকিবার কথা, কর্ত্তা তবে কত দিন ধরিয়া চৌর্য্যে লিপ্ত আছেন? ঘরের চারিপাশে ছাদতলের সন্নিকটে, কলিকাতায় কাপড়ের দোকানে যেমন সুপ্রশস্ত তাক থাকে, তেমনই তাক রহিয়াছে, একপাশে তাকে উঠিবার জন্য একটি কাঠের সিঁড়ি রহিয়াছে। সিঁড়ি দিয়া তাকে উঠিয়া দেখিলাম, দেওয়ালে কাচের আবরণযুক্ত দেওয়াল-আলমারী রহিয়াছে; আলমারী-গুলিতে বইভরা,—সবই ইংরাজী ডিটেক্‌টিভের গল্প-বই। যাহার যেমন ব্যবসায়, তাহার তেমনই অধ্যয়ন। চোরের জ্ঞান ডিটেক্‌-টিভের গল্প পড়িয়া বৃদ্ধি পায়, কিন্তু সাধুও যে, ডিটেক্‌টিভের গল্প পড়িয়া সাবধান হইতে শিখে, চোর তাহা, বুঝি, ভাবিবার অবসর পায় নাই!

এইবার আমার ইচ্ছা হইল যে, সেই "রঙ্গগৃহে" প্রবেশ করিয়া তন্মধ্যেই বা কি আছে, তাহা দেখিব। তাই নীচে নামিয়া আসি-লাম। সেই দারুময় সোপান-সাহায্যে নীচে নামিয়া আসিতেছি, এমন সময়ে দেখি, সেই বামন বানরের সূচালো মুখ বেড়িয়া একটি লৌহ-বলয় রহিয়াছে, সেই লৌহ-বলয়ে একটি খুব ছোট বিলাতী তালা-লাগান! ও! তাই এই বানরের গলার আওয়াজ পাওয়া যায় না, এর মুখে তালা-চাবি দেওয়া! আমি নীচে নামিতেই বানরটা এমনই ইসারা করিয়া মুখের বলয় খুলিয়া দিতে অনুনয় করিতে লাগিল যে, দেখিয়া আমার আমোদ ও দুঃখ উভয়ই বোধ হইল। তাহার খাঁচায় বিচিত্র তালা, মুখে বিচিত্র তালা, সুতরাং আমি তাহার জ্বালানিবারণে অক্ষম হইলাম। ফলে তাহাকে আর না দেখিয়া আমি রঙ্গগৃহের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইয়া সেই

দ্বারসংলগ্ন কুলুপটি খুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, কিন্তু আমার শত চাবিময় খোলোর একটি চাবিও সেই সাধারণবৎ তালায় লাগিল না, তখন আমি হতাশ হইয়া সে চেষ্টাত্যাগ করিলাম। আরও কিছুক্ষণ ঘরটি নিরীক্ষণ করিয়া, বানরের মুখের তালার ছাড়া তাবৎ তালার মোমের সাহায্যে ছাঁচ তুলিয়া-লইয়া, ঘরটি পূর্ব্ববৎ বন্ধ করিয়া গৃহদ্বারে আসিয়া বসিলাম।

কোণে খানিকটা খেরুয়া-বস্ত্র স্তূপীকৃত আছে, দেখিয়াছি, তাহা মুড়ি দিয়া লুকাইয়া থাকিব, সুতরাং চোরটা ঘরে ঢুকিয়াই তাকে উঠিলেও, আমাকে হয় তো দেখিতে পাইবে না। কিন্তু কখন্ ঘরে ঢুকিব? প্রভু তো রোজই নৈশাহারের পর রামপ্রসাদী গান লিখিতে বসেন, তখন তাঁহার কাছে সেই সময়হইতে তাহার পরদিন রাত নয়টাপর্য্যন্ত ছুটি চাহিব, পাইলে বাহিরে যাইবার ছলে ঐ

জয়পুরের মহারাজা।

৮

বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, তালাগুলির চাবি-তৈয়ার করিতে বিস্তর টাকা খরচ পড়িবে, এত টাকা কোথায় পাইব? রমণীবাবু কি দিবেন না? খুব সম্ভবতঃ দিবেন। পরে ভাবিতে লাগিলাম, এইবার চোরটা গোপন-কক্ষে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে আমি সেই ঘরে ঢুকিয়া তাকে লুকাইয়া থাকিব। তাকের এক-

ঘরে ঢুকিয়া এবং তাহার পরদিন রাত নয়টাপর্য্যন্ত ঐ ঘরে আপনাকে আপনি রুদ্ধ রাখিয়া কর্ত্তার "যোগসাধন" দেখিব। তাহার পর লোহার সিন্দুকে কি কি গহনা আছে, তাহা দেখিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া আসিব, কর্ত্তা নিশ্চয়ই তখন রামপ্রসাদী গীত-রচনায় ব্যাপৃত থাকিবেন, আমার নির্গমন লক্ষ্য করিতে পারিবেন না। পাঠকেরা হয় তো এই সময়ে প্রশ্ন করিবেন, চোর

অবশ্যই "যোগাস্তে" গোপন ঘরের দরো'জা বন্ধ করিয়া চলিয়া যাইবে, তবে তুমি কি করিয়া বাহিরে যাইবে? কি করিয়াই বা প্রথম রাত্রিতে ঘরটি খুলিয়া তন্মধ্যে ঢুকিয়া আবার তাহা ভিতর-হইতে চাবি বন্ধ করিবে? ইহার উত্তরে আমি জানাইতেছি, সেই কক্ষের চাবি বাহির ও ভিতর দুই দিক্‌হইতে বন্ধ করা যায়।

• • • •

রমণীবাবুর নিকটহইতে ১০০৲ টাকা লইয়া, যে কামার চাবি ঢালাই করিয়া দিত, তাহাকে ১০৲ হিসাবে চাবি কবুলাইয়া কয়েক-দিনের মধ্যে চাবি-ছয়টি প্রস্তুত করাইয়া লইলাম। তখন একদিন অবসর বুঝিয়া, রাত্রি সওয়া নয়টায় সেই গোপন-কক্ষ্যায় প্রবেশ করিয়া, তাহার দ্বার পূর্ব্ববৎ রুদ্ধ করিয়া, তাকের উপর উঠিয়া শুইয়া রহিলাম। রাত্রিতে মলমূত্রত্যাগের অভ্যাস আমার বড় নাই, তথাপি আজ আমি যাহাতে ঐরূপ কোন প্রয়োজন না বোধ করি, তজ্জন্য আহার খুবই কম করিলাম এবং জল কেবল এক ঢোক পান করিয়াছিলাম। নিদ্রার জন্য আমাকে সাধিতে হয় না, অত্যল্পকাল পরেই নিদ্রিত হইলাম।

খুব ভোরে আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল। তখন-অবধি বেলা দুইটাপর্য্যন্ত কর্ত্তার আগমন-প্রতীক্ষায় আমার উদ্বেগে কাটিল। ঠিক দুইটার সময় কর্ত্তার শুভাগমন ঘটিল। তিনি দুধ-ভাত ও কলা লইয়া এই ঘরে আসিলেন। আসিয়া দুধ-ভাত ও কলা মেঝ্যায় রাখিয়া, প্রথমে ঘরের জানালাগুলির খড়খড়ীর পাখী তুলিয়া এবং কেবল একটি জানালার চাবি খুলিয়া তাহা সম্পূর্ণরূপেই মুক্ত করিয়া দিলেন। সেই জানালার কাছে বানরের খাঁচাটি স্থাপিত ছিল। পরে বানরকে খাঁচা খুলিয়া বাহিরে আনিয়া, তাহার মুখবলয়-মুক্ত করিয়া তাহাকে দুধ-ভাত ও কলা খাইতে দিলেন, যতক্ষণ সে আহার করিতেছিল, ততক্ষণ তাহার কোমরে একটী শিকল বাঁধিয়া সেই শিকলের অপর প্রান্ত সেই রঙ্গগৃহের প্রবেশ-দ্বারের পিত্তলের কড়ায় বাঁধিয়া রাখিলেন, আর ততক্ষণ তিনি প্রত্যেক লোহার সিন্দুক খুলিয়া তন্মধ্যস্থ ধনরত্নগুলি দেখিতে দেখিতে মুচকিয়া মুচকিয়া হাসিতে লাগিলেন। এইরূপ কার্য্যে তাঁহার প্রায় ১০।১২ মিনিট অতিবাহিত হইল। ইতোমধ্যে বানরের আহার-শেষ হইয়া গেল। ক্ষুধিত বানরের কোনপ্রকার দুষ্টামি করিবার প্রবৃত্তি হয় নাই, সে নীরবে আহার সমাপ্ত করিয়া যেই একটু আনন্দ-প্রকাশের চেষ্টা করিবে, অমনই কর্ত্তা তাহাকে ধরিয়া জোর করিয়া মুখে বলয় পরাইয়া চাবিবন্ধ করিলেন। তাহার পর রঙ্গগৃহের দ্বার মুক্ত করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক একগাছি সরু লিক্‌লিকে বেত ও একটি অতীব অপরিসর ও প্রায় ১ গজ পরিমিত দারুনির্ম্মিত সিঁড়ি বাহির করিয়া-আনিয়া তিনি সেই গৃহ-দ্বার রুদ্ধ করিলেন।

অনন্তর তিনি বানরকে শৃঙ্খলমুক্ত করিয়া সেই বেত্রশব্দে ভয়-প্রদর্শনপূর্ব্বক সেই রঙ্গগৃহের একটি "ভেণ্টিলেটরের" তলে আনিয়া বসাইলেন, পরে ঘরের মেঝ্যাহইতে সেই দারুনির্ম্মিত সিঁড়ির কল টিপিয়া উহাকে যথোচিত দীর্ঘ করিয়া লাগাইলেন। পরে বানরকে সেই সিঁড়ি দিয়া চড়াইয়া নিজেও সঙ্গে সঙ্গে চড়িয়া সেই ভেণ্টিলেট-রের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। এদিকে কর্ত্তা "রঙ্গ-গৃহের" এক জানালার কাছে আসিয়া প্রথমে তাহার খড়্‌খড়ীর একটি পাখী খুলিলেন, পরে জামার পকেটহইতে একটি চাবি বাহির করিয়া খড়্‌খড়ীর মধ্যে হাত ঢুকাইয়া ভিতরে লাগান তালার চাবি খুলিলেন। চাবি খুলা হইলে খড়্‌খড়ী বাহিরহইতে খুলিতে কোন কষ্ট হইল না। খড়্‌খড়ী মুক্ত হইলে, জানালার সার্শি প্রকাশ পাইল। কর্ত্তা তখন হীরার ছুরী বাহির করিয়া সার্শির একটি কাচের প্রথমে চারিপাশ কাটিয়া পরে অপর একটি যন্ত্রসাহায্যে মধ্যস্থলে একটি বিঁধ করিয়া তন্মধ্যে একটি এইরূপ ⊂—— বক্র লৌহ-কীলক প্রবিষ্ট করাইয়া বাঁ-হাতদিয়া কাচটি ঠেলিলেন, ফলে কাচটি ভিতরদিকে চলিয়া পড়িল। তখন কর্ত্তা বাঁ-হাতে কীলক-সংলগ্ন কাচ ধরিয়া-থাকিয়া ডাইন-হাত প্রবিষ্ট করাইয়া সার্শির হুড়্‌কা খুলিয়া ফেলিলেন। তখন সার্শিদ্বার ঠেলিয়া, তাহার একটি পাল্লার অর্দ্ধাংশ মুড়িয়া, কর্ত্তিত কাচটি বাহির করিয়া-আনিয়া নিঃশব্দে একস্থানে স্থাপন করিলেন। পরে সেই জানালা সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিয়া, তন্মধ্য দিয়া ঘরে ঢুকিয়া, বানরকে সেই জানালার কাছে টানিয়া-আনিয়া নিকটবর্ত্তী একটি টুলের উপর বসাইলেন। সে স্থির হইয়া বসিয়া রহিল, কর্ত্তা ইত্যবসরে ঘরের ভিতরহইতে একটি কাচ আনিয়া সার্শির যে জায়গায় কাচ কাটা হইয়াছিল, সেই জায়গায় পোডিং-দিয়া সাঁটিয়া দিতে লাগিলেন। পোডিং লাগান হইলে, একটি কৌটাহইতে একপ্রকার চূর্ণ বাহির করিয়া সেই পোডিংএর উপর লাগাইলেন, তাহাতে সার্শির এই কাচের টাট্‌কা পোডিং, বোধ করি, দেখিতে ঠিক অন্যান্য কাচের পোডিংএর রঙের মতই হইল, কেননা দেখা গেল, তাহাতে কর্ত্তা প্রসন্ন হইয়া দুষ্ট হাসি হাসিলেন। অনন্তর তিনি সেই জানালা দিয়াই বাহির হইবার সময় বানরটার হাতে সেই খড়্‌খড়ীর চাবি দিয়া তাহার কাণ তিন-বার মলিয়া দিলেন! তাহাতে এই ফল হইল, তিনি বাহির হইয়া আসিলে বানরটা ভিতরহইতে খড়্‌খড়ী বন্ধ করিয়া দিল! তাহার পর ভিতরে কি করিল, দেখিতে পাইলাম না। অল্পক্ষণ পরে দেখি, কর্ত্তা পূর্ব্বকথিত সেই বায়ু-গবাক্ষহইতে বিলম্বিত একটি দড়ি টানিতেছেন! এই দড়িটি পূর্ব্বহইতেই, বোধ করি, ঐ ঘুলঘুলী-হইতে ঝুলান ছিল, আমি লক্ষ্য করিয়া দেখি নাই। কর্ত্তা মিনিট-দুই দড়ি টানিলে, বানরটা ঘুলঘুলীহইতে বাহির হইয়া সিঁড়িদিয়া নীচে নামিতে লাগিল!

ঘণ্টাখানিক ধরিয়া এই রঙ্গ চলিল, তাহাতে আমার কাছে একটি রহস্য সুস্পষ্ট হইল। বানরই খড়্‌খড়ীতে তালা লাগায় এবং সার্শি বন্ধ করিয়া তাহাতে হুড়্‌কাও আঁটিয়া দেয়! পাকা চোরের বুদ্ধি বড় তীক্ষ্ণ হয়। হায়, এই তীক্ষ্ণবুদ্ধি কোন সৎকার্য্যে লাগিলে পৃথিবীর কতই না কল্যাণ সাধিত হইত! (ক্রমশঃ)

বসন্তে

[আচার্য্য ললিতলোচন দত্ত-বিরচিত]

কোকিল অখিল শিহরি'
রহি' রহি' উঠে কুহরি';
তটিনী ললিত তানে রে
মাতয়ে মোহন গানে রে;
টুনটুনি করে টুনটুন,
অলিগণ করে গুণ্‌গুণ্‌;
ঝিলে ঝিলে জল ঝলি'ছে,
ফলে, ফুলে রঙ্‌ ফলি'ছে;
গাভীরা গোঠেতে চরি'ছে,
মাথাটি উঁচু না করি'ছে;
কে জানে তা'রা কতটি রে,—
একটি দেখি শতটিরে!

মলয়-মারুত-পরশে
মুকুল আকুল হরষে!
গোপ-বেণু বাজে সু-দূরে,
মন কাড়ি' লয় সু-সুরে!
সঞ্চরে জীবন নির্ঝরে,
সঞ্চরে পুলক ভূধরে;
মেঘেরা নভোনীলিমায়
ভাসে কি মহামহিমায়!
শাটিকা বিবিধবরণী
পরিয়া প্রফুল্লা ধরণী!
ঋতু-পতি গীতিগন্ধে রে
বিশ্বপতি-পাদ বন্দে রে!

রোম-নগর-নির্ম্মাণ-সম্বন্ধে একটি কিম্বদন্তী।

[শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ঘোষ-সংকলিত]

কথিত আছে, অনেকদিন পূর্ব্বে আলবা-নগরের রাজা নিমিটার তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা এমিউলাস্‌কর্ত্তৃক রাজ্যহইতে বিতাড়িত হ'ন।

নিমিটারের এক কন্যা-ব্যতীত আর কেহ ছিল না। এমিউলাস্‌ রাজা হইয়া চিন্তা করিলেন যে, যদিও তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সহজেই রাজ্যচ্যুত করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার অগ্রজের কন্যার গর্ভে যে সকল সন্তান জন্মিবে, তাহারা সহজে নিজেদের অংশ ছাড়িয়া দিবে না। সুতরাং নিজেকে নিরাপদ্‌ রাখিবার জন্য তিনি এই কুমারীকে একটী মঠে চিরকুমারী-ব্রতাবলম্বিনী করিয়া রাখেন।

এমিউলাস্‌ যদিও এইসকল উপায়-অবলম্বন করিলেন, তথাপি তাহাতে কোন ফল হইল না।

রোমীয় রণদেবতা মঙ্গল এই কুমারীকে প্রীতির চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন, তাই কুমারী প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ করিয়া মঙ্গলের বনিতা হইলেন। কিছুকাল পরে ইঁহাদের রমিউলাস ও রিমাস্‌-নামে দুইটী যমজ পুত্র জন্ম-গ্রহণ করিল।

এই বার্ত্তা শীঘ্রই এমিউলাস্‌এর নিকট পঁহুছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ মঙ্গল-জায়াকে জীয়ন্ত কবর দিতে ও শিশুদ্বয়কে টাইবার-নদীতে নিক্ষেপ করিতে আদেশ দিলেন। চিরকুমারী ব্রতাবলম্বিনীগণ প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ করার অপরাধে এই দণ্ডেই দণ্ডিতা হইতেন।

এই নিষ্ঠুর আদেশ কার্য্যে পরিণত হইল। সৌভাগ্যক্রমে শিশু-দুইটী গভীরজলে না পড়িয়া কোন অগভীর স্থানে পড়িয়াছিল। পুত্রদ্বয় রক্ষা পাইল—কিন্তু তাহাদের মাতা আর ইহ-জগতে নাই।

বালকদ্বয় কিছুক্ষণ সেই চড়ায় পড়িয়া থাকার পর সেখানে একটী বাঘিনী জলপান করিতে আসিল—ভগবানের কি মহিমা! সে শিশুদ্বয়কে হত্যা না করিয়া তাহাদিগকে তুলিয়া-লইয়া গিয়া একটী ডুমুর-গাছের তলায় রাখিল। যত দিন না তাহারা মাংসাদি গুরু-পাক খাদ্য-গ্রহণে সমর্থ হয়, ততদিন সে নিজ স্তন্য-পান করাইয়া তাহাদের বাঁচাইয়া রাখিল। তাহার পর তাহারা যখন বড় হইল, তখন আশ্চর্য্য উপায়ে কোথাহইতে এক কাঠ-ঠোক্‌রা রোজ তাহাদের নিকটে মাংস দিয়া যাইত। এইরূপ একটী বন্য হিংস্র-পশু ও একটী পক্ষীর সাহায্যে কুমারদ্বয় সুন্দর তেজস্বী ও বলবন্ত যুবকে পরিণত হইল।

একদিন এক মেষ-পালক তাহাদিগকে বনে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে দেখিয়া নিজের গৃহে লইয়া গিয়া অপত্য-নির্ব্বিশেষে পালন করিতে লাগিল।

এই মেষ-পালক এমিউলাসের ভৃত্য।

একদিন এমিউলাসের মেষপালকগণের সহিত নিমিটারের মেষ-পালকগণের লড়াই বাধিল, সেই সূত্রে নিমিটারের লোকেরা রিমাস্‌কে ধরিয়া তাহাদের প্রভুর নিকট লইয়া চলিল। রমিওলাস্‌ও ভ্রাতাকে রক্ষা করিবার জন্ত তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

বালকদ্বয় নিজেদের মাতামহ নিমিটারের সম্মুখে নীত হইল। কেহ কাহাকেও চিনে না। বৃদ্ধ নিমিটার জানিতেন যে, বালকদ্বয়কে বহুকাল হত্যা করা হইয়াছে। আর তাহাদের স্বভাবও ঠিক মানুষের মত ছিল না, কেননা তাহারা অনেক দিনপর্য্যন্ত বাঘিনীর দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছিল। সেই কারণে বৃদ্ধ তাহাদিগকে চিনিতে পারেন নাই।

এইসকল অনৈক্যসত্ত্বেও শোণিত-সম্পর্ক ছিল বলিয়াই, বোধ হয়, তাহাদের প্রতি বৃদ্ধের কিরূপ স্নেহ জন্মিল। তিনি তাহাদিগকে দু'-একটী প্রশ্ন করিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে, তাহারা তাঁহারই বড় আদরের কন্তার গর্ভজাত সন্তান। তাঁহার যুগপৎ আনন্দ এবং দুঃখ উভয়ই হইল। তাহাদের সম্মুখে তিনি এমিউলাসের নিষ্ঠুরতার কথা বলিলেন। তাহারাও এমিউলাস্‌কে সমুচিত শাস্তি দিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইল।

তাহারা আল্‌বা-নগরে গমন করিয়া, এমিউলাস্‌কে বধ করিয়া মাতামহকে পুনরায় সিংহাসনে স্থাপন করিল। তাহারা কিন্তু নিজেরা সেস্থানে থাকিতে রাজী হইল না। যে স্থানে তাহারা মৃত্যুর মুখহইতে রক্ষা পাইয়াছিল, তথায় নিজেদের নগর-স্থাপনের মানসে গমন করিল।

সুতরাং তাহারা টাইবারের তীরে পুনরায় ফিরিয়া আসিল। কিন্তু কোথায় যে, নগর-নির্ম্মাণ করান হইবে, সেই বিষয় লইয়া দুই ভাইএর মধ্যে বিবাদ বাধিল। রমিউলাস্, "পেলেষ্টিন"-পর্ব্বতের উপর নগর-নির্ম্মাণ করাইতে চাহিল, কিন্তু রিমাসের ইচ্ছা যে, "এভেন্টিন্"-পর্ব্বতের উপর নগর-নির্ম্মাণ করান হয়। তাহারা ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করিল যে, তিনি এমন কোন অভিজ্ঞান তাহাদের নিকট প্রেরণ করুন, যাহাতে তাহারা তাহাদের কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ করিতে পারে। অবশেষে ঠিক হইল যে, তাহারা স্ব স্ব মনোমত পর্ব্বতের উপর অপেক্ষা করিবে। পরদিন সূর্য্যোদয়ে যে সর্ব্বপ্রথমে আকাশে পাখী দেখিবে, সেই নিজের মনোমত স্থানে নগর-নির্ম্মাণ করাইবার অধিকার পাইবে।

তাহাই করা হইল। দুই জনে নিজ নিজ মনোমত স্থানে অপেক্ষা করিতে লাগিল। পরদিন সূর্য্যোদয়ে রিমাস্ প্রথমে আকাশে ছুইটী শকুনি দেখিল। কিন্তু কিছু পরে রমিওলাস্ বারোটী শকুনি দেখিতে পাইল। সে শেষে দেখিয়াও অধিক দেখিয়াছিল বলিয়া এই অভিজ্ঞানই সন্তোষজনক মনে করিয়া বলিল, "পেলেষ্টিন-পর্ব্বতের উপর যখন অধিক শকুনি দেখা গিয়াছে, তখন ভগবান ইচ্ছা করেন যে, উহারই উপরে নগর নির্ম্মিত হউক।"

রিমাস্ ইহাতে সম্মত হইল না। দুইজনে বিবাদ বাধিল, অবশেষে রমিউলাস্ রিমাস্‌কে বধ করিয়া পেলেষ্টিন্-পর্ব্বতের উপর নগর-নির্ম্মাণ করাইতে আরম্ভ করিলেন ও নগরের নাম রাখিলেন—"রোম"।

গোধূলির গান

[আচার্য্য ললিতলোচন দত্ত-বিরচিত]

বারেঁায়া—দাদ্‌রা

গগন বসনে তা'র রেখেছে যতনে জড়া'য়ে
আঁধার-মাণিকগুলি,—দেয় নি এখনো ছড়া'য়ে।

ডালে ব'সে পাখীগুলি
ব'লেছে যে যা'র বুলি,—
উদারা, মুদারা, তারা যে পারে যে গ্রামে চড়া'য়ে।

সুরব তুলিয়া তা'রা যেমনি নীরব হ'য়েছে
আসিয়া অমনি সুপ্তি চেতনা গ্রাসিয়া ল'য়েছে।

ফুলের কুঁড়িরা ফোটে,
বাতাস সুবাস লোটে;
দিবার সোণালী বিভা পড়ি'ছে পশ্চিমে গড়া'য়ে।
উষসী ধূসর বাস আসি'ছে উড়া'তে উড়া'তে,
তবুও তায় কি ভাতি ভূধর-চূড়াতে-চূড়াতে!

তবুও ধরণী নয়
আঁধারে আঁধারময়,
আলোক-প্রীবাটি আসি' আঁধার ধরি'ছে জড়া'য়ে!

বিধির বিচার

[শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার মিত্র-বিরচিত]

১

পিতার আকস্মিক মৃত্যুতে পরেশ যখন পথের ভিখারী হইয়া তাহার ধনী মাতুলের আলয়ে একমুষ্টি অন্নের আশায় দীনভাবে আশ্রয় লইয়াছিল, তখনহইতেই তাহার জীবনের এক মহাপরীক্ষা আরব্ধ হয়। আজন্ম মৃত-মাতৃক পরেশ শৈশবহইতেই তাহার পিতার স্নিগ্ধ স্নেহের শীতল ছায়ায় তাহার শিশু-জীবনের দুঃখস্পর্শহীন দ্বাদশটি বৎসর বড়ই আনন্দে—বড়ই সুখে—বড়ই আদরভোগে অতিবাহিত করিয়াছিল। দুঃখ কাহাকে বলে, তাহা সে জানিতই না। তাহার পিতার সে একমাত্র সন্তান বলিয়া তাঁহার হৃদয়ে সঞ্চিত অপত্যস্নেহের সমস্তটাই সে পাইয়াছিল।

তাহার শৈশবের পর, তাহার বাল্যেরও দিনগুলি হাসিতে হাসিতে উদিত হইয়া হাসিতে হাসিতেই অবসিত হইতেছিল, কিন্তু সে তো চিরসুখভোগ করিবার জন্য এ জগতে জন্মে নাই, তাই তাহার স্নেহময় পিতা একদিন সহসা তাহাকে এই বিশাল বিশ্ববারিধির বেলাহীন, ভেলাহীন বক্ষে ভাসাইয়াদিয়া হৃদ্‌রোগে পরলোকে প্রয়াণ করিলেন। পিতার প্রাণহীন দেহের উপর পড়িয়া পরেশ কত কাঁদিল, "বাবা," "বাবা গো," "ও বাবা" বলিয়া কত ডাকিল, কিন্তু পরলোকের সাড়া তো ইহলোকে পঁহুছায় না অথবা পঁহুছিলেও তো ইহলোকের লোকে তাহা শুনিতে পায় না।

নোকর্ম্মচারিবেশে ভারত-সম্রাট্।

পরেশ ইহা জানিত না বলিয়াই বড়ই কান্নাটা কাঁদিল। সে যে এখনও বালক, বিশ্বের বিধান সে কি বুঝে?

কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তাহার জনকের বরতনু শ্মশানভস্মে পরিণত হইল, সেই মুহূর্ত্তাবধি তাহার হৃদয়ে কি জানি কি এক শক্তির সঞ্চার হইল, তাহার ফলে তাহার অশ্রু-উৎস সহসা রুদ্ধ হইল, সে নিরশ্রুনয়নে তাহার মাতুল-ভবনে গিয়া আশ্রয় লইল। প্রথম প্রথম কিছুদিন লোক-লজ্জায় পড়িয়া হউক কিম্বা বিবেককে তখনও বাক্‌হীন করিতে পারে নাই বলিয়াই হউক, তাহার মামা তাহার প্রতি মাতুলোচিত মমতা-প্রকাশ করিল, মামীও তাঁহার স্বামীর পন্থানুসরণ করিলেন —সহধর্ম্মিনী কি না! পরে বিবেকবাণীর প্রখরতা প্রশমিত হইলে, তাহাদের ভঙ্গুর স্নেহের স্বর্ণবন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল। পিতার যত্নে পালিত সেই ননীর পুত্তলী ক্রমে নির্ম্মম সংসারের নির্ম্মমতার সহিত পরিচিত হইতে লাগিল।

২

"পরেশ, এ কি ক'রেছিস্?"

"কি, মামী-মা? আমি তো কিছুই করি নি।"

"কিছুই করিস্ নি? মিথ্যে কথা? বিছেনার এই ধোপ্‌দস্ত চাদরখানায় এত কালি তবে কে ফেলেছে, রে পাজি?"

"আমি ফেলি নি, মামী-মা! কাল রাত্তিরে নরেন আর কিরণ

দু'জনে কালির দোয়াত নিয়ে কাড়াকাড়ি ক'র্তে ক'র্তে বিছেনার ওপরে প'ড়ে গিয়েছিল, তাইতে কালি প'ড়ে গিয়েছে।"

"তা'রা তো ব'ল্‌ছে, তা'রা ফেলে নি! তুই বিছানার ওপর শু'য়ে লি'খ্‌তে লি'খ্‌তে ফেলেছিস্।"

"না, মামী-মা! আমি ফেলি নি।"

"তা'রা কি তবে মিথ্যে কথা ব'ল্‌ছে?"

"হ্যাঁ।"

কর্ত্রী মাতুলানী স্বীয় ভ্রাতা ও পুত্রের নামে এই অভিযোগ শুনিয়া অধিকতর কুপিতা হইয়া বলিলেন, "কি! আমার খেয়ে আমারই ভাই-ছেলেকে তুই মিথ্যে-বাদী ব'ল'ছিস্, ওরে আমার সত্যপীর রে! তুই-ই কালি ফেলেছিস্। আজথেকে তুই এ ঘরে আর শু'তে পা'বি নে—নীচের ঘরে শু'বি।" বেচারা পরেশ ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বিষণ্ণ-বদনে ঘরহইতে বাহির হইয়া গেল। মহীয়সী মাতুলানীও ক্রোধে গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে কর্ম্মান্তরে প্রস্থান করিলেন। তখন তাঁহার অধরে কিন্তু একটু হাসির রেখা কেন দেখা যাইতেছিল, তাহা তাঁহার বিধাতাই বলিতে পারেন!

৩

তখন নিশীথের নিবিড়-তিমির সমস্ত জগৎকে অবগুণ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছে। দূরে মোহন মল্লিকের বাড়ীর ঘড়ীতে ঢং ঢং করিয়া বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। এমন সময়ে পরেশ তাহার ভূ-পরিচয়খানি তুলিয়া-রাখিয়া ছেঁড়া মাদুরখানার উপর তাহার ক্লান্তদেহ ঢালিয়া দিল। নিম্নতলের এই আর্দ্র-প্রকোষ্ঠে তাহার মাতুলানী-কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইবার পরহইতেই তাহার কান্ত কলেবর ক্রমশঃ অসুস্থতা-হেতু শীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। তাহার কমনীয় কলেবরের কান্তি ও পুষ্টি বিলুপ্ত হইয়াছে। মুখমণ্ডলে সেই লাবণ্য নাই, অধরে স্মিত-হাস্যের সেই বিজলীবিভা আর দেখা যায় না। তাহার শরীর একণে কঙ্কাল-সার হইয়াছে, মুখমণ্ডলে কে যেন মসী মাখাইয়া দিয়াছে! অযত্নে, অনাদরে বালকের তনুমন অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে।

সাধারণবেশে সম্রাট্-মহিষী।

মোহন মল্লিকের বাড়ীর ঘড়ীতে ঢং করিয়া একটাও বাজিয়া গেল। পরেশ প্রসুপ্তির প্রশান্তিপূর্ণ উৎসঙ্গে জগতের জ্বালা ভুলিয়া শান্তিতে ঘুমাইতেছে। বাহিরে ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া অনবরত শ্রাবণের ধারা ঝরিতেছে। সহসা কে তাহাকে ডাকিল, "পরেশ, ওরে পরশা!" সুপ্তিমগ্ন বালক শিহরিয়া জাগিয়া উঠিল, তাহার কাল-নেমীতুল্য মাতুলপ্রবর তাহাকে ডাকিতেছেন। তাই সে তাড়াতাড়ি দরো'জা খুলিয়া বলিল, "আজ্ঞে!" মামা বলিলেন, "নরেনের বেজায় পেটের অসুখ ক'রেছে,—ভেদ-বমি দুইই হ'চ্ছে, যা তো একবার কান্তি-ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আয় তো।" পরেশ সাহসপূর্ব্বক কহিল, "আজ্ঞে, আপনার ছাতাটা একবার দিন তা' হ'লে, বাইরে বড় বিষ্টি প'ড়্‌ছে।"

সহৃদয় মাতুল-মহোদয় অম্লানবদনে এই উত্তর করিলেন, "হ্যাঁ, আমার সিল্কের ছাতাটা তোমাকে দিয়ে মাটি করাই আর কি? ছাতার দরকার কি? বিষ্টি প'ড়্‌ছে, মোমের পুতুল তা'তে গ'লে যা'বেন আর কি! যা যা, এম্‌নি যা!" পরেশের কি সাহস, কি স্পর্দ্ধা! সে কহিল, "মামা, আমারও অসুখভাব হ'য়েছে, বিষ্টিতে ভি'জ্‌লে জ্বর হ'বে।"

"হতচ্ছাড়া ছেলে, ফের কথাকাটাকাটি করে! যা' ব'ল্‌ছি ডাক্তারকে ডা'ক্‌তে, নইলে আজ তোর একদিন আর আমার একদিন, পিঠের ছাল-চামড়া উধ্‌রে দেব।" এই বলিয়া—বলিতে বেদনা পাই—সেই অনাথ বালককে ক্রোধে কাণ্ডজ্ঞানহীন মাতুল-পুঙ্গব কাণ ধরিয়া হিড়্‌ হিড়্‌ করিয়া টানিয়া-আনিয়া ঘরের বাহির করিয়া দিলেন, ফলে তখনই ছাঁৎ করিয়া তাহার ঠাণ্ডা লাগিয়া গেল!

৪

আজ একুশদিন হইল পরেশের প্রবল জ্বর হইয়াছে—জ্বর বাত-শ্লেষ্মা বিকারে পরিণত হইয়াছে, সে অনবরত ভুল বকিতেছে, তাহার চক্ষু-দুইটি কর্‌মচার মত লাল হইয়াছে। তাহার কাছে বসিয়া আছে, তাহার মাতুলের বৃদ্ধা দাসী—আহ্লাদী। মৃতপুত্রিকা, বিধবা ও বৃদ্ধা দাসীটি আহার-নিদ্রাত্যাগ করিয়া এই অনাথ বালক-টির অহোরাত্র শুশ্রূষা করিতেছে। তাহার যে পুত্রটি পরেশেরই বয়সে তাহাকে কাঁদাইয়া ইহলোক-ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, পরেশ যে তাহাকেই তাহার স্মৃতিপথে আনিয়া দিতেছে! তাই বৃদ্ধা পরেশকে তাহার হৃদয়ে মৃতপুত্রের স্থানে প্রতিষ্ঠিত না করিয়া থাকিতে পারি-তেছে না। সেই রাত্রিতে বৃষ্টিতে ভিজিবার পরহইতেই পরেশের এই জ্বর হইয়াছে। তাহার মাতুল-পুত্রটীরও উদরাময় রক্তাতিসারে দাঁড়াইয়াছে। তাহার চিকিৎসার কোন ক্রটী না হওয়া সত্তেও দিন দিন তাহার অবস্থা মন্দহইতে মন্দতর হইতেছে। তাই পরেশেরও যে চিকিৎসা আবশ্যক, তাহা কাহারও মনে হয় নাই। ফলে আজ তাহার অবস্থা এখন-তখন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ তাহার নাড়ী এই পাওয়া যাইতেছে, আবার এই পাওয়া যাইতেছে না। সে বিছানার উপর উঠিয়া বসিতেছে, ঘরহইতে বাহির হইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে, কেবলই প্রলাপ বকিতেছে। যখন চুপ থাকি-তেছে, তখনই কেবলই মাথা চালিতেছে, একটু স্থির হইলে, হাত-দিয়া নাসিকাগ্র খুঁটিতেছে, তাহার নাসিকা মাঝে মাঝে বাঁকিয়া যাইতেছে। তাহার এই অবস্থা দেখিয়া বৃদ্ধা তাহার প্রভুকে কাকুতি-মিনতি করিয়া ডাকিয়া আনিল। সে যখন আসিল, তখন তাহার সহিত কান্তি-ডাক্তারও আসিলেন, তিনি নরেনের চিকিৎসা করিতে আসিয়াছেন। ডাক্তারবাবু নাড়ী দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এ কি হে, এর যে নাড়ী প্রায় পাওয়াই যাচ্ছে না, আজকের রাতটাও টে'ক্‌বে কি না, সন্দেহ। এ তুমি ক'রেছ কি? এর চিকিৎসাপত্র কিছুই করাও নি কেন?"

পরেশ বিকারের ঝোঁকে বলিয়া উঠিল, "মামা, আমার কাণ-ম'লে ঘরথেকে বিষ্টিতে বা'র ক'রে দেবেন না, আমি আপ্‌নিই যাচ্ছি।—এসেছ, বাবা, এসেছ! একটু দাঁড়াও, আমিও তোমার সঙ্গে যা'ব।" এই বলিয়া সে শয্যার উপরে উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল। ডাক্তারবাবু তাহাকে ধরিয়া বিছানায় শোওয়াইয়া দিবার অল্পক্ষণ পরেই দেখা গেল, তাহার মুখমণ্ডল পাংশুবর্ণ ধারণ করি-তেছে, তাহার নাক বাঁকিয়া যাইতেছে, তাহার অধর বিকম্পিত হইতেছে, ঘন ঘন হেঁচ্‌কি উঠিতেছে। তাহার পর দুই-একবার খাবি খাইয়াই তাহার দুঃখময় জীবনের অবসান হইয়া গেল। ডাক্তারবাবু তাহা দেখিয়া পরেশের মাতুলকে যে, পুলিশে দেওয়া উচিত, তাহা বলিতে একটুও ইতস্ততঃ করিলেন না। আহ্লাদীও ক্রোধে, ক্ষোভে আত্মহারা হইয়া বলিয়া উঠিল, "ডাক্তার-বাবু, আমি ঢের ঢের নোক দেখেচি, এমন জল্লাদ আর একটাও দেখি নি। পরের বাছাকে ও খুন কর্‌লে, ওর বাছাকে কি ভগবান্ ছেড়ে কথা কইবেন?"

ইহা শুনিয়া মাতুল অতুল ক্রোধে আত্মহারা হইয়া আহ্লাদীকে অতীব অপবিত্রভাষায় গালি দিয়া উঠিল। জানাইল, ভগবান আহ্লাদীর হুকুমের চাকর নহেন। এমন সময়ে সহসা অতুলের স্ত্রী উপরের ঘরে উচ্চৈঃস্বরে মরাকান্না কাঁদিয়া উঠিল! কেন, পরেশের মহাপ্রস্থানে? না, তাহাদের একমাত্র পুত্র নরেন্দ্রের সহসা চোক উলটিয়া গিয়াছে,—সেও খাবি খাইতেছে! ডাক্তারবাবু ও অতুল উপরে গিয়া দেখিল, নরেন্দ্রের হৃৎস্পন্দন রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে!

মাণিক যোড়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকার বি-এ-সঙ্কলিত]

একটী অপ্রশস্তঘরে সকলে প্রবেশ করিলে, বাবুটি আবার বলিল, "ওরে খোকা, এই চেয়ারে উঠে ব'স্‌।"—বলিয়া সে দুইহাতে ধরিয়া মণুকে খুব উচ্চ একখানি চেয়ারে বসাইয়া দিল। তাহার পর একটি লোককে ডাকিয়া কহিল, "খোকা, চুপ্‌টি ক'রে ঘাড় সোজা ক'রে ব'স্‌, নড়িস্‌ নে যেন, তা' হ'লেই চুলের বদলে কাণ কিম্বা মাথাটাই উড়ে যা'বে।"

মণু হাসিয়া কহিল, "না না, তা'র চেয়ে বরং চুলগুলোই কাটো!"

সে আদৌ ভীত হয় নাই। সেই বাবুটির কথাবার্ত্তায় শিশু-সুলভ জ্ঞানবশে সে বুঝিয়াছিল যে, সে সজ্জন লোক। তাহার নিকটহইতে কোনপ্রকার আশঙ্কার কারণ ছিল না, তাহা সে মনে মনে বেশ বুঝিয়াছিল। মণু কিম্বা মিণু উভয়ের মধ্যে কেহই

মাষ্টারকে ঐ অত বড় কাঁচি হাতে চুল কাটিতে দিতে পারতপক্ষে সাহস করিত না। শুধু কাঁচি? সেই কাঁচি 'হাঁ' করিয়া মণুর চোখের সমুখে, কাণের উপরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। তবুও তাহার কোনই ভয় হইল না।

তাই যখন ক্ষৌরকার একখানা কাপড় তাহার সর্ব্বাঙ্গে মুড়িয়া গলাপর্য্যন্ত আঁটিয়া দিল, তখন সে ভয় পাইল না। বরং গলার

মণু সে শব্দ-শ্রবণমাত্র বিদ্যুৎগতিতে ভগিনীর দিকে চাহিল। "দিদি-ভাই, ছিঃ! কেঁদো না—চুল কা'টুতে মোটেই লাগে না!"

মিণু কহিল, "আমার বুকের মধ্যে কেমন ক'র্‌ছে!"

মণু কহিল, "তুমি ভেবো না, দিদি-ভাই, এই চুলের গোছা-গুলোর মধ্যে তুমি একটা পা'বে, যার জন্যে একটা রা' খব, বাবাকে একটা দেবো!"
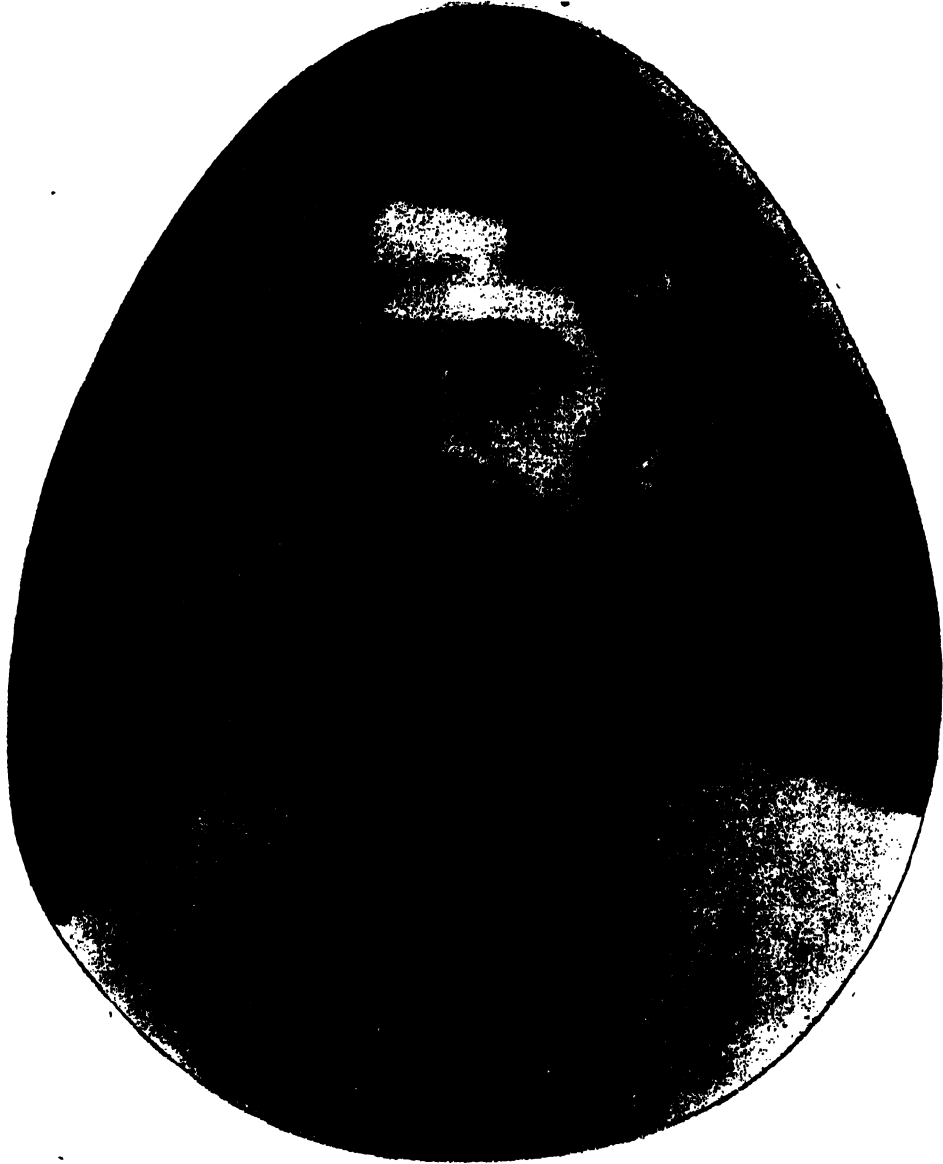
বিংশশতাব্দীর বরকবি সার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কাছে বোতাম আঁটিবার সময় নাপিতের হাত গলায় লাগায় কাই-কুতু লাগিয়া 'হিহি' করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

সেই বড় কাঁচিখানা 'কচ্‌-কচ্‌'-শব্দ করিয়া 'হাঁ' করিতে লাগিল। মিণু দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল যে, গুচ্ছের পর গুচ্ছে মণুর চুল মেজের উপর পড়িতে লাগিল! তাহার পর সহসা সে দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিল!

এই বলিয়া সে নত হইয়া একটি গুচ্ছ তুলিতে গেল। কিন্তু সেই সময় মাষ্টার শকুনির মত 'ছোঁ' মারিয়া তাহার উপর আসিয়া পড়িল! মণুকে ধরিয়া সে তীব্রকণ্ঠে কহিল, "ফেলে দে, ফেলে দে, লক্ষ্মীছাড়া ছেলে! ঐ পাটের দড়ির মত চুলগুলো আবার পকেটে পু'রতে চায়! উঃ বাবা! কি ডেঁপো ছেলে গো! এত বয়েস হ'ল আমার, এমন এ চোড়ে-পাকা ছেলেও কখনও দেখি নি!"

মণু মাষ্টারের হাত ছাড়াইবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল। মাষ্টার তখন তাহার ঘাড় ধরিয়া প্রবলভাবে ঝাঁকানি দিতে দিতে কহিল, "কাণে কি কথাগুলো যাচ্চে না, হতভাগা ছেলে! কাণের মাথা খেয়ে ব'সেছ, হারামজাদা!"

সে মণুর হাত এমন জোরে ধরিয়া টিপিতে লাগিল যে, বেচারার হাতে কালশিরা পড়িয়া গেল। সে করুণস্বরে কাঁদিয়া উঠিল, যন্ত্রণায় তাহার হাত 'টন্ টন্' করিতেছিল! কিন্তু সে মড়ার মত চুপ করিয়া রহিল—মাষ্টারকে একটিও কথা বলিল না!

মিণু একবার চারিদিকে অতি সতর্ক দৃষ্টিপাত করিল এবং অবসর বুঝিয়া তাহারই পায়ের কাছে পতিত একটি গুচ্ছ তুলিয়া লইয়া ক্ষিপ্রহস্তে তাহার জামার পকেটে লুকাইয়া ফেলিল! মুহূর্ত্তমাত্র পরেই পদ্মমুখী তাহাদের লইয়া বাহিরে আসিল। সেইখানে পঁহুছিয়াই সে কহিল, "দেখ্, যতক্ষণ না আমি ফিরি এখানথেকে একচুলও নড়িস্ নে যেন! ন'ড়্লেই মাথা ছেঁচে দোব! আমি একটা কথা ব'ল্তে ভুলে গেছি, যাই ব'লে আসি। খবরদার যেন নড়িস্নে, এইখেনে চুপ্টি ক'রে দাঁড়িয়ে থাক্!" বলিয়া সে পুনরায় দোকানে প্রবেশ করিল।

মণু একটি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস-ত্যাগ করিল।

মিণু চুপি-চুপি কহিল, "চল্, ভাই মণু, আমরা বাবার কাছে পালিয়ে যাই! বাবাকে সব কথা ব'ল্ব আমরা।"

সে মণুর হাত ধরিল এবং উভয়ে তীরের মত ছুটিয়া চলিতে লাগিল। মিণুর গাল-দুইটি পুড়িয়া যাইতেছিল এবং তাহার চক্ষু-দুইটি অত্যন্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। মণু ছুটিতে ছুটিতে কয়েক-বার এক হাত তুলিয়া অশ্রুবিন্দুগুলি মুছিয়া লইতে লাগিল; সেই অশ্রু এক এক সময় তাহাকে সম্পূর্ণ অন্ধ করিয়া দিতেছিল!

সে কহিল, "হ্যাঁ, দিদি, তা'হ'লে বেশ হয়! বাবা শু'ন্লে সব ঠিক করে দেবেন। আর এরকম—!"

মিণুর উপর তাহার অগাধ ভক্তি ছিল, অগাধ বিশ্বাস ছিল। যখন মিণু ছুটিতে ছুটিতে কহিল, "ভাই, আরও একটু জোরে আয়," তখন সে অধিকতর বেগে ছুটিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহার ক্ষুদ্র ও স্থূল পদদ্বয় শীঘ্রই 'ভারিয়া' আসিল! যখন তাহারা দাঁড়াইল, তখন মণু অত্যন্ত সুখী হইল। কিন্তু তখনও সে ঘুণাক্ষরেও জানিত না যে, তাহাদের জন্য আবার কি একটা মজার আয়োজন হইতেছিল! তাই যখন মিণু বিজ্ঞের মত মুখ করিয়া একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া অতি যত্নের সহিত তাহার হাত ধরিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া নিজেও চড়িয়া বসিল, এবং যখন গাড়োয়ান দ্বার বন্ধ করিয়া গাড়ী হাঁকাইয়া দিল, তখন আর তাহার আনন্দের সীমা-পরিসীমা রহিল না। সে দুই হাত তুলিয়া তালি দিয়া হর্ষভরে খল্ খল্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

মিণু তাহার ললিতা বাহুলতাটি মণুর গলদেশে বেষ্টন করিয়া তাহাকে টানিয়া নিজের বক্ষের উপর লইয়া সস্নেহে তাহার মুখ-চুম্বন করিয়া কহিল, "মণু-ভাই, আজ আমরা বাবার কাছে ক'ল্কেতায় যাচ্চি!"

"কি মজা, ভাই-দিদি! কিন্তু, দিদি, গাড়ী ক'রে যাচ্চি, গাড়ীর ভাড়া তো দিতে হ'বে!"

"নিশ্চয়ই। আমার কাছে, ভাই, দু'টো টাকা আছে। কাল বাবা সেই বড় মেয়ের পুতুলটা কেন্বার জন্মে সেই যে টাকা দিলেন, তোমার মনে নেই? কাল, ভাই, সেই বাঁদরমুখোটা তোকে আট্কে রেখেছিল ব'লে আমার খুব কান্না আ'স্ছিল কি না, তাই পুতুল কিনি নি। না কিনে, ভাই, ভালই করিচি; না?"

তাহারা গাড়ী ভাড়া করিবার সময় গাড়োয়ান ঈষৎ সন্দেহের সহিত জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "তোমরা কোথায় যা'বে?"

"কোল্কেতায় যা'ব, বাবার কাছে।"—বলিবার সময় মিণুর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

মণু কহিল, "হাঁ আমরা সহরে বাবার কাছে যাচ্চি।"

গাড়োয়ান ভাবিল, তাহাদের পিতা হয় তো ষ্টেশনে তাহাদের জন্ম অপেক্ষা করিবে। তাই সে নিশ্চিন্ত মনে গাড়ী হাঁকাইয়া বালিগঞ্জ-ষ্টেশনে তাহাদের পঁহুছিয়া দিল। রামধনবাবু কলিকাতায় কারবার করিতেন, কিন্তু বালিগঞ্জে বাস করিতেন। মিণু ও মণু গাড়ীহইতে নামিল, মিণু গাড়োয়ানের কথামত ভাড়া দিল। সে তাহাকে একটি টাকা দিয়াছিল, তাই গাড়োয়ান যখন তাহার ভাড়া কাটিয়া লইয়া তাহার হাতে কয়েক আনা পয়সা ফিরাইয়া দিল, তখন সে নিজেকে খুব "ভারিক্কি" মানুষ ভাবিয়া সন্তোষ পাইল। তাহার আনন্দ আরও অধিক হইল এই ভাবিয়া যে, গাড়ীভাড়া দিয়াও রাস্তায় লজেঞ্চেস্, তাহার "লবঞ্চুস্", কিনিবার মত অনেক পয়সা তাহার হাতে রহিল।

গাড়োয়ান নিশ্চিন্ত হইয়া চলিয়া গেল। এই শিশুদ্বয়ের জন্ম তাহার মনে কোন আশঙ্কাই হইল না। মিণুরও মনে মনে আশঙ্কা হয় নাই। সে মনে মনে কহিল, "বামুণদিদি কি বলে নি, কোথায় বাবা আছেন? আর কোল্কেতায় পঁউচে পথ জান্বার জন্মে কি আর কোন লোককে জিজ্ঞাসা ক'র্তে পা'র্ব না? খুব পা'র্ব। জিজ্ঞাসা ক'র্লেই সে নিশ্চয়ই পথ দেখিয়ে দেবে।"

যখন টিকিট কাটিয়া উভয়ে রেলে চড়িয়া বসিল, তখন মিণুর মন নিজের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধায় পূর্ণ হইয়া গেল! মণু জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিতে দেখিতে বড় আনন্দ-বোধ করিল। গাড়ীতে একটি বৃদ্ধ বেশ মজাদার গল্প করিতেছিল, তাহা শুনিয়া হাসিয়া হাসিয়া তাহাদের ভারাক্রান্ত মন লঘু হইয়া গে'ল।

তাহার পর যখন তাহারা কলিকাতার রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল, তখন উভয়েরই মনে অত্যন্ত আনন্দ হইল। মিণু মণুর হাতখানি ধরিয়া একটি ফুটপথের উপর আসিয়া দাঁড়াইল। ক্রমশঃ সহরের গোলমাল ও ব্যস্ততা তাহাদের সহিয়া গেল।

মণু কহিল, "আচ্ছা, এই ভিড়টা একটু ক'মলে, গেলে হয় না, ভাই?"

"তাই করাই উচিত।"

ভাবিল, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া না থাকিয়া অগ্রসর হওয়াই উচিত।

মণু তাহাতেও সম্পূর্ণ 'সায়' দিল। তাহার অত্যন্ত ক্ষুধা

মাননীয় সৈয়দ সাম্‌সুল হুদা।

তাহারা দীর্ঘকাল সেইস্থানে অপেক্ষা করিল। কিন্তু ভিড় কমিবার কোনই লক্ষণ দেখা গেল না। অবশেষে মিণু

পাইতেছিল। সে কহিল, "দিদি, সকালে কিছুই খাই নি, জান তো?

"জানি, মণু। বাবার কাছে গেলেই বাবা খাবার কিনে দেবেন এখন।"

"হ্যাঁ, ভাই!"

তাহারা এইভাবে একাকী সহরে আসিয়া পড়ায় যে, তাহাদের পিতা এতটুকুও ক্রোধ করিতে পারেন, ঐ কথা তাহাদের কাহারও মনে উদিত হইল না! মাষ্টার তাহাদের প্রতি কি ভীষণ নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়াছে, তাহা তাহারা ভালই জানে! ইহার পূর্ব্বে কেহ কখনও তাহাদের প্রতি এইরূপ নির্দ্দয় ব্যবহার করে নাই। তাহাদের পিতা কেবল জানিতে পারিলেই, কাহাকেও যে তাহাদের প্রতি এইরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে দিবেন না, ঐ কথা তাহারা খুব ভাল করিয়াই জানিত। সুতরাং তাহাদের পক্ষে প্রথম কর্ত্তব্য ছিল, কোনরূপে সমস্ত ঘটনাটি তাহাদের পিতার নিকট যথাযথভাবে বর্ণনা। তাহারা বীরের মত বুকভরা সাহস লইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।

মিণু প্রফুল্লতার সহিত কহিল, "দেখ, ভাই, এই হ'চ্ছে ঠিক রাস্তা—আমি মনে মনে যেন জা'নতে পা'র্‌চি, ভাই, এই ঠিক রাস্তা!"

পথের লোকসকল তাহাদের ঠেলিয়া, ধাক্কা দিয়া যে যাহার কাজে অতি ব্যস্তভাবে চলিয়া গেল। তাহারা সম্মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, একটি অতি বৃহৎ থাম দাঁড়াইয়া আছে। স্তম্ভটি এত উচ্চ যে, মনে হইতেছিল, তাহার মাথা আকাশে গিয়া ঠেকিয়াছে।

মণু আনন্দ-বিস্ময়ের সহিত কহিয়া উঠিল, "দিদি-ভাই, ঐ থামটার মাথার ওপর যদি চ'ড়্‌তে পা'র্‌তুম, কেমন মজাটা হ'ত; না? আচ্ছা, দিদি, কি বল দেখি ঐটে?"

মিণু কহিল, "বাবাকে জিজ্ঞেস ক'র্‌ব এখন, তিনি নিশ্চয়ই জানেন।"

তাহারা জানিত না যে, তাহারা গড়ের মাঠে মনুমেণ্ট দেখিতেছিল! বড় হইলে তাহারা পুস্তকপাঠে জানিতে পারিয়াছিল যে, এই বিশাল স্তম্ভটি কাহার দ্বারা, কবে এবং কি জন্ত নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু এই সময় তাহাদের কাহারও জ্ঞান অধিক ছিল না।

চৌরঙ্গীর মোড় ছাড়াইয়া কিছুদূর যাইতে যাইতে মণু প্রশ্ন করিল, "হ্যাঁ দিদি, এইটে ঠিক পথ তো, তুমি ঠিক বু'ঝ্‌তে পা'র্‌চ? ভাই, বাবা, বোধ হয়, এখন সেই আঁব-সন্দেশ-দিয়ে লুচি খাচ্ছেন, সেই যে বামুণদিদি তৈরি ক'রেছিল? ঠিক যেন সেইরকম গন্ধ পা'চ্চি; না?"

মিণু ক্রমশঃই যেন গম্ভীর হইয়া যাইতেছিল। সে কহিল, "ভাই, একজন কাউকে জিজ্ঞেস ক'রে দেখা উচিত। পুলিশরা তো সব জানে, একজন পুলিশকে জিজ্ঞেস করি।"

মণু ভগিনীর হাত ধরিয়া যাইতে ছিল, সে সহসা ঝাঁকানি দিয়া পিছনে এক টান মারিয়া বলিল, "না, দিদি-ভাই, পুলিশকে জিজ্ঞেস্ ক'র' না—ওদের দে'খ্‌লে আমার ভয় করে। আগে, ভাই, ক'র্‌তুম না, আগে বেশ ভালবা'স্‌তুম, কিন্তু মাষ্টার বলে দুষ্টুমি ক'র্‌লে নাকি তা'রা বড় বড় থলির মধ্যে ছেলেদের পুরে, মুখ বেঁধে পুকুরে ফেলে দেয়! ভাই, থলির মধ্যে পু'র্‌লে তো আমাদের দম আট্‌কে যা'বে, এঁ্যা?"

"ও যা'রা দুষ্টু ছেলে হয়, তা'দের ধরে, তুমি তো আমার লক্ষ্মি-সোণা, গোপাল ছেলে!"

"না, ভাই-দিদি, এখন আমি দুষ্টু হ'য়েছি। সেদিন আমি মাষ্টারের কাছে মিথ্যে কথা বলেছিলুম, জান তো? মাষ্টার জিজ্ঞেস ক'র্‌লে, আমি বল্লুম, 'না আমি কলার খোসা, কালি কিছু ফেলি নি'!—আমিই তো সত্যি ফেলেছিলুম, ভাই; এঁ্যা?"

"হ্যাঁ, তা' মিথ্যে কথা ব'লেছিলে বটে। তা' তুমি সেদিন রাত্তিরে ভগবানকে ব'লেছিলে তো, 'হে ভগবান, মণুকে ক্ষমা কর'?"

লজ্জায় রাঙা হইয়া মণু কহিল, "দিদি-ভাই, সে রাত্তিরে আমি প্রার্থনা করি নি। আমি ক'র্‌ব ঠিক ক'রেছিলুম, দিদি, নিশ্চয়ই ক'র্‌তুম,—কিন্তু কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে কখন ঘুমিয়ে প'ড়েছি, জানি না!"

মিণু তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধরিয়া একটি দোকানের জানালার উপর মণুকে পিঠ দিয়া দাঁড় করাইল, তাহার পর কহিল, "ভাই মণু, এক্ষুণি বল, তা' হ'লে আর ভয় ক'র্‌বে না। চোখ বন্ধ কর তো, ভাই!"

মণু ভগিনীর কথামত কার্য্য করিল এবং চক্ষু মুদিয়া দাঁড়াইল।

"হে ভগবান্! মণুকে তুমি ক্ষমা কর, সে আর কক্‌খনো মিথ্যে কথা ব'ল্‌বে না!"

কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধতা বিরাজ করিল। তাহার পর মণু পরিষ্কার রৌপ্যের আওয়াজের মত মিষ্টি গলায় একমনে ঐ প্রার্থনাটির পুনরাবৃত্তি করিল। তাহার মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

"দিদি-ভাই, ভগবান এইবার, বোধ হয়, আমার সেই মিথ্যে কথাটা ভুলে যা'বেন; না? এইবার তুমি পুলিশকে পথের কথা জিজ্ঞেস কর, আর আমার ভয় ক'র্‌বে না মোটে। এস, ঐ পুলিশকে জিজ্ঞেস করি।"

মণু আঙুল বাড়াইয়া পথের মোড়ে দণ্ডায়মান একজন পুলিশকে দেখাইয়া দিল। মিণু অকুতোভয়ে তাহার দিকে অগ্রসর হইল।

"ও পুলিশবাবু, তুমি আমাদের বাবার কাছে নিয়ে চল না!"

'৯২ (ক)' চাহিয়া শিশুদ্বয়কে দেখিল। মিণু ও মণুর সুকুমার, সুন্দর মুখ দেখিয়া সে একটু মুগ্ধ হইল। বাতাসে মিণুর মুখের উপর দুই-একটা কাল কুচ্‌কুচে চুলের গোছা উড়িয়া আসিয়া

পড়িতেছিল এবং সে ক্ষীণ হাত তুলিয়া সেগুলিকে মুখহইতে পিছনে সরাইয়া দিতেছিল।

"বাবার কাছে যা'বে, খুকি? তোমার বাবা কোথায় থাকেন?"

"বাবা আমাদের সঙ্গে বালিগঞ্জের বাড়ীতে থাকেন। এখন

মণ্ এই সময়ে কথা কহিল। সে বলিল, "এমা! তা'ও জান না?"

মিণ্ কহিল, "বাবার আপিসের ঠিকানা?—'হাণ্ডিয়াসানের বাড়ী, চৌরঙ্গী'।" এই বলিয়া সে পুলিশটির হাতখানি ধরিল। মণ্

বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল

কিন্তু তিনি আপিসে আছেন। বাবার কাছে আমরা একটা কথা ব'লতে এসেছি।"

"তোমার বাবার আপিসটা কোন জায়গায়?"

"চৌরঙ্গীতে।"

"আহা, চৌরঙ্গীতে তো ন'শো-নিরনব্বইটা আপিস আছে, সেই আপিসের ঠিকানাটি কি বল দেখি, খুকি?"

ছুটিয়া সম্মুখ দিয়া বেড় দিয়া তাহার অপর হস্তখানি ধরিল। মণ্ হাসিতে যেন ফাটিয়া পড়িয়া লাফাইতে লাফাইতে চলিয়া কহিল, "ভাই পুলিশবাবু, তোমাকে দেখে কিন্তু আমার একটুও ভয় হ'চ্চে না, সত্যি ব'ল্‌চি। তুমি আমায় থলির ভেতর বন্ধ ক'রে মুখ এঁটে দিয়ে পুকুরে ফেলে দেবে না; না? আর এখেনে তো খালিই বাড়ী, পুকুর পা'বেই না!"

"না গো বাবু-সাহেব! থলির ভেতর পু'র্‌ব, কেন? তোমাদের মত লক্ষ্মীছেলেকে কি কেউ থলির ভেতর পোরে? ও সব দুষ্টু-ছেলেদের জন্যে!"

মিণু অত্যন্ত গর্ব্বের সহিত মণুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। সেও ঠিক ঐ কথাই বলিয়াছিল; তবে একটু সন্দেহের সহিত বলিয়াছিল! তাই যখন পুলিশের নিকট আসে, তখন তাহার ভাইটির অদৃষ্টে কি আছে না আছে ভাবিয়া তাহার বুকের মধ্যে ধুক্ ধুক্ করিতেছিল! এখন পুলিশবাবুর নিজের মুখের ঐ অভয়বাণী শুনিয়া তাহার বুকখানি যেন সাতহাত হইয়া উঠিল। সে কহিল, "মণু তো আমাদের মোটেই দুষ্টু নয়, না পুলিশবাবু? ওকে কেন থলিতে পু'র্‌বে? আমাদের মাষ্টারটা ভারি মিথ্যে কথা বলে!"

"দিদি, আমাদের বাবা যেন আজ হারিয়ে গেছেন। আর আমরা পুলিশবাবুকে নিয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছি!"

"হ্যাঁ।"

"ঠিক যেন সেই গানের মত।"

৯৯ক পুলিশম্যান কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি গান, খোকা-বাবু?"

"সেই যে গো, জান না? আমাদের পাশের বাড়ীর একটা ছেলে গ্রামোফোণে বাজায়—'পুলিশে কি খবর দিব? বল তো জানাই গো থানা, ফাঁকি দিয়ে প্রাণের পাখী, উড়ে গেল, আর এলো না'!"

"হ্যাঁ পুলিশবাবু, 'প্রাণের পাখী' কি? আমরা যখন খুব ছেলে-মানুষ থাকি, তখন তো দুধ খাবার সময় আমাদের গলার ভেতর বক ডাকে! বককে বুঝি 'প্রাণের পাখী' বলে?"

পুলিশ হাসিয়া বলিল, "ঠিক বক নয়, তবে বকেরই মত সাদা ধপ্‌ধপে চেহারা অথচ বকের মত কুঁজো আর কর্কশ আওয়াজ যা'দের, তা'দের 'প্রাণের পাখী' বলে। তুমি ছেলেমানুষ এখন বু'ঝ্‌তে পা'র্‌বে না!"

"না, ভাই-দিদি! তা' হ'লে বাবাকে আমাদের 'প্রাণের পাখী' ব'ল্‌ব না। বাবা তো আর কুঁজো—দিদি, ঐ দেখ, ভাই, ঐ দোকানটায় কি বিশ্রী চপ্‌গুলো সাজিয়ে রেখেছে! আমাদের বামুণ-দিদি কেমন চপ্ করে; না, ভাই?"

মিণু কহিল, "পুলিশবাবু, তুমি আমাদের বামুণদিদিকে জান না; না? বামুণদি' আমাদের কেমন ভাল লোক—তুমি যদি তা'র সঙ্গে ভাব ক'র্‌তে তো তোমায় কেমন সুন্দর চপ্ খেতে দিত!"

সেই শিশুদ্বয়ের নব-নির্ব্বাচিত বন্ধু একটু হাস্য করিল। সে কহিল, "তা' বৈ কি, খুকি! আলাপ-পরিচয় থা'ক্‌লে চপ্ দিতো বৈ কি! তা'র সঙ্গে আলাপ হ'লে সুখী হ'ব।"

"আচ্ছা, পুলিশবাবু, আমি বাবাকে নিশ্চয়ই ব'ল্‌ব তিনি যেন তোমায় বামুণদি'র রান্না খাবার জন্যে বালিগঞ্জে আমাদের বাড়ীতে নেমন্তন্ন করেন। তুমি যা'বে তো?"

৯৯ক নম্বরওয়ালা আবার মৃদু হাস্য করিল। সে বলিল, "এই মাসের রবিবারগুলোর মধ্যে যত লোকের 'কাম' ক'রেছি, তা'দের মধ্যে তোমরা দু'টিই সব চেয়ে মজার ব্যাপার!"

মিণু তাড়াতাড়ি কহিল, "না, না, মণুর এখনও দাড়ি ওঠে নি তো, ও যে, খুব ছেলেমানুষ। ওকে 'কামিও' না তুমি। আমরা এই মাত্তর একটা নাপ্‌তের দোকানথেকে আ'স্‌চি।"

"দিদিভাই, একমাসের নাকি আবার রবিবার হয়? সমস্ত মাস-ধ'রে রোজই যদি রবিবার হ'ত, তা' হ'লে এখন আমার মোটেই ভাল লা'গ্‌ত না। মা যখন ভাল হ'বেন, তখন রোজ রবিবার হ'লে বেশ হয়—এখন তো আর আমাদের গল্প ব'ল্‌বার কেউ নেই; না, ভাই-দিদি?"

শিশুদের সহচর চক্ষু মট্‌কাইয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "গল্পগুলো সব মিথ্যে তো?"

"আহা, তা' কেন? সেগুলো তো খালি গল্প। আমাদের মাষ্টারটা মিথ্যে কথা বলে! মা যা' গল্প বলেন, সেগুলো 'ভাল মিথ্যে'—মাষ্টার যা' বলে সেগুলো 'খারাপ মিথ্যে'! মা আমাদের খু-উ-ব ভালো—!"

৯৯ক নম্বর কহিল "তা' তো হ'বেন-ই। সব মা-ই খু-উ-উ-ব ভালো।"

শিশুদ্বয় একনিশ্বাসে বলিয়া উঠিল, "আমাদের মার মত কেউ নয়—মা সবচেয়ে ভালো!"

এতক্ষণে তাহারা মেসার্স্ হেণ্ডার্সন্ কোম্পানীর বিখ্যাত কুঠীর নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল।

৯৯ক নম্বর অঙ্গুলিসঙ্কেতে বাড়ীটি দেখাইয়া কহিল, "ঐ যে, ঐ তোমাদের আপিস।"

(ক্রমশঃ)

সাজি

কমলালেবু

[শ্রীযুক্ত কমলাক্ষ চট্টোপাধ্যায়-সংকলিত]

আমেরিকার প্রসিদ্ধ ডাক্তার কেলগ্, "গুড্ হেল্থ্"-নামক কাগজে কমলালেবুর গুণ-ব্যাখ্যা করিয়াছেন। খাদ্য-হিসাবে উহা যে, কত পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যপ্রদ, তাহা আমরা ঠিক জানি না। বছরের ফল বলিয়া কেবল সখ করিয়াই খাইয়া থাকি।

এক গেলাস ঘোল আর এক গেলাস কমলালেবুর রসের তুলনা করিলে, কমলার রসে ঘোলের চেয়ে শতকরা ২৫ ভাগ বেশী পুষ্টিকর সামগ্রী পাওয়া যায়। এক গেলাস কমলার রস, পৌনে এক গেলাস খাঁটী দুধের সমান পুষ্টিকর। কলিকাতায় খাঁটী দুধ যেমন দুষ্প্রাপ্য, তাহাতে কমলার রস খাইয়া দুধের অভাব-পূরণ করা যাইতে পারে।

লেবুর মধ্যে যে অম্লরস আছে, তাহা হজমের সহায়তা করে; কমলালেবুর মধ্যে যে, মিষ্ট রস থাকে, তাহা সহজেই শরীরে গৃহীত হয়, হজম করিয়া লইতে হয় না। শর্করা বা দ্রবনীয় কার্বো-হাইড্রেট্-ছাড়া কমলার রসে শতকরা এক ভাগ (protin) প্রোটিন বা পোষ্টাই সামগ্রী আছে। সুতরাং কমলা-লেবুর রস একাধারে মুখরোচক, স্বাদু ও পুষ্টিকর।

রোগেও ইহা সুপথ্য। জ্বর হইলে, রোগীর শরীর দূষিত ও বিষাক্ত হইয়া জ্বলিতে থাকে, এবং সেই বিষ-নিষ্কাশনের জন্ম শরীরের কোষ ও যন্ত্রগুলি প্রাণপণে নড়িতে থাকে। সেই সময় দিনে ।৪ সেরথেকে ।৬ সের জলপান করিয়া রোগীকে জ্বরের দাহ-নিবারণ করিতে এবং ঘর্ম ও মূত্রের ভিতর দিয়া বিষ-বহিষ্কারের সাহায্য করিতে হয়। কমলা-লেবুর রসে যে জল থাকে, তাহা নির্ম্মল, পরিস্রুত, জীবাণুরহিত জলের মত। রসের অম্লতা পিপাসা-নিবারণ করে, পানে রুচি জন্মায়; আর সুগন্ধ বলিয়া অধিক পানেও গা বমি বমি করে না। যে বিষে জ্বরাক্রান্ত রোগী দগ্ধ হইতে থাকে, সেই বিষ-প্রলেপে তাহার জিহ্বা এমন পুরু হইয়া উঠে যে, তখন মুখে জল বা খাদ্য রুচে না। কিন্তু কমলা-লেবুর রসের অম্ল ও সুগন্ধ জিহ্বার বিষ-প্রলেপ দূর করিয়া মুখে রুচি জন্মায়।

জ্বরভোগী রোগীর পাচক রস ও পরিপাক-শক্তি থাকে না, বলিলেই হয়; তখন কোন খাদ্যই শরীরে গ্রহণ করিবার শক্তি থাকে না বলিয়া অন্নেই তাহার বমি হয়। কমলার রসে (albumen) এল্বুমেন না থাকাতে, তাহা বৃহদন্ত্রে গিয়া পচিয়া উঠে না, এবং শর্করা ও (protin) প্রোটিন্ অল্প যাহা থাকে, তাহা এমন দ্রব অবস্থায় থাকে যে, তাহা শরীরে শোষণজন্ত পাক-ক্রিয়ার সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। সুতরাং জ্বরে কমলা-লেবুর রস উৎকৃষ্ট পথ্য।

ছোট ছোট দুগ্ধপোষ্য শিশুরা পুরামাত্রায় স্তনদুগ্ধ না পাইলে কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। তাহাদের পক্ষে কমলা-লেবুর রস অমৃতোপম, ইহা তাহাদের বৃদ্ধির সহায়তা করে; ইহা শুধু মনুষ্য-শিশুর পক্ষেই সুপথ্য নয়, পশু-শিশুদেরও ইহা পরম রসায়ণ। যে লোক কেবল কাঁড়া চাউলের ভাত অথবা শাদা ময়দার রুটি, আলু আর মাংস খায়, তাহার খাদ্যে উপযুক্ত-পরিমাণ "ভাইটামিন" অর্থাৎ সঞ্জীবন-পদার্থ না থাকাতে তাহার পুষ্টির ব্যাঘাত ঘটে। সে যদি আপনার আহার্য্যের মধ্যে কমলা-লেবুকে অন্তর্গত করিয়া লইতে পারে, তবে তাহার সে অভাবের পূরণ হয়।

কমলা-লেবুর রসের অম্ল ও শর্করা পাকাশয়ের গ্রন্থিগুলিকে উত্তেজিত করিয়া পাকরস-ক্ষরণ করায় ও তাহাতে পরিপাকের সুবিধা হয়। সেই হেতু কমলার রস ক্ষুধা-প্রবর্দ্ধকও বটে। খালি পেটে এক গেলাস কমলালেবুর রস চমৎকার জোলাপের কাজ করে। রাত্রিতে শুইবার পূর্ব্বে ও প্রভাতে উঠিয়া এক-এক গেলাস কমলার রস-পান করিলে, কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে না, শরীরে স্ফুর্ত্তি-সঞ্চার হয়, পরিপাক-শক্তি বাড়ে, ক্ষুধা হয়, শরীরে কান্তি-পুষ্টি দেখা দেয়।

সুতরাং প্রত্যহ অন্ততঃ একবার কমলা-লেবু খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল।

২

মাছির ডানা

[শ্রীমান্ শরদিন্দু বসু-কৃত]

প্রাণিমাত্রেরই কোন-না-কোন বিশেষত্ব আছে। যেমন, মাছি ঘরের ছাদে বা দেওয়ালের উপর স্বচ্ছন্দে চলিয়া বেড়াইতে পারে, কিন্তু মনুষ্য তাহা পারে না। পারে না কেন বলি, আজকাল অনেক চেষ্টার পর এমন সব যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহার দ্বারায় এই দুঃসাধ্য কার্য্যটিও মনুষ্য সম্পন্ন করিতে পারিয়াছে। কিন্তু মাছির আরও একটি বিশেষত্ব আছে; সেটির অনুকরণ মনুষ্য আজ-পর্য্যন্ত করিতে পারে নাই; এ বিশেষত্বটি মাছির ডানা নাড়িবার গতির অতিদ্রুত বেগ।

বাস্তবিকই মাছি উড়িবার সময় এত দ্রুত ডানা নাড়ে যে, ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। লর্ড আভেবরী (Lord Avebury) পরীক্ষাদ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, সাধারণতঃ উড়িবার সময় মাছি প্রতি মিনিটে ১৯,৮০০ বার ডানা নাড়ে, অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে ৩৩০ বার ডানা নাড়ে। ভয় পাইয়া বা উত্তেজিত হইয়া উড়িবার সময় মাছির ডানা মিনিটে ২১,১২০ বার বা সেকেণ্ডে ৩৫২ বার নড়িয়া থাকে।

তিনি আরও স্থির করিয়াছেন যে, মৌমাছি উড়িবার সময় মিনিটে ২৬,৪০০ বার বা সেকেণ্ডে ৪৪০ বার পাখা নাড়িয়া থাকে। তিনি বলেন যে, পতঙ্গজাতির মধ্যে প্রজাপতির ডানাই সর্ব্বাপেক্ষা ধীরে ধীরে সঞ্চালিত হয়।

করাত-গুঁড়ার উপর প্রতিষ্ঠিত সহর

[শ্রীযুক্ত বিমলাক্ষ চট্টোপাধ্যায়-সংকলিত]

আমেরিকার 'আয়োয়া'-নামক সহরের নিকটবর্ত্তী 'মাস্কাটিন'-সহর এক স্তর করাতের গুঁড়া বিছাইয়া তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 'ব্লুমিংটন'-গ্রামে একটা কাঠচেরাই কল ছিল। সেই কলের গুঁড়াগুলি ফেলিয়া দিলে, তাহার উপর ক্রমে ক্রমে গ্রামের বিস্তৃতি ও পরে এই 'মাস্কাটিন'-নগর স্থাপিত হইয়াছে। এক-এক স্থানে করাতের গুঁড়া ১৫ ফিটপর্য্যন্ত গভীর। এই করাতের বিস্তৃত ক্ষেত্র ঢাকিয়া গাছপালা-রোপণ করাইবার জন্য একটা পাহাড়হইতে মাটী কাটিয়া-আনিয়া গুঁড়া ঢাকিয়া ফেলা হইয়াছে। এই সহরের জল-নিকাশ খুব সহজে হয়। করাতের গুঁড়ার ভিতর দিয়া জল যায় বলিয়া, সহরটি স্যাঁতসেঁতে থাকে না।

৪

ধাঁধার উত্তর।

(১) ১৯১৭ সালের মার্চ্চ-মাসে প্রকাশিত ধাঁধার উত্তর—

নেত্রাক্ষরে নাম, বাসা বালকের ঘরে,
আমাকে পাইলে সবে কাড়াকাড়ি করে;
জন্ম কলিকাতা মোর, দু'-পয়সা দাম,
ছবি গল্পে ভরা আমি। বল দেখি নাম?

—"বালক"।

(২) ঐ সালের এপ্রিল-মাসে প্রকাশিত ধাঁধার উত্তর—

(ক) ক।
(খ) বাড়িতেছে।
(গ) পুকুর।

(৩) ঐ সালের অক্টোবর-মাসে প্রকাশিত ধাঁধার উত্তর—

ক্যারম-খেলা।

৫

নূতন-ধাঁধা

[আচার্য্য ললিতলোচন দত্ত-কৃত]

(১) দুইটি 'কাটি'কে এমন করিয়া জোড়া দাও, যেন দক্ষিণ-আমেরিকার একটি হ্রদে পরিণত করিতে পার।

(২) কে আমি? তুমিই আমি! পেট কাটা যেতে
ব'সলেম আমি তব জিভে ঠাঁই পেতে!
কেটে মোর মাথা, তুমি মোরে নিয়ে, ভাই,
উড়াইবে ঘুড়ী। কাট পা, আমি যা'—তাই!

পূর্ব্বপ্রকাশিত পাঁচটী ধাঁধার প্রকৃত উত্তর "বালকে"র এত পাঠকের নিকটহইতে পাওয়া গিয়াছে যে, তাহাদের নাম-প্রকাশ করা অসম্ভব।

—"বালক"-সম্পাদক।

কা'র কথা ঠিক?

[আচার্য্য ললিতলোচন দত্ত-সঙ্কলিত]

গলা জড়াইয়া মার, চুমা দিয়া তাঁয়
ভোলা বলে, "মা তোমায় খুব ভালবাসি!"
কুটা নাড়ি' সহায়তা নাহি করি' মায়,
ক্ষণপরে খেলিবারে যায় হাসি' হাসি'!
খেঁদী বলে, "মা, তোমায় কত ভালবাসি"
বলিতে তা' নারি আমি ভাষায় প্রকাশি'!
তা'র পরে সারা দিন জ্বালায় সে মায়,—
খেলিতে সে গেলে মাতা অব্যাহতি পান!
নেড়ী বলে, "আমি ভালবাসি, মা, তোমায়,
কি কাজ করিতে হ'বে? দাও দিই ক'রে,
আজিকে আমার ছুটি।" এত বলি' বালা
খোকারে লইয়ে কোলে করে দোল-দান!
হেরিয়ে মায়ের চোখ উঠে জলে ভ'রে,
মুহূর্ত্তেকে ভুলি যান যত তাঁ'র জ্বালা!

বালক

সপ্তম বর্ষ

৬ষ্ঠ সংখ্যা জুন ১৯১৮

ক্ষমা

[শ্রীযুক্ত হরিদাস ঘোষ-কৃত]
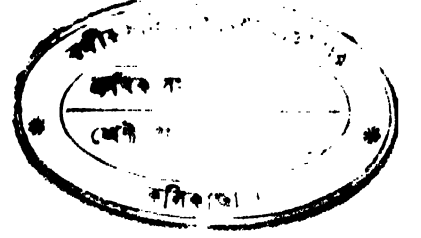
১

পনরবৎসরবয়সে প্রফুল্ল পিতৃহীন হইলে, পিসার বাড়ী-ছাড়া তাহার আর কোন আশ্রয়-স্থান রহিল না। তখন সে বর্দ্ধমান ছাড়িয়া, মাকে লইয়া চন্দ্রপুরে পিসার বাড়ী গিয়া উঠিল। তাহাদের এই অপ্রত্যাশিত আগমনে কেহ যে, বিশেষ সন্তুষ্ট হইল, তাহা বলা যায় না, তবে পিসা গিরিশচন্দ্র স্বাভাবিক টানের জন্য কিম্বা কর্ত্তব্য-বোধে শালাজকে ডাকিয়া দুই-চারিটা সান্ত্বনার কথা বলিলেন, আর তাঁহার গৃহিণী মোক্ষদাসুন্দরী অনিমন্ত্রিত এই অভ্যাগতদের প্রতি একবার কটাক্ষে তাকাইয়া, মুখ বাঁকাইয়া চলিয়া গেলেন।

প্রফুল্ল পিসার বাড়ী পদার্পণ করিয়াই বেশ বুঝিতে পারিল যে, এখানে তাহার দিনগুলি বিশেষ সুখে কাটিবে না। ছেলেবেলাতেই প্রফুল্ল ধীর ও সহিষ্ণু ছিল। শত অনিষ্ট করিলেও কাহারও বিরুদ্ধে একটি কথা বলা তাহার স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। এই গুণটির জন্য প্রফুল্ল পিসার বাড়ীর এই প্রথম অভ্যর্থনায় বিশেষ চঞ্চল হইল না। গিরিশবাবুর ছেলে বিনোদকে দেখিয়া, প্রফুল্ল প্রথমে মনে করিল, সে একজন দুঃখের সাথী পাইল, কিন্তু তাহার এ ভুল ভাঙিতে বিশেষ দেরী হইল না। বিনোদ প্রফুল্লর সমবয়সী ছিল; সে পড়িত, গ্রামের এণ্ট্রান্স স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে। পিসার বাড়ী আসিয়া প্রফুল্লও সেই শ্রেণীতে

গার্দা হ্রদ।

ভর্ত্তি হইল। একটি জিনিস কিন্তু প্রফুল্লের কাল হইল। অল্প দিনের মধ্যেই সে স্কুলের মধ্যে ভাল ছেলে বলিয়া বেশ নাম কিনিয়া ফেলিল। বিনোদের কাছে ইহা অসহ্য বলিয়া বোধ হইল। বিনোদের স্বভাবটি ঠিক তাহার মায়ের মত দ্বেষ ও হিংসাপূর্ণ ছিল। সে ভাবিত, প্রফুল্ল তাহাদের আশ্রিত, অতএব ক্রীতদাসের সমান; কোনরকমেই তাহাকে বড় হইতে দেওয়া উচিত নয়। এই শুভেচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া সে কিরকমে প্রফুল্লকে অপদস্থ করিতে পারিবে, তাহাই খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল।

বিদ্যালয়ে বিনোদ প্রফুল্লর বিরুদ্ধে একটা দল পাকাইয়া তুলিল। প্রফুল্ল যাহা কিছু করে বা বলে, এই দলটি ঠিক তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল। ক্লাসে পরেশের নামে উপর্য্যুপরি নালিশ চলিতে লাগিল। ছুটির পর বিনোদ ও তাহার সঙ্গী ফণী, হরেন্ আর নন্দলাল প্রফুল্লকে পরোক্ষভাবে নানারকমে অপদস্থ করিতে লাগিল।

একদিন বিদ্যালয়ের ছুটির পর, প্রফুল্ল ধীরে ধীরে বাড়ীর দিকে আসিতেছে, এমন সময় গলার শব্দ শুনিয়া পিছন ফিরিয়া দেখিতে পাইল, বিনোদ ও তাহার দলটি সেই দিকে আসিতেছে। তাহার কাছে আসিয়া, নন্দলাল হঠাৎ তাহার গায়ের উপর পড়িয়া এক ধাক্কা দিয়া বলিয়া উঠিল,—"কি, হে নবাব, চোখে যে একেবারে দে'খ্‌তেই পাও না, লোকের ঘাড়ের ওপর এসে পড় যে!"

প্রফুল্ল ধীরভাবে উত্তর করিল,—"আমি তো, ভাই, ধাক্কা দিই নি, তুমিই তো দিলে!"

"বটে, আমি দিলুম? মিথ্যেবাদী!"

"কেন মিছিমিছি গাল দিচ্ছ বল তো?"

"বেশ ক'র্‌ছি।"—এই বলিয়া নন্দলাল প্রফুল্লকে খুব জোরে আর এক ধাক্কা দিল। প্রফুল্ল অতর্কিত অবস্থায় ধাক্কা খাইয়া রাস্তার উপর পড়িয়া গেল; তাহার হাতের বই চারিদিকে ছিট্‌কাইয়া পড়িল। তাহার পর তাহারা চারজন চাপাহাসি হাসিতে হাসিতে সেখানহইতে চলিয়া গেল।

প্রফুল্ল রাস্তাহইতে উঠিয়া বইগুলি কুড়াইয়া লইল। তাহার হাঁটু ও হাতের কণুই ছড়িয়া গিয়াছিল, ঠোঁট কাটিয়া রক্ত পড়িতেছিল। নিস্ফল ক্রোধে তাহার বুকের ভিতরটা গুমরিয়া উঠিতেছিল। প্রতিশোধের জন্য মনটা একবার বিদ্রোহী ঘোড়ার মত অস্থির হইয়া উঠিল, কিন্তু তখনই তাহার শান্তবুদ্ধি সুদক্ষ অশ্বচালকের মত, মনকে সংযত করিয়া দিল। সে লজ্জিত হইয়া ভাবিল,—"তাই তো, এখানে তো আমার রাগ করা চলে না; যা'দের আশ্রয়ে আছি, তা'রা শত অত্যাচার ক'র্‌লেও যে, সহ্য ক'র্‌তে হয়!" সে কাছে এক পুকুরে মুখ-হাত ধুইয়া আস্তে আস্তে বাড়ীর দিকে চলিল।

বাড়ী ঢুকিয়া সে শুনিতে পাইল, বিনোদ মোক্ষদাসুন্দরীকে বলিতেছে,—"মা, দেখ, এই প্রফুল্লটা রোজ রোজ রাস্তায় ছেলেদের সঙ্গে ঝগড়া-মারামারি করে; এমন বদ্ ছেলে দেখি নি।"

মোক্ষদাসুন্দরী "হুঁ" বলিয়া সেই ঘরহইতে বাহির হইয়া যাইতেছেন, এমন সময় প্রফুল্ল তাঁহার সম্মুখে পড়িল।

"এই, এদিকে শুনে যা।"

প্রফুল্ল কাছে আসিয়া নতমস্তকে দাঁড়াইল।

"তুই রোজ রোজই স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে মারামারি করিস্? হ্যাঁ, এই যে তা'র চিহ্নও র'য়েছে, দে'খ্‌তে পাচ্ছি; ঠোঁট কা'ট্‌ল কি ক'রে, জামা ছিঁ'ড়্‌ল কেন? পরের ভাতে আছিস্, তবু তোর লজ্জা নেই! আজ তোর ভাত বন্ধ।"

"আমি তো—"

"ফের আবার মুখের ওপর কথা! যা!"

প্রফুল্লর চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইবার উপক্রম হইয়াছিল। সে প্রকৃত ব্যাপার বলিবার জন্য একবার পিসীর মুখের দিকে মাথা তুলিয়া চাহিল, কিন্তু দেখিল, পিসী ততক্ষণে সেখানহইতে অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন। সে নীরবে মায়ের কাছে গেল; তাহার পর তাঁহার কোলে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

মা ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হ'য়েছে, রে প্রফুল্ল? কাঁ'দ্‌ছিস্ কেন?"

প্রফুল্ল এক-একটি করিয়া সব কথা মাকে বলিল।

মার চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। "বাবা, পরের অন্নে থা'ক্‌তে হ'লে সব সহ্য ক'র্‌তে হয়। আর এই কথাটি সব সময়ে মনে রেখো যে, অত্যাচারের প্রতিশোধ অত্যাচার নয়—তা'র প্রতিশোধ ক্ষমা।"

প্রফুল্ল উঠিয়া মায়ের পায়ের ধুলা লইল।

২

কাহাকে ধরিয়া মারিলে সে যদি নীরবে সহ্য করে, প্রতিশোধ লইবার কোনরকম চেষ্টা না করে, তাহা হইলে অনেকের রাগটা বাড়ে বই কমে না। আমাদের বিনোদেরও সেই অবস্থা হইয়াছিল। সে যখন দেখিল যে, শত লাঞ্ছনা সত্ত্বেও প্রফুল্ল নির্ব্বিবাদে সব সহ্য করিয়া যাইতেছে, মুখ ফুটিয়া তাহার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলিতেছে না, তখন প্রফুল্লের প্রতি আক্রোশটা তাহার ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিল।

স্কুল বসিবার আগে আমগাছতলায় বসিয়া বিনোদ, হরেন্, ফণী ও নন্দ জটলা পাকাইতেছিল। বিনোদ বলিল,—"দেখ্, ভাই নন্দ, কাল যা' মজা হ'য়েছিল।"

"কি মজা রে?"

"তুই তো কাল বিকেলে প্রফুল্লটাকে ঠেলে ফেলে দিলি; তা'র পর আমি মাকে গিয়ে ব'লে দিলুম যে, ও রোজ রাস্তায় ছেলেদের সঙ্গে মারামারি করে। মা তো তখুনি তা'কে ডেকে খুব বকুনি দিলে; তা'র পর, রাত্রে ভাত বন্ধ! কিন্তু, ভাই, ওটা যে মুখ

বুজিয়ে চুপ ক'রে থাকে, তা' দে'খ্‌লেই আমার রাগ ধরে।"

ফণী দলের মধ্যে একটু ভাল ছিল, সে বলিল,—"যা'ই বলিস্, পরেশকে আমার কিন্তু বেশ লাগে। তোরা যে কেন ওর পেছনে লেগেছিস্, তা' তো আমি বুঝে উ'ঠ্‌তে পা'র্‌ছি না। আর ও তো আমাদের সঙ্গে কোন শত্রুতা করে নি ব'লে বোধ হয়।"

বিনোদ তাহাকে হাত-দিয়া একটু ঠেলিয়া দিয়া বলিল,—"তুই তো ভারী জানিস্, ওটা একটা মিট্‌মিটে ডা'ন; ওপরে দেখায়, যেন কতই ভালমানুষ। আমাদের বাড়ীতে থাকে, আর আমি জানি না! আর তুই যদি এমন বকাধার্ম্মিক হ'য়ে থাকিস্ তো আমাদের সঙ্গে আসিস্ না। কি বলিস্, রে নন্দ!"

"নিশ্চয়ই।"

ফণী উঠিয়া গেল। তখন বিনোদ, নন্দ আর হরেন্ অনেকক্ষণ ধরিয়া চুপিচুপি কি পরামর্শ করিল। তাহার পর তাহারা হাসি-হাসি-মুখে পরস্পরের প্রতি চোখ-টেপাটেপি করিতে করিতে ক্লাসে গিয়া বসিল। কেহ একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইত যে, আজ তাহারা একত্র বসে নাই। বিনোদ বসিয়াছে—পরেশের ঠিক পাশে; নন্দ প্রায় দশজন ছেলের পরে আর হরেন্ অন্ত একদিকে।

অঙ্কের ঘণ্টায় হঠাৎ বিনোদ দাঁড়াইয়া বলিল,—"সার, আমার আট-আনা-দামের "কপিং" পেন্সিলটা কে চুরী ক'রেছে।"

"চুরী আবার ক'র্‌বে কে? কোথায় ফেলেছ খুঁজে দেখ।"

"না, সার, কেউ চুরী ক'রেছে; এই একটু আগে আমি বইএর ওপর রেখে বাইরে গিয়েছিলুম; এসে দেখি—নেই!"

"ওহে, কেউ বিনোদের পেন্সিলটা নিয়ে থাক তো দাও।"

সব চুপ।

"সার, সকলকে নিজের নিজের পকেট দেখা'তে বলুন; কে নিয়েছে, না নিয়েছে বোঝা যা'বে 'খন।"—নন্দলাল দাঁড়াইয়া-উঠিয়া এই কথাগুলি বলিল।

কথাটির উত্থাপন করিবামাত্র সকলেই আপন আপন নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিবার জন্য পকেট উল্‌টাইয়া দেখাইতে লাগিল। প্রফুল্লও তাহাদের দেখাদেখি যেমন সার্টের একটা পকেট উল্‌টাইল, অমনি পেন্সিলটা ঠক্ করিয়া মেঝের উপর পড়িয়া গেল। প্রফুল্ল বজ্রাহতের মত দাঁড়াইয়া রহিল। বিনোদ, হরেন ও নন্দর চোখে চোখে একটা বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। অন্যান্য ছেলেরা হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল।

হরেন্ আস্তে আস্তে বলিয়া উঠিল,—"বাবা! সকলেই তো জা'ন্‌তুম, প্রফুল্ল বড় ভাল ছেলে। তোমার পেটে পেটে এত বিদ্যে!"

মাষ্টার-মহাশয় ব্যাপার দেখিয়া একটু হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলেন। প্রফুল্লকে তিনি বরাবরই ভাল ছেলে বলিয়া জানিতেন; কিন্তু শুধু জানিলে কি হইবে? এখন যে প্রমাণ হাতে হাতে। মাষ্টার-মহাশয় গম্ভীরস্বরে ডাকিলেন,—"প্রফুল্ল, এদিকে এস।"

প্রফুল্ল অপরাধীর মত ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

"তুমি বিনোদের পেন্সিল-চুরী ক'রেছ?"

এই মিথ্যা চোর-অপবাদে প্রফুল্লর অশ্রু আর বাধা মানিল না, চোখ ফাটিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। শেষে অতি কষ্টে রুদ্ধকণ্ঠে সে বলিল,—"আমি চুরী করি নি।"

"তবে তোমার পকেটে পেন্সিল এল কি ক'রে?"

"তা' আমি জানি না।"

প্রফুল্লর ব্যবহারে মাষ্টার-মহাশয়ের মনে কেমন একটা সন্দেহ হইল। তিনি কিছুক্ষণ ধরিয়া কি ভাবিলেন; তাহার পর বলিলেন, "তোমার এই প্রথম অপরাধ ব'লে এবার তোমায় মাপ করা গেল, কিন্তু সাবধান ভবিষ্যতে যেন এরকম আর না হয়।"

বিনোদ ও নন্দর মুখে হতাশার একটা স্পষ্ট চিহ্ন দেখা গেল।

বাড়ী গিয়া সেদিন প্রফুল্লর লাঞ্ছনার সীমা রহিল না। মোক্ষদাসুন্দরীর কাছে একদফা তিরস্কার খাইবার পর যখন ব্যাপারটা গিরিশবাবুর কানে উঠিল, তখন তিনি শ্যালকপুত্রের পৃষ্ঠের সহিত নিজের হাতের একবার সবিশেষ পরিচয় করাইয়া লইলেন। প্রফুল্ল দুইবার তাহাকে নির্দ্দোষ বলিয়া সপ্রমাণ করিতে করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু শাস্তিটা বরং তাহাতে বাড়িয়াই গেল। সে তখন কেবল চোর-অপবাদটাই যে পাইল, তাহা নয়, মিথ্যাবাদী—এই পদবীটাও তাহার উপরিলাভ হইল।

৩

প্রায় দেড়বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। আজ প্রফুল্ল ও বিনোদ প্রবেশিকা-পরীক্ষা দিবার জন্য কলিকাতা-যাত্রা করিল। চন্দ্রপুরের ছাত্রদিগকে কলিকাতায় যাইয়া পরীক্ষা দিতে হইত। স্কুলের হেড্‌মাষ্টার-মহাশয় তাহাদের যাইবার সময় প্রফুল্লকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, "প্রফুল্ল, সাবধানে লিখো। তোমার এবার স্কলারসিপ্ পাওয়াই চাই।" কথাটা শুনিয়া-অবধি বিনোদের বিদ্বেষ-বহ্নিটা আরও জ্বলিতেছিল। এই বিদ্বেষের কারণ যে, কি, তাহা সে নিজেই বলিতে পারিত না। সে যতই প্রফুল্লর প্রশংসা শুনিত, যতই তাহার নির্ব্বিকার শান্তমূর্ত্তিটি দেখিত, ততই প্রফুল্লের প্রতি বিরুদ্ধভাবটা আরও বাড়িয়া উঠিত।

কলিকাতায় আসিয়া প্রথম দুইদিন বেশ কাটিয়া গেল। তৃতীয়-দিনহইতে পরীক্ষা-আরম্ভ হইল।

বিনোদ অঙ্কে বড় কাঁচা ছিল। সামান্ত যোগবিয়োগ করিতে তাহার দশটা ভুল হইয়া যাইত। অঙ্কের পরীক্ষার দিন তাহার মাথা এমন গোলমাল হইয়া গেল যে, সে কিছুতেই দুইটার বেশী অঙ্ক কষিতে পারিল না। সে বেশ বুঝিতে পারিল যে, অঙ্কে পাশ করিবার মত নম্বর রাখা তাহার পক্ষে দুর্ঘট হইবে।

প্রফুল্লের দুর্ভাগ্য এবং বিনোদের সৌভাগ্য-গুণে তাহাদের

বসিবার স্থান ঠিক পাশাপাশি হইয়াছিল। এদিক্-ওদিক্ চাহিতে চাহিতে বিনোদের মাথায় এক দুষ্টবুদ্ধি উপস্থিত হইল। সে ভাবিল, যখন ফেল হ'বই, তখন একবার টুকে লে'খ্‌বার চেষ্টা ক'রে দেখিই না কেন; ধ'র্‌তে পা'র্‌লে এখানথেকে উঠিয়ে দেবে, তা' সে একই ফল। গার্ড একটু দৃষ্টির অন্তরাল হইলেই, সে প্রফুল্লকে প্রশ্নের উত্তর-জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিল। প্রফুল্ল শঙ্কিত হইয়া চুপ করিয়া রহিল; সে জানিত, ধরা পড়িলে, এইরূপ বলাবলির ফল কি,—এ বৎসরের মত পরীক্ষার দফা রফা হইবে। বিনোদের প্রশ্নের কোন উত্তর করিল না।

দুই-তিনবার জিজ্ঞাসা করিয়াও বিনোদ যখন উত্তর পাইল না, তখন সে চাপা গলায় বলিয়া উঠিল,—"ব'লে না দিলে, আমি থা'ম্‌ব না; তখন গার্ড এসে আমায় তো বা'র ক'রে দেবেই, তোমাকেও ছা'ড়্‌বে না।"

উঠিল। হেড গার্ড বলিয়া উঠিলেন,—"এখানে বিরক্ত ক'র' না—যাও।"

যন্ত্রচালিতের মত প্রফুল্ল বাহিরে চলিয়া গেল।

৪

সংসারে কাহারও অবস্থা কখনও একভাবে থাকে না। এই কথাটি প্রফুল্লের পক্ষে যদিও ঠিক খাটিয়া গিয়াছিল, কিন্তু বিনোদের পক্ষে খাটে নাই। প্রফুল্লের জীবনে গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে। তাহার মায়ের মৃত্যুর পর সে পিসার বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছিল,—তবে স্বেচ্ছায় নয়, বাধ্য হইয়া। তাহার পর নানা সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়া যখন সে বি-এ-পাশ করিল, তখন ভবিতব্য তাহাকে আবার চন্দ্রপুরেই টানিয়া আনিল। বি-এ-পাশ করিবার কিছুদিন পরেই, সে চন্দ্রপুর-বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষক হইয়া আসিল। আর বিনোদ?
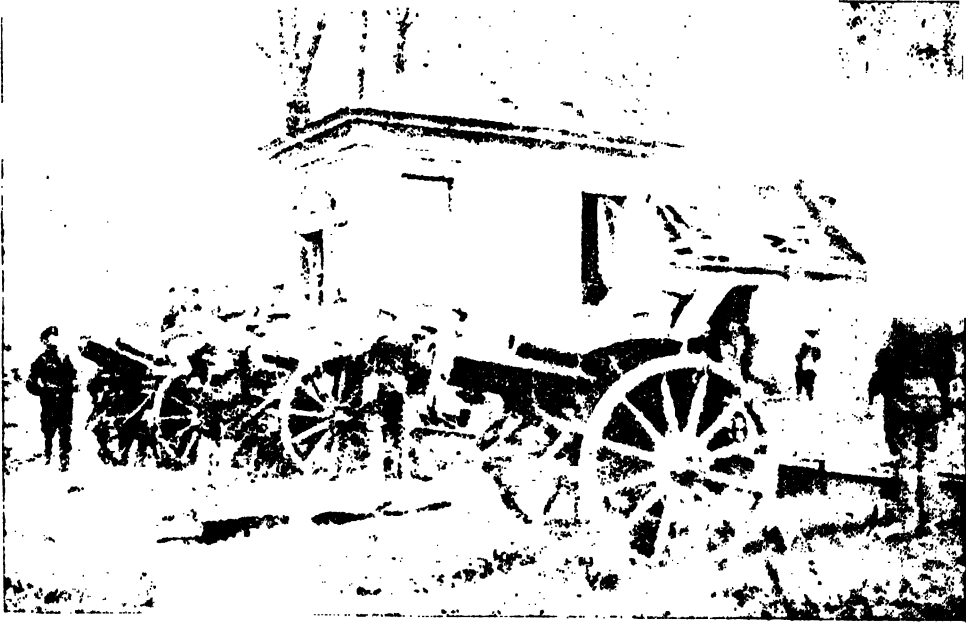
ভীত-চকিত হইয়া প্রফুল্ল একটা প্রশ্নের উত্তর বলিয়া দিতে লাগিল, আর ঠিক সেই সময়ে হেড্ গার্ড আসিয়া সেখানে দাঁড়াইলেন। প্রফুল্ল হেড গার্ডের উপস্থিতি মোটেই জানিতে পারে নাই; বিনোদ কিন্তু জানিতে পারিয়াছিল এবং তৎক্ষণাৎ ঘাড় গুঁজিয়া নিজের খাতার দিকে মন দিয়াছিল। পৃষ্ঠে একখানি হস্তার্পণের সঙ্গে সঙ্গে প্রফুল্ল চমকিয়া উঠিল; ঘাড় ফিরাইয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার সর্ব্বশরীর হিম হইয়া গেল। হেড্ গার্ড বড় কড়া লোক ছিলেন; ইতঃপূর্ব্বে তিনি অনেক পরীক্ষার্থীকে সামান্য ত্রুটির জন্য পরীক্ষাগৃহহইতে বাহির করিয়া দিয়াছেন। প্রফুল্লের খাতা টেবিলের উপরহইতে তুলিয়া-লইয়া তিনি বলিলেন,—"যাও, তোমাকে আর পরীক্ষা দিতে হ'বে না।"

প্রফুল্ল কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া

আজও সে প্রবেশিকা-পাথারে হাবুডুবু খাইতেছিল,—কোনমতেই সাঁতারিয়া পার হইতে পারে নাই। শিং ভাঙিয়া বাছুরের দলে ঢোকার মত হইয়া সে এখনও তাহার চেয়ে ৫।৬ বৎসরের অল্পবয়স্ক বালকদিগের সহিত বিদ্যাচর্চ্চা করিয়া নিজের সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতেছিল। আর তাহাছাড়া মাতা-পিতার সে "সবে ধন নীলমণি," ঘরে তাহার এমন কোন অভাব ছিল না, যাহাতে লেখাপড়া ছাড়িয়া দিতে হয়। বাহিরের মত বিনোদের ভিতরেরও কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। তাহার দৌরাত্ম্যে গ্রামবাসীরা ক্রমশঃ অস্থির হইয়া উঠিতেছিল।

প্রফুল্লকে শিক্ষকরূপে দেখিয়া, বিনোদ প্রথমে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়াছিল। সে ভাবিয়াছিল, প্রফুল্ল এইবার তাহার উপর পূর্ব্বকৃত অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবে। কিন্তু যখন প্রফুল্ল প্রতিশোধ

লইবার কোনই চেষ্টাও করিল না, তখন বিনোদ কতকটা নিশ্চিন্ত হইল। তাহার মনহইতে ভয় চলিয়া গেল বটে, কিন্তু প্রফুল্লের প্রতি পূর্ব্বের সেই বিদ্বেষ এখন তাহার স্থান-অধিকার করিল। কিন্তু তাহাতে প্রফুল্লের বিশেষ কোন অনিষ্ট হইল না, কারণ প্রথমতঃ সে বিনোদের শিক্ষক, সহপাঠী নয়, আর দ্বিতীয়তঃ প্রফুল্ল পিসাপিসীকে কষ্ট না দিয়া, স্কুলের বোর্ডিংগৃহে আশ্রয় লইয়াছিল; কাজেই প্রফুল্লের উপর বিনোদের জোর খাটাইবার কোন উপায় ছিল না।

"দেখ, বিনোদ আজ ৫।৬ দিন ধ'রে তুমি ক্লাসের পড়া ক'র্‌ছ না কেন? তোমাকে রোজই বলা হয়, অথচ গ্রাহ্য কর না; আজ তুমি দাঁড়িয়ে থাক, আমি কোন ওজর শু'ন্‌ব না।" একটু কোপভরে প্রফুল্ল বিনোদকে ক্লাসের মধ্যে এই কথাগুলি বলিল। বিনোদ কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

"কি, উ'ঠ্‌বে না?"

বিনোদ তবুও নড়িল না বা কথা বলিল না।

প্রফুল্লের বড় রাগ হইল; আর রাগ হইবারই কথা, কারণ শিক্ষক কেমন করিয়া ছাত্রের এইরূপ অবাধ্যতা সহ্য করিবে? আরও দুই-চারিবার বলিবার পরও বিনোদ যখন উঠিয়া দাঁড়াইল না, তখন প্রফুল্ল ক্লাসের মধ্যে নিজের মান রাখিবার জন্য হেড্‌মাষ্টারকে ডাকিতে বাধ্য হইল। হেড্‌মাষ্টার আসিয়া কাণ ধরিয়া বিনোদকে দাঁড় করাইয়া দিলেন এবং অবাধ্যতার জন্য তাহার এক টাকা জরিমানা করিলেন।

বিনোদ রাগে ফোঁস ফোঁস করিতে করিতে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কট্‌মট্‌ করিয়া প্রফুল্লের দিকে চাহিল। প্রফুল্ল যখন ঘণ্টার শেষে বাহিরে চলিয়া আসিতেছিল, তখন সে শুনিতে পাইল, বিনোদ অস্ফুটস্বরে বলিতেছে,—"তোমার মাষ্টারিগিরি এবার বা'র ক'রে দেব।"

এই ঘটনার দুই দিন পরে প্রফুল্ল একটু বেড়াইয়া বোর্ডিংএর দিকে ফিরিতেছিল। সবে সন্ধ্যা হইয়াছে। চারিদিকে অন্ধকার একটু একটু ঘনাইয়া আসিতেছে। প্রফুল্ল যখন দীঘীর পা'ড় দিয়া প্রকাণ্ড বটগাছটার তলায় আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন আকাশে দুই-চারিটা করিয়া তারা ফুটিয়া উঠিতেছিল। প্রফুল্ল সান্ধ্যগগনের প্রতি চাহিয়া একটু অন্যমনস্ক হইয়া চলিতেছিল, হঠাৎ সে মাথায় একটা বিষম আঘাত-অনুভব করিল, সঙ্গে সঙ্গে শুনিতে পাইল,—"কেমন! মাষ্টারগিরি ফলা'বে?"

সে "মাগো" বলিয়া পড়িয়া গেল।

তাহার পরদিন সকালে যখন জ্ঞান হইল, তখন সে দেখিতে পাইল যে, নিজের বিছানায় শুইয়া আছে; মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, মাথার ভিতর তখনও বেশ বেদনা-বোধ করিতেছিল। তাহার জ্ঞান হইয়াছে শুনিবামাত্র অনেক লোক আসিয়া তাহার বিছানার পাশে জড় হইল। প্রফুল্ল দেখিল, সেইখানে চৌকীদারের পাশে বিনোদ, সঙ্গে গ্রামের পঞ্চায়তের প্রেসিডেণ্ট আর নিকটে পিসা গিরিশচন্দ্র বিষণ্ণমুখে দাঁড়াইয়া আছেন। পলকের মধ্যে সে ব্যাপারটা বুঝিয়া লইল।

প্রেসিডেণ্ট অধরবাবু প্রথমে কথা বলিলেন,—"দেখুন, প্রফুল্লবাবু, কাল সন্ধ্যেবেলায় গিরিশবাবুর ছেলে আপনার মাথায় লাঠি মেরেছিল। ভবেন্ মুখুয্যে সেই পথে আ'স্‌ছিল, আপনার চীৎকার শুনে সে দৌড়ে এসে বিনোদকে ধ'রে ফেলে; লাঠির ঘায়ে আপনি অজ্ঞান হ'য়ে পড়েন; তা'র পর আপনাকে ধরাধরি ক'রে এখানে আনা হ'য়েছে; এখন আপনি কি বলেন?"

প্রফুল্ল মুহূর্ত্তের জন্য চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর গিরিশ-চন্দ্রের মুখের দিকে একবার চাহিয়া বলিতে লাগিল,—"অধরবাবু, আপনি মিছিমিছি কষ্ট ক'র্‌ছেন, বিনোদ আমাকে মারে নি। কাল সন্ধ্যেবেলা বটগাছতলা দিয়ে আ'স্‌বার সময় হঠাৎ ভয় পেয়ে আমি পড়ে যাই; তাইতে, বোধ হয়, মাথায় ইট লেগে কেটে গেছে। বিনোদও ঐ সময়ে সেই দিকে যাচ্ছিল বোধ হয়। বিনা কারণে একজন ভদ্রলোকের ছেলেকে কষ্ট দিয়ে লাভ কি? আপনারা ওকে ছেড়ে দিন।"—ক্লান্তিভরে প্রফুল্ল চোখ মুদিল।

* * * *

তখন সকলেই চলিয়া গিয়াছে, কেবল বসিয়া আছে—বিনোদ। গিরিশচন্দ্র তাহাকে শ্যালকপুত্রের শুশ্রূষার বন্দোবস্তের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া, বোধ হয়, সে কাঁদিতেছিল। হঠাৎ ধরা-ধরা গলায় সে ডাকিল,—"প্রফুল্ল!"

"কি, ভাই?"

"আমায় মাফ কর,—আমি অনেক দোষ ক'রেছি।"

"মাফ তো অনেক দিনথেকে ক'রে আস্‌ছি, ভাই, কেবল তুমিই সেটা এতদিন স্বীকার কর নি, বিনোদ!"

বিনোদ প্রফুল্লের বালিশে মুখ রাখিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। প্রফুল্ল বিনোদের মাথার উপর হাতটা রাখিল, কোন কথা বলিল না। সেই সময়ে তাহার মায়ের কথা মনে পড়িতেছিল। আজ সে ক্ষমা করিয়া প্রতিশোধ লইয়াছে! মায়ের কথা মনে পড়ায় দুই ফোঁটা অশ্রু তাহার চোখ দিয়া গড়াইয়া পড়িল।

তস্কর-ত্রিশূল

আচার্য্য ললিতলোচন দত্ত-লিখিত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি

বানরকে 'কসরৎ' শিখান হইলে, কর্ত্তা তাহার খাঁচাটির মলমূত্র স্বহস্তে পরিষ্কার করিয়া সমস্ত আবর্জ্জনা কাগজে মুড়িয়া পার্শ্ববর্ত্তী উদ্যানে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। পরে ঐ কক্ষসংলগ্ন "গোশলখানায়" ঢুকিয়া একটি বোতলহইতে কি একপ্রকার দ্রাবক ঢালিয়া হাত ধুইয়া তিনি মুছিয়া ফেলিলেন। পরে বানরকে খাঁচায় পুরিয়া তিনি তাকে উঠিয়া-আসিয়া একটি বই লইয়া নীচে নামিলেন। পকেটহইতে চুরুটিকা বাহির করিয়া টানিতে টানিতে একটি আরাম-কেদারায় আড় হইয়া তিনি বইখানি অভিনিবেশ-সহকারে পড়িতে লাগিলেন। আমি থেরুয়ার স্তূপের মধ্যে বেশ বসিয়াছিলাম, হঠাৎ আমার এত কাসি পাইল যে, তাহা চাপিতে গিয়া আমার দম বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইল। কাসি চাপিতে পারিলাম না, খক্‌খক্ করিয়া কাসিয়া উঠিলাম। তাহা শুনিয়া কর্ত্তা রিভলভার হস্তে উপরে উঠিয়া-আসিয়া আমাকে নীচে নামাইয়া লইয়া গেলেন। আমি বংশপত্রবৎ থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিলাম।

চোর। তুই এ ঘরের চাবি কোথাথেকে পেলি?

আমি। তৈ'রি করিয়েছি।

চোর। এ ঘরে তুই কেন ঢু'কতে চেয়েছিলি?

আমি। ভেবেছিলেম, হুজুরের এটি মালখানা।

চোর। আর কিসের কিসের চাবি তুই তৈ'রি করিয়েছিস্।

আমি। লোহার সিন্ধুক-চারটের।

চোর। কৈ, দেখি।

আমি। এই যে।

চোর। এ চাবি-দু'টো কিসের।

আমি। হুজুরের এই ঘরের আর বাঁদরের খাঁচার।

চোর। তুই কি বাঙালী?

আমি (স্পষ্ট বাংলায়)। আজ্ঞে, হ্যাঁ।

চোর। এর আগে তুই আর কোথাও চুরী ক'রেছিস?

আমি। আজ্ঞে, হ্যাঁ।

চোর। জেল খেটেচিস?

আমি। আজ্ঞে, হ্যাঁ।

চোর। ক'বার।

আমি। বার-আটেক।

চোর। কবে জেলখালাস হ'য়েছিস?

আমি। আপনার এখানে চাকরী পা'বার মাসখানিক আগে।

চোর। বাঁদরের খাঁচার চাবি তৈ'রি করিয়েছিস্ কেন?

আমি। ওটাকে আমার বড় পচন্দ হ'য়েছিল।

চোর। এ ঘরের চাবি কি হ'বে?

আমি। হুজুরের ওখানেও মালটাল থা'কতে পারে।

চোর। তোকে যদি আমি পুলিশে ধরিয়ে দিই তো কি হয়?

আমি। হুজুর তা' ক'রবেন কি?

চোর। কেন ক'র্‌ব না?

আমি। হুজুর যে, আমারই মাসতুত-ভাই?

চোর। কি ক'রে?

আমি। আমি ধরা প'ড়েছি ব'লে লোকে আমায় যা' বলে, আপনি ধরা পড়্‌লে আপনাকেও লোকে তাই ব'ল্‌বে।

চোর। কেন আমি কি কারু কিছু চুরী ক'রেছি?

আমি। আজ্ঞে, ক'ল্‌কেতা-সহরে আজকাল যেরকম চুরী হ'চ্ছে, সবগুলি আপনারই করা।

চোর। কি ক'রে বু'ঝ্‌লি?

আমি। আপনার আজকের কসরৎ দেখে।

চোর। তোকে তবে সাবাড় দিই, কি বলিস? (পিস্তল-প্রদর্শন)

আমি। আমারও পিস্তল আছে, হুজুর! (পিস্তল-প্রদর্শন)

চোর। তাই তো রে! আয়, তবে তোতে আমাতে মিতে পাতাই।

আমি। আজ্ঞে, পথে আসুন। আপনার চার-সিন্ধুক মালের দু'-সিন্ধুক আমার।

চোর। না, ওদিকে নজর কেন, ভাই? এবারথেকে যা' হ'বে, তা'র আধাআধি।

আমি। আপনাকে ধরিয়ে দিলে, আমি সরকারথেকে ১৫,০০০৲ টাকা ইনাম পা'ব, অথচ বেশ সাউখুড়ী দেখান হ'বে।

চোর। আচ্ছা, এক সিন্ধুক মাল তোর, আর বেশী লোভ করিস্ নি।

আমি। হ্যাঁ, এ মন্দ নয়।

চোর। তবে হাতে হাত দে।

আমি তাহাই করিলাম। পরে দুইজনে নানাকথার পর একটি বাড়ীতে চুরীর মৎলব স্থির হইল। স্থির হইল, আজ আমরা রাত বারোটার সময় সেই বাড়ীটার লৌহসিন্ধুকের অবস্থান জানিতে যাইব। তৎপূর্ব্বে আমি একটু ঘুরিয়া-ফিরিয়া আসিতে বাহির হইলাম।

পথে বাহির হইয়া আমার অভ্যাসমত আমি আমার এক বন্ধুর বাড়ীতে বেশ-পরিবর্ত্তন করিয়া রমণীবাবুর বাড়ীর উদ্দেশে চলিলাম। পাছে চোর সট্‌কায়, তাই আমি চোরের বাড়ীর কাছে আমার একটি চরকে রাখিয়া যাইতে ভুলি নাই। রমণীবাবুর বাড়ীর ফটকের মধ্যে ঢুকিতে যাইতেছি, এমন সময় কি মনে হইল, পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলাম। মনে হইল, কে যেন তখনই নিকটবর্ত্তী গলির মধ্যে ছুটিয়া পলাইল। কি করিব ভাবিতেছি, এমন সময়ে অমলার বিদ্যালয়ের গাড়ী আসিয়া ফটকে লাগিল। অমলা গাড়ীহইতে নামিয়া "এই যে মাষ্টার-ম'শায়" বলিয়া আমার হাত ধরিল। আমি আমার কর্ত্তব্য ভুলিলাম। কিন্তু আমি শুধু রমণীবাবুকে সমস্ত কথা জানাইতেই আসি নাই, তাঁহার হৃত গহনাগুলির তালিকা ও বিবরণ জানিতেও আসিয়াছি। কাজেই সন্দেহ মিটান তত প্রয়োজনীয় মনে করিলাম না। আর আমার চরকে চোরের বাড়ীর কাছে রাখিয়া আসিয়াছি, চোর যদি আমার পাছু ধরিয়া থাকে, আমার চরও তবে চোরের পাছু ধরিয়াছে। বমাল না ধরিলে চোর ধরা মিছা, তাই রমণীবাবুর বাড়ী আসা আবশ্যক মনে করিয়াছি। ভুল করিয়াছি কি?

মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু

রমণীবাবুর বাড়ীহইতে বাহির হইয়া চোরের বাড়ীর কাছাকাছি পঁহুছিবামাত্র আমার চর আসিয়া আমাকে জানাইল যে, কয়েকটা বড় ট্রাঙ্ক কিনিয়া চোর অল্পক্ষণপূর্ব্বে বাড়ী আসিয়াছে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে সে আমার পিছু লইয়া আমার বেশ-পরিবর্ত্তন ও রমণীবাবুর বাটী-গমন প্রভৃতি দেখিয়া আসিয়াছে। তাই চোরকে কি বলিব ভাবিতে ভাবিতে আমি গৃহে প্রবেশ করিলাম। আমাকে দেখিবামাত্র চোর হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসিল, "কি ভায়া, রমণী মল্লিকের বাড়ীতে বাবু সেজে গিয়ে কি ক'রে এলে?"

আমি। একটা জুয়াচুরী ফন্দি ক'র্‌ছি।

চোর। কিরকম?

আমি। ওঁর একটি মেয়ের বিয়ের বয়স হ'য়েছে, আমি তা'র বিয়ের ঘট্‌কালী ক'র্‌ছি।

চোর। ও মৎলবটা আজ ছেড়ে দিতে হ'বে, আমাদের পেছনে গোয়েন্দা লেগেছে।

আমি। সত্যি না-কি? তবে এখন কি ক'র্‌বে?

চোর। আজই পশ্চিমে পয়ে আকার দেব, এস দিকি তা'র জন্মে সব গোছগাছ ক'রে ফেলি।

আমি। কোথায় যা'বে?

চোর। রাওয়ল-পিণ্ডিতে।

আমি। পাঞ্জাব মেলে?

চোর। হ্যাঁ।

আমি। রাওয়ল পিণ্ডিতে তোমার কোন চেনা লোক আছে না কি?

চোর। আছে।

আমি। সেও কি আমাদেরই মত 'নিরীহ' লোক?

চোর। (হাসিয়া) তা' বৈ কি?

আমি। তা' তুমি এ'কলাই স'র্‌তে তো পা'র্‌তে?

চোর। আমি চোর, তা' ব'লে ভাগিদারকে ফাঁকি দিই না।

আমি। ও তাই? তা' তুমি আমার পিছু নিয়েছিলে কেন?

চোর। নতুন আলাপ, লোকটা কেমন দেখে নেব না?

আমি। হাঁা, তা' উচিত বটে।
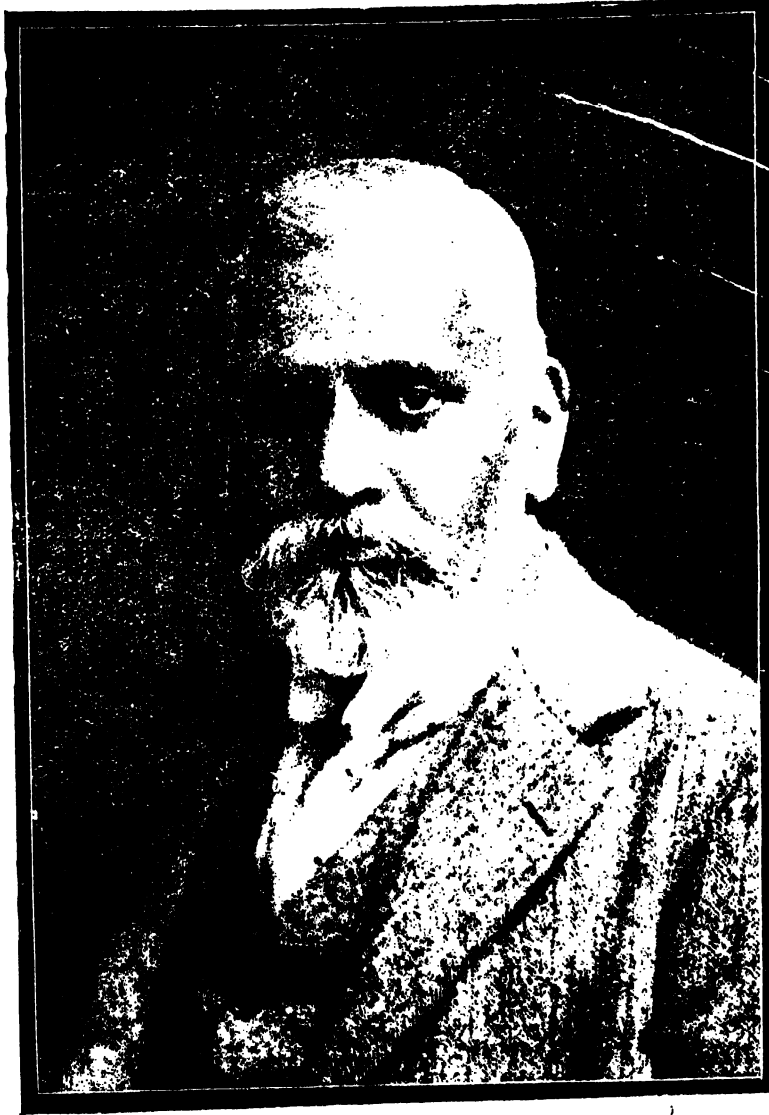
আর বেশী কথা হইল না। আমরা দু'জনে বড় বড় ট্রাঙ্ক-গুলিতে গহনাগুলি পুরিয়া, একএকটি নূতন তালা লাগাইয়া, সিল করিয়া লইলাম। অন্নদাযের গহনাগুলি লোহার সিন্দুকে ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হইলাম। ঘরের আসবাব-পত্র যেমন তেমনই রহিল। বানরটিকে কর্ত্তা একটি ক্ষুদ্র খাঁচায় পুরিয়া লইলেন। কর্ত্তা সাজিলেন—মুসলমান, আমি তাহার মুসলমান চাকর সাজিলাম। তাঁহার নাম হইল, আহম্মদ হোসেন খাঁ-চৌধুরী, আমার নাম হইল,—হামিদ। হাওড়া-ষ্টেশনে পঁহুছিয়া কর্ত্তা একটি ফার্ষ্ট-ক্লাস বার্থ রিজার্ভ করিলেন, আমি চাকরের কক্ষে থাকিব। ট্রাঙ্ক-গুলি কর্ত্তা সঙ্গে লইলেন না, ব্রেকে দিলেন; আমি আপত্তি করিতেছিলাম, তিনি চোখ টিপিলেন। রাওয়ল পিণ্ডিতে আতা-হোসেন খাঁ-চৌধুরীকে এই টেলিগ্রাম করা হইল, "Starting by the Punjab Mail, XX Ahammad Hossain Khan-Chowdhury." "XX" কে, আতা হোসেন চিনিবেন, আহম্মদ হোসেন নাম তাঁহার অপরিচিত—আহম্মদ হোসেন আমাকে ইহাই বুঝাইলেন। আমি ইহাতে সন্দেহজনক কিছুই দেখিলাম না। আমার চর আমাদের সঙ্গ লইয়াছিল, পকেটের মধ্যেই পেন্সিল-দিয়া একটি চিরকুট লিখিয়া আমি ভিড়ের মধ্যে তাহার হাতে গুঁজিয়া দিলাম। সে দূরে গিয়া তাহা পড়িয়া চলিয়া গেল। সেই চিরকুটে আমি কোথায় যাইতেছি, রমণীবাবুকে তাহা জানাইতে বলিয়া আগামী কল্য আমার চরকে আমি রাওয়ল পিণ্ডিতে আসিতে লিখিয়াছিলাম।

তৃতীয় দিনে আমরা রাওয়ল পিণ্ডিতে পঁহুছিলাম। আতা হোসেনের বাড়ী পঁহুছিলে আমরা উভয়েই সাদরে গৃহীত হইলাম। আতা হোসেনের মুখাকৃতিই তাহার পেশার পরিচয় দেয়। সিঁড়ি বাহিয়া আমরা তিন জনে দ্বিতলে উঠিতেছি, সিঁড়িতে বড় অন্ধকার, এমন সময়ে কে আমার দুই হাত পিছ্‌মোড়া করিয়া ধরিল। আর একজন কে আমার কপালে পিস্তলের শীতল নলী ঠেকাইল; ফলে বাধ্য হইয়া আমাকে নিরুদ্যম থাকিতে হইল। তখন আহম্মদ হোসেন, আতা হোসেন ও অন্য দুই জন অপরিচিত লোক আমাকে পিছ্‌মোড়া করিয়া বাঁধিয়া একটি অন্ধকার প্রকোষ্ঠে ফেলিয়া ঘরটি তালাবদ্ধ করিয়া সিঁড়ি দিয়া দুড়্ দুড়্ করিয়া নামিয়া গেল। যতক্ষণ আমার হাতটি পকেটের পিস্তলে ছিল, ততক্ষণ কেহ আমাকে ধরে নাই, যে মুহূর্ত্তে আমি আমার হস্তটি অন্যমনস্ক হইয়া পকেটহইতে বাহির করিয়া ফেলিয়াছিলাম, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই শত্রুর হাতের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছিলাম। ডিটেক্‌টিভের কার্য্যে অন্যমনস্ক হওয়া মহাভ্রম, এই ভ্রান্তিহেতুই আমার এই দুর্দ্দশা ঘটিল। নতুবা আমি এখানে কোন বিপদ্ নাই, এই-রূপ মনে করি নাই। পাঠকেরা বলিবেন, চোরের সহিত অপরিচিত স্থলে যাওয়াই আমার বড়ই আহাম্মকী হইয়াছিল, আমি এ কথা স্বীকার করি না। চোরের কাছে বমাল দেখি নাই, বমাল দেখা দরকার, চোরকে নজর-ছাড়া করাও উচিত নয়, চোরের সঙ্গে আমার যে কৃত্রিম সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছিল, তাহার নিমিত্তও তাহার সঙ্গত্যাগ করা আমার উচিত হইত না। (ক্রমশঃ)

"বহুরূপী" সহর।

শ্রীযুক্ত কমলাক্ষ চট্টোপাধ্যায়-সংকলিত

আমেরিকার কালিফর্ণিয়া ষ্টেটের প্রধান সহর লস্ এঞ্জেলের নিকটবর্ত্তী স্থান ফার্ণাণ্ডো-নামক উপত্যকার উপর একটী নূতন সহর স্থাপিত হইতেছে। এই সহরটী এক রাত্রির মধ্যে যে কোন দেশের, যে কোন রাজ্যের, যে কোন জাতির যে কোন রীতিতে গঠিত, যে কোন রঙের দ্বারা রঞ্জিত, যে কোন বাড়ী-ঘরশুদ্ধ সহরে পরিণত করা যাইবে। এক রাত্রির মধ্যে, প্যারী, লণ্ডন, রোম, এথেন্‌স্, চিকাগো, কলিকাতা, নিউইয়র্ক, বার্লিন, সিড্‌নী বা যে কোন সহর নির্ম্মিত হইবে। এইজন্য এক-একটী বাড়ীর প্রত্যেক দিক্ এক-এক-রকমের তৈয়ারি। একটা বাড়ীর উত্তর-দিক্ দেখিলে, মনে হইবে, যেন এ বাড়ীটী চর্ম্মকারের দোকান, পূর্ব্ব-দিক্ দেখিলে, কামারশালা, আবার দক্ষিণ-দিক্ দেখিলে, সৈনিকের ব্যারাক্, ঘোড়ার আস্তাবল, মনোহারীর দোকান বলিয়া ভ্রম হয়। এইরূপে সহরের প্রত্যেক বাড়ী নানারকমের, নানা ফ্যাসানে গঠিত। এই সহরের বাড়ীগুলির আর একটী বিশেষত্ব এই যে, বাড়ীগুলিকে ইচ্ছামত যে কোন দিকে ঘুরান-ফিরান যাইতে পারে।

এই সহরের পশ্চাৎদিকে একটী বৃহৎ হ্রদ এরূপে খনিত যে, প্রত্যেক বাড়ীর জানালাহইতে পাহাড় ও হ্রদের দৃশ্য দেখা যাইবে। হ্রদে ডোঙা, নৌকাহইতে বড় বড় যুদ্ধ-জাহাজপর্য্যন্ত ভাসান যাইতে পারে। সহরের আশে-পাশে, স্বাভাবিক এবং কৃত্রিম, নদী, নালা, খাল, বিল, তড়াগ প্রভৃতির উপরে সেতুগুলি, এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত যে, ইচ্ছামত জাপানী খিলান-পুল, রোমক পাথরের সাঁকো, বা আধুনিক লৌহসেতুতে পরিণত করা যাইতে পারে।

সহরের মধ্য-দিয়া একটী ৬ মাইল দীর্ঘ, প্রশস্ত রাস্তার দুই পার্শ্বে ও লম্বালম্বি বাগান থাকিবে। ইংরাজী ও ফরাসীতে যাহাকে "Boulevard" বিহার-কানন বলে। পথগুলির আকার, সজ্জা এত বিভিন্নপ্রকারের যে, পৃথিবীর সকলপ্রকার রাস্তার ছবি, এই সহরের

মধ্যহইতেই পাওয়া যায়। ঘরে ঘরে জলের ৯৯ অংশ নির্ম্মল জল দিনে ৩ লক্ষ গ্যালন-হিসাবে ৭টা ইন্দারাহইতে সরবরাহ করা হয়।

সহরের প্রান্তদেশে সিকি মাইল পরিধিবিশিষ্ট একটী ঘোড়-দৌড়ের মাঠ, দর্শক-চত্বর ইত্যাদিতে সজ্জিত করা হইয়াছে। ইহা দরকারমত রোমের "কলোসিয়ম" গ্রীসের "ওলিম্পিক"-খেলার রঙ্গক্ষেত্র, ভারতবর্ষের দরবার-স্থান, গড়ের মাঠ বা কোন খেলার জায়গায় পরিণত করা যাইতে পারে। একটী থিয়েটার-গৃহ এরূপে নির্ম্মিত হইয়াছে যে, ইচ্ছামত, তাহাকে প্রদর্শনী-গৃহ, সেনানিবাস, হাঁস্‌পাতাল, প্রভৃতিতে পরিবর্ত্তিত করা যাইতে পারে। এই সহরের অন্যান্য ব্যবস্থার ন্যায় আলোকেরও সুচারু-রূপে বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

এই বহুরূপী সহরে প্রায় ১৫০০০ হাজার অধিবাসী আছে। তাঁহাদের খোশ্‌খেয়ালি পোষাকের জন্য একটা বড় বাড়ীতে জগতের নানা দেশের নানা জাতির কতকালের পোষাক-প্রস্তুত হইয়াছে। এপর্য্যন্ত জগতে মানবে যতপ্রকার পোষাক-পরিধান করিয়াছে, করে, বা যতদুর কল্পনা করিতে পারে, সে সমস্তই ঐ বাড়ীতে মজুত আছে। বাড়ীর সম্মুখস্থ রাস্তার পার্শ্বে দর্জ্জিপাড়া। তথায় ২০টী বিদ্যুৎচালিত কলে পোষাক হইতেছে।

কল্পনাপ্রসূত যে কোন রকমের পোষাক ফরমাইস দিলেই দর্জ্জি সেটাকে সেলাই করিয়া আকার দিয়া তুলিতেছে। এই পোষাক-পরিচ্ছদপরিপূর্ণ গৃহটীতে ১ এক লক্ষ ১০ হাজার টাকার পোষাক মজুত আছে। আর এই অদ্ভুত বহুরূপী সহরটীর নির্ম্মাণে ২০ লক্ষ ডলার বা সাড়ে বাষট্টি লক্ষ টাকা খরচ পড়িবে।

জার্ম্মানীর আবিষ্কার

[শ্রীযুক্ত কমলাক্ষ চট্টোপাধ্যায়-সংগৃহীত]

বিনাতারের খবর, গ্রহীতাকে কাণ দিয়া শুনিতে হয়; কিন্তু যুদ্ধের ভীষণ গোলমালে নিজের কথাই নিজে শুনিতে পাওয়া যায় না, তা' আবার যন্ত্রের টিক্‌টিকানি; বিশেষতঃ এরোপ্লেন প্রভৃতি ওড়াজাহাজের চড়নদারেরা কলের ভন্‌ভনানি আর কামানের দম্‌দমানিতে বিনাতারের খবর শুনিতে পায় না। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য জার্ম্মানী একরকম নূতন যন্ত্র-আবিষ্কার করি-য়াছে, তাহাতে চোখ-দিয়া বিনাতারের খবর দেখিতে পাওয়া যাইবে। এই যন্ত্রটি দু'চোখো দূরবীণের মত ও সেইরকমেই তৈয়ারী। এই যন্ত্রে টেলিগ্রাফের বিন্দু ও কষি-শব্দ-সঙ্কেত আলোর বিন্দু ও কষি হইয়া দেখা দেয়।

কারিকর কপি

[আচার্য্য ললিতলোচন দত্ত-সঙ্কলিত]

এই বানরটি যন্ত্র-ব্যবহার করিতে বড়ই ইচ্ছুকতা-প্রকাশ করিয়া

থাকে। ইহাকে একবার কতকগুলি প্রেক, একটা হাতুড়ী ও একটুকরা পেষ্টবোর্ড দেওয়া হয়, ইহা ঐ বস্তুগুলি পাইয়া খুবই আহ্লাদিত হইয়া পেষ্টবোর্ডে প্রেক মারিতে লাগিল। এই কার্য্যে অনভ্যস্ত মনুষ্যের অপেক্ষা ইহা ভাল করিয়াই প্রেক মারিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

আর একবার ইহাকে একখণ্ড ভারি কাঠ ও একখানি করাত দেওয়া হইয়াছিল, ইহা কিন্তু করাত-ব্যবহার করিতে অক্ষম হইল। তখন ইহাকে করাতের ব্যবহার শিখাইবার চেষ্টা করা গেল, কিন্তু ইহা মানবকে শিক্ষকের পদ দিতে অস্বীকার করিল। তৎপরি-বর্ত্তে ইহা করাতের খরখরিয়া-দিক্‌টি উপরে রাখিয়া, উহার হাতলটি পা-দিয়া খুব আঁটিয়া-ধরিয়া, একটি প্রেকের দুই প্রান্ত দুইহাতে ধরিয়া, করাতের উপর ঘষিয়া, শব্দোৎপাদনপূর্ব্বক আনন্দ-অনুভব করিতে লাগিল! এই খেলাটি তোমরাও অনেকে কি খেলিতে চাও না?

আহ্নিক

[আচার্য্য ললিতলোচন দত্ত-বিরচিত]

অমঙ্গলে অমরতা কেবা কোথা পায় ?
ক্ষণিকের দীপ, দেব, ক্ষণে নিবে যায় !
মিটে কি গো আত্মার এ আধ্যাত্মিক-ক্ষুধা
বিনা তব শ্রীমুখের সঞ্জীবনী সুধা ?

২

তোমাহ'তে ছিন্ন হ(ও)য়া ছন্ন হ'য়ে থাকা,
তুমি দ্রাক্ষালতা, দেব, দাস তব শাখা !
তোমার প্রসাদ সুধু প্রার্থনা আমার,
দাও যদি, দয়াময়, ঘুচে হাহাকার।

৩

তুমি যবে রহ পাশে—সুখ উথলায়,
যথা জাহ্নবীর নীর ফাঁপে পূর্ণিমায় !
তুমি যবে যাও দূরে—মরণ পরশে,
যথা তরুপত্র, প্রভো, শীতাগমে খসে !

৪

কুব্জ পৃষ্ঠে, ন্যুব্জ দেহে আর কত দিন
বহি' দুরিতের ভার হ'বে, মন, ক্ষীণ ?
দূরে ফেলি' দুরিতের দুরবহ বোঝা,
জগদীশ-যুগ বহ সুখবহ—সোজা।

৫

তুমি ভাব এক, মন, হ'য়ে যায় আর !
অন্ধ তুমি, দেখ না তো আঁখি-দু'টি কা'র
সতত র'য়েছে স্থির উপরে তোমার,
রাখ, রাখ তাঁ'র 'পরে সব তব ভার !

৬

কণ্টক-কঙ্করে, মন, কি হেতু কাতর ?
ঝরুক না নেত্রনীর নিত্য ঝর্ ঝর্,
কাঁপুক না ভীরু হিয়া করি' থর্ থর্,
তবু বিভু-মুখ চেয়ে হও অগ্রসর !

৭

কি জানিবে কত প্রেম পরমেশ-প্রাণে ?
ভুলিতে পারেন মাতা তাঁহার সন্তানে,
পরমেশ-প্রেম, মন, কল্পকোটি রয়,
দুরাত্মারো দুখে তাঁ'র আঁখি আর্দ্র হয়

সেই ধন্য, দুখে যেই ওতঃপ্রোত রয়।
চামীকর চারুতর পাবকে পশিয়া,
তরবার তীক্ষ্ণধার পাষাণে ঘষিয়া,
পীড়া পাও, পা'বে প্রভু-প্রীতি-পরিচয় !

৯

পরমেশ, বসি' তব পূত পদচ্ছায়
দুরিত-দহিত আত্মা জুড়াইতে চায়।
ধিক্, মন, বাঞ্ছা তব তোমারে নাচায়,
ধরি' তা'রে বলি দাও পরমেশ-পায় !

১০

প্রেম তুমি, হে পরেশ, শুদ্ধ—নিরমল,
ও প্রেম যাহার প্রাণে করে টলমল,
কিবা অপার্থিব-বিভা ভায় ভালে তা'র !
সে তোমার, তুমি তা'র—দোঁহে একাকার !

১১

যত দিন থাক ভবে, তাঁহাতেই থাক,—
সে পদ-পঙ্কজ-দু'টি বুকে ক'রে রাখ ;
সংসারের সুখ-দুঃখে কেন প্রীতি-ভয় ?
ছাড়িও না কভু প্রভু-শ্রীপদ-আশ্রয়।

১২

ছাড়িতে কি পার তাঁ'রে ? পার তো ছাড়িও
তিনি এই অবনীর "অ"-হইতে "ক" !
মুখটি লুকা'য়ে শশ ভাবে নিরাপদ্,
তেমতি তুমিও ত্যজ তাঁ'র পুণ্যপদ !

১৩

কৃপার কাঙাল তুমি, কৃপা কর কা'র ?
কৃপালুই কৃপেশের কৃপামৃত পায়।
বারিধিতে ঝরি' বারি তা'র উথলায়
মরুভূ-মাঝারে ঝরি', হা রে, শোষি' যায় !

১৪

কি ঘুমে মগন, মন, জাগিবি রে কবে ?
দাঁড়ায়ে দয়াল তোর হৃদয়ের দ্বারে
করি'ছেন করাঘাত মৃদু মৃদু রবে,
খোল্ দ্বার, হারা'স্ নে হেলায় তাঁহারে !

১৫

জীবন-মুকুট যদি চাহ তুমি, মন !
বিভুর বিশ্বস্ত হ'য়ে রহ আমরণ।
কে গলে আহব-অন্তে জয়মাল্য লভে ?
স্বস্থানে সুস্থির রহি' যুঝে যে আহবে !

১৬

দুখে পড়ি' চেওনাক মানুষের মুখ ;
পৃথ্বীর পিচ্ছিল পথে কে কাহারে ধরে ?
সকলই ব্যস্ত-ত্রস্ত নিজ নিজ তরে !
নিও প্রভু-পদাশ্রয় দূর হ'বে দুখ।

১৭

মার মত কা'র স্নেহ আছে এ ধরায়,—
আর কা'র স্নেহ-ধারে জীবন জুড়ায় ?
কোথাহ'তে বহে মার সে স্নেহের ধারা ?
অন্ধ তুমি, তাই তা'র উৎস-পথ-হারা।

১৮

খনিগর্ভে মণি রয়, মুকুতা সাগরে,
কে তাহা কুড়া'য়ে পায় পথে বা প্রান্তরে ?
মানস-মধুপ, তুমি চাও পুষ্পাসব,
কই তবে কণ্ঠে তব গুন্-গুন্-রব ?

১৯

তুমি, দেব, সর্ব্বসুখ-অক্ষয়-আকর,
শান্তি-সান্ত্বনার তুমি নির্ম্মল নির্ঝর,
ক্ষুধিতের খাদ্য তুমি, তৃষিতের তোয়,
তাই তব সঙ্গ লাগি' আত্মা মোর রোয় !

২০

কেন ম্লানমুখ, মন, কেন নেত্রে নীর ?
দুখে ভেঙে গেছে বুক, তাই কি অধীর ?
ছি ছি, মন, মুছ আঁখি, ভাঙা বুক যা'র,
শ্রীনাথ রাখেন বুকে শ্রান্ত শির তা'র।

২১

কেন আজ করি লাজ নাথে সেবিবারে ?
কেন ভয় উপজয় মানস-মাঝারে ?
ওরে রে অবোধ মন ! ঘৃণা-লজ্জা-ভয়
এ তিন থাকিতে কি রে বিভু-সেবা হয় ?

২২

ধুলা-কাদা মেখে ছেলে ফিরে যবে বাসে,
মার পাশে যেতে সে কি মরে কভু ত্রাসে ?
মলমূত্র মেখে পুত্র মাতৃ-পাশে ধায়,
পাপী তুমি, তবু, মন, পূজ বিধাতায়।

২৩

ভাঙা কুম্ভ আপনারে সারিতে কি পারে ?
ভাঙারে ভাঙিয়া গড়ে পুনঃ কুম্ভকারে।
শ্রীহীন হ'য়েছ, মন, ব্যস্ত কেন তা'য় ?
শ্রীযুত হইতে ধাও শ্রীনাথের পায়।

২৪

কি চা'বে পিতার পাশে, কি তুমি চা'বে না—
এ তুমি কখন, মন, ভাবিয়া পা'বে না।
মার কাছে ছেলে গিয়ে আব্দার করে,
তুমিও প্রার্থনা কর আব্দার-ভরে !

২৫

এ বড়, ও ছোট—এই হীন ভেদজ্ঞান
ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্রত্ব সদা করে সপ্রমাণ !
সকলি সমোচ্চ দেখে শৈলারোহিজন,
উচলে পড়িয়া তুমি থাকিও না, মন !

২৬

কাঞ্চন-সংসর্গে কাচ ধরে মরকত-দ্যুতি,
বিভুতে সংযুক্ত থাক, মন, লভিতে বিভূতি।
পুষ্প-সহবাসে কীট ঠাঁই পায় ভদ্র-করে,
রহ বিভুর-সহবাসে, মন, উঠিতে উপরে।

২৭

নাহি যা'র নেত্রে দৃষ্টি, সে তো অন্ধ নয় ;
বিবেক নীরব যা'র সেই অন্ধ হয়।
ও মন, বিবেকে চুপ করায়ো না কভু,
তা' হইলে কে দেখা'বে কোথা তব প্রভু ?

২৮

হেরিব না যবে, নাথ, অরুন্ধতী-তারা,—
এ নয়ন হ'বে যবে ধরালোক-হারা,
তখনো, হে নাথ, যেন মানস-নয়নে
তোমারে হেরিয়া শুই অন্তিম শয়নে !

২৯

আমাতে যাহার শেষ লোকে দেখিবারে চায়,
আমাহ'তে তাহা তুমি হরি' লও সু-ত্বরায় ;
আমাতে যাহার শেষ লোকে না দেখিতে চায়,
তা' আমাতে রাখ, নাথ, যদি তব ইচ্ছা যায়।

৩০

তোমার চরণ-ধ্যান আমার আহ্নিক ;
জানি না আহ্নিক এই ঠিক কি বেঠিক।
শিশু মাকে খেতে দেয় ধূলির চর্চ্চরী,
আমিও তেমনি তব পদপূজা করি।

মাণিক-যোড়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকার বি-এ-সংকলিত

"এমা, আমাদের আপিস হ'বে কেন? বাবার আপিস তো! আমরা কি খুব বড় হ'য়েছি যে, আপিস ক'র্‌ব?"

"না, না, তোমাদের বাবারই আপিস—এই বাড়ীটা আমি তা' হ'লে আমি আসি, খোকা-খুকি?"

"আমাদের সঙ্গে বাবার কাছে আ'স্‌বে বুঝি?"

"না, না, আমি তা' হ'লে এখন যাই?"

মিণু কহিল, "একটু দাঁড়াও, পুলিশ-বাবু। আমি আর মণু তোমায় একটু আদর দোব—তুমি কেমন ভালো লোক—আমাদের বাবার কাছে পৌছে দিলে! মণু, ভাই, পুলিশবাবুকে একটা আদর দাও তো। হ্যাঁ, পুলিশবাবু, তোমায় আদর দিলে তুমি রাগ ক'র্‌বে না?"

পুলিশবাবু রাগ করিল না, সেইখানে নত হইয়া দুই বালক-বালিকাকে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিল, তাহারা তাহার শীতরৌদ্র-রুক্ষ কর্কশ গালে দুই জনে দুই দিকে দুইটি চুম্বন মুদ্রিত করিয়া দিল।

পুলিশবাবু একটি দীর্ঘশ্বাস-পরিত্যাগ করিয়া মিণুর দিকে চাহিয়া কহিল, "এইবারে তোমার বাবাকে খুঁজে নিতে পা'র্‌বে তো, খুকি?"

"ও মা! তা' আর পা'র্‌ব না? আমরা সটান্ তো বাবার কাছেই যাচ্ছি এখন।"

যাহাই হউক, তাহারা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিবার সময় ৯৯-ক তাহাদের প্রতি চাহিয়া রহিল। যখন তাহারা অন্তর্হিত হইল, তখনও সে অপেক্ষা করিল, পাছে শিশুদ্বয় পুনরায় তাহার নিকট কিছু সাহায্য-প্রার্থনা করে। চক্ষুর অন্তরাল হইবার সময় মণু ও মিণু দুইখানি ক্ষুদ্র নীলবর্ণের রুমাল উড়াইয়া তাহাকে বিদায়-সম্ভাষণ করিল। সেও হাত তুলিয়া প্রত্যভিবাদন করিল, কিন্তু সেইদিকে চাহিয়া চুপ্ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে তাহার যেন কেমন লজ্জা হইতে লাগিল। তাই সে আনতমস্তকে, ধীর পদবিক্ষেপে স্বীয় গন্তব্যপথে চলিতে লাগিল।
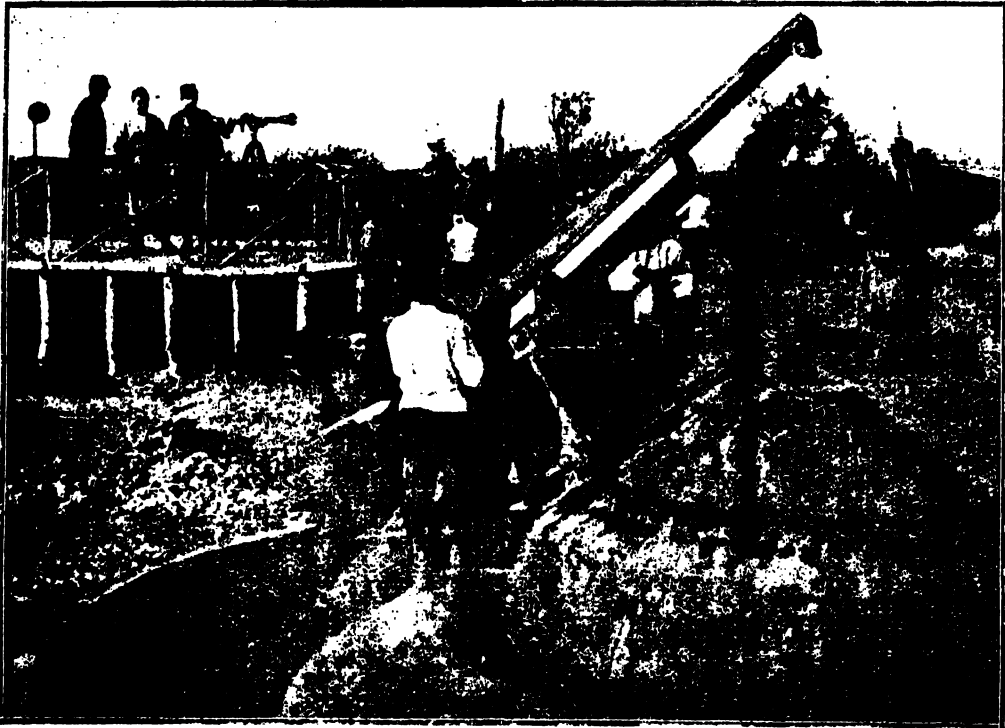
ইউরোপীয় যুদ্ধে এইরূপ কামান ব্যবহৃত হইতেছে

মণু কহিল, "হ্যাঁ, দিদি, পুলিশবাবুর কাছে দুষ্টু ছেলের জন্যে সত্যিকারের ঝুলি নেই, না?"

মিণু কহিল, "না ভাই, আমাদের বাঁদরমুখো মাষ্টারটা কেবলি মিথ্যে কথা বলে। এও একটা মিথ্যে কথা।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

"হিগুারাসান্।"

সেই রাক্ষসের পুরীর ন্যায় সুবৃহৎ অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করিতেই বহু চক্ষু মণু ও মিণুর উপর নিবদ্ধ হইল। সেই সকল

কৌতূহলী চক্ষুসকলের অধিকারী ছিলেন, একদল ভদ্রলোক—যাঁহারা এই অভাবনীয় এবং অসাধারণ পরিদর্শকদ্বয়ের রহস্তপূর্ণ আগমনে অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলেন—সেই বিশেষ স্থানটিতে সেই বিশেষ ব্যক্তি-দুইটির আগমনের হেতু কি হইতে পারে, তাহা তাহাদের সংসারাভিজ্ঞ উর্ব্বর মস্তিষ্কেও প্রবেশ করিল না! সেই ভদ্রসজ্ঘহইতে বিরলকেশসমন্বিত মস্তকের একটি শীর্ণকায় যুবক সেই শিশুদ্বয়ের দিকে অগ্রসর হইল এবং নীরবে তাহাদের দিকে একটা খুব কঠিন জ্বালাময়ী দৃষ্টি-প্রেরণ করিল। শিশুদ্বয়কে সেই গম্ভীর পেচকমুখো লোকগুলির মধ্যে মোটেই মানাইতেছিল না! এই দল যেন মূর্ত্তিমান্ 'খতিয়ানের' খাজাঞ্চীর দল—আর এই দুইটি যেন পথভ্রান্ত, ভয়চকিত হরিণশিশু! মিণুর গায়ে একটি কাল ফ্রকের উপর একখানি গোলাপী রংএর রুমালের শাল আঁটা ছিল। তাহার দুই গণ্ডের বর্ণও ঠিক শালখানির মত হইয়া উঠিয়াছিল, কারণ ৯৯-ক নম্বরের বাঁধা মিলিটারী পদবিক্ষেপের সঙ্গে তাল রাখিতে তাহাকে একটু অধিক পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। মণুর মাথার হ্যাট্ পিছনে হেলিয়া ছিল, এবং তাহার বোতামখোলা কাল কোটের পকেটে দুইখানি হাত লুকান ছিল—সেও হাঁপাইতেছিল।

যুবকটি অবশেষে গলা খেঁকারি দিয়া কর্কশস্বরে কহিল, "কি, এখানে ছেলেদের কি দরকার রে?"

"আমরা বাবার কাছে যা'ব।" একনিশ্বাসে দুইজনে ঐ কথাই বলিল।

"আরে, বাবার কাছে তো যা'বি যেন—কিন্তু বাবার নাম না ব'ল্‌লে আমরা বু'ঝ্‌ব কি ক'রে? এইখানে অমন লাখোটা 'বাবা' আছে, জানিস্? বাবার নাম না ব'ল্‌লে, কা'কে ধ'র্‌ব? সুধু 'বাবা চাই' ব'ল্‌লে, 'বাবা' মি'ল্‌বে কোথায়? এতগুলো 'বাবার' মধ্যে আসল 'বাবাকে' খুঁজে বা'র করাও যা', আর এক মণ স'র্ষের মধ্যে একটা তিলের দানা খুঁজে বা'র করাও তা'!"

মণু হাসিয়া ফেলিল। "কেউ বুঝি আবার স'র্ষের মধ্যে তিল রেখে দেয়? আর একটা তিলই যদি থাকে তো কে আবার সেটা খুঁ'জ্‌তে যায়? খুঁ'জ্‌তে গেলেই তো সে আসল 'নির্‌বুধি' হ'বে।" এই শেষের বিশেষণটার উপর সে হোঁচট খাইয়া পড়িল। তাই আড়চোখে একবার দিদির দিকে চাহিল!

মিণু ভ্রাতাকে সংশোধন করিয়া কহিল, "'নির্ব্বুদ্ধি'—মা ঠিক ঐরকম উচ্চারণ করেন!"

মণু পুনরাবৃত্তি করিয়া কহিল, "হ্যাঁ নির্-বুদ্‌ধি।"

যুবকটি বিরক্ত হইয়া কহিল, "ওহে বাপু, এখানে অত কথা শো'ন্‌বার আমার সময় নেই—নষ্ট ক'র্‌বার মত সময় আমার একটুও নেই!"

মিণু কহিল, "আমাদেরও খুব তাড়াতাড়ি।" মণু ঘাড় নাড়িয়া ঈষৎ হাস্য করিল, যেন সে দেখাইতে চায় যে, তাহার ভগিনীর সহিত তাহার মতের মিল কেমন সুন্দর!

"বেশ তো, তা' হ'লে চট্‌পট্ ক'রে ব'লেই ফেল না, বাপু, তোমাদের 'বাবার' নামটা কি?"

"তাঁ'র নাম শ্রীযুক্তবাবু রামধন মিত্র। আমাদের বাড়ী বালিগঞ্জে। আমার নাম কুমারী অপর্ণা মিত্র। কিন্তু ডাকে না কেউ 'অপর্ণা' বলে, সকলে বলে 'মিণু'—তুমিও তাই ব'ল'। আর এটি হ'চ্ছে আমার ভাই। এর নাম শ্রীমান্ সনৎকুমার মিত্র। ওকেও 'সনৎ' ব'লে কেউ ডাকে না, সকলেই বলে, "মণু"—মিণুর ভাই কি না, তাই মণু! বেশ মিল হ'য়ে গেল। আমাদের বামুণদিদি বলে, 'মণু আর মিণু যেন একজোড়ের দু'টি পায়রা!' আমরা তো আর সত্যিই 'পায়রা' নই, বামুণদিদির কিন্তু ওটা মিথ্যে কথা নয়। আদর ক'রে ওরকম বলে, না, ভাই?"—সে ঘাড় বাঁকাইয়া মণুর প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিল।

"ও, সত্যি? তোমরা রামধনবাবুর ছেলে? তা', খুকি, তোমার বাবা তো এখন আপিসে নেই, তিনি কি কাজে কোথায় গিয়েছেন।"

মিণুর মুখখানি এতটুকু হইয়া গেল। সে কহিল,

"হ্যাঁ গো, 'হাণ্ডিরাসান্', বুঝি, তাঁ'কে কোথাও পাঠিয়েছে?

"হ্যাঁ, ঠিকই ব'লেছ। 'হাণ্ডিরাসন'ই পাঠিয়েছে বটে। বেশ ব'লেছ, খুকি!"

যুবকটি হাসিয়া আকুল হইয়া পড়িতেছিল। শিশুদ্বয় ইহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইল। তাহাদের দিকে লক্ষ্য করিয়া হাসাতে তাহারা লজ্জিত হইয়া পড়িতেছিল।

"বাবা কখন্ ফি'র্‌বেন?"

"তা' তো জানি নে, খুকি!"

"তবে আমরা 'হাণ্ডিরাসানের' সঙ্গে দেখা ক'র্‌ব। তাঁ'কে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, তিনি, বোধ হয়, ব'ল্‌তে পা'র্‌বেন, বাবা কখন ফি'র্‌বেন।"

যুবকটি অধিকতর বেগে হাসিতে লাগিল। সেখানে আর যাহারা দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা সকলেও অত্যন্ত হাসিতে লাগিল। তাহারা এই ভ্রাতাভগিনীদ্বয়ের চতুষ্পার্শ্ব বেড়িয়া দাঁড়াইয়া মজা দেখিতে লাগিল। মিণু তখন গোলাপ-ফুলটির মতই অত্যন্ত আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল; তাহার অত্যন্ত কাঁদিবার ইচ্ছা হইতেছিল; কিন্তু সে জোর করিয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া যে কান্নাটি তাহার গলার মধ্যে ঠেলিয়া ঠেলিয়া উঠিতেছিল, তাহাকে দমন করিতে লাগিল। সে তাহার শিশু-সম্ভব অভিজ্ঞতার ফলে এইটুকু জানিত যে, যাহারা আমাদের বিরক্ত করে, তাহাদের উদ্দেশ্যই আমাদের কাঁদান—আমরা কাঁদিলেই তাহারা তৃপ্ত হয় ও সকল শ্রম সার্থকজ্ঞান করে। তাই সে মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা করিল যে, আর যাহাই হইতে দিউক, এই ভদ্রলোকগুলিকে সে কিছুতেই তৃপ্ত

হইতে দিবে না! এমন কি, সে যে, অত্যন্ত ক্রোধান্বিতা হইয়াছে, এ কথাও ভাবে বা কথায় প্রকাশ করিয়া তাহাদের সন্তুষ্ট হইতে দিবে না!

"দয়া ক'রে 'হাওিয়াশনের' ঘর কোথায় আপনারা ব'লে দিন, আমি তাঁ'কে জিজ্ঞাসা ক'রে দে'খ্‌ব।" মিণু আবার তাহার এই প্রার্থনা অকুতোভয়ে জানাইল। দৃঢ়তাব্যঞ্জক স্বরে সে কথা-গুলি বলিল, এবং সবলে ওষ্ঠের উপর ওষ্ঠ চাপিয়া রহিল—পাছে তাহারা কাঁপিয়া এই অভদ্র দলের নিকট প্রকাশ করিয়া দেয় যে, সে প্রকৃতই রাগান্বিত হইয়াছে!

সেই লোকটি উপরে উঠিয়া একটা রুদ্ধদ্বারের দিকে অঙ্গুলি-সঙ্কেত করিয়া দেখাইয়া দিল। মিণু সেই দ্বারের উপর করাঘাত করিল। কোন উত্তর না পাইয়া সে পুনরায় ধাক্কা মারিল।

ভিতরহইতে একটি গম্ভীর স্বরে জবাব আসিল, "কে, ভেতরে এস

মিণু ও মণু তৎক্ষণাৎ দ্বার ঠেলিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহারা চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। তাহাদের চক্ষু গৃহমধ্যস্থ একটি বৃদ্ধের প্রতি পড়িল। তিনি তখন একটি টেবিলের উপর কাগজ রাখিয়া কি লিখিতেছিলেন। টেবিলের উপর সারি সারি অজস্র

জিব্রাল্‌টারের সামরিক হাঁসপাতালের একটি দৃশ্য

মিণুর কথা শুনিয়া সকলেই 'হো-হো' করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার পর সেই দলহইতে একজন অগ্রসর হইয়া বলিল,

"খুকি, ঐ সিঁড়ি দিয়ে বরাবর ওপরে উঠে যাও। উঠেই একটা দালান পা'বে, সেই দালানের ডানহাতি প্রথম ঘরখানাতেই তাঁ'কে পা'বে। আচ্ছা চল, আমিই না হয় দেখিয়ে দিচ্চি—এস!"

মিণু কৃতজ্ঞ হইয়া কহিল, "তুমি বেশ লক্ষ্মী লোক!"

মিণু মণুর হাতখানি আপনার হাতের মধ্যে লইল। তাহার পর তাহারা দুইজনে সেই লোকটির পশ্চাদনুসরণ করিল। মিণু ভাবিতে লাগিল যে, একদল লোকের মধ্যে একটা লোকেরও যদি একটু কাণ্ডজ্ঞান থাকে, তো তা'কে দে'খ্‌লে কেমন আনন্দ হয়। সেই ভদ্রলোকগণ কেন যে হাসিতেছিলেন, তাহা তাঁহারাই জানিতেন। মণু ও মিণুর নিকট কিন্তু এই অকারণ হাসি নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক বলিয়াই মনে হইয়াছিল।

কাগজ সাজান ছিল। সেই বৃদ্ধটির মস্তকে দুধের ন্যায় সাদা চুল, শীর্ণ গণ্ড-দুইটি সুপক্ক আম্রের ন্যায় টুকটুকে রক্তবর্ণ, ভ্রূর শুভ্র চুলগুলি ঘন গুচ্ছে পরিণত হইয়া চক্ষের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল এবং চক্ষুর্দ্বয়ের মধ্যে বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক, তীক্ষ্ণ, ধারালো ছোরার মত চকচকে দৃষ্টি খেলিতেছিল।

মিণু জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি 'হিণ্ডায়াসান'-বাবু?"—কথা কহিবার পূর্ব্বে সে ঘাড় নোয়াইয়া একটি ছোট নমস্কার করিয়া লইয়াছিল।

সেই বৃদ্ধ লোকটি সেই আফিসের অন্যতম অংশীদার। তিনটি লোক মিলিয়া এই কারবারটি আরম্ভ করেন—হেণ্ডারসন্‌-নামক একজন সাহেব, এই বৃদ্ধটি ও আমাদের রামধন বাবু। তিন-জনেরই সমান অংশ ছিল। হেণ্ডারসন্‌-সাহেব অবিবাহিত অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইবার সময় তাঁহার অংশ বাকী দুইজন অংশী-

দারকে লিখিয়া দান করিয়া যান। তিনি ইঁহাদের অত্যন্ত ভালবাসিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন।' বিশেষতঃ, তাঁহার অবর্ত্তমানে যে লোকটির তাঁহার উত্তরাধিকারী হইবার কথা ছিল, তাহার উপর তিনি আদৌ প্রসন্ন ছিলেন না—কারণ সে ঘোরতর মদ্যপ, চরিত্রহীন ও এমন কি জুয়াচোরপর্য্যন্ত ছিল! অবশিষ্ট দুই অংশীদার তাই এখন সেই মৃতমহাত্মার নামে কারবারের নাম দিয়া কার্য্য চালাইতেছেন। মিণু এত খবর রাখিত না। সে তাহার বামুণদিদির কথায় মনে করিয়াছিল যে, 'হাণ্ডিয়াসান', বুঝি, একজন লোকের নাম। তাই তাহার কথা শুনিয়া পাচিকাহইতে এই আফিসের বাবুরাপর্য্যন্ত সকলেই অত হাসিয়াছিল। কেহই কষ্ট-স্বীকার করিয়া বালিকার এই ভ্রমটুকু সংশোধন করিয়া দেয় নাই!

মিণু প্রশ্ন করিয়া উত্তরের অপেক্ষায় রহিল। উত্তর তৎক্ষণাৎই আসিল এবং অতি স্নেহপূর্ণ হইয়াই আসিল। কিন্তু সে উত্তরে 'হাঁ' কি 'না' কিছুই ছিল না। বাস্তবিক ধরিতে গেলে তাহাকে 'উত্তর'ই বলা চলে না,—তাহা একটি প্রশ্নের আকার-ধারণ করিল :—

"খুকি, আমিই যে, 'হাণ্ডিয়াসান', এ' কথা কি দেখে মনে ক'র্‌লে, বল দেখি? সব কথা বেশ খুলে আমায় বল দেখি।"

মিণু বৃদ্ধের দিকে পিছন করিয়া একবার উন্মুক্ত দ্বারপথে বাহিরের দালানের দিকে চাহিল। যে লোকটিকে একটু জ্ঞান আছে বলিয়া মিণু কিছুক্ষণ পূর্ব্বে মনে মনে সার্টিফিকেট দিয়াছিল, অর্থাৎ যে লোকটি তাহাদের সঙ্গে উপরে আসিয়াছিল, সে তখনও দালানে দাঁড়াইয়া ঘরের মধ্যে এই মজার ব্যাপারে হাসিয়া ঢলিয়া পড়িতেছিল। মিণু ভ্রূকুটি করিল, মণুও তাহাতে যোগ দিল।

মণু কহিল, "'হাণ্ডিয়াসান'-বাবু, ঐ লোকটিকে চ'লে যেতে বলুন না, দিদি ওর সাম্‌নে কথা কইতে চায় না, ও লোকটিও আর সব্বাইকার মত দুষ্টু!"

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি সে কেরাণীকে হাত নাড়িয়া সঙ্কেত করিল, সে নীচে নামিয়া গেল। তখনও সে ভয়ানক হাসিতেছিল। তাহাকে নীচে নামিয়া যাইতে দেখিয়া মিণুর মুখমণ্ডল আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহাদের এই নূতন বন্ধুটি তাঁহার সম্মুখের টেবিলের উপর মণুকে তুলিয়া বসাইলেন এবং মিণুকে স্বীয় জানুর উপরে তুলিয়া লইলেন। তাহার পর তিনি সস্নেহে কহিলেন, "এখন বল দেখি, খুকি, কি ব্যাপার? আচ্ছা, আমার কাছেই বা তোমরা কি ব'ল্‌তে এসেছ?"

"বাবা কখন্ এখানে ফি'র্‌বেন, তাই আপনার কাছে জা'ন্‌তে এসেছি। যদি আপনি 'হাণ্ডিয়াসান্'-বাবু ঠিক হ'ন, তা' হ'লে আপনি ব'ল্‌তে পা'র্‌বেন তো? আপনিই তো বাবাকে কি কাজের জন্তে পাঠিয়েছেন, না? আমার বাবা কে জানেন তো? শ্রীযুক্তবাবু রামধন মিত্র-মহাশয়—আমরা বালিগঞ্জে থাকি।

"ওঃ! তোমরা রামধনবাবুর ছেলে-মেয়ে? তাই বল। তা'র পর কি খবর, বল দেখি? তোমরা একলা একলা এখানে এসে হাজির—কি ব্যাপার বল তো?"

ব্যাপার কি বলা তাহাদের পক্ষে খুব কঠিন ছিল না। মিণুর সে মুখচোরা ভাব কাটিয়া গিয়াছিল। এই স্নেহময় বৃদ্ধটির নিরাপদ্ আশ্রয়ে আসিয়া তাহার সাহস ফিরিয়া আসিয়াছিল। সে বেশ বুঝিয়াছিল যে, সর্ব্বরূপ বিপদ্ ও বিদ্রূপহইতে রক্ষা করিতে পারে, এমন একজনের নিকট সে দাঁড়াইয়া আছে! সে তাহার মস্তক সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির স্কন্ধের উপর রক্ষা করিয়া দ্রুত কহিয়া যাইতে লাগিল—মণু মাঝে মাঝে তাহাতে যোগদান করিতে লাগিল। অর্থাৎ তাহার নামের উল্লেখ হইলেই, সে যোগদান করিতে লাগিল। সেই দুই শিশুকণ্ঠের সমবেত প্রকাশে মাঝে মাঝে আসল বিষয়টা খুবই জটিল হইয়া উঠিতেছিল। অতি চতুর ও বুদ্ধিমান্ না হইলে তাহাদের সব কথা সুস্পষ্টরূপে বুঝা অসম্ভব ছিল, কিন্তু তিনি এই বালকবালিকার সহিষ্ণুতার সমস্ত ইতিহাসটা নিখুঁতভাবে সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

বুঝিয়াছিলেন তো বটেই, উপরন্তু এত বেশী বুঝিয়াছিলেন যে, যখন মণু তাঁহাকে কালি-পমেটম-কলার খোসার উপরে হ'ড়্‌কাইবার চেষ্টা, তাহার পর তাহার মনে ভয়, মাষ্টারের সেই নিষ্ঠুর, নির্ম্মম শাস্তি, তাহার করুণ আর্ত্তনাদ, ইত্যাদির কথা সবিস্তরে বর্ণনা করিতেছিল, তখন তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় শুষ্ক ছিল না! উপরন্তু যখন মিণু তাহার ভাইটির হাতের জামা সরাইয়া তাঁহাকে একটি কালশিরার দাগ—যাহা নাপিতের দোকানহইতে বাহির হইয়া আসিবার সময় মাষ্টারের কঠোর অঙ্গুলির দ্বারা প্রবল পেষণে মণুর কোমল চর্ম্মে অঙ্কিত হইয়াছিল—দেখাইল, তখন তাঁহার চক্ষুদিয়া সত্যই দুই-এক ফোঁটা জল পড়িল। তাহার পর ভদ্রলোকটি সেই কালশিরা-পড়া জায়গাটির উপর সস্নেহে চুম্বন করিয়া ব্যথা আরাম হইবার ঔষধ-প্রদান করিলেন। মণু তখন হাসিয়া উঠিল, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া সাদা দাড়ির চুলে এমন সুড়্‌সুড়ি লাগে! সে তাহার বৃদ্ধ বন্ধুটিকে সম্পূর্ণ আপনার করিয়া লইয়াছিল। এমন কি একসময় তাঁহার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিয়া বসিল, "ও হিণ্ডারসান্-বাবু, আমার এমনি খিদে পেয়েছে—!"

মিণু ভাইয়ের কাণে কাণে তাড়াতাড়ি বলিল, "ছিঃ, মণু, ও কথা কি ব'ল্‌তে আছে? ওরকম ক'রে খেতে চাইলে হ্যাংলা ভা'ব্‌বে যে।"

"আমি যে আর থা'ক্‌তে পা'র্‌চি না—এম্‌নি খিদে পেয়েছে!"

বৃদ্ধ কহিলেন, "এই যে, বাবা, একমিনিটের মধ্যে খাওয়ার যোগাড় ক'রে দিচ্ছি।"

মণু কহিল, "বামুণদি'র মতন, বুঝি, এইবার দুধ খেতে ব'ল্‌বে?"

"না গো, বাবু-সাহেব, না! দুধ নয়, ভাল সন্দেশ খা'বে, রসগোল্লা খাবে, আর—আর কি খা'বে?"

"নবজলতিকা—।"

মিণু চোখ টিপিয়া কহিল, "এই—মণু!"

বৃদ্ধ কহিলেন, "আচ্ছা নবজলতিকা আরও সব ঐরকমের"।

বালকটির চক্ষুর্দ্বয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

"তা'র পর খাওয়া হ'য়ে গেলে আমি গাড়ী ক'রে তোমাদের বাড়ী নিয়ে যা'ব—তোমাদের বাড়ী নয়—আমাদের বাড়ী। কেমন যা'বে তো? কি বল?"

মণু সেখানটা ভাল লাগিবে কি না, এ' বিষয়ে সন্দিহান হইল। সে কহিল, "তোমাদের বাড়ীতে 'মাষ্টার হাণ্ডিরাসান্', 'মিস্ হাণ্ডিরাসান্' আছে? 'মাষ্টার-মিস্' কি জানো তুমি? বাবা আমাদের ব'লে দিয়েছেন যে, ছেলে-মেয়েদের ঐ ব'লে ডা'কৃতে হয়, যেমন আমি 'মাষ্টার মণু', দিদি হ'ল 'মিস্ মিণু'—তা' ব'লে আমি পড়া'-বার 'মাষ্টার' নই!"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ। তা' তুমি বল না, তা'রা আছে কি না? আমরা বেশ তা'দের সঙ্গে খেলা ক'র্ব।"

"তিনটি আছে—দু'টি মেয়ে একটি ছেলে।"

"বাঃ! তা' হ'লে তো খুব মজা হ'বে! আমরা তা' হ'লে যা'ব—ঠিক যা'ব, দিদি-ভাই?"

"আমরা গেলে বেশ হয়, কিন্তু আমরা তো যেতে পা'র্ব না—মিণু! বাবা তা' হ'লে ভয়ানক ভয় পেয়ে যা'বেন—তিনি ভা'ব্বেন, আমরা নিশ্চয়ই হারিয়ে গিয়েছি।"

"আমরা কিন্তু এ'দিকে বরাবরই এখানে আছি, হারাই নি!"

মণু তাহার আশ্রয়দাতার কোল ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল—তাহার ক্ষুদ্র মুখমণ্ডল তখন হাস্যে প্লাবিত হইয়াই ছিল।

বৃদ্ধ লোকটি মিণুকে কহিলেন যে, তিনি একজন কাউকে তা'দের বাড়ীতে খবর দেবার জন্যে পাঠিয়ে দেবেন, তা' হ'লে তাঁ'রা আর ভাব্বেন না!

মিণু ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল এবং কহিল, "বেশ, তা' হ'লে আমরা তোমাদের বাড়ী যা'ব—গিয়ে মিসেস্ হিণ্ডারাসান, মিস্ হিণ্ডারাসান, আর মাষ্টার হিণ্ডারাসান—সকলকে দে'খ্ব।"

একটি বালকভৃত্য সন্দেশ প্রভৃতি আনিল, সেই সঙ্গে কিছু কেকও আনিয়াছিল। ক্ষুধার্ত্ত শিশুদ্বয় কথা কহিতে কহিতে খাইয়া লইল। খাওয়া শেষ হইলে, যখন তাহারা কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য নিস্তব্ধ হইল, তখন তাহারা আনন্দপূর্ণ অনেক কথা ভাবিতে লাগিল। তাহারা ভাবিয়া দেখিল, এই ছোট্ট পৃথিবীটুকুতে কত-গুলি ভাল লোক আছে—তাহাদের পিতা, মাতা, পুরাতন মাষ্টার সুনীলাদিদি, ৯৯ ক-নম্বর বাবু, 'হাণ্ডিরাসান'-বাবু, এইরকম আরও কতজন! সেই নূতন মাষ্টারটাই বদ্‌মায়েস্ ও নিষ্ঠুর। কিন্তু সেই নূতন মাষ্টারের স্মৃতিও তাহাদের মনকে আজ বিষাক্ত করিয়া দিল না, কারণ তাহাদের নূতন বন্ধু, 'হাণ্ডিরাসান'-বাবু অভয় দিয়াছেন যে, তাহাদের পিতা আর নূতন মাষ্টারকে রাখিবেন না, চাকুরীতে জবাব দিয়া দিবেন। যখন তাহারা তাহাদের সাধ্যমত ভোজন-ক্রিয়া-সমাপন করিল, তখন সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি পরিস্কার করিয়া তাহাদের বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহার প্রকৃত নাম 'হাণ্ডিরাসান্' নহে, শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় পাল।

মণু যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইল। সে কহিল, "আমি ও নাম ব'লতে পারি না। হ্যাঁ গো, আমি তোমাকে 'হাণ্ডিরাসান্'-বাবু ব'লে ডা'কলে তুমি রাগ ক'র্বে? এই নামটিই ভাল। দিদির কাছে কতবার জিজ্ঞাসা ক'রে তবে এ নামটি শিখেছি।"

মৃত্যুঞ্জয়বাবু কহিলেন, "বেশ তো, মণুবাবু, তুমি 'হাণ্ডিরাসান্' ব'লেই ডেক।" (ক্রমশঃ)

কুসঙ্গ

[আচার্য্য ললিতলোচন দত্ত-সঙ্কলিত]

লাল-নীল-সবুজ-রঙের এক চন্দনায়
কোন এক চাষার বাড়ীতে দেখা যেত প্রায়।
বেড়া'ত সে এ-গাছে, ও-গাছে উড়িয়া উড়িয়া,—
বেড়া'ত সে সুখে, স্ফূরতিতে ভরি' তা'র হিয়া।
একদিন কাকগুলা এসে গম উপড়ায়,
চন্দনাও সে সবের সঙ্গে গম ছিঁড়ে, খায়।
কাকদের সাথে মিশে সেও করে চীৎকার।
কাকদের অপেক্ষাও করে দুষ্ট অপকার!
চাষা আনি' গুলী ও বন্দুক ধ্বংসে কাকবংশ।
হায়, তা'র অভাগ্য চন্দনা লভে দুখ-অংশ!
পায়ে নাক আত্মারাম আর উড়িতে আকাশে,
খোঁড়া হ'য়ে প'ড়ে রয় ক্ষেতে মরা কাক-পাশে!
চন্দনায় চাষা আসি' তুলি' গৃহে ল'য়ে যায়,
"কুসঙ্গের এই ফল হয়"—শুনায় তাহায়।
"কাকদের সাথে যদি তুমি কভু নাহি র'তে,
তা' হ'লে তো এমন করিয়া খোঁড়া নাহি হ'তে।"
কৃষকের ছেলেমেয়ে আসে আত্মারাম-পাশে,
"কুসঙ্গের ফল এই হয়"—কহে সে হতাশে।
অল্প দিনে চন্দনা আবার হয় সুস্থ-অঙ্গ
কেহ কভু চেঁচা'লে সে কয়,—"কুসঙ্গ, কুসঙ্গ।"

সপ্তম বর্ষ

সংখ্যা জুলাই ১৯১৮

তস্কর-ত্রিশূল

আচার্য্য ললিতলোচন দত্ত-লিখিত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১০

দশদিন মর্কট-মলিম্লুচের কারাগারে আবদ্ধ আছি এই অন্ধকূপ-হইতে অব্যাহতি-লাভের এপর্য্যন্ত কোনই উপায় করিয়া উঠিতে পারি নাই। গৃহটি শিলানির্ম্মিত, গাথনী খুব মজবুত। গৃহমধ্যে এমন কোন অস্ত্র নাই, যদ্দ্বারা গৃহের কোন স্থানে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্রও করা যায়। এই গৃহে একটিমাত্র গবাক্ষ আছে, তাহাতে খুব মোটা মোটা গরাদিয়া লাগান আছে, গবাক্ষটি এত উচ্চে যে, তাহাতে চড়িয়া বসিবার কোনই উপায় নাই। সুতরাং এই দশদিন আমি সূর্য্যের মুখ দেখি নাই। আমার কাছে পিস্তলটি ছিল, যেদিন আমি চোরেদের দ্বারায় বন্দী হই, সেই দিনই তাহা তাহাদের হস্তগত হয়। এখন আমি নিরস্ত্র, তাই যে লোকটা প্রত্যহ আমাকে কিছু খাদ্য দিয়া যায়, সেই লোকটা খাদ্য দিতে আসিলেই আমাকে উৎপীড়নপূর্ব্বক আমার মনের কথা জানিবার প্রয়াস পায়। তাহার নির্য্যাতন ক্রমশঃ আমার অসহ্য হইয়া উঠিতেছে, এই অত্যাচার-পীড়িত জীবনবহনে আমার হয় তো ইচ্ছাই থাকিত না, যদি না আমার দুঃখান্ধকারময় জীবনে মাঝে মাঝে আশার বিদ্যুদ্দীপ্তি হইত। সে আশার হেতু এই, আমার বিশ্বস্ত চর আসিয়া মধ্যে মধ্যে বংশীবাদন করিয়া আমাকে উৎফুল্ল করিয়া তুলিত। আপনারা জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি যে, এই বাড়ীতেই কারারুদ্ধ হইয়া আছি, তাহা সে কেমন করিয়া টের পাইয়াছে? ইহার উত্তরে আমি আপনাদের বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, আপনারা আমাকে এখন যতটা আহাম্মক ভাবিতেছেন, আমি, বোধ করি, ঠিক ততটা আহাম্মক নই। ষ্টেশনহইতে যে যে পথ দিয়া আমি এই বাড়ীতে আসিয়াছিলাম, সেই সমস্ত পথেই আমি আমার সঙ্গীদিগের অজ্ঞাতসারে টুক্‌রা টুক্‌রা লাল কাগজ ছড়াইতে ছড়াইতে আসিয়াছিলাম। আমার চর আমার কার্য্যপদ্ধতি অবগত আছে, সে সেই লাল কাগজের টুক্‌রাগুলির নিশানা ধরিয়া আমার ঠিকানা পাইয়াছে।

গবাক্ষটার গরাদিয়ামধ্যস্থ ব্যবধানগুলি প্রায় আট ইঞ্চি করিয়া। কারাবাসের একাদশদিনের প্রভাতে কক্ষটার এককোণে বিমর্ষভাবে বসিয়া আছি, এমন সময়ে আমার চরের বংশীধ্বনি শুনিলাম। পরে ছোট একটি পুঁটলী প্রায় নিঃশব্দে প্রকোষ্ঠমধ্যে পতিত হইল। আমি তাহা তুলিয়া-লইয়া, খুলিয়া, প্রথমেই পাইলাম, একটি দিয়াশলাইএর বাক্স, তাহাতে কাঠীভরা। দিয়াশলাই জ্বালিয়া দেখিলাম, তুলায় মোড়া এই কয়টি জিনিস রহিয়াছে—একটি মোটা, ছোট মোম-বাতী, একটি তীক্ষ্ণধার সিঁধকাঠী, একটি খুব সরেশ উকা, একশিশি দ্রাবক, এক বাণ্ডিল খুব শক্ত রেশম রজ্জু এবং একখানি চিঠী। দেখিয়া আমি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম, আমার সর্ব্বাঙ্গে পুলক-সঞ্চার হইল, আমার চরের প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল, শ্রীভগবানের উদ্দেশে ভক্তি-গদগদচিত্তে প্রণতি না করিয়াও থাকিতে পারিলাম না। চিঠীখানি আমার চরই নিশ্চয় লিখিয়াছে, কি লিখিয়াছে, তাহা জানিবার জন্য আমার কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। মনে হইল, এখনই মোমবাতীটা জ্বালিয়া চিঠীখানি পড়িয়া ফেলি, কিন্তু ভাবিয়া দেখিলাম, তাহা করিলে চলিবে না, গবাক্ষে উঠিবার জন্য দেওয়ালে খাজ কাটিতে হইবে, এই খাঁজ দিনের বেলা কাটা যাইবে না, রাত্রিতেই কাটিতে হইবে, কেননা যে লোকটা রোজ আমার খাদ্য লইয়া-আসিয়া আমাকে নির্য্যাতন করে, সে বাতী হাতে করিয়া আসে। আসিয়াই সে প্রকোষ্ঠটি আগে পরীক্ষা করে, যদি সে দেওয়ালে খাজ কাটা দেখে, তবে তো আমার দফা রফা করিবে। আর খাঁজগুলি কাটিতে কতটা সময় লাগিবে, তাহা বলা যায় না, সুতরাং মোম-বাতীটার একটুও

খরচ করিলে, চলিবে না। কয়েকটি দিয়াশলাই জ্বালিয়া চিঠিখানি পড়িয়া ফেলা যাইতে পারে বটে, 'কিন্তু' আমার নির্য্যাতক কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে আসে না, দিনের মধ্যে যখন খুশী তখন আসিয়া আমাকে উৎপীড়ন করিয়া যায়। আমি চিঠি পড়িতেছি, এমন সময়ে যদি সে আসিয়া পড়ে, তবে আমার কারাত্যাগের আশা বিলুপ্ত হইবে। আপনারা হয় তো জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কেন, এই ঘরে দিনের বেলাও কি একটু আলো ফুটে না? না, ফুটে না। এই বাড়ীর যে দিকে গবাক্ষটা আছে, সে দিকে একটি অতি অপরিসর গলির পরই, বোধ হয়, একটা উঁচু বাড়ী আছে, তাই গবাক্ষ দিয়া এই প্রকোষ্ঠে রৌদ্র-প্রবেশ করিতে পায় না, তবে একটু বায়ু-চলাচল হয় বটে।

কাজেই আমি কৌতূহল দমিত করিয়া রাত্রির জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। তস্করানুচর আসিয়া আমাকে বিকালে কিছু খাদ্য দিয়া আমার প্রতি যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিয়া চলিয়া গেল। আমি প্রশান্তভাবে সকলই সহ্য করিলাম, আজ সে আমার শরীরকে পীড়া দিল না বটে, কিন্তু চিত্তপীড়িত করিতে পারিল না। এই চোরের অনুচরটা রাত্রিতে কখন আসে না। ঘনান্ধকারে আমি কিছুই করিতে পারি না, বোধ করি, এইরূপই তাহার ধারণা।

বিমানবিহারী সৈন্যগণের তাড়িত পরিচ্ছদ

এখন, বোধ হয়, বেলা সাড়ে-পাঁচটা আর আধ-ঘণ্টা পরে এই প্রকোষ্ঠটা নিরয়ের নিবিড় তিমিরে ডুবিয়া যাইবে, তখন আমি আমার নিষ্কৃতির উপায় করিতে পারিব। কিন্তু এই আধঘণ্টা যেন আর কাটিতেই চাহিতেছে না। আমি অস্থিরচিত্তে প্রকোষ্ঠমধ্যে পরিক্রমণ করিতে লাগিলাম। যথাসময়ে প্রকোষ্ঠটা ঘনান্ধকারে অন্ধীভূত হইল। তখন আমি মোম-বাতীটা জ্বালিয়া যত ছিদ্রদিয়া বাহিরে আলোক-রশ্মি প্রত্যক্ষ হইবার সম্ভাবনা-বোধ করিলাম, ততগুলি ছিদ্রই তাড়াতাড়ি আমার রুমাল ছিঁড়িয়া বুজাইয়া ফেলিলাম। পরে প্রকোষ্ঠ-প্রাচীরে খাঁজ কাটিতে প্রবৃত্ত হইলাম। অতি মৃদু কুরুর-কুরুর-আওয়াজ করিয়া আমি গাঁথনীর মসলাগুলি স্থানচ্যুত করিয়া করিয়া ছোট ছোট পাথরগুলি প্রাচীরভ্রষ্ট করিতে লাগিলাম। বড় একটিও পাথর প্রাচীরচ্যুত করিলাম না, কেননা ঐ কার্য্য যেমন শ্রমসাপেক্ষ, তেমনই বিপদসঙ্কুল। ইহার জন্য গবাক্ষে উঠিবার নিমিত্ত সোজা খাঁজ কাটা গেল না। তা হউক, একটু না হয় দেরী হইবে, তাহা বলিয়া বিপজ্জনক কোন কিছু করা আমার বিচক্ষণতার পরিচায়ক হইবে না।

যত দূরপর্য্যন্ত খাঁজ কাটা হইলে আমার গবাক্ষের নাগাইল পাইবার সম্ভাবনা হইল, তত দূরপর্য্যন্ত খাঁজ কাটা হইলে, আমি কোন খাঁজে হাত, কোন খাঁজে পা ঢুকাইয়া মিনিট-দুইএর মধ্যে গবাক্ষের উপর উঠিয়া বসিলাম। প্রজ্জ্বলিত মোমবাতীর অপরপ্রান্ত কামড়াইয়া ধরিয়া এবং পুঁটুলীটা কোমরে বাঁধিয়া আমি গবাক্ষোপরি উঠিয়াছি। এখন মোমবাতীর সাহায্যে আমার চরের চিঠিখানি পড়িয়া আমি নানা কথা জানিতে পারিলাম। সে সমস্ত কথা পরপরিচ্ছেদে আপনাদের গোচর করিব। আমার চর আমার প্রতীক্ষায় এখন গলির মোড়ে দাঁড়াইয়া আছে, আমাকে এখন গবাক্ষের গরাদিয়া কাটিয়া সুদৃঢ় রেশমরজ্জুর সাহায্যে নিম্নে অবতরণ করিতে হইবে। দুইটা গরাদিয়া কাটিলেই তাহার মধ্য দিয়া গলিয়া আমি নীচে নামিয়া পড়িতে পারিব। অতএব আমি দুইটা গরাদিয়ায় দ্রাবক-প্রয়োগ করিয়া তীক্ষ্ণ উকার সাহায্যে সেই গরাদিয়া-দুইটা ছেদন করিয়া ফেলিলাম। তাহার পর একটা অকর্ত্তিত গরাদিয়ার রেশমরজ্জু বাঁধিয়া ঝুলাইয়া

দিলাম। পরে সেই রজ্জু বাহিয়া আস্তে আস্তে নীচে নামিয়া পড়িলাম। গলির মোড়ে গিয়া দেখি, চর আমার অপেক্ষায় এক বাড়ীর রোয়াকে নিদ্রিতবৎ পড়িয়া আছে। আমাকে দেখিয়া সে লাফাইয়া উঠিল, আমি তাহাকে আনন্দে আলিঙ্গন-বদ্ধ করিলাম। আচ্ছা, মাষ্টার-ম'শায়, আপনি দিনের বেলা আপনার পুঁটুলীটা কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন? এ কথারও উত্তর চাই? কেন, আমার তলপেটে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলাম।

(ক্রমশঃ)

আমেরিকার গ্যারী-পদ্ধতি

[শ্রীযুক্ত বিমলাক্ষ চট্টোপাধ্যায়-সঙ্কলিত]

আমেরিকায় শিশুদিগের জন্য একপ্রকার স্কুল স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে আমাদের দেশের ন্যায় শিশুদিগকে তাড়নাদ্বারা শিক্ষা না দিয়া, তাহাদিগের হৃদয়ে শিক্ষালাভের আগ্রহ ও ঔৎসুক্য জাগাইয়া, তবে তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়। শিশুদিগের কোন বিষয় জানিতে আগ্রহ হইলে, সেই বিষয়-শিক্ষা দিলে, তাহারা সহজে শিখিতে ও বুঝিতে পারে এবং হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় বলিয়া সর্ব্বদাই আহ্লাদিত হয়।

এই পদ্ধতির স্কুলে, একটী করিয়া লাইব্রেরী এবং একটী করিয়া খোলা বারান্দা থাকে। শিশুগণ তাহাদের ইচ্ছানুসারে হাসিতে, খেলা করিতে, গল্প করিতে, গোলমাল করিতে বা লাফাইতে পায়, তজ্জন্য আমাদের দেশের ন্যায় তাহাদের "নাড়ুগোপাল" হইতে হয় না, এবং বেত্রাঘাত পাইতে বা বেঞ্চের উপর দাঁড়াইতেও হয় না। তাহারা দল বাঁধিয়া লাইব্রেরীতে গিয়া ছবির বা গল্পের বই লইয়া পড়িতে বসে। একজনের পড়া দেখিয়া, সকলে আসিয়া মিলিত হয় এবং সুর করিয়া পড়িতে আরম্ভ করে।

ইতিহাস অভিনয় করিয়া পড়ান হয় বলিয়া, প্রত্যেক ছেলের মুখস্থ করিবার ধুম পড়িয়া যায়, জোর করিয়া, শাস্তির ভয় দেখাইয়া মুখস্থ করাইতে হয় না। পড়িতে পড়িতে ছেলেরা একবার করিয়া ছুটিয়া-গিয়া বারান্দায় খেলা করিয়া আসে, এ বিষয়ে গুরুমহাশয়ের কোন বাধা নাই, তবে, একবারে বেশী ছেলে গিয়া বারান্দায় গোলমাল করিবে বলিয়া, প্রতিবারে ছয়জন বা সাতজন করিয়া ছুটী পায়।

যে ছাত্র যে বিষয় শিখিতে ইচ্ছুক, তাহাকে সেই বিষয়-শিক্ষা দেওয়া হয়। যে যন্ত্রবিজ্ঞান ভালবাসে, তাহাকে যন্ত্রাদি-শিক্ষা দেওয়া হয়। যে ছাপাখানার কাজ ভালবাসে, সে ছাপাখানার কাজ শিখিতে পায়। যে বালক চিত্রাঙ্কনে পটু, তাহাকে চিত্রাঙ্কন করিতে দেওয়া হয়। তাহাকে বাধ্য হইয়া গণিত-শাস্ত্র বা ভাষাশিক্ষা করিতে হয় না। ইহাতে সুবিধা এই যে, প্রত্যেক বালক স্বেচ্ছামত শিক্ষা করিয়া স্ব স্ব হৃদয়ের সদ্‌গুণের উৎকর্ষ-সাধন করিতে পায়।

গ্যারী-পদ্ধতির স্কুলের শিক্ষকেরা শিশুদিগের চঞ্চলতায় বা বাকাস্ফুরণের ফোয়ারায় বাধা-প্রদান করেন না। ইহাতে বালক-বালিকাগণ ভীরু বা নিরুৎসাহ হয় না বরং তাহাদের বাগ্মিতা বাড়িয়া যায়। ছেলেরা তাহাদের বিড়াল এবং কুকুর লইয়া স্কুলে যাইতে পারে। কোন শিশু স্কুল কামাই করিয়া খেলা করিলে, তৎপরদিবস তাহাকে বেঞ্চের উপর দাঁড়াইতে বা জরিমানা দিতে হয় না, সুতরাং স্কুল ছেলেদের নিকট ভয়ের সামগ্রী নয় বরং আমোদের স্থানের মত। আমাদের দেশে, ছাত্রেরা শিক্ষকগণের অধীন, কিন্তু আমেরিকায় শিক্ষকগণ ছাত্রদিগের অধীন। বালকগণ বলিল, "আজ অঙ্ক কষিব না, সাহিত্য পড়িব।" ব্যস্, রুটীন্ বদলাইয়া গেল, সেদিন সাহিত্যই পড়ান হইল।

ঐরূপ শিক্ষাদানের ফলে স্কুল ছেলেদের নিকট এরূপ আদরের স্থান হয় যে, পিতা বালকের দুষ্টামির জন্য এই শাস্তি দেন যে, "আজ তোমাকে স্কুলে যাইতে দেওয়া হইবে না।" এই কথা শুনিয়া বালক-বালিকাগণ কাঁদিয়াই আকুল, কিন্তু আমাদের দেশে ইহাকে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে। আমাদের চাণক্য-শ্লোকে আছে :—

"লালনে বহবো দোষাস্তাড়নে বহবো গুণাঃ।
তস্মাৎ পুত্রঞ্চ শিষ্যঞ্চ তাড়য়েন, ন তু লালয়েৎ॥"

কিন্তু আমেরিকায় এই শ্লোক বদলাইয়া নিম্নলিখিত রূপ হইয়াছে :—

"তাড়নে বহবো দোষাঃ লালনে বহবো গুণাঃ।
তস্মাৎ পুত্রঞ্চ, শিষ্যঞ্চ লালয়েৎ, ন তু তাড়য়েৎ॥"

সর্ব্বোচ্চ চিম্‌নী

[শ্রীযুক্ত বিমলাক্ষ চট্টোপাধ্যায়-সংকলিত]

জাপানে একটী তামার কারখানায় একটী চিম্‌নী বা ধূম-নির্গমনের জন্য নল নির্ম্মিত হইয়াছে। উহা উচ্চে ৫৭০ ফিট্। ঐ চিম্‌নীটী পৃথিবীর যাবতীয় চিম্‌নীর অপেক্ষা উচ্চ। উহা আবার ৪৭০ ফিট্ উচ্চ একটী পাহাড়ের উপর স্থাপিত বলিয়া বিষাক্ত গ্যাস্ বা ধূম সমতটের প্রায় সহস্র ফিট উচ্চে প্রবাহিত হয়। সুতরাং স্বাস্থ্যের কোন হানি করিতে পারে না।

আশা-নিকেতন

আচার্য্য ললিতলোচন দত্ত-বিরচিত

কমল কেমনে ফুটে ? ছিন্ন করি' যামিনীর
তিমির-জবনী বাহিরিয়া আইলে মিহির,
হেম-কর-স্পর্শে তা'র কমল ফুটিয়া উঠে !
কেমনে কোকিল কুজে ? মলয়হইতে ছুটি'
আইলে দখিণা বায়ু তা'র যাদুদণ্ড-স্পর্শে
জেগে উঠে ঋতুরাজ, হাসে তা'র ফুল হর্ষে,
মুকুল মুঞ্জরি' উঠে,
মধুপ গুঞ্জরি' উঠে,
রসাল-মুকুল-রসে কোকিলের কণ্ঠ খোলে,
তাই সে তাহার গীতে বন মুখরিয়া তোলে !

আকাশ মেঘেতে ছিল ঘোলা হ'য়ে এতক্ষণ,
কেটে গেল মেঘ, আহা, অই অযুত রতন
—তারা অগণন—মেঘ করি' কতই যতন
রেখেছিল লুকাইয়া, বেঁধে আঁচলে আপন ;
দিয়ে গেল ধরণীরে
ভাসি' নিজে আঁখি-নীরে !
যা'রে হেরি' ডরি মোরা, কাছে যেতেই না চাই,
সে মরিয়া দিয়া যায় তা'র যাহা ভাল, তাই !
খনিগর্ভে মণি রহে, ভূধর-কন্দরে নদী,
আশা লুকাইয়া রহে নিরাশায় নিরবধি।

মজা

শ্রীযুক্ত অনিলপ্রকাশ সোম-সংকলিত

নন্দ একলাটী চুপ ক'রে ব'সে আছে। তা'কে জিজ্ঞেস ক'র্‌লে, সে ব'ল্‌বে,—তা'র ভাল লা'গ্‌ছে না। কিন্তু বাস্তবিক তা'র মনে আজ তেমন স্ফূর্ত্তি নাই। বয়স্কেরা কিন্তু ব'ল্‌বেন যে, তা'র তো আজ ভাল লা'গ্‌বেই না, কেননা আজ সারাটা দিন সে দুষ্টুমি ক'রেছে !

আজ সে কা'র মুখ দেখে উঠেছে ? সকালথেকেই দিনটা তা'র মন্দ যাচ্ছে। প্রথম সে পেরুটাকে তাড়া ক'র্‌তে আরম্ভ করে, কিন্তু বিধির নির্ব্বন্ধে পেরুটাই উল্টে তা'কে তাড়া লাগিয়ে দিলে !

তা'র পর মেনী বেড়ালটার লেজটা ধ'রে টান মেরেছে কি, নেমকহারাম জানোয়ারটা তা'কে আঁচড়ে দিয়ে শোধ তু'লে নিলে ! সে কিন্তু কাঁদে নি, বাপু !

তোমরা হয় তো ভা'ব্‌ছ, এত অপমানের পর সে আর দুষ্টুমি ক'র্‌বে না, শান্তশিষ্ট ও ভাল ছেলে হ'বে, কিন্তু তা' ভুল, একেবারে ভুল।

সে বিড়ালছানার দুধের বাটিটা উল্টে ফেলে দিলে। তা'র পর উষার নতুন পুতুলটা কেড়ে নিয়ে তা'র নাকটা দিলে ভেঙে। (যদিও এটা সে ইচ্ছা ক'রে করে নি, হঠাৎ হ'য়ে গেছে, অর্থাৎ আইনের ভাষায়—culpable homicide—থুড়ি, dollicide—not amounting to murder). তবে, বলা বাহুল্য, নাকটা পুতুলেরই, উষার নহে।

বাবা ভাত খেতে ব'সে নন্দের দুষ্টুমির কথা সব শু'ন্‌লেন। তিনি শাসিয়ে দিলেন যে, বিকেলবেলা এসে যদি তিনি শোনেন যে, তা'র দুষ্টুমির ফর্দ্দ আরও লম্বা হ'য়েছে, তা' হ'লে রবিবারে কখনই তা'কে পিসীমার বাড়ী নিয়ে যা'বেন না, সার্কাসও দেখা'বেন না।

বাবা যখন তা'কে ব'ক্‌তেছিলেন, তখন দোষ কাটা'বার একটা ওজর সে ভেবে-চিন্তে বা'র ক'র্‌লে। ব'ল্‌লে কি না—"আমি ত বজ্জাতি ক'রে করি নি, কেবল একটু মজা হ'বে ব'লে ক'রেছিলুম !"

বাবা ব'ল্‌লেন—"ঢের হ'য়েছে, আর অমনধারা মজা বেশী ক'র' না।"

যা'তে আর কোনও দুষ্টুমি ক'রে না বসে, এইজন্যে সে দরদালানে একলাটী ব'সে রইল,—যদিও প্রত্যেক মিনিটের সঙ্গে সঙ্গে তা'র ভাল হ'য়ে থা'ক্‌বার প্রতিজ্ঞাটা শিথিল হ'য়ে আ'স্‌ছিল।

দিনটা তা'র কাছে বড়ই দীর্ঘ ব'লে বোধ হ'তে লা'গ্‌ল। শীতটাও যেন বড় বেশী ব'লে ঠে'ক্‌তে লা'গ্‌ল। কাজেই তা'কে অবশেষে ঘরের মধ্যে ঢু'ক্‌তে হ'ল,—যদিও সে আশা ক'র্‌তে পারি নি যে, তা'কে দেখে কেউ বিশেষ সুখী হ'বে।

সত্য কথা ব'ল্‌তে কি, উষা তা'কে দেখেই নিজের পুতুলগুলো তাড়াতাড়ি একটা বাক্সের মধ্যে রেখে তা'র ওপর চেপে ব'স্‌ল। মা তা'র দিকে চেয়ে একটু হা'স্‌লেন মাত্র (এটা কোন বিশেষ অনুগ্রহ নয়, কেননা সব মা'ই এরকম হেসে থাকেন) কিন্তু তিনি খোকাকে ঘুম পাড়া'তে ব্যস্ত থাকায় এর বেশী কিছু ক'র্‌তে পা'র্‌লেন না। অভ্যর্থনা তা'র এইপর্য্যন্ত !

নন্দ কি ক'র্‌বে, কিছু ঠিক ক'র্‌তে না পেরে শেষকালে একখানা

বই নিয়ে ছবি দে'খ্‌তে ব'স্‌ল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ছবি দে'খ্‌তে দে'খ্‌তে চোখটা জড়িয়ে আ'স্‌তে লা'গ্‌ল। তখন খোলা বাতাসে একটু বেড়া'বার ইচ্ছা হ'ল। কিন্তু এক্‌লা এক্‌লা বেড়া'তে ভাল লাগে না, একজন সাথী চাই, আর (সে ভা'ব্‌লে) একজন সঙ্গী থা'ক্‌লে, বোধ হয়, সে তত দুষ্টুমি ক'রে ফে'ল্‌বে না। যদিই বা ক'রে ফেলে, তা' হ'লে সঙ্গীটার ঘাড়েও তো কিছু দোষ প'ড়্‌বে—যত দোষ নন্দ ঘোষ তো আর ব'ল্‌বে না?

সে উষার দিকে চাইলে।

"এই, চল্‌, বাহিরে গিয়ে খে'ল্‌বি?"

উষা তা'র সঙ্গে আড়ি দিয়েছিল—তা'র সঙ্গে কথা কইবে না।

কিন্তু খোকাও ঘুমুচ্ছে, মাও কাজে ব্যস্ত, বাড়ীটাও যেন বড্ড চুপ্‌চাপ হ'য়ে প'ড়েছে—কাজেই উষার জবাব দিতে একটু ইচ্ছা হ'ল। সে ব'ল্‌লে, "আমার জিনিস নিয়ে কিন্তু খেলা ক'র্‌তে পা'বে না।"

বায়ুবারক মুখোস — চর্ম্মনির্ম্মিত নূতন বায়ুবারক মুখোস

"চাই না ক'র্‌তে, ভারী তো, ও সব তো তোর মেয়েলী খেল্‌না।"

খোকা যদি জেগে থা'ক্‌ত, কিংবা মার কোন কাজ থা'ক্‌ত তো উষা কখনই আর কথা কইত না। কিন্তু চুপ ক'রে ব'সে থাকাটা বড়ই বিশ্রী লাগে, তা'র ওপর দেখে, পশ্চিমদিকের আকাশটা লাল হ'য়ে উ'ঠ্‌ছে। আর সে বেশ জা'ন্‌ত যে, নন্দ সঙ্গে না থা'ক্‌লে তা'কে এক্‌লা কোথাও বেড়া'তে যেতে দেওয়া হ'বে না। উষার বয়স মোটে ছয়—নন্দের আট।

ভেবে-চিন্তে উষা ব'ল্‌লে—"কেবল খানিকক্ষণের জন্যে যেতে পারি—যখনই ইচ্ছে হ'বে, তখনই কিন্তু বাড়ী চ'লে আ'স্‌ব।"

নন্দ ইহাতে কিছু বলিল না—উষা, বোধ হয়, ভুলে গেছে যে, সে কটক খুলে না দিলে, উষার বাড়ী আ'স্‌বার পথটা বন্ধ!

দু'জনে বাইরে এল। কি সুন্দর ফুরফুরে হাওয়া বই'ছে! নন্দ তো হাঁক মেরে দৌড় দিবার উপক্রম ক'র্‌লে।

"দাদা, দেখ, দেখ"—উষা চেঁচিয়ে উ'ঠ্‌ল! তা'র স্বরে বোধ হ'ল, যেন নতুন কিছু একটা সে দে'খ্‌তে পেয়েছে। নন্দ ফিরে চাইলে।

বাড়ীর দেয়ালের পাশে উঁচু একটা গাছের তলায় একটী ছোট খেঁকুড়ে ভালুক কতকগুলো কাগজ মুখের মধ্যে পু'র্‌তে চেষ্টা ক'র্‌ছিল। উষা পা টিপে গাছের কাছাকাছি গুঁড়ি মেরে গেল। তা'র দেখাদেখি নন্দও গেল।

ফিস্‌ ফিস্‌ ক'রে উষা ব'ল্‌লে, "চুপ! দেখ্‌ ও কি করে।"

এইভাবে তা'রা চুপটী ক'রে দাঁড়িয়ে দে'খ্‌তে লা'গ্‌ল। ভালুক-ম'শায় তো খুব ঝাঁকি খেতে খেতে গাছের উপরে চ'ড়্‌তে সুরু ক'র্‌লে। বার বার সে থা'ম্‌ছিল। বোধ হ'চ্ছিল, যেন কাগজটাকে ভাল ক'রে বাগা'তে পা'র্‌ছে না। শেষে কিন্তু ওপরে উ'ঠে অদৃশ্য হ'ল।

উষা জিজ্ঞেস ক'র্‌লে, "ও ক'র্‌ছে কি!"

বিজ্ঞভাবে নন্দ ব'ল্‌লে—"ওর বাসার জন্যে কাগজ নিয়ে যাচ্ছে—এটা আরও শীত প'ড়্‌বার নিশ্চয় লক্ষণ।" কালকে মাষ্টারম'শায় এই কথাটা অনেক কষ্টে তা'র মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন!

"আবার যখন ও না'ম্‌বে, তখন জোরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ভয় খাইয়ে দেব, তা' হ'লে আবার ফিরে যা'বে—না'ম্‌তে পা'র্‌বে না; কেমন মজা হ'বে।

"না, দাদা, না, বরং আমরা আরও কতকগুলো কাগজ রেখে দি—আর ও কেমন ক'রে সেগুলো নিয়ে যায়, দেখি। এতে আরও মজা হ'বে।"

নন্দর একটু আশ্চর্য্য-বোধ হ'ল। ব'ল্লে, "হ্যাঁ, তা' হ'বে বটে।"

উমা দৌড়ে বাড়ীর ভেতর গেল। নন্দ, দরজা খুলে দিলে তবে। এবং কতকগুলো পাৎলা কাগজ নিয়ে এল।

আধঘণ্টা তা'দের বড় আমোদেই কা'টল। কাগজ ছোট ছোট টুক্‌রো ক'রে কেটে গাছতলায় রেখে তা'রা আড়ালে দাঁড়িয়ে রইল। ভালুকটা হঠাৎ একসঙ্গে এতগুলো কাগজ দেখে একটুও আশ্চর্য্য হ'ল না। আপনা হ'তে এসেছে, যেন এই ভেবে সে সেগুলিকে একটি একটি ক'রে মুখে পুরে বাসায় নিয়ে গেল। যখন সবগুলো নিয়ে যাওয়া হ'য়ে গেল, তখন আর সে না'মল না।

উমা আহ্লাদে না'চতে না'চতে ব'ল্লে—"হাঁ, দাদা, ভালুকের বাসাটা খুব নরম আর গরম হ'য়েছে, না, দাদা? কেমন মজায় সে ঘুমু'বে এখন। (চোখ-দুটী তা'র ঢুলু ঢুলু হ'য়ে এল।) বেড়ে মজা হয় নি, দাদা?"

"কি মজা রে?"—বাবা পিছন-দিক্‌ হ'তে জিজ্ঞেস ক'র্‌লেন। তিনি এই বাড়ী ফি'র্‌ছেন।

উমা তো হাত-মুখ নেড়ে চোখে-মুখে কথা ব'লে সব ব্যাখ্যানা ক'র্‌লে।

বাবা জিজ্ঞেস ক'র্‌লেন—"কি, নন্দ, তোমার কেমন লা'গ্‌ল?"

"চমৎকার, বাবা, চমৎকার, এ বেড়ে মজা।"

তা'র দু'-কাঁধে দু'-হাত রেখে বাড়ী ফি'র্‌তে ফি'র্‌তে বাবা ব'ল্লেন, "তবে যত পার, এইরকম মজায় যেতো, যে মজায় উপকার হয়, অনিষ্ট হয় না।"

তোমরা কেউ এমন মজা ক'রেছ কি?

সাধারণ ফুলহইতে সুবাস-নিষ্কাশন

শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ঘোষ-রচিত

দ্বিতীয় প্রবন্ধ

গতবৎসরের "বালকে"র জুলাই ও আগষ্টের সংখ্যা-সংখ্যায় আমরা এই বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি। সেখানে উল্লেখ আছে, দুই-তিন উপায়ে ফুলহইতে সুবাস-নিষ্কাশন করা যায়। এখানে দ্বি উপায়টীর উল্লেখ করিব।

প্রথমতঃ নিম্নলিখিত বস্তুগুলি আমাদের আবশ্যক:—

(১) কতকটা সাধারণ চর্ব্বি।

(২) স্টোভ।

(৩) আধ-ইঞ্চি উচুকাণাবিশিষ্ট ট্রে।

(৪) কাচের ফাঁদাল-মুখ বয়াম।

(৫) চর্ব্বি গলাইবার জন্য একটী পাত্র।

চর্ব্বি গলাইয়া তরল করিয়া কাণাযুক্ত ট্রেতে ঢালিতে হইবে, যেন ইহা ঠাণ্ডা হইলে আধ-ইঞ্চি পুরু হইয়া জমিয়া যায়। জমিয়া গেলে পর, একটু একটু নরম থাকিতে ফুলের পাপ্‌ড়িগুলি তাহার উপর ছড়াইয়া দিতে হইবে।

এইরূপ দুই-চারিখানি চর্ব্বিখণ্ড প্রস্তুত করিয়া, উপরি উপরি সাজাইয়া, বেশ ভাল করিয়া মুড়িয়া, একটী গরম স্থানে রাখিতে হইবে, যাহাতে চর্ব্বি বেশ নরম থাকে, অথচ গলিয়া না যায়। এইরূপে ২৪ ঘণ্টা-কাল রাখিলেই, ফুলের গন্ধ চর্ব্বিতে চলিয়া আসিবে।

তাহার পর পাপ্‌ড়িগুলি ঝাড়িয়া-ফেলিয়া, চর্ব্বিখণ্ড টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া, বয়ামের মধ্যে কতকটা সুরাসার ঢালিয়া, তাহাতে টুক্‌রাগুলি ফেলিতে হইবে।

তাহার পর বয়ামের মুখ বন্ধ করিয়া দুই-সপ্তাহ-কাল রাখিয়া দিতে হইবে; কিন্তু মাঝে মাঝে পদার্থটীকে নাড়াচাড়া করা চাই।

নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইলে, বয়ামস্থিত সুরাসার ছোট শিশিতে ঢালিয়া লইতে হইবে। ইহাই পুষ্পসার।

এখন চর্ব্বিগুলিকে পুনরায় কাজে লাগান যাইতে পারে।

চাটনি

শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ চট্টোপাধ্যায়-পরিবেশিত

ইনস্‌পেক্টর। উদ্ভিদ্ কাহাকে বলে? উদাহরণ-দিয়া বুঝাইয়া দাও।

ছাত্র। যাহা মৃত্তিকা-ভেদ করিয়া উঠে। যেমন—কেঁচো।

ইনস্। (২য় ছাত্রের প্রতি) সচেতন পদার্থ কাহাকে বলে? নাম বল।

ছাত্র। যাহা এক স্থানহইতে অন্য স্থানে যাইতে পারে। যেমন—রেলগাড়ী।

ইনস্। (৩য় ছাত্রের প্রতি) নির্জ্জীব পদার্থ কাহাকে বলে?

ছাত্র। যাহা এক স্থানহইতে অন্য স্থানে যাইতে পারে না। যেমন—খঞ্জ।

ইনস্। স্থাবর ও অস্থাবর পদার্থের দুইটা দৃষ্টান্ত দাও।

ছাত্র। হস্তী শয়ন করিলেই স্থাবর নতুবা অস্থাবর।

বিচিত্র বিটপী

[শ্রীযুক্ত বিমলাক্ষ চট্টোপাধ্যায়-লিখিত]

গত ১৯১৭ সালের 'বালকে' অদ্ভুত নারিকেল-বৃক্ষের কথা পড়িয়া মনে মনে কতই না কল্পনা করিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, বোধ হয়, সম্ভব হ'তেও পারে। কিন্তু সেদিন মেদিনীপুর-জেলার অন্তর্গত "বাহিরীর" নিকটবর্ত্তী 'বাড়চুণাপুর'-গ্রামে ঐরূপ একটী খেজুর-গাছ দেখিয়া মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল। গাছটী একটী পুষ্করিণীর তীরে অবস্থিত। উহা প্রত্যহ প্রাতঃকালহইতে বেলা দুইটাপর্য্যন্ত ক্রমে ক্রমে নিম্নাভিমুখে অবনত হইয়া পুষ্করিণীর জলস্পর্শ করে এবং বেলা দুইটাহইতে উঠিয়া আগামী দিবস প্রাতঃকালে পূর্ব্বাবস্থা-প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থা প্রায় বৎসরাধিকহইতে পরিলক্ষিত হইতেছে। গ্রামবাসিগণ ইহাকে ভৌতিক কাণ্ড মনে করিয়া বৃক্ষতলে ধূপ-ধুনা পূজা দিতেছেন। ঐরূপ আর একটী বৃক্ষ আর এক গ্রামে হইয়াছিল, কিন্তু সে বৃক্ষ প্রায় দুইবৎসর পূর্ব্বে পঞ্চত্ব-প্রাপ্ত হইয়াছে। সার জগদীশচন্দ্র বসু ফরীদপুর-জেলার নারিকেল-গাছটী পরীক্ষা করিয়াছিলেন, এটীও পরীক্ষা করিলে, বোধ হয়, উদ্ভিদ্-সম্বন্ধে কোন কিছু নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতে পারে।

মাণিক-যোড়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকার বি-এ-সংকলিত

বাড়ীহইতে গাড়ী আসিয়াছে, এই খবর পাইয়া মৃত্যুঞ্জয়বাবু দুইটি শিশুর হাত ধরিয়া নীচে নামিলেন। যে সকল কেরাণী বালকবালিকাকে দেখিয়া পূর্ব্বে উপহাস করিয়াছিল, তাহাদের মধ্য দিয়া যখন তাঁহারা চলিয়া গেলেন, তখন তাহারা আর হাসিতে সাহস করিল না। তখন তাহাদের দেখিয়া মনে হইল, যেন তাহারা কত ব্যস্ত। তখন তাহারা স্বধু সাদা কাগজের উপরে কলমের আঁচড়ের চড়্-চড়্-শব্দে অফিস-কক্ষটি মুখরিত করিয়া তুলিতেছিল!

শিশুদ্বয়ও এখন বুক ফুলাইয়া শিরঃ উচ্চ করিয়া চলিতেছিল তাহাদের কৃতকার্য্যতায় তাহারা গর্ব্বানুভব করিতেছিল এবং অচির-ভবিষ্যের নানাবিধ সুখ ও আনন্দের আয়োজনের আশায় অত্যন্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল। প্রথমতঃ তো বৃহৎ ঘোড়ার জুড়ীতে যাওয়াই অতি আনন্দের কথা, তাহার পর মৃত্যুঞ্জয়বাবুর বাড়ীর আকর্ষণও কম ছিল না!

মনুর তৎক্ষণাৎই তাহাদের ভাবী বন্ধুদের সম্বন্ধে খুঁটিনাটি সমস্ত খবরই জানিবার কৌতূহল হইতেছিল। সে কহিল, "তা'রা সব কত বড় বড়? বয়েস কত?"

"মণির বয়স ন'বছর, বীণার বয়স সাত বছর, আর টুনুর বয়স ছ'বছর।"

"তা'রা সব খুব লক্ষ্মী?"

"খুব লক্ষ্মী—!"

মনু বৃদ্ধ ভদ্রলোকটীর গা ঘেঁসিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর, একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "তুমি আমার দুষ্টুমির কথা, যা' তোমায় ব'লেছি, তা'দের ব'লে দেবে না?"

"না, না, কক্‌খনো ব'লব না।"

"তুমি ঠিক ব'ল্‌ছ?"

"হাঁ, ঠিকই ব'ল্‌ছি— ব'লব না।"

মনুর মুখখানি অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছিল। সে কহিল, "না, না কক্‌খনো উনি ব'লবেন না। ভগবান্ তোমার দুষ্টুমি তো ক্ষমা ক'রেছেন,—তুমি তা'র পরে এর জন্যে কত দুঃখিত হ'য়েছ, ভগবানকে সব কথা খুলে ব'লেছ, তিনি নিশ্চয়ই ক্ষমা ক'রেছেন। আর এই—এই 'হাণ্ডিরাসান্-বাবুও' তোমায় নিশ্চয় ক্ষমা ক'রবেন!"—'মৃত্যুঞ্জয়'-নামটি তাহার মনে পড়িল না। মিনু কথা-শেষ করিবার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুঞ্জয়বাবুর শুভ্র শ্মশ্রুরাশির মধ্যে নিজের কোমল চম্পককলিসম অঙ্গুলি চালাইতে লাগিল।

তিনি গভীর স্বরে বলিলেন, "ঠিক ব'লেছ, মিনুরাণি মনুবাবুর এই দুষ্টুমি না ভুল্‌তে পা'রলে আমার অন্যায় করা হ'বে। আমি যে জীবনে কত দোষ-অপরাধ ক'রেছি, অথচ আশা করি, ভগবান্ আমায় ক্ষমা ক'রবেন, তখন মনুর দোষের বিচার করা কি আমার সাজে?"

শিশুদ্বয় বিশেষ কিছুই বুঝিল না, কিন্তু যাহা বুঝিল, তাহাতে তাহারা একদৃষ্টিতে মৃত্যুঞ্জয়বাবুর দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল; তাহারা বিশ্বাসই করিতে পারিল না যে, 'হাণ্ডিরাসান্'-বাবু আবার কোনও দোষ করিতে পারেন!

মনু কহিল, "তুমি খু-উ-ব লক্ষ্মী বাবু। আমি ঠিক জানি—!"

কিছুক্ষণ তাহারা নীরবে অগ্রসর হইল; অল্পক্ষণের মধ্যে সহসা গাড়োয়ান রাশ টানিয়া গাড়ীখানিকে একটি অট্টালিকার সম্মুখে দাঁড় করাইল। তখন অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল। অগ্রহায়ণের অল্প-প্রাণ দিন অনেকক্ষণ পূর্ব্বেই শেষ হইয়া গিয়াছে; তখন রাত্রি

প্রায় সাড়ে-সাতটা। মণু ও মিণু গাড়ীর জানালা দিয়া অন্ধকারে মাথা গলাইয়া দেখিতে লাগিল।

তাহারা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "এইটে তোমাদের বাড়ী?"

অট্টালিকাটি বৃহৎ ও প্রশস্ত ছিল। প্রায় প্রত্যেক কক্ষহইতে আলোকের রেখা বাহির হইতেছিল। শিশুদ্বয়ের মনে হইল, যেন সমস্ত বাড়ীটা তাহাদের আদর-অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। বস্তুতঃ বাড়ীখানি আলোকশিখার অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া অন্ধকার-সমুদ্র ছানিয়া যেন তাহাদেরই মত ৬টি উপহার পাইবার প্রত্যাশায় বসিয়া ছিল

কিন্তু আবার নূতন লোকের সহিত আলাপ করিতে হইবে, এই কথা ভাবিয়া তাহারা সহসা যেন অত্যন্ত মুখচোরা হইয়া গেল। তাই

টাটার লৌহের কারখানা

তাহারা যাচিয়াই তাহাদের বৃদ্ধ বন্ধুটির দুই হাত জোর করিয়া ধরিল। বৃদ্ধের করস্পর্শে তাহাদের লুপ্ত সাহস ফিরিয়া আসিতেছিল। সে স্পর্শ যেন বলিতেছিল, "আমি আছি—কিছু ভয় নেই!"

একটি ভৃত্য তোরণদ্বার উন্মুক্ত করিল। ক্লান্ত শিশুদ্বয়ের অবসন্নতা দূর করিবার জন্য গৃহমধ্যহইতে আলোক ও উত্তাপ নিঃসৃত হইয়া যেন স্রোতের বেগে আসিয়া পড়িতে লাগিল। তাহার পর একটি সম্ভ্রান্ত মহিলা অগ্রসর হইয়া আসিলেন। মিণু মনে করিল, তিনি নিশ্চয়ই 'হাণ্ডিরাসান্'-বাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যা হইবেন,—এত অল্পবয়স্ক ও যুবতী বলিয়া তাঁহাকে বোধ হইতেছিল। কিন্তু পরে জানা গেল যে, তিনিই তাহাদের নূতন বন্ধুর স্ত্রী। যদিও ইহা খুবই সম্ভব ছিল যে, তাহারা বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিকে যত বৃদ্ধ মনে করিয়াছিল, তিনি হয় তো সত্যই তত বৃদ্ধ ছিলেন না, কারণ শুক্ল কেশ সর্ব্বদাই স্থবিরত্বের পরিচায়ক নহে।

বৃদ্ধই হউন আর যুবকই হউন, তিনি তাঁহার পত্নীর গর্ব্বের সামগ্রী ছিলেন এবং তাঁহার পত্নী তাঁহাকে নিকটে পাইলে, অত্যন্ত আনন্দ-বিহ্বল হইতেন। গাড়ীহইতে নামিয়া মিণু তাহার ভাইটিকে লইয়া বাহিরের যে ঘরখানায় আসিয়া বসিয়াছিল, তাহারই পার্শ্বের ঘরখানি মৃত্যুঞ্জয়বাবুর পরিবারবর্গের বেশগৃহ বা সজ্জাগৃহ। মৃত্যুঞ্জয়বাবু গাড়ীহইতে নামিয়া মণু ও মিণুকে বাহিরের ঘরে বসাইয়া বস্ত্র-পরিবর্ত্তনের জন্য পার্শ্বস্থ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পত্নী বেশ-পরিবর্ত্তনে সাহায্য করিবার জন্য তাঁহার পশ্চাদানুসরণ করিলেন। মধ্যের দ্বার একটু খোলা ছিল। দ্বারের মুখে পর্দ্দাখানিও একদিকে বেশী টানা ছিল। মিণু যেখানে বসিয়াছিল, সেইস্থানহইতে ভিতরে লক্ষ্য হইতেছিল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও মিণু বালিকাসুলভ কৌতূহলবশে দেখিল, বস্ত্রাদি-পরিবর্ত্তন-শেষ হইলে, মৃত্যুঞ্জয়বাবু পত্নীকে নিকটে আনিয়া এবং স্বীয় বামহস্তখানি তাঁহার স্কন্ধে রাখিয়া কাণে কাণে নিঃশব্দে কি বলিতে লাগিলেন। মিণুর চক্ষুর গতি অনুসরণ করিয়া মণুও তখন ভিতরের ব্যাপার দেখিতেছিল। সে কহিল, "দিদি-ভাই, আমাদের কথা হ'চ্চে, আমরা কোত্থেকে কেমন ক'রে এলুম, সেই সব কথা হ'চ্চে, না?"

হয় তো মণুর কথাই সত্য; যাহাই হউক, মৃত্যুঞ্জয়বাবুর পত্নী তাহাদের পরিচয়-সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উত্থাপন করিলেন না।

তাঁহার পত্নী স্বামীর সকল কথাতেই উজ্জ্বল মুখে 'আচ্ছা' বলিয়া

ঘাড় নাড়িয়া 'সায়' দিতেছিলেন। অবশেষে তাঁহারা বাহির হইয়া আসিলেন ও শিশু অতিথিদ্বয়কে উপরের ঘরে লইয়া-গিয়া, বিশ্রাম করাইয়া, তাহাদের হাত-মুখ ধোয়াইয়া-দিয়া জলযোগের বন্দোবস্ত করিলেন। তাহারা কিন্তু বাবুর ছেলেমেয়েদের কাহাকেও তখন দেখিতে পাইল না। তাহারা উপরের ঘরে পড়িতেছিল। আর টুনু নাকি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। বাবুর পত্নী, শ্রীমতী সরযূ, কহিলেন, তাহার সঙ্গে সে রাত্রিতে দেখা হইবে না, পরদিন সকালে দেখা হইবে।

খাইতে বসিবার পূর্ব্বে খাদ্যের আয়োজন দেখিয়াই শিশুদ্বয় বিস্মিত হইল। খাদ্য রূপার পাত্রে সংস্থাপিত ছিল এবং মাথার উপরে বিজলী-বাতি জ্বলিতেছিল। তাহাদের নিজেদের বাড়ীতে বায়বালোক জ্বলিয়া থাকে। তাহার পর মণি ও বীণা আসিয়া তাহাদের দলে যোগদান করিল, কিন্তু যতক্ষণ খাওয়া চলিল, ততক্ষণ পরস্পরের মধ্যে একটিও কথা হইল না। মণিকে তাহার বয়সের চেয়ে লম্বা দেখাইত, বীণা বেশ মোটাসোটা, গোলগাল ছিল। দু'জনেই দু'খানি ছোট নীলাম্বরী পরিয়াছিল এবং তাহাদের আঁচ্ড়ানো অথচ উন্মুক্ত কেশরাশি এক-একটি লাল ফিতার ফাঁসে আট্কানো ছিল।

প্রথম কয়েক মিনিট চারিটি বালক-বালিকা নীরবে মাঝে মাঝে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। কেহই একটিও কথা কহিল না।

তখন মৃত্যুঞ্জয়বাবু কহিলেন, "আলাপ-পরিচয় শীঘ্রই হ'বে। আড় ভা'ঙ্তে প্রথমটা একটু দেরী হ'য়েই থাকে।"

মণু ধীরভাবে কহিল, "'আড় ভাঙ্তে'? বাঃ, কেমন মজার কথা! এও একটা 'কথা-কথা,' না?"

মিণু সংশোধন করিয়া বলিল, "'কথার কথা'!"

মৃত্যুঞ্জয়বাবু তাহাদের মুখে সব কথা শুনিয়া তাহাদের অনেক সন্দেহ-ভঞ্জন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাদের পাচিকার কথাবার্ত্তার প্রকৃত অর্থ বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন এবং 'মিথ্যা কথা' ও 'কথার কথার' সূক্ষ্ম পার্থক্যটুকু বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি কহিলেন,

"হাঁ, 'কথার কথা' বৈকি, তা'র মানে হ'চ্চে এই যে, শীগ্গিরই তোমাদের সঙ্গে আমার ছেলেদের গলাগলি ভাব হ'য়ে যা'বে।"

মণু চুপি চুপি কহিল, "হাঁ, আমরা খুব 'ভাব' ক'র্ব। ওদের দেখে আমার বড্ড ভাল লেগেছে!" এই বলিয়া কথা-শেষ হইতে না হইতে সে অগ্রসর হইয়া বীণার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া, উজ্জ্বল বৃহৎ চক্ষু-দু'টি তুলিয়া তাহার মুখের পানে চাহিল।

চাহিয়া সে একনিশ্বাসে হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, "ভাই, তোমার সঙ্গে আমার খু-উ-ব ভাব, আমার সঙ্গেও তুমি খু-উ-ব ভাব ক'র্বে তো, ভাই? কেমন, ভাই, আমি কিনা খু-উ-ব ছোট্ট, তাই সকলে আমায় ভালবাসে, কেবল, ভাই, আমাদের নতুন মাষ্টারছাড়া।"

তাহার গোলাপী ওষ্ঠ আপনিই বন্ধ হইল। তাহার পর মুখের মধ্যে বায়ু টানিয়া গালদু'টি রবারের বেলুনের মত ফুলাইয়া সে জবাব শুনিবার জন্য প্রস্তুত হইল। পরে কি ভাবিয়া পুনরায় কহিল, "ভাই, তুমি আমায় একটু আদর দাও, তা'হ'লেই ভাব হ'য়ে যা'বে।"

বীণা তাহার গোলগাল হাত-দু'টি তাহার গলদেশে অর্পণ করিল। সে বলিল, "হাঁ, ভাই, তোমার সঙ্গে ভাব।" সে তাহার এই নূতন বন্ধুত্বের চিহ্নস্বরূপ তৎক্ষণাৎ তাহার বামহস্তের মুঠার মধ্যহইতে একটি বড় 'লবঞ্চুস্' বন্ধুকে খাইতে দিল।

এদিকে মিণু ও মণি ক্রমশঃই নানা অছিলায় পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। তাহার পর দুই চারিবার একথা-ওকথা-সেকথার পর সহসা যেন তাহাদের জিভের বাঁধন ছিঁড়িয়া গেল, তাহারা তখন কথার দার্জ্জিলিং মেল ছুটাইতে লাগিল!

সেই রাত্রিতে মিণু ও মণু সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া আরামে নিদ্রিত হইয়া পড়িল। কুঞ্চিত-কেশ মস্তকটি ভগিনীর হস্তের উপর ন্যস্ত করিয়া মণু ঘুমাইয়াছিল। রামধনবাবু ঠিক সেই অবস্থায় তাঁহার সন্তানদ্বয়কে প্রথম দেখিলেন। তিনি নিঃশব্দে তাহাদের শিয়রের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহাদের শান্তি-প্রশান্ত মুখ-দু'টি দেখিলেন, কিন্তু কাহাকেও জাগরিত করিলেন না। মণুর সুগোল গোলাপী গণ্ডে একবার কিন্তু সাবধানে চুম্বন না করিয়া তিনি থাকিতে পারিলেন না। চুম্বনমাত্রেই মণু ঘুমন্ত অবস্থাতেই বলিয়া উঠিল, "বাবা---!" মিণুরও কাণে সে কথা গেল। পলকের মধ্যে দুইজনে একেবারে বিছানার উপর ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মত সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। তাহাদের ঘুম উড়িয়া গেল। তাহারা ঝাঁপাইয়া পিতার গলবেষ্টন করিয়া চুম্বনের পর চুম্বনে তাঁহাকে ব্যস্ত করিয়া তুলিল।

রামধনবাবু সজলনয়নে কম্পিতকণ্ঠে কেবলই বলিতে লাগিলেন, "বাবা আমার, মা আমার, সোণা আমার, যাদু আমার! আহা বেচারারা—!"

মিণু জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, তুমি আমাদের ওপর রাগ কর নি। একটুও না?"

"না, মা, একটুও না। তবে সুধু, মা, তোমাদের এই একটি কথায় রাজী হ'তে হ'বে যে, আর কখনও তোমরা তোমাদের বাবাকে এমন ভয় পেতে দেবে না!"

"বাবা, তোমায় তো ভয় পাওয়া'বার জন্যে আমরা কিছু করি নি। আমরা ভেবেছিলুম, আধঘণ্টার মধ্যে তোমার দেখা পা'ব।"

এতক্ষণে মণু কহিল, "বাবা, আমরা আর, কক্খনো এমন ক'র্ব না। বাবা, তোমায় তো আমার হাতের কালশিরে দেখালুম, তবু, বাবা, 'হাভিরাসান'-বাবু ঐখানটায় চুমু খেয়ে দাগটা অনেকটা কমিয়ে দিয়েছেন। বাবা, এইবার নতুন মাষ্টারকে চ'লে যেতে ব'ল্বে তো?"

"হাঁ, যাদু, এইবার সে চ'লে যা'বে।"

রামধনবাবু প্রচুর গাম্ভীর্য্যের সহিত এই কথা বলিলেন, তাঁহার মনোভাব বুঝা দুঃসাধ্য হইল না।

"বাবা, আমরা আজ প্রার্থনা ব'ল্‌তে ভুলে গেছি, এম্‌নি ঘুম পেয়েছিল। বাবা তুমি একটু বল, আমি আর দিদি বলি—।"

সে শয্যা-পরিত্যাগ করিয়া মেজের উপর জানু পাতিয়া বসিল—মিনুও যোগ দিল। রামধনবাবু চক্ষু মুদিয়া দুইটি হাতই তাহাদের মস্তকের উপর রাখিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া শুনিতে লাগিল; মনু কহিল,

"হে ভগবান! আমাদের দোষ ক্ষমা কর ও আশীর্ব্বাদ কর—'ডাক্তারসাব'-বাবুকে, তাঁ'র বৌকে, তাঁ'র ছেলে-মেয়েদের সকলকে আশীর্ব্বাদ কর!"

তাহারা উঠিয়া দাঁড়াইল। মিনু তাহার বালিশের তলায় হাত পুরিয়া দিয়া এক গুচ্ছ চকচকে, কালো, কোঁকড়ানো চুল বাহির করিল। মনু কহিল, "বাবা, দিদি ঐটে তুলে নিয়েছিল, যখন মাষ্টার অন্যদিকে চেয়েছিল। নৈলে দে'খ্‌তে পেলে দিদির হাত গুঁড়ো ক'রে দিত। ঐ জন্যেই তো আমার হাত চেপে ধ'রেছিল! বাবা, এ'তো আর চুরী নয়, না? এ তো আমারই চুল, মাষ্টারেরও নয়, না'পিতেরও নয়, আমারই মাথার তো? তা' হ'লে 'পরের দ্রব্য' হয় না, না বাবা? বাবা, ঐটে তুমি মাকে দিও। মা ভাল হ'য়ে আর তো আমার কোঁকড়ানো চুল দে'খ্‌তে পা'বে না!"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

["আমের মোরব্বা"]

এতক্ষণে পাঠক-পাঠিকাগণ স্পষ্টই বুঝিয়াছেন যে, পদ্মমুখী ইতঃপূর্ব্বে কখনও শিক্ষয়িত্রীর কাজ করে নাই, এবং সে অতি নীচ ও দুষ্টপ্রকৃতির স্ত্রীলোক ছিল। কোন সম্ভ্রান্ত মহিলার পক্ষে এরূপ স্ত্রীলোককে কর্ম্ম দেওয়ার অনুরোধ করা অসম্ভব ছিল। সে রামধনবাবুর বন্ধুকে ঠকাইয়া নিজেকে সচ্চরিত্রা বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। রামধনবাবুর বন্ধু আরও একটু অধিক অনুসন্ধান করিয়া তাহার সম্বন্ধে জানিবার চেষ্টা করিলেই, ভাল করিতেন। পদ্মমুখীর নিষ্ঠুরতার ও অভদ্র ব্যবহারের কথা শুনিয়া তিনি লজ্জিত, দুঃখিত ও অনুতপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

এদিকে সুশীলার পিতা তখনও ভুগিতেছিলেন, কাজেই সেও আসিয়া পঁহুছিতে পারিল না। রামধনবাবু এক্ষণে কি করিবেন, তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলেন না। গৃহে তাঁহার পত্নী তখনও শয্যাগতা, সংসারে অপর কোনও স্ত্রীলোক ছিল না যে, এই শিশুদ্বয়ের স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখে। তিনি নিজে কাজের লোক, ঘরে খুব অল্পই থাকিতে পাইতেন। নূতন কোন মাষ্টারও যে, পদ্মমুখীর ন্যায় শিশুদ্বয়ের উপর অভিশাপের মত আসিয়া পড়িবে না, তাহারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? এক পাচিকা, সেও রন্ধনাদি-গৃহকর্ম্ম করিয়া এমন অবসর পাইত না যে, একবার তাহাদের দিকে দেখে! তাই রামধনবাবু অত্যন্ত মুস্কিলে পড়িলেন।

এমন সময়ে মৃত্যুঞ্জয়বাবুর পত্নী, সরযূ, তাঁহাকে সাহায্য করিলেন। তিনি কহিলেন, "মনুর মা যত দিন না একেবারে ভাল হ'য়ে ওঠেন, তত দিন মনু আর মিনু আমার কাছে থা'ক্‌লে আমি খুব খুশী হব।" ছেলে-দুইটিকে দে'খিয়া তাঁহার অত্যন্ত পছন্দ হইয়াছিল—তাঁহার স্বামী, মণি, বীণা এবং, এমন কি, টুনুবাবু-পর্য্যন্ত চাঁদের এত শীঘ্র ছাড়িয়া দিতে রাজী নহেন। উপায়ান্তর না থাকায় এবং উপরোধ এড়াইতে অক্ষম হওয়ায় সেই বন্দোবস্তই হইল। সকলেই তাহাতে সন্তুষ্ট হইল। বিশেষতঃ যখন উভয়েই ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, তখন আর কোন বাধাই রহিল না।

মণি, বীণা, ইত্যাদির একজন শিক্ষয়িত্রী ছিল, সে মনু ও মিনুকেও পড়াইবে স্থির হইল। পড়িবার সময় নির্দ্দিষ্ট হইল, প্রত্যহ সকালে দুই ঘণ্টা করিয়া। মিনু ও মনু এই বন্দোবস্তে অত্যন্ত আনন্দিত হইল। কিন্তু মনু এক সপ্তাহ শেষ হইতে না হইতে, এই 'সুবন্দোবস্তের' উপর মনে মনে বিরূপ হইয়া উঠিল।

সে এক দিন সকালে মণিদের মাষ্টার সরসীবালাকে কহিল, "রোজ রোজ এতক্ষণ ধ'রে পড়া আমার ভাল লাগে না—এম্‌নি রাগ হয়! মাষ্টার ম'শাই, আমি কালথেকে আর তোমার কাছে প'ড়্‌ব না—আমি সকালে এ' ঘরে আ'স্‌ব না!"

"না, না, আ'স্‌বে বৈকি।"

"না, সত্যি ব'ল্‌চি, কক্ষনোও আ'স্‌ব না, আচ্ছা, তুমি দে'খ! আমার মোটেই আ'স্‌তে ইচ্ছে হয় না—!"

"না এলে কি হ'বে, জান তো? লেখাপড়া তো শি'খ্‌তেই পা'র্‌বে না, তা'র ওপর এইবার মাঘোৎসবের সময় তোমার বাবা কি মাকে নতুন কিছু প'ড়ে শোনা'তেও পা'র্‌বে না! তোমার দিদি গড়্ গড়্ ক'রে প'ড়ে যা'বে আর তোমায় চুপ্‌টি ক'রে ঘাড় হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে থা'ক্‌তে হ'বে। কিরকম লজ্জার কথা, বল তো?"

মাষ্টার যে সার্থকতাটুকুর উল্লেখ করিল, ঠিক সেইটুকুই মনু তাহার পূর্ব্বদিন সমস্ত ক্ষণ ধরিয়া ভাবিয়াছিল এবং কি করিলে তাহার মাতা-পিতাকে একেবার বিস্মিত করিয়া দিতে পারিবে, তাহার কতই না মৎলব ঠাওরাইয়াছিল! কিন্তু এখন তাহার মনটা তিক্ত ছিল, কাজেই সে বলিল,

"বাবা-মাকে নতুন কিছু প'ড়ে শোনা'তে আমি চাই নে। তাঁ'রা নিজেই প'ড়ে নিতে পা'র্‌বেন এখন।"

"বেশ, মনু, তাই যদি ভেবে থাক, তা' হ'লে অবিশ্যি এখানে রোজ সকালে প'ড়্‌তে আ'স্‌বার দরকার নেই।"

নিয়মমত ধরাবাধার মধ্যে পাঠাভ্যাস করিতে হইবে, ইহা মনু পূর্ব্বে ভাবে নাই। সে ভাবিয়াছিল, তাহার যখন ও যতটুকু ইচ্ছা পড়িলেই হইবে, এই কথাই সে মাষ্টারকে বলিল। কিন্তু সরসী তাহাকে বুঝাইয়া দিল যে, মনুর প্রস্তাবিত উপায় তাহার পক্ষে মোটেই উপযোগী হইবে না। সে কহিল, "আচ্ছা, আর যদি কখনও আবার

আমার কাছে প'ড়্‌বার ইচ্ছে হয়, তা' হ'লে এখানে আ'স্‌বার আগে আমার অনুমতি নিয়ে তবে ঢু'কতে পা'রবে, মণ্টু! নইলে তুমি ঐ ঘরে পড়ার সময় আ'স্‌তেই পা'বে না।"

মণ্টু জ্বলিয়া-উঠিয়া তীব্রস্বরে কহিল, "আমিও আ'স্‌তে চাই নে!"

"বেশ আজথেকে তা' হ'লে আর তুমি আমার ছাত্র নও।"

"হোক্ গে, তাতে আমি 'কেয়ার' করি নে!"

শ্রীমতী সরযূ মণ্টুর কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "আজ, দে'খ্‌'চি, মণ্টুবাবু ঘুমথেকে ওঠ্‌বার সময়—বাঁপাশ ফিরেই উঠেছে। তাই আজ সকালথেকে এমন 'তিরিক্ষি' মেজাজ।"

মণ্টুর যে সত্যই সেদিন সকালে মেজাজ 'তিরিক্ষি' হইয়াছিল, সে কথা সে অস্বীকার করিতে পারিত না। মাথার চুলহইতে পায়ের নখপর্য্যন্ত তাহার সর্ব্বাঙ্গ তিক্ত হইয়া উঠিতেছিল। বাড়ীতে থাকিবার সময় এইরূপ ঘটনা ঘটিলে, সুশীলা গম্ভীরভাবে বলিত, "ও, মণ্টুর বুঝি আজ সেই সাদা গুঁড়োটা খাওয়ার কথা?" বলিয়া সে উপরের ঘরে গুঁড়াটি যেন খুঁজিতে যাইত। সেই চূর্ণিকাটি আর কিছুই নয়—'কুইনিন'! কিন্তু চূর্ণিকা আনিয়া ফিরিয়া আসার পূর্ব্বেই মণ্টু শান্ত হইয়া যাইত। আজ কিন্তু এত শীঘ্র তাহার ক্রোধ-বহ্নি নির্ব্বাপিত হইবার লক্ষণ দেখা গেল না। সে বিরক্ত চিত্তে তাহাদের শয়ন-কক্ষে, গাল ফুলাইয়া 'বেলুন' করিতে করিতে, কাঁধ-দু'টা নাড়িতে নাড়িতে এবং চক্ষু আকুঞ্চিত-বিকুঞ্চিত করিতে করিতে, পকেটে হাত পূরিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে মৃত্যুঞ্জয়-বাবুর পাচিকাকে ডাকিয়া তাহার সেইদিনকার কাহিনী শুনাইতে শুনাইতে পাকগৃহে উপস্থিত হইল। তাহার অনর্গল কথার মধ্যে সরসীর উপর যেসকল বক্র কটাক্ষ ছিল, সেগুলি তাহার পক্ষে আদৌ ভদ্রতাসূচক ও শ্রদ্ধাব্যঞ্জক নহে।

পাচিকা ধীরভাবে বলিল, "মণ্টুবাবু, তোমার এইরকম ব্যবহারের জন্যে তোমায় শীগ্‌গিরই লজ্জিত হ'তে হ'বে।"

"কক্‌খনো লজ্জিত হ'ব না, দেখে নিও।"—দৃঢ়ভাবে এই কথা বলিয়া, সে সেইখানে বসিয়া একটি বিড়ালশিশুর সহিত খেলিতে লাগিয়া গেল। ছানাটি বড় সুন্দর ও কৌতুকপ্রিয় ছিল। মণি তাহার নাম রাখিয়াছিল, "রামধনু"—কারণ তাহার কোমল গাত্রে বহুবিধ বর্ণের লোম ছিল—কতকগুলি বকের পালকের মত সাদা, কতকগুলি বালির রঙের ন্যায়, কতকগুলি ধূসরবর্ণের। স্বভাবতঃ সে খুব ক্রীড়াশীল ছিল, কিন্তু আজ তাহার যেন কি হইয়াছিল। অন্যদিন সে খুব শান্তস্বভাবের পরিচয় দিত কিন্তু আজ সে মণ্টুর হাত আঁচড়াইয়া দিল। মণ্টু আঁচড়াইবার জ্বালাকে আদৌ আমল দিল না, কিন্তু তাহার এতটা রাগ হইতেছিল যে, সে খুব উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিবার ইচ্ছা করিতেছিল। সে 'পুসিকে' আছড়াইয়া মাটিতে ফেলিয়া-দিয়া কহিল, "লক্ষ্মীছাড়া, বাঁদরমুখো কোথাকার! তুই আজ নিশ্চয়ই ঘুমথেকে ও'ঠ্‌বার সময় বাঁ পাশ ফিরে উঠে'ছিস্!"

পাচিকা উঠিয়া গম্ভীর মুখে বিড়াল-শিশুকে কোলে তুলিয়া-লইয়া কহিল, "আমিও জানি, একটি ছেলেও আজ ঠিক ঐরকম ক'রে ঘুমথেকে উঠেছে!"

মণ্টু চীৎকার করিয়া প্রতিবাদ করিল, "আমি কক্‌খনো 'তিরিক্ষি' মেজাজ হই নি। এখানে খেলা ক'র্‌বার কি আমোদ ক'র্‌বার কিচ্ছুটি নেই ব'লে আমার সুধু রাগ হ'য়েছে! এর চেয়ে বরং যদি—!"

(ক্রমশঃ)

জীবন-কাহিনী

(আচার্য্য ললিতলোচন দত্ত-বিরচিত)

শৈশবের স্ফূর্ত্তি বড়;
কিন্তু সে রহিল কই?
মায়ের চুমোটি পেয়ে
ছুটে' চ'লে গেল ওই!
কৈশোর কৌতুক জ্ঞানে,
খেলি'ছে কতই খেলা!
সেও ওই ঢু'লে প'ল
জীবনের সন্ধ্যাবেলা!

বিশ্রামেতে বড় সুখ,
তা'রো আয়ুঃ ফুরাইল,
কম্মময় ক্ষণচর,
ওই দেখ, দেখা দিল!
যেতে হ'ল, যেতে হ'ল!
হাঁ, তা' হ'ল! যাওয়াটা
বাতি যেন নিবে গেল
লেগে ঝ'ড়ো হাওয়াটা!

আমেরিকায় চাষ

[শ্রীযুক্ত কমলাক্ষ চট্টোপাধ্যায়-সংকলিত]

আমেরিকার কৃষি-ব্যাবসায়সম্বন্ধে তত্রত্য "কারেন্ট ওপিনিয়ন্"-নামক মাসিক পত্র বলে, **Farming in the United States represents our most backward industry** অর্থাৎ ক্ষেত-খামার করা আমেরিকার সবচেয়ে অনুন্নত ব্যবসায়। এই অনুন্নত ব্যবসায়েও বুদ্ধি ও পরিশ্রমে আমেরিকার চাষীরা কি-রকম লাভ করে, তাহা আমাদের এই কৃষিসম্বল দেশের লোকের জানা উচিত। একজন চাষী ৬০০ বিঘা জমি লইয়া চাষ সুরু করে; সেচনের জন্য সচ্ছিদ্র নল, পাম্প প্রভৃতির খরচ একার-প্রতি ৬০০৲ টাকা, এখন যুদ্ধের বাজারে প্রায় হাজার টাকা। ক্ষেতের মাঝখানে একটা পুকুরে নিকটবর্ত্তী একটা সোঁতাহইতে জল ধরা হয় এবং সেই পুকুরের জল ক্ষেতে সেচা হয়।

এই ক্ষেতের স্থানে স্থানে ৩০০ ফুট লম্বা ৬০ ফুট চওড়া সজীবঘর আছে; এক-একটি তৈয়ারী করিতে ৩০,০০০৲ হাজার টাকা খরচ পড়িয়াছে। প্রত্যেক গরম ঘর গরম করিতে ৫০।৬০ টন কয়লা
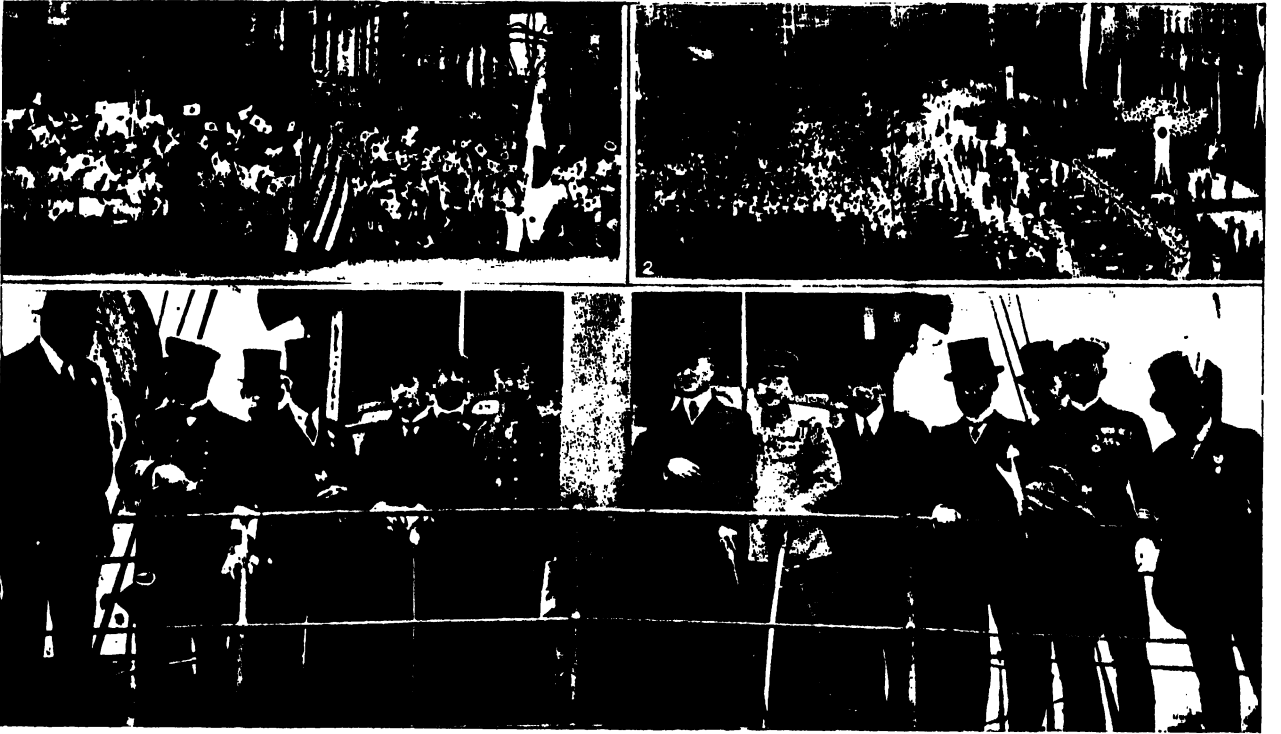
জাপ-পতাকা — জাপ-মিশন নিউইয়র্কের সিটি-হল-ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন — জাপ-মিশন

জমিতে প্রচুর সার দিয়া, উৎকৃষ্ট বীজ-নির্ব্বাচন করিয়া এবং মাথার উপরহইতে জলধারা-দিয়া ক্ষেত্রসেচন করিয়া প্রথম বছরেই ২৪,০০০৲ টাকা মুনাফা পায়। সেই টাকা আবার চাষে লাগাইয়া, বেশী জমি লইয়া, ভাল সার দিয়া গত বৎসর ৬ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকার ফসল বেচিয়াছে। ঐ টাকার শতকরা ২০৲ টাকা লাভে দাঁড়াইবে। আমেরিকার অন্যান্য ক্ষেত-খামারে শতকরা ৫৲ টাকার বেশী লাভ হয় না। কিন্তু এই চাষীটি প্রতি একার (৩ বিঘা) জমিতে চলন ৩০।৪০ টন সারের বদলে ১০০ টন (প্রায় ২,৮০০ মণ) সার লাগায়; প্রতি টন সারে খরচ লাগে, প্রায় আটটাকা। অতএব দেখা যাইতেছে, এই চাষী প্রতি একার জমীতে কেবল সারের জন্যই ৭৫০৲ টাকা করিয়া খরচ করে। ইহাছাড়া মাথার উপরহইতে জল-লাগে অর্থাৎ বছরে ৬০০ টাকা খরচ। কিন্তু এই সব সজীবঘরের মধ্যে যে-সব ফসল হয়, তাহাহইতে বছরে আয় হয়—১৫,০০০৲ হইতে ১৮,০০০৲ টাকা। এক রবি-ফসলহইতে বছরে এক লক্ষহইতে সওয়ালক্ষ টাকা হস্তবুদ হয়।

এই প্রকাণ্ড ক্ষেত খণ্ডে খণ্ডে এক-একজন সর্দ্দার কৃষাণের জিম্মায় থাকে, সে তাহার লোক লইয়া সেই অংশটীর পাট আর খবরদারী করে। খামারেই যন্ত্র-পাতি মেরামতের কারখানা ইত্যাদি আছে।

খামারের সঙ্গে সব বড় বড় শহরের টেলিফোনে যোগ আছে। সহরের ফোড়েরা গাড়ী গাড়ী তরি-তরকারী, ফসল টেলিফোনে অর্ডার দিতেছে আর মাল-চালানের সঙ্গে সঙ্গে নগদ দামের চেকও রওয়ানা হইয়া আসিতেছে। আধুনিক কারবারের সুব্যবস্থা, সুশৃঙ্খলা

ও সুযোগের সঙ্গে সুনাম ও সুখ্যাতির যোগ হইলে যেমন হয়, এই আদর্শ ক্ষেতটি সেইরূপ। বছরের মধ্যে ৩১২ দিন বা আরও বেশী দিন এখানহইতে মাল রপ্তানী হয়, এমনই ইহার ফেলাও কারবার।

ষ্ট্রবেরী-নামক জাম পাকার সময় ৩০০।৪০০ মজুরে ফল তুলিতে নিযুক্ত হয়। ইহাহইতেই এই কারবারের বিস্তৃতি অনুমান করা যাইবে। এই কারবারের সফলতার কারণ—(১) কোথাও মাটি জীর্ণ বা অসার হইয়া থাকিতে পায় না; (২) চাষের গোড়ায় জমীর পাট রীতিমত হয়; (৩) প্রত্যেক বৎসর জমীতে সার দেওয়া হয়, তাহাতে খরচের চেয়ে জমা বরাবরই উদ্বৃত্ত থাকে; (৪) অত বড় ক্ষেতের সর্ব্বত্র বৃষ্টিধারার মতন জলসেচনের ব্যবস্থা থাকাতে জমী বা ফসল যেখানে যেমন জল চায়, সেখানে তেমনি যোগান পায়, জলাভাবে শুখা হইবার আশঙ্কা মোটেই নাই; (৫) এই সব ব্যবস্থা থাকাতে একই জমীহইতে বৎসরে ২।৩রকম ফসল আদায় করা হয়।

আমাদের দেশেও এইরূপ সাহসী ও উদ্যোগী কৃষাণের আবির্ভাব আবশ্যক হইয়াছে।

মোর পুরাতন ছাত্র

[শ্রীযুক্ত ললিতকুমার ঘোষ-কৃত]

তাহারই গর্ব্বে গৌরব মোর, তাহারই সুখেতে সুখ,
পূর্ণ করিয়া র'য়েছে সে যে, গো, জীর্ণ এ মোর বুক।
দশজন-মাঝে যশোমান লভি' আজি সে পূজার পাত্র,
চির আদরের সে যে, রে, আমার অতি পুরাতন ছাত্র।
ছিল সে যখন শৈশবের ক্রোড়ে অজ্ঞান-তিমিরে অন্ধ,
জ্ঞানের প্রদীপ আমিই জ্বালিয়া ঘুচানু তাহার ধন্ধ।
অনেক দিবস, অনেক শিক্ষা ক'রেছিনু তা'য় দান,
বহু উপদেশ শিখিয়া, তবে সে হইয়াছে জ্ঞানবান্।
বাণীর করুণা লভিয়া আজি সে হ'য়েছে 'বিচারপতি,'
সতীর্থ-সমাজে, গুণিগণমাঝে তাহার গুণের খ্যাতি।
আশাতীত তা'র উন্নতি হেরি' আমার পরাণমাঝে,
তোমরাই বল, গৌরব-বীণ্ বাজে কিবা নাহি বাজে?

পথ-পাশ দিয়ে চ'লে যাই আমি, সে যায় হাঁকা'য়ে 'জুড়ি';
পড়িলে নজর, করয়ে প্রণাম আদেশি'—'থামাও গাড়ী।'
নিরখিয়া তাহা, কহে পরস্পর পথিকের দল যত,
কেন বা সম্ভ্রমে মাননীয় 'জজ' বৃদ্ধের চরণে নত?
তখন তাহারে আশিস্ দানিতে আমার প্রাণের মাঝে,
তোমরাই বল, গৌরব-বীণ্ বাজে কিবা নাহি বাজে?

সাদরে আহূত হইয়া যবে সে শতেক সভামাঝে
উচ্চ আসনে হইয়া আসীন সভাপতিরূপে রাজে,
আমি যদি যাই শ্রোতা হ'য়ে, তবে কিছু বলিবার আগে,
জুড়ি দুই কর সেই শিষ্যবর মিনতি চরণে মাগে।
হেরি' তাহা, যত সভাসীন লোক চেয়ে থাকে মোর পানে,
তখন কেমন সুন্দর সুর বেজে উঠে মোর প্রাণে!

শৈশবে তা'র মঙ্গল-আশে মেরেছিনু কত বেত্র;
শিক্ষার বীজ ছড়াইয়াছিনু পাইয়া যোগ্য ক্ষেত্র।
আজি কত শত কাগজ-পত্রে রচনা-কৌশল তা'র
নেহারি' মুগ্ধ পাঠক-পাঠিকা, কহে, 'অতি চমৎকার'!
মধুময়ী তা'র যে লেখনীহ'তে হেন সুধাধারা ঝরে,
আমিই ধরা'য়ে দিয়েছিনু তাহা প্রথম তাহার করে।
'যা দিয়েছ মোরে পারিব না কভু দিতে তা'র প্রতিদান.'
কহে কতবার; শুনি' তা' আমার তৃপ্ত তাপিত প্রাণ;
সুজন-সমাজে লভি' যশোমান আজি সে পূজার পাত্র,
চির আদরের—চির গৌরবের মোর পুরাতন ছাত্র।

দু'মাসে সহর

[শ্রীযুক্ত কমলাক্ষ চট্টোপাধ্যায়-সংকলিত]

ইংরাজীতে একটা কথা আছে—'Rome was not built in a day', কিন্তু আমেরিকা ঠিক তাহার বিপরীত কাজ করিয়াছে। এই যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া আমেরিকা বহু সৈন্য-সংগ্রহ করিতেছে এবং সেই বিরাট-বাহিনীর বাসের জন্য আমেরিকা তাড়াতাড়ি ১৬টি সহর-পত্তন করিয়াছে, এক-একটি সহর দু'মাসে, আড়াই-মাসে সম্পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এক-একটি নগর-স্থাপন করিতে দেড় কোটি টাকা খরচ হইয়াছে; এক-একটি সহরে ৩৫,০০০ হাজারহইতে ৪৫,০০০ লোক বাস করিবে; তাহার জন্য ১,৪০০ হইতে ১,৫০০ গৃহনির্ম্মাণ, পথ-ঘাট-বাগান, জলের কল, নর্দ্দামা প্রভৃতির ব্যবস্থা, তাড়িতালোকের প্রতিষ্ঠা, বিদ্যুতের আলোর আর টেলিফোনের তার-খাটানো, মিউনিসিপালিটী, পুলিশ, আদালত, আপিস্, ব্যাঙ্ক, পোষ্টাপিস্-প্রতিষ্ঠা, যাতায়াতের যান-বাহনের ব্যবস্থা, লাইব্রেরী,

গিজ্জা, দোকান খোলা—সব ঐ দুইমাস বা আড়াইমাসের মধ্যে করিয়া তোলা এক আলাদীনের প্রদীপের সাহায্যব্যতীতও যে, সম্ভব ছিল, তাহা আমেরিকা সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। এই সব সহর আমাদের দেশের এক-একটি সহরের চেয়ে ঢের উন্নত অবস্থান্বিত। এইরকম এক-একটি সহরের দুই মাসে পত্তন করা অত্যন্ত আশ্চর্য্য ব্যাপার। এই অভাব্য ব্যাপার সম্ভব হইয়াছে, সমস্ত সহরই একই ছাঁচে গড়ার জন্য। একই ছাঁচে সকল সহর গড়াতে সুবিধা হইয়াছিল এই যে, সহর-পত্তনের জন্য দরোজা, জানালা, চৌকাঠ, কড়ি, বরগা, স্ক্রু, পেরেক, তক্তা, শার্সি, খড়খড়ী, যাহা কিছু দরকার,

এই সব সেনানিবাসার্থক সহরের ইমারতের সংখ্যা গড়ে ১,২০০। এখানে থাকিবার বাড়ীর আনুষঙ্গিক সমস্ত বিভাগ-ছাড়া—আপিস, আদালত, হাসপাতাল, ধোবীখানা, দোকান-পসার, বায়োস্কোপ, থিয়েটার সবই আছে। প্রত্যেক সহরে একটি করিয়া মিলন-মন্দির আছে। সেখানে সৈনিকদের লেখা-পড়া করিবার আয়োজন আছে, উপযুক্ত শিক্ষকেরা ক্লাস করিয়া নানা বিষয়ে শিক্ষা দেন, বক্তৃতা ও বায়োস্কোপের সাহায্যেও শিক্ষা দেওয়া হয়।

এক-এক-কম্প্যানি ফৌজের জন্য ১২০ × ৪৩ ফুট মাপের দোতলা বাড়ী নির্দ্দিষ্ট। প্রত্যেক সৈনিকের স্বতন্ত্র খাট। শুইবার ঘরের

উপরির উদক-প্রপাত

তাহা একই মাপের হওয়াতে চট্‌পট্ এক-এক-কারখানাহইতে এক-এক-রকম জিনিস লক্ষ লক্ষ তৈরি করা হইয়াছে, তা'র পর সেই জিনিসগুলি নির্দ্দিষ্ট জায়গায় জুড়িয়া খাটাইয়া কাজ সত্বর সারা হইয়াছে।

এক-একটি সহর-পত্তনে ৫,০০০হইতে ১০,০০০ মজুর খাটিয়াছে। প্রত্যেক ঠিকাদার অন্ততঃ ৫,০০০ গাড়ী-বোঝাই মাল লইয়া কারবার করিয়াছে।

সহরে জলের যোগান আর ময়লা-পরিষ্কারের ব্যবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক উন্নত পদ্ধতিতে হইয়াছে; কলের জলের জন্য স্থানে স্থানে ইঁদারা খুঁড়িতে হইয়াছে।

পাশেই স্নানাগার, সেখানে ঠাণ্ডা আর গরম জলের কল, ঝাঁঝরা-কলের ঝরণা, প্রভৃতি আছে। সব বাড়ীতে বিদ্যুতের আলো। এক-একটি হাসপাতালে হাজার রোগীর জায়গা হয়।

এই সব নূতন সহর-পত্তনের ফলে অনেক নূতন রেলপথ খুলিতে হইয়াছে, নূতন নূতন পথ প্রস্তুত করিতে হইয়াছে।

এক-একটি সহর-পত্তনে খরচ পড়িয়াছে—১ কোটী ৫০ লক্ষ টাকাহইতে ২ কোটী ১০ লক্ষ টাকাপর্য্যন্ত। সব গুলিতে খরচ পড়িয়াছে—১৫০ কোটীরও উপর।

অদ্ভুত ফল

[শ্রীযুক্ত শরদিন্দু বসু-সংকলিত

কিছু দিনপূর্ব্বে ইংলণ্ডস্থ কোনও ভদ্রলোক তাঁহার দক্ষিণ-আমেরিকা-প্রবাসী এক বন্ধুর নিকটহইতে একটি অদ্ভুত ফল, অন্যান্য দ্রব্যাদির সহিত, উপহারস্বরূপ পাইয়াছিলেন। ফলটি Sand-box-নামক গাছের; এই বৃক্ষ দক্ষিণ-আমেরিকার উত্তরপ্রদেশে জন্মিয়া থাকে।

ফলটি দেখিতে ছোট-খাট লুচির মত। উপরকার খোলা শক্ত—আখ্‌রোটের ন্যায়। ফলটি ১৪ ভাগে বিভক্ত অর্থাৎ আখ্‌রোটের ন্যায় প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। ফলটি নাড়িলে ভিতরকার শুষ্ক শাঁস ও বীজগুলির খড়্‌-খড়-শব্দ শুনা যাইত।

ভদ্রলোকটি এই ফলটি একটি দর্শনীয় বস্তু-হিসাবে একটি কাচের কৌটায় বন্ধ করিয়া নিজের বসিবার ঘরে রাখিয়া দিলেন। তিনি মাঝে মাঝে এ'টি বাহির করিয়া বন্ধু-বান্ধবকে দেখাইয়া আবার সেই কৌটায় বন্ধ করিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিতেন।

একদিন তিনি ঘরে বসিয়া খবরের কাগড় পড়িতেছিলেন, এমন সময়ে হঠাৎ বন্দুক-ছোড়ার মত শব্দ হইল। তিনি চমকিয়া চাহিয়া দেখিলেন যে, সেই কাচের কৌটাটি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে—ফলটি সেখানে নাই। তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, শব্দ কোথাহইতে আসিল; হঠাৎ তিনি সেই ফলের বীজগুলি ঘরময় ছড়ান রহিয়াছে, দেখিতে পাইলেন। অনেক চেষ্টা করিয়া তিনি ১৪টি প্রকোষ্ঠের ১৪টি বীজই খুঁজিয়া বাহির করিলেন বটে, কিন্তু তাহার খোলাটি কোথাও পাইলেন না।

এই ফলের গাছকে দক্ষিণ-আমেরিকাবাসীরা "হুরা" বলে। এই গাছের অনেক শাখা-প্রশাখা বাহির হইয়া থাকে ও ঝাউ-গাছের ন্যায় পাতা হয়- পাতাগুলি অতি মসৃণ। "হুরা"র ফল পাকিলে, ইহার বহিরাবরণ আপনাআপনিই সঙ্কুচিত হইতে থাকে ও অবশেষে সশব্দে ফাটিয়া যায়।

দক্ষিণ আমেরিকার বাগানে প্রায়ই এই বৃক্ষ দেখা যায়। যখন ইহার ফল ফাটে, তখন মাঝে মাঝে বীজগুলি ছিট্‌কাইয়া বাড়ীর খোলা জানালা দিয়া ঘরের ভিতর আসিয়া পড়ে।

প্রকৃতির কি সুন্দর নিয়ম! "হুরা"-বৃক্ষগুলিকে কাছাকাছি রোপিলে, উহারা আলোক ও বাতাসের অভাবে শীঘ্রই মরিয়া যায়। তাই প্রকৃতিদেবী এমন বাবস্থা করিয়াছেন যে, যখন ইহার ফলগুলি পাকিয়া ফাটে, তখন বীজগুলি ছিট্‌কাইয়া ১৫।১৬ হাত দূরে দূরে পড়ে। তাহাতে গাছগুলি যথেষ্ট আলোক ও বাতাস পাইয়া খুব বাড়িতে থাকে। প্রকৃতির কোথাও এতটুকুও অনিয়ম নাই।

বাচ্-খেলা

[আচার্য্য ললিতলোচন দত্ত-বিরচিত]

যে সকল বালকের বাড়ী সাগরসৈকতে বা তটিনীতটে, তাহারা প্রায় শৈশবহইতেই সাঁতার কাটিতে এবং দাঁড় টানিতে শিখে। এই ক্ষুদ্র নিবন্ধের ক্ষুদ্র লেখকের বাল্য ও কৈশোর গঙ্গাতটে অতিবাহিত হইয়াছিল, তাই এই লেখক বাল্যেই গঙ্গার তরঙ্গভঙ্গের সহিত সুপরিচিত হইয়াছিল; তাহাতে এই লেখকের এই দুইটি উপকার হইয়াছে যে, সে সন্তরণ ও নৌবাহন এই দুই বিদ্যার সহিত পরিচিত হইয়াছে। সন্তরণ অপেক্ষা নৌচালন অধিকতর স্ফূর্ত্তি-সঞ্চারক। কারণ সাঁতার কাটিয়া বড় জোর নদীর এপার-ওপার হওয়া যায়, কিন্তু নৌকার দাঁড়ি হইয়া দাঁড় টানিতে টানিতে তটিনী-তরঙ্গের সহিত নাচিতে নাচিতে তরণী বাহিয়া বহুদূর চলিয়া যাওয়া যায়,—অনেক দৃশ্য দেখা যায়। আমার মনে পড়ে, আমরা কয়েকজন বালকে শীতকালের বৈকালে একটি নৌকা-ভাড়া করিয়া, দাঁড়িদিগকে অবসর দিয়া, কেবল মাঝিকে লইয়া, দাঁড় টানিতে টানিতে কলিকাতার আহিরীটোলার ঘাটহইতে কখন দক্ষিণে কখন বা উত্তরে বহু দূর-পর্য্যন্ত চলিয়া যাইতাম। তখন অস্তমান আদিত্যের কুঙ্কুমাভ কিরণ জাহ্নবী-জলে প্রতিফলিত হইয়া তাহাকে রক্তপীতাভ এক অপূর্ব্ব বর্ণে অনুরঞ্জিত করিয়া তুলিত, সে শোভা যে দেখিয়াছে, সেই তাহা যে, কি মনোহারিণী, তাহা অবগত আছে। আমাদের মধ্যে অনেকে সুকণ্ঠ ছিল ছিল, বেশ গান গাইতে পারিত। তালে তালে ছপ্ ছপ্ করিয়া দাঁড় ফেলিতে ফেলিতে আমরা যখন "রাঙা মেঘ ছড়িয়ে গেছে আকাশের গায়; সূর্যিমামা ডুবু ডুবু রাঙামুখে চায়।"—এই গানটি গাইতে গাইতে তরণী বাহিয়া যাইতাম, তখন এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে আমাদের প্রত্যেকেরই হৃদয় আপ্লুত হইয়া উঠিত,—আমরা যেন তখন এই মৃণ্ময়ী মেদিনী-ত্যাগ করিয়া স্বপ্ন-সৌন্দর্য্যময় কোন এক সুবর্ণপুরে বিচরণ করিতাম। তখন আমরা দেখিতাম, বলাকার শ্রেণী আকাশে উড়িতে উড়িতে ধীরে ধীরে নীড়ে ফিরিয়া যাইতেছে, তাহা দেখিয়া মনে হইত, কে যেন আকাশে শ্বেত-করবীর মালা ঝুলাইয়া দিয়াছে, শুশুকেরা জলোপরি ভাসিয়া-উঠিয়া উলটিতেছে, কাকেরা গঙ্গানীরে সন্ধ্যাস্নান করিতেছে, শালিকেরা গাঙ-ফড়িং ধরিতেছে। আবার বাষ্পীয় পোত-তাড়িত তরঙ্গাঘাতে

আমাদের ছোট পান্‌সীখানিতে যখন বিষম আলোড়ন উপস্থিত হইত, তখন আমাদের স্বভাব-সন্দর্শন ঘুচিয়া যাইত, আমরা তখন জোরে জোরে দাঁড় টানিয়া ঢেউ কাটাইবার চেষ্টা করিতাম। তখন আমাদের মুখমণ্ডলে স্বাস্থ্যকর শ্রমনীরনিচয় শোভা পাইত। আমাদের হস্তপেশী-সকল স্ফীত হইয়া উঠিত, আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে উদ্দীপনার স্রোত বহিয়া যাইত। সে উদ্দীপনার মধ্যে যে মাদকতা ছিল, হায়, এই বৃদ্ধবয়সে সেই মাদকতায় মাতাল হইবার আর কোনই উপায় নাই। এই বারিবিহারে আমরা যে আনন্দ-উপভোগ এবং যে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা-লাভ করিয়াছি, তাহা পৃথ্বীপথপর্য্যটনে আজও আমাদের পাথেয় হইয়া রহিয়াছে

ক্রিকেট, ফুটবল, হকী, ব্যাড্‌মিন্টন্‌, টেনিস, বেস্‌বল প্রভৃতি বহিরঙ্গণ-ক্রীড়ানিচয়ের প্রত্যেকটিই স্বাস্থ্য ও স্ফূর্ত্তিপ্রদ, কিন্তু নৌচালন যেমন স্ফূর্ত্তিপ্রদ ও স্বাস্থ্যকর ব্যায়াম, অন্য কোন ব্যায়াম, বুঝি, তেমন প্রফুল্লতাবিধায়ক ও স্বাস্থ্যপ্রদায়ক নহে। এই ব্যায়ামে যেমন মনোসংযোগ করিতে, প্রত্যেক দাঁড়িকেই প্রায় সমভাবে শরীরের যেমন শক্তিপ্রয়োগ করিতে এবং যেমন ইন্দ্রিয়-সংযম করিতে হয়, এমন আর কোন ব্যায়ামেই হয় না। এই ব্যায়ামে শরীরের সমস্ত পেশীরই ব্যবহার আবশ্যক হয়। গলদঘর্ম্ম না হইয়া কেহই এই ব্যায়ামানুশীলন করিয়া আমোদ-উপভোগ করিতে পারে না। বিলাসী "বাবু"র নিমিত্ত এই ব্যায়াম নহে। অলস-স্বভাব ব্যক্তি এই ব্যায়ামানুশীলনের অধিকারহইতে সত্বরই বঞ্চিত হয়। এই ব্যায়ামানুশীলনে যেমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা, সাহস, বিপদে ধীরতা ও অটুট স্বাস্থ্যের প্রয়োজন হয়, এমন আর কোন ব্যায়ামে হয় না। নেশাখোর বালক এই ব্যায়াম অচিরেই ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। এই ব্যায়ামমূলা বাচ্‌-খেলার যে গৌরব, তাহা সকল ক্রীড়কেরই সমভাবে প্রাপ্য। এই ব্যায়ামশীল বালক তামাক-চুরুট খায় না, শুইলেই, ঘুমাইয়া পড়ে, আবার প্রভাতেই সুস্থ-শরীরে, স্ফূর্ত্তিপূর্ণ মনে নিদ্রোত্থিত হয়।

বাচ্‌খেলায় সফলতা-লাভ করিলে যে গৌরব-লাভ হয়, তাহা অন্য ক্রীড়ালব্ধ গৌরবের অপেক্ষা অনেক উচ্চমূল্যের। মানুষ স্থলের প্রভু, জলের যেন নহে। সেই মানুষ যখন জলকে ভয় করে না, তাহার উপর আধিপত্য-বিস্তার করে, যেমন স্থলে, তেমনই তাহাতেও স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে, তখন তাহার বাহাদুরী বেশী নয় কি? তাহার পর, তটিনীতটসমূহ প্রকৃতির রম্য লীলাস্থল, তপন-আলোকের জলে প্রতিফলনই অধিকতর সুষমময়, তৃষ্ণার্ত্ত বিহঙ্গমগণের সলিল-সমীপে সমাগম অতীব নয়নানন্দদায়ক। আবার কোন দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে যদি বিহগদৃষ্টি করিতে চাও, তবে হয় আকাশে উঠিয়া নয় তৎপাদপ্রধাবিতা শৈবলিনী-সলিলে ভাসিয়া কর, নতুবা পূর্ণানন্দভোগ হইবে না।

পৃথিবীর পথ পিচ্ছিল, কণ্টক-কঙ্করময়, বিঘ্নবিপত্তিপূর্ণ, সেই পথে চলিবার পূর্ব্বে যদি সাহস ও শক্তি-সঞ্চয় করিতে চাও, বীরের ন্যায় যাত্রা সমাপ্ত করিয়া বরের ন্যায় অভ্যর্থিত হইতে চাও, তবে নৌচালনে পটুতা-লাভে শৈথিল্য-প্রকাশ করিও না। বহিরঙ্গণ-কোন-না-কোন বিপদ্‌ আছে, বাচ্‌খেলায় বিপদ্‌ বেশী, কিন্তু সেই বিপদে যাহাতে পড়িতে না হয়, তজ্জন্য পূর্ব্বায়োজনও প্রচুরপরিমাণে করা হয়। এখন, ঈশ্বরের অপার করুণায় আমাদের জীবনে মারাত্মক বিপদ্‌ অতি অল্পই দেখা দেয়, বাচ্‌খেলার বিপদ্‌ প্রায়ই মারাত্মক হইয়া উঠে, তাই তজ্জন্য যে আয়োজন করা হয়, তাহা মানবের আয়ুঃশেষপর্য্যন্ত তাহাতে থাকিয়া যায়, ফলে বিপদের অপেক্ষা আয়োজন অধিক হয় বলিয়া মোটের উপর ফলটা মানুষের লাভের দিকেই স্থাপিত হয়।

ফুটবল, ক্রিকেট, প্রভৃতি খেলা সমষ্টিমূলা হইলেও তৎসমুদয়ে ব্যক্তিবিশেষ আপনার ব্যক্তিত্ব অনায়াসেই ফুটাইয়া-তুলিয়া অপরকে তাহার অপেক্ষা ন্যূনবোধ করাইতে পারে, কিন্তু বাচ্‌খেলায় তাহার কোন অবকাশ বড় কেহ পায় না। যখন জয় হয়, তখন সকলেরই সমান শ্রমের ফলে জয় হয়, যখন পরাজয় হয়, তখন তাহাতে সকলেরই ন্যূনতা নিহিত থাকে। তাই বাচ্‌খেলা যেমন একাত্মবোধোৎপাদিকা এমন আর কোন খেলাই নহে। বাঙালী একতাহীন, বঙ্গ নদীমাতৃক দেশ, নদীগুলিতে বাচ্‌খেলা করিয়া বাঙ্গালীর ছেলেরা স্বাস্থ্য, শক্তি, স্ফূর্ত্তি, প্রকৃতি-পরিচয়, একাত্মবোধ, প্রভৃতির লাভে কেন বঞ্চিত হইয়া আছে?

বাচ্‌খেলাসম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিবার আছে, সময়ান্তরে বলিব।

শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস ভট্টাচার্য্য-সংগৃহীত

ক্রেতা—হাহে, এত ছোট আম টাকায় ২৫টা ক'রে দেবে না?

বিক্রেতা—আজ্ঞে, বলেন কি? আমার আম ছোট হ'লে কি হ'বে? এর আঁটি যে, বেশ বড়!

২

শিক্ষক—দেখ, চক্ষু আমাদের পরম রত্ন। চক্ষু খুলিলেই, আমরা সমস্ত দেখিতে পাই; কিন্তু চক্ষু মুদ্রিত করিলে আমরা কিছুই দেখিতে পাই না। পাই কি?

ছাত্র—আজ্ঞে, পাই।

শিক্ষক—কি পাও?

ছাত্র—কেন, "স্বপ্ন"!

সপ্তম বর্ষ

৮ম সংখ্যা আগষ্ট ১৯১৮

নরু

শ্রীমান্ শচীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য-বিরচিত

রমানাথ ঘোষের পুত্র, নরু, বড় ভাল ছেলে। তাহার মাথায় কোকড়া চুলের রাশি আর তাহার বড় বড় চোখ-দু'টি দেখিলে, তাহাকে ভাল না বাসিয়া থাকা যাইত না। তাহাকে দেখিলেই, কি এক মোহিনী শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া লোকে তাহাকে কাছে ডাকিয়া দু'টি কথা-জিজ্ঞাসা করিত। নরু যখন তাহার ছোট্ট লালপেড়ে কাপড়খানি পরিয়া, ছোট্ট লাঠিগাছটী হাতে লইয়া "বুধীর" পিছু পিছু মাঠে যাইত, তখন তাহাকে বড়ই সুন্দর দেখাইত। বাতাস নরুর কাণের কাছে মুখ লইয়া শন্ শন্ করিয়া কহিত—"কি, ভাই নরু, কেমন আছ ?" আর সবচেয়ে ভাল ছিল, নরুর "মিষ্টি"মুখের "মিষ্টি" কথা। মাঠে যাইয়া সে বুধীকে ছাড়িয়া দিত, বুধী আনন্দে ঘুরিয়া-ফিরিয়া ঘাস খাইত, আর মাঝে মাঝে চোখ ফিরাইয়া নরুকে দেখিত। ধলীবাছুরকে কচিঘাস খাওয়াইতে খাওয়াইতে, কখন বা নরু তাহার গায়ে মাথা রাখিয়া, শেওড়া-গাছের শীতল ছায়ায়, সবুজ ঘাসের কোমল বিছানায় ঘুমাইয়া পড়িত। বাতাস তাহাকে ব্যজন করিত, গাছের ডালে শালিখ আর দোয়েল শিশু-সুমধুর গানে তাহার ঘুম ভাঙাইয়া দিত, চোখ রগ্‌ড়াইয়া উঠিয়া-বসিয়া নরু বনফুল তুলিত। দুইছড়া মালা গাঁথিত। একছড়া নিজে পরিত, আর একছড়া বুধীর গলায় পরাইয়া দিত।

নদীর ও-পারে, জলের আর আকাশের মিলন-স্থানে, যখন লাল মেঘের শিশুগুলি খেলা করিতে থাকিত আর ঘুমের রাণীর দেশহইতে সাদারঙের পাখীগুলি পাখা মেলিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া আসিত, নরু তখন বুধীর সঙ্গে ধীরে ধীরে গৃহে ফিরিত। গৃহে ফিরিয়া বুধীকে গোয়ালে পঁহুছাইয়া উঠানে পা দিতেই, কমলাদিদি দৌড়িয়া আসিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইত। ঘরহইতে ঘোম-গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিত—"নরু, বাবা, এয়েচিস্ ?" নরু উত্তর করিত—"হ্যাঁ, মা"। তাহার পর চারিটি খাইয়া, দাওয়ায় দিদির কোলে শুইয়া, নীল আকাশের গায়ে ঝক্‌ঝকে তারাগুলির কথা ভাবিতে ভাবিতে সে অঘোরে ঘুমাইয়া পড়িত।

রমানাথের সুখের সংসার। অনুরক্তা ভার্য্যা, সরলতাময়ী বালিকা-কন্যা কমলা আর পবিত্রতার ও সরলতার উজ্জ্বল ছবি এই নরু তাহার হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ-ভালবাসা দখল করিয়াছিল। সারাদিন মাঠে মাঠে ঘুরিয়া, দিবাশেষে বাড়ী ফিরিয়া, রমানাথ ইহাদের পাইয়া সকল দুঃখ-কষ্ট ভুলিয়া যাইত। জাতিতে গোয়ালা হইলেও, তাহার জাতি-ব্যবসায় প্রায় ছাড়িয়াই দিয়াছিল। পৈত্রিক যে কয় বিঘা জমি ছিল, তাহার কঠোর পরিশ্রমে তাহারা আশাতীত সুফল-প্রদান করিত। ক্ষেতের ধান, পুকুরের মাছ আর গাভীর পর্য্যাপ্ত দুগ্ধেই রমানাথের সংসার বেশ চলিত। ইহাছাড়া সে কিছু নগদ টাকাকড়ি করিয়া-ছিল বলিয়াও শোনা যাইত। কিন্তু চিরদিন কাহারও সমান যায় না, সুখদুঃখ-চক্র প্রতিনিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। তাই এতদিন পর রমানাথের সুখের সংসারাকাশে একখানি কালো মেঘ দেখা দিল।

একদিন সকালে উঠিয়া নরু দেখিল, বেশ এক পশ্‌লা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এখন বৃষ্টি পড়িতেছে না বটে, কিন্তু রৌদ্র উঠে নাই। বেশ ঠাণ্ডা-বোধ হইতেছে। জল পাইয়া গাছের ধূলিধূসরিত পাতা-গুলি আনন্দে হেলিতেছে, দুলিতেছে। নরু হাত-মুখ ধুইয়া মায়ের নিকটহইতে মুড়ি আর গুড় চাহিয়া লইল, তাহার পর বুধীকে লইয়া মাঠে চলিল। বুধী চরিয়া চরিয়া ঘাস খাইতে লাগিল। মুড়ি-কয়টি শেষ করিয়া নরু বৃষ্টির জলের উপর দিয়া দৌড়াদৌড়ি করিতে আরম্ভ করিল।

সেই সময়ে সেখান দিয়া একজন বিদেশী পথিক যাইতেছিলেন।

তিনি এই দেবশিশুতুল্য বালকটিকে দেখিয়া একটু দাঁড়াইলেন। ডাকিলেন—"ওহে বাপু, একটু এদিকে এস ত।"

নরু একবার আগন্তুকের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল। তাহার পর ধীরে ধীরে তাঁহার নিকটে গেল। পথিক সস্নেহে নরুর মস্তকে হস্তস্থাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার নাম কি, বাবা ?"

নরু তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া উত্তর দিল, "আমার নাম নরু।"

পথিক।—নরু ?

নরু।—হাঁ, আপনি কে ?

পথিক।—আমি পথিক।

নরু।—পথিক ? পথিক কি ?

আগন্তুক একটু মচ্‌কিয়া হাসিলেন, তাহার পর উত্তর দিলেন-

নরু।—বাঃ, বেশ ত। আচ্ছা, সেখানে কি কলের নৌকো আর কাঠের ঘোড়া পাওয়া যায় ?

আগন্তুক সরল বালকের সরলতামাখা কথা শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন। কিন্তু কলের নৌকা আর কাঠের ঘোড়ায় তাহার কি হইবে, তাহা তিনি ভাবিয়া পাইলেন না। এই মজার ছেলেটির সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ গল্প করিবেন ভাবিয়া নিকটস্থ একটা বৃক্ষকাণ্ডে উপবেশন করিলেন। তাহার পর কহিলেন—"হাঁ, তা' যায় বৈ কি, তা' দিয়ে তোমার কি হ'বে ?"

নরু তখন অনন্যমনে কি ভাবিতেছিল। পথিকের শেষ-কথাটি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। সে জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা, আপনি সহরে কি করেন ? খালি ভাল ভাল তামাসা দেখে বেড়ান বুঝি ? সেদিন ও বাড়ীর ছোড়্‌দা কোথায় গি'ছ্‌লেন, তাঁ'র কাছে শুনেছি, তিনি নাকি সেখানে অনেকরকমের তামাসা দেখে এসেচেন। আর
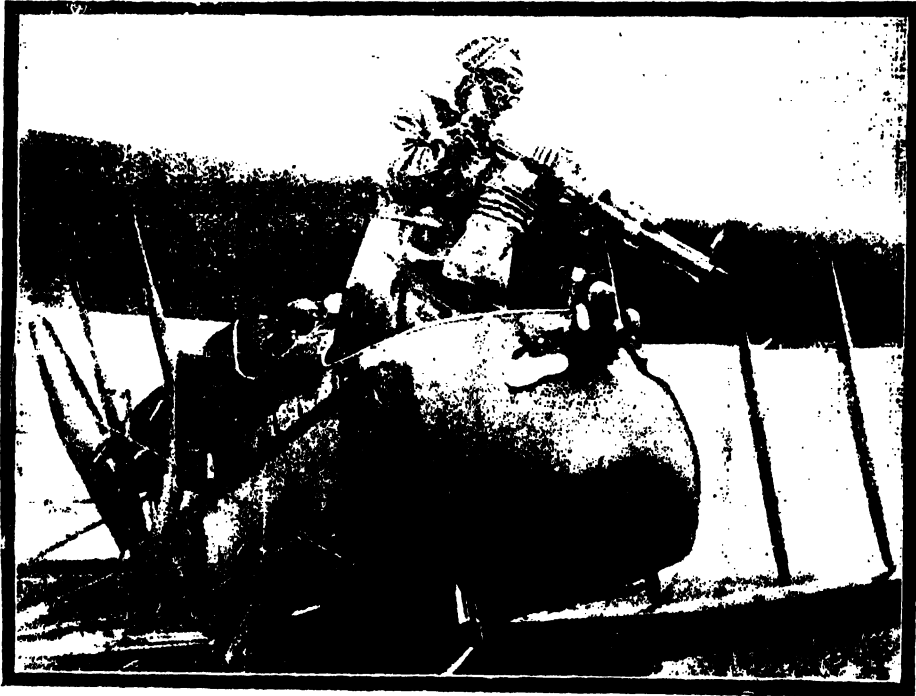
খ-যানহইতে গোলাবর্ষণ।

"পথিকশব্দের অর্থটা বু'ঝ্‌তে পা'র্‌ছ না ? পথিক মানে—এই যা'রা এক যায়গা থেকে আর এক যায়গায় যাতায়াত করে।"

নরু সবিস্ময়ে বলিল "তাই নাকি ? আচ্ছা, আপনি আজ তবে কোথাথেকে আ'স্‌চেন্ ?"

পথিক কহিলেন।—"সহরথেকে ?"

নরু।—সহরথেকে ? সহর কা'কে বলে ?

পথিক।—ওঃ, সহরের কথা কি ব'ল্‌ব। সেখানে কত কি পাওয়া যায়। কত গাড়ী, কত ঘোড়া, কত বড় বড় বাড়ী, বাগান, মন্দির, আরও কত কি। ব'ল্‌তে গেলে, সেখানে পাওয়া যায় না এমন জিনিসই নেই।

তিনি ব'ল্‌লেন, আমরা নাকি সেরকম কখ্‌খনো দেখি নাই। খুব্ ভালো।"

পথিক।—না, না কেবল বেড়িয়ে বেড়া'লে চ'ল্‌বে কেন ? আমাকে অনেক কাজ ক'র্‌তে হয়। কাজ না ক'র্‌লে খাওয়া-পরা, আ'স্‌বে কোত্থেকে ? সবাইকে কাজ ক'র্‌তে হয়, তোমাকেও একদিন কাজ ক'র্‌তে হবে।

নরু (হাসিয়া)।—বলেন কি, আমাকেও সহরে গিয়ে কাজ ক'র্‌তে হ'বে ?

পথিক।—হাঁ, তা' হ'বে বৈ কি ; নিশ্চয়ই হ'বে।*

তাহার পর তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে আরও অনেক কথাবার্তা

হইল। যাইবার সময় পথিক নরুর হাতে একটি চক্‌চকে সিকি দিতে চাহিলেন। নরু প্রথমে একটু বিস্মিত হইয়া তাঁহার মুখ-প্রতি চাহিল। পরক্ষণেই কি মনে করিয়া যেন নিতান্ত অন্যমনস্ক-ভাবে হাত বাড়াইয়া সিকিটি লইল। পথিক তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন। সহরের নানা কল্পনার ছবি মনোমধ্যে অঙ্কিত করিতে করিতে নরু আজ বাড়ী ফিরিল। সেদিন সন্ধ্যার সময় কমলাদিদির কোলে মাথা রাখিয়া যখন নরু শুইয়াছিল, আর কমলাদিদি জুজুবুড়ীর গল্প করিতেছিল, তখন তিনি একবার নরুর মুখহইতে "আমাকেও সহরে গিয়ে কাজ ক'র্‌তে হবে"---এই কথা কয়টি শুনিলেন। শুনিয়া তিনি চিন্তিতা হইলেন, ভাবিলেন—"একি, নরুর মুখে আজ একথা কেন?"

"কুহু, কুহু, কুহু"---একদিন বসন্তের মধুর মধ্যাহ্নে আম্রমুকুলাস্বাদে রত কোকিল আম্রবনের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ডাকিল "কুহু কুহু কুহু।" সুমধুর স্বরলহরী বাতাসে মৃদু প্রকম্পিত হইয়া তরুরাজির মধ্য দিয়া চারিদিকে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। দূরে—বহুদূরে স্বরের প্রতিধ্বনি হইল—"কুহু, কুহু, কুহু—হু—হু।"

সে স্বর যে শুনিয়া থাকে, সেই তাহার মর্ম্ম বুঝে। সে তাহা শ্রবণ করে, সে যেন কি এক অভাবনীয়, অপূর্ব্ব ভাবে বিভোর হইয়া পড়ে। তাহার প্রাণ আপনাআপনি বলিয়া ফেলে "গাও, পাখি, গাও,---আবার তোমার সেই চির নূতন কুহু-গীত গাও।"

জগতে যদি কিছু শুনিবার থাকে, তবে এই কুহুস্বর। এ স্বর শ্রান্ত পথিককে শান্তি-দান করে, ভাবুকের হৃদয়ে অপূর্ব্বভাবের বিকাশ করে, চিন্তাশীলের চিন্তাস্রোতঃ অন্যদিকে প্রধাবিত করে আর আনন্দিতের আনন্দরস তাহার হৃদয়ে স্থানাভাবানুভব করিয়া উছলিয়া পড়ে! কিন্তু, হায়, এই স্বর চিরদিনই বঙ্গকুঞ্জে মধু ঢালিবে কি? চিরদিনই কোকিল এইরূপে আম-মুকুল-আস্বাদন করিবে কি? কিছুদিন পর এই কোকিল থাকিবে না, কোকিল থাকিবে ত, তাহার সঙ্গীত থাকিবে না * আমবন থাকিবে ত, মুকুল থাকিবে না। জগৎ ঘোর পরিবর্ত্তনশীল।

পূর্ব্বপরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার পর প্রায় পাঁচ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। এই পাঁচবৎসরে আমাদের রমানাথদের বাড়ীর অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে।

রমানাথ তাহার স্নেহের পুত্তলি কমলার বিবাহ দিয়াছে। নরু এখন বড় হইয়াছে, কিন্তু এখন আর নরু সে নরু নাই। সে এখন সরলতা ভুলিয়াছে, মিথ্যা কথা বলিতে শিখিয়াছে, হিংসা, দ্বেষ, কুটিলতা তাহার হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে। পবিত্রতাময় মন্দিরে শয়তানের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমরা যাহা ভাবি, তাহা হয় কৈ? দেশবিতাড়িত, কপর্দ্দকশূন্য মাতাপিতার শত অশ্রুপ্রবাহের মধ্যে, ভীষণ মরুক্ষেত্রে যে শিশু জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিল, পূর্ব্বে কেহ একদিনের তরেও ভাবিতে পারিয়াছিল কি যে, সেই শিশু কালে ভারতের একচ্ছত্র অধিপতি হইবে? সামান্য মাতাপিতার গৃহে জন্ম-গ্রহণ করিয়া বিদ্যাসাগরমহাশয় কালে "পৃথিবীস্থ যাবতীয় জ্ঞানিগণের গৌরবস্পর্দ্ধী" হইয়া উঠিবেন, তাহা কে জানিত? সামান্য সূত্রধরের ঔরসে গোশালায় যাবপাত্রে যে শিশু জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিল, কে ভাবিতে পারিয়াছিল যে, ঐ শিশু কালে সমগ্র পৃথিবীর পাপিগণের ত্রাণকর্ত্তা হইবেন! বঙ্গের এক ক্ষুদ্র গ্রামে, ক্ষুদ্র কৃষকের গৃহে এই ক্ষুদ্র শিশু নরুর সরলতাময় হৃদয়ক্ষেত্রে যে, বিষবৃক্ষবীজ লুক্কায়িত ছিল, তাহা কে জানিত?

পাঠকের বোধ হয় স্মরণ থাকিতে পারে, সেদিবস এক পথিক নরুর নিকট সহরের নানা সুখের কথা বলিয়া গিয়াছিলেন, তখন তাহা বীজ ছিল। এখন ক্রমে তাহা অঙ্কুরিত হইয়া, শাখা-প্রশাখাযুক্ত বৃক্ষ হইয়া উঠিয়াছে।

একদিন নরু রমানাথকে কহিল, "বাবা, আমি সহরে কাজ ক'র্‌তে যা'ব।"

রমানাথ পুত্রের মুখের দিকে একবার চাহিয়া কহিল, "পাগলা ছেলে, আরও বড় হ'য়ে নে, তা'র পর সহরে যা'বি এখন।"

নরু।---না, বাবা, আমি কালই যা'ব।

প্রাণাধিক বালকের এই আব্দার রমানাথ উপেক্ষা করিতে পারিল না। বহুচেষ্টা করিয়াও যখন নরুর মত ফিরাইতে পারিল না, তখন গ্রামের প্রসিদ্ধ ধনী যোগেন্দ্র রায়ের সহরের দোকানে তাহাকে একটি চাকরী করিয়া দিবে, স্থির করিল। পিতার অমতে নরু সহরে চলিল।

২

কর্দ্দমাক্ত জলের উপর শ্বেতফেনরাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিতে করিতে ষ্টীমার ছুটিয়া চলিয়াছে। নদীর জল তোলপাড় করিয়া বড় বড় ঢেউ তুলিয়া নরুর "কলের নৌকো" চলিয়াছে। নদীর উভয় তীরে শুষ্ক উত্তপ্ত বালুকারাশি-ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না; কেবল বহুদূরে গ্রামগুলি চিত্রপটে কালো দাগের ন্যায় দেখাইতেছে। বেলা দ্বিপ্রহর অতীত। যাত্রিগণ অনেকেই স্নানাহার-শেষ করিয়া নিদ্রার আয়োজনে ব্যস্ত হইয়াছে। কেহ কেহ বা নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে, কেহ বা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আর এই অদ্ভুত নৌকাখানির কলকৌশল-দর্শন করিয়া নির্ম্মাতার উদ্দেশে শত শত অযাচিত প্রশংসা-বাক্য-উচ্চারণ করিতেছে। কেহ কেহ বা দাঁড়াইয়া তীরের সেই একঘেয়ে দৃশ্য দেখিতেছে।

হঠাৎ আকাশে একখানি কালো মেঘের আবির্ভাব হইল। পাটের

* কাহারও কাহারও মতে কোকিল সারাবৎসরই এদেশে থাকে, কিন্তু তখন তাঁহার সঙ্গীতক্ষমতা থাকে না। পরন্তু এ কথাও শোনা যায়, গৃহপালিত পিঞ্জরাবদ্ধ কোকিল বারমাসই ডাকিয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, কোকিল (পদ্যপাঠ ২য় ভাগ ৪৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য) বসন্তকালেই দেশান্তরে চলিয়া যায়।

গুদামের অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় সেই মেঘখণ্ড ক্রমে সমস্ত আকাশ আবৃত করিল। পৃথিবী অন্ধকারে আবৃতা হইল। দূরে ঘন ঘন মেঘ গর্জ্জিতে লাগিল। বিদ্যুতের বিকাশ হইল। যাত্রিগণের মুখ শুকাইল। সকলেরই মুখে বিষাদের এক ঘনকৃষ্ণ-ছায়া পতিত হইল। বেগে বাতাস বহিতে আরম্ভ হইল। নদী ভীষণ আকৃতি-ধারণ করিল। ঝড় বহিতে লাগিল। নাবিকগণ ইতস্ততঃ দৌড়াদৌড়ি করিয়া আপন আপন কাজ করিতে লাগিল। সকলেই বুঝিল, এরূপ ঝড়ে ছোট ষ্টীমারখানি অধিকক্ষণ টিকিবে না। মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। ষ্টীমারের একতম অংশে একটি বালক একজন যুবকের হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। অনেকক্ষণ পর যুবক কহিলেন "নরু, ভয় পাচ্ছ ?"

নরু দীর্ঘশ্বাসসহকারে উত্তর করিল "হঁ্যা, মামা, ভয় একটু পাচ্ছি বৈ কি। আমার ভয়, জাহাজখানা পাছে ডুবে যায়।"

যুবক।—পাগল আর কি; জাহাজ ডুবে যাওয়া কি এতই সহজ ? কিছু ভয় নেই। আর, ঈশ্বর না করুন, যদি ডুবেই যায়, তবে ত সবাইকে ম'রতে হ'বে। তা'র জন্যে অত ভয় পেয়ে লাভ কি ?

বাস্তবিক তখন ঝড়ের অবস্থা বড়ই ভয়ানক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। যুবকের মনেও ভয়ের সঞ্চার হইতেছিল, কিন্তু তাহা বালকের নিকট প্রকাশ করা অনুচিত ভাবিয়াই উক্তরূপ বলিলেন।

বালক কাঁদিয়া ফেলিল; মনে মনে বলিল "হায়, কেন আমি বাবার কথা অমান্য ক'রে বাড়ীথেকে বেরিয়ে এলাম ?"

ঝড় ক্রমে ভীষণহইতে ভীষণতর হইল। ঝলকে ঝলকে জল ষ্টীমারে উঠিতে লাগিল। ডেকের উপর যে সমস্ত মালপত্র ছিল, তাহার কতক বা ভিজিয়া নষ্ট হইল, কতক বা ঢেউয়ের ধাক্কায় জলে পড়িয়া গেল। সারেং বুঝিলেন, অবস্থা ভাল নয়। জাহাজ একবার এদিকে ঝুকিয়া পড়িতেছে, একবার ওদিকে ঝুকিয়া পড়িতেছে। তিনি ছোট জালিবোটখানি নামাইয়া লইলেন, তাহার পর যে কয়জন স্ত্রীলোক ও নেহাইত ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে ষ্টীমারে ছিল, তাহাদিগকে উহাতে উঠাইলেন। তাহার পর সেখানি উপযুক্ত দুইজন নাবিকের হাওলা করিয়া সেই ভীষণ ঝড়ের মধ্যে জলে ভাসাইয়া দিলেন। বড় তক্তা কয়খানি জলে ভাসাইয়া দেওয়া হইল। তাহাতে চড়িয়া অনেকে রক্ষা পাইল। এখনও অন্ততঃ ২৫ জন লোক ষ্টীমারে আছেন। একটা লম্বা গোল কাষ্ঠখণ্ডের প্রতি সারেংএর দৃষ্টি পড়িল। তাহাতে তিনি নরু, পূর্ব্বকথিত যুবক ও আরও কয়েকজনকে ভাসাইলেন। ঢেউয়ের মধ্যদিয়া কাঠখানি ডুবিতে ডুবিতে, ভাসিতে ভাসিতে চলিল। জাহাজে এক সাহেব ছিলেন, তিনি দাঁড়াইয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "সকলে প্রস্তুত হও।" সাহেব আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন। আর বলা হইল না। ভীষণ বাতাসে ষ্টীমার কাত হইয়া পড়িল। সকলে আত্মরক্ষার নিমিত্ত সচেষ্ট হইল। শত শত লোকের বিকট করুণ আর্ত্তনাদ সেদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

নরু যে কাঠখানি আশ্রয় করিয়া ভাসিতেছিল, একবার একটা ঝাপটা বাতাসে তাহা ডুবিয়া গেল! নরুর হাত বিচ্ছিন্ন হইল। সে অতিকষ্টে ভাসিয়া চলিল। তাহার পর কি হইল, নরু তাহার কিছুই জানিতে পারিল না। অজ্ঞান হইয়া সে ভাসিতে লাগিল।

পরদিন সকালে আকাশ বেশ পরিষ্কার হইল। মৃদু বাতাসে নদীর ক্ষুদ্র ঢেউগুলি তীরে আসিয়া লাগিয়া ছপ্-ছপ্-শব্দ করিতে লাগিল। পূর্ব্বদিক্ লাল করিয়া রাঙা রবি দেখা দিল। জগৎ হাসিয়া উঠিল। নদীতটে বালুকারাশির উপর পঞ্চদশবর্ষীয় একটী বালক সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। ছোট ছোট ঢেউগুলি বালকের গাত্রস্পর্শ করিতেছে মাত্র, তাহাকে স্নাত করিতেছে না। এইরূপে অনেকক্ষণ কাটিল। অনন্তর ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিয়া সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কেহ কোথাও নাই। নিকটে গ্রাম দেখা যাইতেছে। অপরদিকে চাহিল, দেখিল, কিছুই নাই, কেবল জল আর দূরে—বহুদূরে একটা কি দেখা গেল। ওটা কি ? ষ্টীমারের মত দেখা যাইতেছে না ? হঁ্যা, তাই ত! ওটা সেই অর্দ্ধমগ্ন ষ্টীমারই বটে। আস্তে আস্তে তাহার সমস্ত কথা মনে পড়িতে লাগিল। বুঝিল, সে ভাসিতে ভাসিতে অনেকদূর চলিয়া আসিয়াছে। তাহার বড়ই দুঃখ হইল। অনুতাপানলে তখন তাহার হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল। দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিয়া উঠিল, "হায়, কেন আমি বাবার কথা না শুনে, বাড়ী ছেড়ে এলাম্। আর কি বাবার কাছে আমি যেতে পা'রব ?" বলিতে বলিতে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া তাহার গণ্ডদেশে পড়িল। কিন্তু কৈ তাহার প্রশ্নের উত্তর ত সে পাইল না? বাতাস শন্‌শন্-শব্দে কথাটার প্রতিধ্বনি করিয়া তাহাকে ব্যঙ্গ করিল মাত্র।

৫

"এখন কি একটু ভাল-বোধ ক'র্‌ছ ?"

"হঁ্যা"।

"কোন চিন্তা নেই, শীগ্‌গিরই সেরে উ'ঠ্‌বে। তোমার বাবাকে টেলিগ্রাম করা হ'য়েছে। সে বোধ হয় আজই আ'স্‌বে।"

একখানি পরিষ্কৃত, সুসজ্জিত গৃহের দুগ্ধফেননিভ শয্যার উপরে উপবিষ্ট এক বৃদ্ধ ও এক শয্যাশায়ী বালকের মধ্যে উক্তরূপ কথোপকথন হইতেছিল। পাঠক, বালক আর কেহই নহে; আমাদের নরু। আর বৃদ্ধ লোকটির নাম—রাজেন্দ্রলাল রায়। ইনি গ্রামের জমিদার, ইহাঁর ন্যায় সদাশয়, দয়ালু, ন্যায়বান্ জমিদার, বোধ হয়, কমই আছে। ষ্টীমার-ডুবির পরদিন রাজেন্দ্রবাবু কোন কার্য্যবশতঃ নদীতীরে যাইয়া নরুকে তথায় পতিত দেখিতে পান। তিনি অতি যত্নে তাহাকে আপন গৃহে লইয়া আসেন। এখন তিনি স্বহস্তে তাহার শুশ্রূষা করিতেছেন। ডাক্তার দেখাইয়া ঔষধেরও ব্যবস্থা করিয়াছেন। পরদিন নরুর একটু জ্বর হয়। এখন ভালই আছে, তাহা পাঠক জানিতে পারিয়াছেন। পিতার নিকট সংবাদ প্রেরিত হইয়াছে শুনিয়া নরুর বিষণ্ণ মুখখানিতে ক্ষীণ হাসির রেখা দেখা দিল।

আনন্দে সে কাঁদিয়া ফেলিল। রাজেন্দ্রবাবু কহিলেন, "নরু, তুমি কাঁদ্‌'ছ কেন? তোমার কি কিছুর কষ্ট হ'চ্ছে?'

নরু চক্ষু মুছিয়া কহিল, "না, না আমার কিছু কষ্ট হ'চ্ছে না। এমন জায়গায় থা'কৃতে আবার কষ্ট কিসের? আমার বেশ শিক্ষা হ'য়েছে। আর আমি কথ্‌খনো বাবার কথা না শুনে কোন কাজ ক'র্‌ব না? বাবার মনে ত কষ্ট দিয়েছিই, নিজেও কষ্ট পেয়েছি।" এমন সময় ঘরে একজন লোক প্রবেশ করিল। সে উন্মত্তবৎ বলিয়া উঠিল—"বাবু, বাবু আমার নরু ভাল আছে তো?" রাজেন্দ্রবাবু বুঝিলেন, নরুর পিতা আসিয়াছে। তিনি কহিলেন, "রমানাথ, ব্যস্ত হ'ও না। তোমার ছেলে ভাল হ'য়েছে।" রমানাথ নরুকে বুকে লইল। নরু তাহার বুকে মুখ লুকাইয়া কহিল, "বাবা, তুমি আমায় ক্ষমা কর, আমি জীবনে আর তোমার অবাধ্য হ'ব না।" উভয়েই নেত্রনীরে ভাসিল। রাজেন্দ্রবাবু দূরে দাঁড়াইয়া এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন।

ভাই "বালক"-পাঠক,

মাতাপিতা গুরুজনে সম্মান করিবে।
তাঁহাদের উপদেশ শিরসি ধরিবে।

প্রাধ্ব-প্রধাবন

আচার্য্য ললিতলোচন দত্ত-লিখিত

ফুট্‌বল, বেস্‌বল প্রভৃতি খেলায় যাহারা কৃতিত্ব দেখাইয়া প্রভূত যশোলাভ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের পারদর্শিতা প্রতিভাপ্রসূত, এইরূপ নির্দ্দেশ করিলে, কোনই ভুল করা হয় না; কিন্তু প্রধাবন-পটু ব্যক্তি-সম্বন্ধে ঐরূপ কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ভ্রান্তি-বিরহিত নহে। নির্দ্দিষ্টপরিমিত বীর্য্য ও নির্দ্দোষ ধাতু কোন মনুষ্যের সহজাত হইতে পারে বটে, কিন্তু ধাবন-ক্ষমতা ধাবক প্রায় সর্ব্বদাই কোন নিপুণ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া প্রভূত শ্রমপূর্ব্বক লাভ করিয়া থাকে।

তবে এ কথা স্বীকার করা আবশ্যক যে, এক ব্যক্তির অন্য ব্যক্তির অপেক্ষা স্বাভাবিক-শক্তি অধিক থাকে, তাহার ফলে সেই ব্যক্তি অপর ব্যক্তির অপেক্ষা, একই সময়ের মধ্যে, অধিকতর পটুতা-লাভ করিয়া থাকে। তবু সাধারণতঃ যে ব্যক্তির হৃদয়, ফুস্‌ফুস্‌ ও উদর নীরোগ, যাহার পদদ্বয় বেশ সরল, যে বহিরঙ্গন-ক্রীড়াপ্রিয়, সংযত-স্বভাব ও শ্রমশীল, সেই চেষ্টা করিলে উৎকৃষ্ট প্রধাবক হইয়া উঠিতে পারে। ঐ কয়টি গুণ-ছাড়া আর কোন গুণ না থাকিলেও, উৎকৃষ্ট শিক্ষকের শিক্ষানৈপুণ্যে একজন সাধারণ ব্যক্তিও অসামান্য প্রধাবকে পরিণত হইতে পারে।

এক সময়ে এক শীর্ণকায় ব্যক্তি এক ধাবন-শিক্ষকের কাছে ধাবন-শিক্ষা করিতে আসে। শিক্ষক তাহার শুষ্ককাষ্ঠবৎ কলেবর দেখিয়া বলেন, তুমি কখনই উৎকৃষ্ট দূর-ধাবক হইতে পারিবে না।

শিক্ষার্থী তখন শিক্ষকের কাছে এইরূপ নিবেদন করিল, দেখুন, আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে এবং অন্যের যদি কোন ক্ষতি না হয়, তবে আমি কিছুকাল আপনার কাছে শিক্ষা-নবিশি করিতে চাই। শিক্ষক তাহার নির্ব্বন্ধ দেখিয়া তাহাকে কিছুকাল-যাবৎ শিক্ষাপ্রদানে সম্মত হইলেন। শিক্ষার্থীটি সবিশেষ শ্রমস্বীকার করিয়া ওস্তাদের সমস্ত উপদেশই নিশ্ছিদ্রভাবে মানিয়া চলিতে লাগিল। তিন বৎসরকাল এইরূপ কঠোর সাধনা করার ফলে সেই শিক্ষার্থী তৃতীয় বৎসরের শীতকালে সর্ব্ববিদ্যালয়সাংক্রান্তিক ক্রীড়াদ্বন্দ্বে দূর-প্রধাবনে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া তাহার শিক্ষক ও দর্শকমাত্রেরই বিস্ময়োৎপাদন করে।

অদম্য সাহস ও সাফল্য-লাভার্থ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা অনেকের শারীরিক-অপটুতাকে পরাভবহেতু হইতে দেয় নাই। পূর্ব্বোক্ত শিক্ষার্থীকে জয়মাল্যে শোভিত হইতে দেখিয়া তাহার শিক্ষক এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি আর কোন শিক্ষার্থীকেই শিক্ষাদানে বিমুখ হইবেন না।

দীর্ঘকায়, ক্ষুদ্রকায়, ছিপ্‌ছিপে, দোহারা সকল আকৃতির লোকই ধাবনপটুতা-লাভ করিতে পারে, কেবল স্থূলকায় লোকই প্রধাবকের মর্য্যাদা-লাভ করিতে পারে না। কিন্তু আমি একজন থলথলে মোটা লোকের কথা জানি, সে ৫০ গজের দৌড়ে নেহাইত মন্দ দাঁড়াইত না।

যাহা হউক, সাধারণতঃ দীর্ঘকায় দীর্ঘপদবিশিষ্ট লোকই ক্ষুদ্রকায় ও ক্ষুদ্রপদবিশিষ্ট লোকদিগের অপেক্ষা অধিকতর ধাবনপটু হইয়া থাকে। ধাবকদিগের কয়েকটি নিয়ম মানিয়া চলা আবশ্যক হয়।

প্রথমতঃ ধাবকদিগের যাহা-তাহা যখন-তখন খাইলে চলে না। তাহাদের আদৌ গুরুপাক খাদ্যাহার করা উচিত নহে। তিনবার পুষ্টিকর অথচ লঘুপাক খাদ্যাহার করা আবশ্যক। এই তিনবার আহারের মধ্যে ঠিক নিরূপিত ও নিয়মিত কালের ব্যবধান থাকা প্রয়োজনীয়। দুই ভোজনের মধ্যবর্ত্তীকালের ভিতর কিছুই খাইবে না। প্রতিদ্বন্দ্বিতার দিনে খুব লঘু আহার করিবে। কেননা ধাবনকালে ধাবকের উদর তাহার কার্য্য যথেষ্টই করিয়া থাকে, তাহার উপর তাহাকে যদি গুরুপাক খাদ্য-পরিপাকও করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহাকে অতিরিক্ত ভারগ্রস্ত করা হইবে।

প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য ছুট কিম্বা অভ্যাসের জন্য ছুট, ছুটিবার দুইঘণ্টা পূর্ব্বে আহার বিধেয়, ঐ সময়ের পরে আহার নিষিদ্ধ। অনেকে এই নিয়মটি মানিয়া চলে না বলিয়া বিফল হয়।

মাদক-সেবী ধাবনে জয়ী হইতে পারে না। ধাবন-শিক্ষক মাদক-সেবী শিক্ষার্থীকে দর্শনমাত্রই বিদায় করিয়া দিবেন। তামাক, সিগারেট, চুরুট, সিদ্ধি, মদ প্রভৃতি নেশাখোর ছোক্‌রাদের কখনই "দম" বেশী হয় না। এই সব ছেলেরা আর যে খেলায় জয়ী হউক, দূর-ধাবনে জয়ী হইবে না।

ধাবন-শিক্ষার্থীর যেমন যখন-তখন খাইলে, চলে না, তেমনই যখন-তখন শুইলেও, চলে না। যে শিক্ষার্থী ঠিক সময়ে শুইতে যায় এবং ঠিক সময়ে নিদ্রোত্থিত হয়, সেই ধাবনে পারগতা-লাভ করে।

এই ধাবন-পটুতা কেহ সহসা-লাভ করে না। শ্রম ও অভ্যাস-গুণে—"যতনে" একদিন "রতন" মিলে। যাহারা প্রাধ্ব-প্রধাবক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছে, তাহারা কেহই হঠাৎ প্রকৃষ্ট প্রাধ্ব-প্রধাবক হইয়া উঠে নাই। অন্ততঃ দুই বৎসর কঠোর শ্রম করিয়াছে, তবে তাহারা বিজয়মুকুটে বিভূষিত হইয়াছে।

যাহারা প্রাধ্ব-প্রধাবক হইতে চায়, তাহারা শীতান্তে বসন্তের প্রারম্ভহইতে প্রধাবন-অভ্যাস করিতে থাকিবে। প্রারম্ভেই উচ্চাভিলাষী হইলে হাস্যাস্পদ হইতে হইবে। প্রথম প্রথম ততটাই দৌড়িবে, যতটা দৌড়িলে তোমার তেমন কোন কষ্ট হইবে না, কেননা তোমার মাংসপেশীগুলিকে অতিশয় "কড়া" করিয়া ফেলিলে, ভবিষ্যতে তাহারা কোন কার্য্যের যোগ্য থাকিবে না। ১০।১২ দিন অল্প দূর দৌড়িয়া পেশীসমূহকে প্রস্তুত করিয়া লওয়া হইলে, পরে একটু একটু করিয়া দৌড়ের দূরতা-বৃদ্ধি করিতে থাকিবে। একপক্ষ দৌড়-অভ্যাস করার পর শিক্ষার্থী পোয়াটাক পথের বেশী দৌড়িবার চেষ্টা করিতে পারে, তাহার পূর্ব্বে তাহা করিলে তাহার সমূহ ক্ষতি হইবে। পক্ষান্তে শিক্ষার্থী ক্রমশঃ বাড়াইয়া আধ ক্রোশপর্য্যন্ত দৌড়-অভ্যাস করিতে পারে। যে সকল শিক্ষার্থীর বয়স ১৬ বৎসরের অধিক নয়, তাহাদের পক্ষে আধক্রোশের পাল্লাই প্রচুর। প্রতিদিন দৌড়ান উচিত নহে। সপ্তাহে চারদিনের বেশী দৌড়াইবার দরকার নাই। বাকী তিনদিনের মধ্যে দুইদিন ২।৩ মাইল একটু জোরে হাঁটিয়া যাইবে। রবিবার-দিন একেবারে বিশ্রাম করিবে।

প্রথম দুই সপ্তাহের মধ্যে দ্রুত দৌড়িবে না, থপ্ থপ্ করিয়া দৌড়িয়া যাইবে। পরে এইপ্রকার নিয়মে দৌড়িবে—সপ্তাহের মধ্যে দুইদিন নাতিদূরধাবন এবং দুইদিন প্রাধ্ব-প্রধাবন করিবে। তোমার পাল্লাপর্য্যন্ত কোন দিন দৌড়িবে না। কোন দিন একটু কম দৌড়িবে, কোন দিন একটু বেশী। শনিবারে পূরাদম দৌড়িবে, কেননা রবিবারে বিশ্রাম করিতে পাইবে। (ক্রমশঃ)

যুদ্ধের কৌশল

[শ্রীযুক্ত বিমলাক্ষ চট্টোপাধ্যায়-লিখিত]

ঈশ্বর তাঁহার সৃষ্ট জীবগণের আত্মরক্ষার জন্য কতপ্রকার উপায় করিয়া দিয়াছেন। প্রজাপতি রঙবেরঙের ফলফুলে বেড়ায় বলিয়া, তাহাদের গায়ের রঙও রঙবেরঙের। যে সাপ গাছে থাকে, সে সাপের রঙ সবুজ; যে সাপ জলে থাকে, তাহার বর্ণ নীলরঙের; সাদা বরফের দেশে থাকে বলিয়া মেরু-প্রদেশের ভালুকের রঙ সাদা, এইরূপ সকল জীবেরই তাহাদের বাসস্থানের রঙের সহিত সৌসাদৃশ্য আছে বলিয়া, সহসা তাহাদিগকে চিনিতে পারা যায় না,—তাহারাও শত্রুর চক্ষুতে ধূলি-নিক্ষেপপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিয়া থাকে।

বর্ত্তমান যুদ্ধে, খোলা ময়দানে, কামান, যুদ্ধ-সরঞ্জাম প্রভৃতি একস্থানহইতে অন্যস্থানে লইয়া যাইতে হইলে শত্রুর নয়ন-পথে পতিত হইতে হয় এবং শত্রুপক্ষও আকাশপথহইতে বোমা ফেলিয়া অনিষ্ট করিবার সুবিধা পায়। তাই এখন প্রকৃতিদেবীর অনুকরণ করিয়া, বর্ত্তমান যুদ্ধে কামানের রঙ ঠিক তাহার পার্শ্ববর্ত্তী গাছপালার রঙের মত করা হইতেছে, তাহাতে বিমানবিহারীরা সহসা কামান বলিয়া চিনিতে সমর্থ হইতেছে না। সৈন্যদিগের ছাউনির উপরিভাগ পাহাড়ের রঙের মত চিত্রিত করা হইয়াছে বলিয়া, উপরহইতে ঠিক পাহাড়ের মত বোধ হয় এবং শত্রুগণ পাহাড় মনে করিয়া চলিয়া যায়। সৈন্যগণের যাতায়াতের পথের উপর গাছপালা, বনজঙ্গল চিত্রিত করা হইয়াছে। আকাশপথহইতে নীচের রাস্তাকে রজত-রেখার মত দেখায়, তাই তাহারা অনায়াসে চিনিতে পারে, কিন্তু এখন সকল বনের মত রাস্তাকেও বনের মত দেখায় বলিয়া, শত্রুপক্ষ কোন্‌টী পথ, কোন্‌টী বন বুঝিতে পারে না, এদিকে সৈন্যগণ ইচ্ছামত যাতায়াত করিবার সুবিধা পায়। রণখাতের উপরিভাগ গাছপালার মত রঞ্জিত 'ত্রিপল'-দিয়া ঢাকা।

বর্ণবিন্যাসেও খুব চতুরতার দরকার। উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত-ভাবে রঙ করিতে না পারিলে, শত্রুদিগের পক্ষে অসুবিধা না হইয়া বরং সুবিধাই হয়। আজকাল জাহাজে এবং ট্রেণেও ঐরূপ রঙ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে, কিন্তু সমুদ্রবক্ষে প্রকাণ্ড জাহাজকে কাল ধূঁয়ার সহিত লুক্কায়িত করা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়।

ময়লা

[আচার্য্য ললিতলোচন দত্ত সংকলিত]

ঈশ্বরের বিশ্বে কিছুই ফেলিবার জিনিস নাই, সবই কাজের জিনিস। আমরা অনেক জিনিসের প্রকৃত স্থান কোথায়, প্রকৃত ব্যবহার কি, তাহা জানি না বলিয়া সেগুলিকে ধূলি, আবর্জ্জনা, ক্লেদ, ময়লা প্রভৃতি নাম দিয়া তাহাদিগকে ঘৃণা, ভয় প্রভৃতি করিয়া থাকি। একজন বিজ্ঞানবিদ্ ময়লার এই সংজ্ঞা-নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, উহা অযথাস্থানে স্থাপিত আবশ্যক জড়পদার্থ। ঐ সংজ্ঞাটি নির্ভুল। তোমার ঘরের কোণে একরাশি ধূলি স্তূপীকৃত আছে। ঐ ধূলিরাশিহইতে দুর্গন্ধ উঠিয়া তোমাকে একটু বিরক্ত করিতে পারে বটে, কিন্তু যতক্ষণ না ঐ ধূলিরাশির কতিপয় কণা তোমার শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, ততক্ষণ ঐ ধূলিরাশি ধূলিরাশি বলিয়াই তোমার কোনপ্রকার অহিতসাধন করিতে পারে না।

ময়লার নিজের মধ্যে মানবের অনিষ্টকর কিছুই নাই, কিন্তু ময়লা রোগাণুবাহকদিগের বাসস্থান হয়, তাই ময়লাকে দূরে পরিহার করা আবশ্যক।

প্রথমে বলি, সুপরিষ্কৃত অট্টালিকায় বাস করিয়াও কেহ যদি তাহার দেহটিকে দাঁত-মাজা, জিব-ছোলা, আচমন, জল-শৌচ, প্রাত্যহিক স্নান প্রভৃতির দ্বারা সুপরিষ্কৃত না রাখে, তবে সে অচিরেই অসুস্থ হইয়া পড়িবে।

বর্ত্তমান সময়ে যে সমস্ত সৈনিক রণখাতে থাকিয়া যুদ্ধ করিতেছে, তাহাদের নিমিত্ত ক্ষৌরকার, দন্ত-চিকিৎসক, হস্ত ও পদের "কড়া" কাটিবার ডাক্তার প্রভৃতি নিযুক্ত আছে। কেন? তাহাদিগকে ফিট্‌ফাট্ রাখিবার উদ্দেশ্যে কি? না, এই উদ্দেশ্যে যেন তাহাদের শরীরের কোন স্থানে ময়লা জমিবার সুযোগ না পায়।

বর্ত্তমান সময়ে ময়লাবারণের জন্য আরও একটি উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে। অস্ত্র-চিকিৎসকেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, বন্দুকের "বুলেটে" মানবের দেহে পরিষ্কার একটি গর্ত্ত হইয়া ঘা হয়, সে ঘা "বিষায়" না, কিন্তু "শাপ্‌নেলের" টুকরাগুলি শরীরের মধ্যে ছেঁড়া জামার টুক্‌রাও ঢুকায়, তাহাতে ঘাগুলি "বিষাইয়া" উঠে। তাই এখন এই ব্যবস্থা হইয়াছে যে, সৈনিকদিগের পরিচ্ছদগুলি বিষবারণ দ্রাবকে ধৌত করিয়া ও শুকাইয়া তাহাদিগকে পরিতে দেওয়া হইতেছে।

রুষ-জাপ যুদ্ধকালে জাপ নৌসৈনিকেরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে স্নান করিয়া একপ্রস্থ ধোপদস্ত উর্দ্দি পরিয়া আসিত। সেই-অবধি সমগ্র জগতের লোকে এই সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে যে, যুদ্ধকালে কেবল শত্রুর সঙ্গে নয়, রোগের সঙ্গেও যুদ্ধের পূর্ব্বায়োজন করা সবিশেষ আবশ্যক।

যুদ্ধের কথা উঠিলেই ক্ষতের কথা উঠে। কিন্তু মনুষ্যদেহের অতি সামান্য ভগ্নাংশিক ক্ষতই যুদ্ধজাত। উন্মুক্ত ক্ষতের মধ্য দিয়া

রোগাণুদিগের নরদেহে প্রবেশের বড়ই সুবিধা ঘটিয়া থাকে। সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার লিষ্টারের দ্বারা লোকদিগের চক্ষুরুন্মীলিত হইবার পূর্ব্বে তাহাদিগের ক্ষতগুলি প্রায়ই "বিসাইয়া" যাইত, তাহার ফলে ক্ষতের হাতহইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য লোকদিগকে হাতটা, পাট তাহাকে বলি দিতে হইত। লিষ্টার বিষবারণ দ্রাবকাদির অর্থ কত, তাহা চিকিৎসা-জগৎকে জানাইয়া জগতের মহোপকার করিয়া গিয়াছেন। এখনকার অস্ত্র-চিকিৎসকেরা লিষ্টারের অপেক্ষাও সতর্কতা-অবলম্বন করিয়া থাকেন। কারণ তাঁহারা এমন সমস্ত অস্ত্র-প্রয়োগ ও বস্ত্র-ব্যবহার করিয়া থাকেন, যৎসমুদয়ে অণুমাত্র ময়লা থাকে না। তাঁহারা যে সমস্ত অস্ত্র-প্রয়োগ করেন, প্রয়োগের পূর্ব্বে তৎসমুদয়কে তাঁহারা নিখুঁতভাবে দ্রাবক-শোধিত (sterilize) করিয়া লন। রবারের যে দস্তানা পরিয়া তাঁহারা রোগীর শরীরমধ্যে হস্ত প্রবিষ্ট করান, তাহাও উত্তমরূপে দ্রাবকশোধিত থাকে। ইহার ফলে বিশবৎসরপূর্ব্বে যেপ্রকার অস্ত্র-চিকিৎসা লোকের কল্পনাতীত ছিল, এখন সেই-প্রকার অস্ত্র-চিকিৎসা সচরাচর করা হইতেছে।

অনেকের এই ধারণা যে, স্থানীয় স্বাস্থ্য-বিধান ও শারীরিক স্বাস্থ্যসাধন, স্বাস্থ্যকর্ত্তৃপক্ষ ও চিকিৎসকগণেরই কার্য্য, সাধারণ লোকের নহে। এই ধারণায় ঈশ্বরের প্রজাব্রজের মহানিষ্ট সাধিত হইতেছে। ঐ উভয় কার্য্যই আবাল-বৃদ্ধবনিতানির্ব্বিশেষে সকলেরই কার্য্য। প্রত্যেকেরই স্বীয় শরীরটি ও শরীর-স্থাপন-স্থানটিকে সুনির্ম্মল ও সুচিক্কণ রাখা কর্ত্তব্য। মানুষমাত্রেই মানুষের প্রতিবেশী। নিজের ও প্রতিবেশীর অকালমৃত্যু-নিবারণার্থে মানুষমাত্রেরই চুল, নাক, কাণ, মুখ, নখ প্রভৃতি যেমন, গৃহ, অঙ্গন, আসবাব প্রভৃতি তেমনই সুপরিষ্কৃত রাখা কর্ত্তব্য।

সমর-ঋণ-সভা।

কোন কৃষক যদি মনে করে যে, আমি তো সহরথেকে অনেক দূরে থাকি, আর আমার প্রতিবেশীর বাড়ী আমার বাড়ীথেকে আধ-ক্রোশ তফাতে, এ ক্ষেত্রে আমি যদি ময়লা থাকি তো সে আমারই ক্ষতি, আমার প্রতিবেশী বা আমার সুসভ্য সহরবাসীর তাহাতে ক্ষতি নাই, তাহা হইলে সে বড় ভুল ধারণা করে। তুমি যে দুধ, যে সমস্ত শাকসব্জী নিত্য নিত্য সহরে পাঠাও, তাহারা রোগাণু বহিতে খুব মজবুত। ফলে তুমি তেপান্তর মাঠে থাকিয়া অপরিষ্কৃত হইলেও তোমারই দোষে অনেকে রোগের রোষে পড়ে।

পরিষ্কার সকলকেই থাকিতে হয়। গোয়ালা যদি তাহার দুধের ভাঁড় পরিষ্কার না রাখে, ধোপা যদি পরিষ্কার জলে কাপড় না কাচে, পাঠশালার পড়ুয়া যদি যাহার-তাহার পেন্সিল লইয়া মুখে দেয়, প্রত্যেক মানুষই যদি উচ্ছিষ্ট-বিচার না করে, তবে তাহারা যে তন্দ্রিত-বিবেক ব্যক্তি, ইহা আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি। একজনের আর একজনের কাপড় পরা, একজনের অন্যজনের গামোছা-ব্যবহার, ইত্যাদি অস্বাস্থ্যজনক। যেখানে-সেখানে থুথু-ফেলা, নাকঝাড়া, অপরের খুব সন্নিকটে থাকিয়া কাসা, কাহারও গায়ের উপর হাঁচিয়া দেওয়া, কাহারও মুখের উপর হাইতোলা—এসকল কেবলই বর্ব্বরতা নহে, স্বাস্থ্যহানিকরও বটে।

উপসংহারে বলি, এখন মনুষ্যের সুপ্ত স্বাস্থ্য-সংবেদকে প্রবুদ্ধ হইতে হইবে। বিজ্ঞানের উন্নতির মানে বিশদ জ্ঞানের উন্নতি। সেই উন্নতি যদি আমাদের নিদ্রিত বিবেককে সকল দিক্‌হইতেই না জাগাইতে পারে, তবে তাহাকে উন্নতি বলিতে আমাদের মন সরিবে কেন?

রণ-কাহিনী

[আচার্য্য ললিতলোচন দত্ত-সংগৃহীত]

বর্ত্তমান সমরে একটি যুদ্ধের পর ফরাসী লেফ্‌টেন্যাণ্ট্ ফেবার রণক্ষেত্রে আহত হইয়া পড়িয়াছিলেন। রজনীতে কতিপয় জর্ম্মাণ-সৈনিক মৃত সৈন্যগণের মূল্যবান্ বস্তুসকল চুরী করিতে আসিয়াছিল। তন্মধ্যে একজন বুঝিতে পারিল যে, লেঃ ফেবার মরেন নাই। তখন সে সেই নিরুপায় সেনানীর বক্ষে বন্দুকের কিরীচ বিদ্ধ করিয়া চলিয়া গেল। কি কাপুরুষতা!

লেঃ ফেবার কিন্তু মরিলেন না। তাঁহার নিজদলের কতিপয় সৈনিক তাঁহার সন্ধানে আসিয়া তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া গেল। ক্রমে তিনি সুস্থ হইয়া আপন কার্য্য করিতেছিলেন। একদিন তিনি এক-দল জর্ম্মাণ বন্দীর ভিতর একটি লোককে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন, তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি কি কখন অমুক সময়ে অমুক স্থানে মৃত সৈন্যদিগের মূল্যবান্ দ্রব্য-হরণ করিতে গিয়া একজন আহত সেনানীকে বন্দুকের কিরীচদ্বারা আঘাত করিয়াছিলে?"

"বোধ হয়।"

ইহাতে লেঃ ফেবার আর স্থির থাকিতে না পারিয়া তাহাকে "খুনে" ইত্যাদি বলিতে বলিতে এক দেওয়ালে ঠাসিয়া ধরিলেন, কহিলেন, "আমিই সেই সেনানী, এখন আমিই তোকে হত্যা করিয়া সেই কাপুরুষতার প্রতিশোধ লইব।"

সকলে বলিতে লাগিল, উহাকে গুলী করিয়া মারুন। লেঃ ফেবার বন্দুকের ঘোড়ায় অঙ্গুলি দিলেন। তাহার পর বন্দুক-ত্যাগ করিয়া ঘৃণার সহিত বলিলেন, "উঠে দাঁড়া, আমি তোকে মারিব না, তোকে হত্যা করিলে পাপ নাই, কিন্তু আমি একজন ফরাসী সেনানী, জল্লাদ নই।"

মাণিক-যোড়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকার বি-এ-সংকলিত]

সে বলিতে যাইতেছিল, "এর চেয়ে বরং যদি দিদি আর বীণাদের সঙ্গে ব'সে প'ড়তুম, তা' হ'লে, বোধ হয়, ভাল হ'ত," কিন্তু সে কিছুতেই নিজেকে ধরা দিল না, তাই চুপ করিয়া গেল। তাহার পর সে আপন মনে রান্নাঘরের দালানে পা ঝুলাইয়া নাড়িতে নাড়িতে কহিয়া যাইতে লাগিল—

"বাবা, সকালবেলায় বড়র্ বড়র্ ক'রে প'ড়তে হয় নি, বেঁচে গিয়েছি। কেবল পড় আর পড়—একটু গল্প ক'রতে দেবে না! কেবল দীর্-ঘো-উ—দয়ে—ধয়ে—ব—ফলা—রেফ্—উর্দ্ধ, ময়ে দীর-ঘো-উ—দয়ে—ধয়ে—ব—ফলা—রেফ্—আ—কার—মূর্দ্ধা, বয়-হ-স্য-ই—মো—ধ্যো—স্য—স্য—মো—ধ্যো—ন্যয়ে—ন্যয়ে—বিষণ্ণ, এই সব কর! ঠিক যেন টিয়া-পাখী প'ড়্চে! বেশ সকালবেলা কেমন খেলা ক'র্‌চি, আমোদ ক'র্‌চি—!"

পাচিকা হাস্য করিল। সে কহিল, "যা'ক্, তা' হ'লে তুমি সুখী হ'য়েছ, না? আর কিছু হ'ক আর না হ'ক নিজের মতলব্ মত চ'ল্‌তে পেয়েছ তো বটে! তুমি খুব সৌভাগ্যবান্!"

মণু বিষণ্ণ নয়নে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। তখন তাহার মনে মনে এই দুরূহ প্রশ্নের উদয় হইতেছিল, এইবার সে কি করিবে, এবং কিসে আপনাকে ব্যাপৃত রাখিবে। কিছুই তাহার মনে আসিল না—সে জড়ের মত সেই দালানের গায়ে পা দোলাইতে দোলাইতে জুতার ঠোক্কর মারিতে লাগিল।

পাচিকা গম্ভীরস্বরেই কহিল, "মণুবাবু সিমেণ্টের গায়ে ওরকম করে জুতো ঠুকো না—নতুন সিমেণ্ট ফেটে যা'বে!"

মণু পা-দোলান বন্ধ করিল। পাচিকা কিরূপ একরূপ হাসিয়া কহিল, "মণুবাবু, তোমার খেলার ঘর ক'র্‌বার ইটগুলো নিয়ে খেলা ক'র্‌বে?"

"না, আমি খে'ল্‌ব না!"

"সে কি? আমি ভেবেছিলুম, ব'সে ব'সে পড়াশুনো করার চেয়ে খেলা ক'রতেই তুমি বেশী ভালবাস, তুমি খে'ল্‌বে না, এ কি কথা ব'ল্‌ছ?"

"খে'ল্‌ব না তো কি?"—বলিয়া সে ঘরে গিয়া টেবিলের উপর সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইট সাজাইয়া ঘর-খিলান গাঁথিতে লাগিল। কিন্তু খেলায়ও মনোযোগের দরকার। আজ তাহা তাহার ছিল না—একসময়ে সমস্ত ঘর 'হুড়্-হুড়্-হুড়্-হুড়্' করিয়া টেবিলের উপর ছড়াইয়া পড়িল! সে বিরক্ত হইয়া কহিয়া উঠিল, "লক্ষ্মীছাড়া ইটগুলো!"

সে আরও বেশী বিরক্তির সহিত বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। ঠিক সেই সময়ে পাঠাভ্যাস-ঘরহইতে পড়া সাঙ্গ করিয়া অপর সকলে নাচিতে নাচিতে, হাসিতে হাসিতে ও গল্প করিতে করিতে বাহির হইয়া আসিল। টুনু মহাস্ফূর্ত্তিতে ছিল, সে তাহার পুস্তকে 'ইঁদুরের দয়া'-সম্বন্ধে একটি নূতন গল্প পড়িয়াছে—আজ আর তাহার 'দীরঘোউ

দয়ে ধরে—ইত্যাদি করিতে হয় নাই। সে বলিতেছিল, নূতন নূতন গল্প-পাঠ করা খেলার সমানই আনন্দজনক। আজ সে ভাল পড়া বলিতে পারিয়াছিল বলিয়া সরসী তাহাকে একটি খুব বড় মিঠিদানা-উপহার দিয়াছিল—ছেলেরা সকলেই কিছু-না-কিছু খাবার-উপহার পাইয়াছিল, এমন কি, মণুর দিদিও

মণু কিছুই পায় নাই। সে আজ ভাল ছেলে হয় নাই; সে এই সব ভাবিয়া অনুতপ্ত হইয়া পড়িল, কিন্তু সে কথা কাহারও কাছে প্রকাশ করিবে, এত দুর্ব্বল সে ছিল না। সে ভাবগতিকে তাহাদের এই বুঝাইবার চেষ্টা করিল যে, সেও সমস্ত সকালটা খুবই আনন্দে কাটাইয়াছে, কিন্তু মূলতঃ ইহা যথার্থ নয় এক মুহূর্ত্তও সে প্রকৃত স্ফূর্ত্তি পায় নাই।

সেইদিন সন্ধ্যায় বেড়াইতে যাইবার সময় মণুও অন্যদিনের মত গেল। সরসী তাহার সহিত খুব সদয় ও সস্নেহ-ব্যবহার করিল। একসময় মণু সকলকে অতিক্রম করিয়া ছুটিয়া-আসিয়া সরসীর অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হইল এবং সহসা তাহার হাতের মধ্যে নিজের হাত ভরিয়া দিল। তাহার এই ভয় ছিল না যে, সরসী পদ্মমুখীর মত তাহার হাতে কালশিরা পড়াইয়া দিবে, কিন্তু আজ তাহার মাঝে মাঝে এই ইচ্ছা হইতেছিল, যেন সরসী সেইরূপেই তাহার হাত টিপিয়া ধরে! কেন, তাহা সে বুঝিল না।

সে কিন্তু যাহা আশা করিতেছিল, তাহাই পাইল। সরসী তাহার দিকে চাহিয়া হাসিয়া কথাবার্ত্তা বেশ সহজভাবেই কহিয়া যাইতে লাগিল, যেন সেইদিনই সকালে তাহাদের মধ্যে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নাই! মণুও গল্ গল্ করিয়া অজস্র অবান্তর কথা বকিয়া যাইতে লাগিল—তাহার ভিতরে ভিতরে এই কথাটা বাহির হইবার জন্য আকুলিবিকুলি করিতেছিল যে, "সরসীদিদি, লক্ষ্মীটি, আমি আর ওরকম ক'রব না। আমি যা' ব'লেছি, তা' ব'লতে চাই নি, মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে! আমি আর কক্‌খনো তোমার অবাধ্য হ'ব না—কাল আমায় প'ড়তে দেবে?"

তারহীন বার্ত্তাবহ-স্তম্ভ।

কিন্তু এই সহজ, সরল কথাগুলি তাহার গলায় আট্‌কাইয়া গেল। তাহার সহস্র চেষ্টাতেও তাহা প্রকাশ করা অসম্ভব হইল। সে চুপ করিয়াই রহিল।

সেই রাত্রিতে বিছানায় শুইবার সময় সে মিণুর কানের উপর মুখ রাখিয়া চুপি চুপি অতি কাতরভাবে বলিল, "দিদি-ভাই, আমি ঐদিকে শোব!"

"না, না, আমি ওদিকে শু'তে পা'রব না, শু'লে আমার ঘুম হ'বে না!"

মণু আর কিছু বলিল না। সে শুইয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া করুণভাবে কাঁদিতে লাগিল। সে এইরূপভাবেই কাঁদিতেছিল, এমন সময় তাহার ক্রন্দনধ্বনিতে মিণুর ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে উঠিয়া দেখিল, মণু তখনও অবিশ্রান্ত কাঁদিতেছে। মণু তাহাকে কি বলিয়াছিল, সে কথায় সে কাণই দেয় নাই। তাই সে সবিস্ময়ে কহিল, "একি, মণু, সোণামণি, কাঁ'দ্‌ছ কেন—কি হয়েছে?"

মণু মিনতির স্বরে কহিল, "তোমার পায়ে পড়ি, দিদিভাই, আমায় ওদিকে শু'তে দাও। আমি আজ সকালে বাঁ-পাশে উঠেছিলুম ব'লে আমার সারাদিনটাই খারাপ গিয়েছে। আমি কাল ডা'ন-পাশে উ'ঠ্‌তে চাই, তা' হ'লে ভাল দিন পা'ব। দিদিভাই, আমি তোমার ঘাড়ে পা তুলে দোবো না—লক্ষ্মীটি!"

"এইজন্যে কাঁ'দ্‌ছিস্? তা' এতক্ষণ বলিস্ নি কেন? আয় এদিকে।"

তাহারা স্থান-পরিবর্ত্তন করিল। তাহার পর পরস্পর পরস্পরকে চুম্বন করিল এবং শীঘ্রই নিদ্রার কোলে ঢলিয়া পড়িল।

পরদিন মণু মিণুর অপেক্ষা আগেই শয্যাত্যাগ করিল। তাহার মুখ তখন আনন্দোদ্ভাসিত, চক্ষুযুগল প্রোজ্জ্বল, গণ্ডদ্বয় রক্তবর্ণ, ওষ্ঠাধরে হাস্য আঁকা এবং তাহার সাদা মুক্তার মত ছোট্ট ছোট্ট দাঁতগুলি আলোকে ঝকিতেছিল! সে জামা গায়ে দিয়া, মুখ-হাত ধৌত করিয়া গম্ভীরভাবে সরসীর শয়ন-কক্ষের বাহিরে যেন একটি নবনিযুক্ত সৈনিকের মত গিয়া দণ্ডায়মান হইল। যে মুহূর্ত্তে সরসী বস্ত্রাদি-পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক বাহিরে আসিল, সেই মুহূর্ত্তেই মণু সুন্দরবনের ব্যাঘ্রের মত তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, এবং তাহাকে প্রস্তুত হইবার অবসর না দিয়াই গাছ বাওয়ার মত করিয়া বাহিয়া একেবারে তাহার কোলে চড়িয়া বসিল। বসিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার গলা দুইহাতে বেষ্টন করিয়া ধরিল। তাহার ধরা এত জোরে হইয়াছিল যে, সরসীর মনে হইল, তাহার বুঝি বা

দমবন্ধ হইয়া যায়! কিন্তু সে একটি আঙুল নাড়িয়াও মনুর উৎসাহে বাধা দিল না। তাহার উদার হৃদয়ে শিশুজাতির উপর একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল। তাই সে দৃঢ়ভাবে নীরবে সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল।

মণ্ তাহার গলা জড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "লক্ষ্মীটি, সরসীদিদি, আমি ভাল ভাল বই বাবাকে, মাকে শোনা'তে চাই; তুমি আমায় শিখিয়ে দিও। আমি আর তোমার অবাধ্য হ'ব না, রোজ প'ড়্‌তে যা'ব। আমি আজ ডা'ন-পাশ ফিরে উঠেছি!"

সরসী কি তাহাকে তিরস্কার করিল? না, সে বরং তাহার গালে একটি সস্নেহ-চুম্বন করিয়া কহিল, "মণ্, আমি ঠিক জা'ন্‌তুম, তোমার মত বদ্‌লা'বে। যা'ই হ'ক, এখনথেকে আর ওরকম চটে যা'তে না চাও, সে সম্বন্ধে সতর্ক থেক।"

"হাঁ, আর কক্ষনো আমি চটে যা'ব না! এখানে যদি আমাদের সুশীলা-দিদি থা'ক্‌ত আর তেঁত গুঁড়ো আ'নবার কথা ব'ল্‌ত, তা' হ'লে কাল অতক্ষণ আমার রাগ থা'ক্‌ত না, তক্ষুনি প'ড়ে যেতো! কাল সে ছিল না, ভালই হ'য়েছে। আমি তেঁত গুঁড়ো মোটেই ভালবাসি নে!"

সরসী হাসিয়া কহিল, "কাল তোমার ভাবগতিক দেখে মনে হ'চ্ছিল যে, তেঁত গুঁড়ো দরকার হ'য়ে প'ড়েছে!"

"আমার 'দরকার' হয় নি—আমি তা' খেতে মোটেই ভালবাসি নে!"

মণ্ 'দরকার'-কথাটা প্রায় উচ্চস্বরেই কহিয়া উঠিল।

"আমি আজ খুব ভালর চেয়েও আরও বেশী ভাল হ'ব, তা' হ'লে কালকেকার দোষ কেটে যা'বে।"

সত্যই সে তাহাই করিল। সেদিন সকালহইতে স্লেটের উপর সরু মুখের পেন্সিল্ ঘসিয়া সে তীক্ষ্ণ আওয়াজ করিল না; কিম্বা স্লেট-মোছা সিক্ত স্পঞ্জ তাহার দিদির অজ্ঞাতসারে তাহার জামার মধ্যে ভরিয়া নিংড়াইও দিল না; কিম্বা অপর কোন দুষ্টামিও করিল না! বক্ বক্ করিয়া অনর্গল বাজে বকিলও না! সে অত্যন্ত মনোযোগ ও পরিশ্রমের সহিত তাহার কর্ত্তব্য করিতে লাগিল। সে তাহার সুমতির জন্য মিঠিদানা প্রত্যাশা ক'রে নাই এবং পায়ও নাই। সুধু সে এইটুকু প্রত্যাশা করিতেছিল যে, হয় তো সরসী পড়া লইয়া তাহাকে "লক্ষ্মী ছেলে, সোণা ছেলে" বলিবে! এবং তাহার দুই চক্ষুর মধ্যবর্ত্তী স্থানে তাহাকে আদর করিয়া চুম্বন করিবে! সরসী তাহার প্রত্যাশা পূর্ণ করিয়াছিল। তাহাতেই মণ্ সম্পূর্ণ তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছিল, কারণ সে সরসীকে প্রকৃতই ভালবাসিত।

সেই রাত্রিতে খাইতে বসিয়া মৃত্যুঞ্জয়বাবুর বাড়ীর লোকে যখন তাহার দিকে চাহিল, তখন সে পূর্ব্বরাত্রির মত লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইল না! সে পূর্ণ সাহসে সোজাসুজি মৃত্যুঞ্জয়-বাবুর চক্ষুর প্রতি চক্ষু ন্যস্ত করিতে দ্বিধামাত্র করিল না! সেদিন তাহার গণ্ডযুগল আরক্ত হইয়া উঠিল না এবং ওষ্ঠদ্বয়ও কম্পিত হইল না!

মৃত্যুঞ্জয়-বাবু তাহার ভাবগতিক দেখিয়া হাসিয়া কহিলেন, "আজ মণু-বাবু কাল্‌কেকার মত ভীমরুলচাকমুখো নয়, দে'খ্‌'চি! আজ আমাদের সেই পুরোণো ফুর্ত্তিবাজ মণ্!"

মণ্ আনন্দিত হইয়া কহিল, "আজ আমার মোটে রাগ হয় নি, 'হাণ্ডিরাসান'-বাবু! আমি আজ দু'টো নতুন গল্প প'ড়েছি!"

এই বলিয়া সে সরসীর দিকে চাহিল, সে হাসিয়া তাহার দিকে চাহিল।

"আবার একটা পদ্যও শিখেছি—সব এখন মনে নেই, কাল আবার মুখস্ত ক'র্‌ব।"

মিণ্ কহিল, "আজ বিছানায় শুয়ে ঘুমোবার আগে আমায় পদ্যটি শোনা'বে।"

"আচ্ছা, শো'নবার ইচ্ছে হয় তো ব'ল্‌ব, কিন্তু বিছানায় বুঝি পদ্য ব'ল্‌বার জায়গা? বিছানা তো শোবার জন্যে—!"

রাত্রিতে কিন্তু মিণ্ যখন কবিতাটি শুনিতে চাহিল, তখন মণ্ কহিল যে, সেইদিন সকালে ডা'নপাশে ওঠায় তাহার দিন ভাল গিয়াছে, কাজেই দুষ্টামি করিবার তাহার কোন ওজর ছিল না; অতএব সে বলিবে।

তাহার পর প্রায় এক সপ্তাহ সে কোনরূপ দুষ্টামি করিল না। তাহার পর সে তাহার প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া গেল, তাই শিশু ও দুর্ব্বল মণ্ পুনরায় দুষ্টামি করিল। তাহার ঠাণ্ডা লাগিয়াছিল—তাই অপরদের সঙ্গে বেড়াইতে যাইবার আদেশ না পাইয়া সে বিচলিত হইয়া গেল। সে একাকী বসিয়া আছে দেখিয়া গল্প করিবে বলিয়া পাচিকা তাহাকে পাকগৃহে ডাকিল। সে তৎক্ষণাৎ গেল। গিয়া বসিয়া বলিল, "ঠাণ্ডা লেগে ভালই হ'য়েছে—আমি কেমন রান্না দে'খ্‌ব!"

পাচিকা তখন সংসারের মাসিক খরচের জন্য আমের মোরব্বা করিতেছিল। মণ্ যেখানটায় বসিয়াছিল, সেইখানে তাহার ঠিক সম্মুখেই সে একটা বড় গাম্‌লায় সমস্ত মোরব্বা ঢালিয়া ঠাণ্ডা করিতে দিয়াছিল। তাহার কিছু লইয়া সে মণুকে আস্বাদন করিতে দিয়াছিল। সেবার মোরব্বা এত সুন্দর হইয়াছিল যে, মণ্ সেরকম সুন্দর মোরব্বা জীবনে কখনও খায় নাই! সে কি মিষ্ট, কেমন তাহার সুগন্ধ, কেমন সুন্দর সোণালী বর্ণ!

উপরহইতে কে ডাকিতেছে পাচিকা শুনিতে গেল। সেখানে কথাবার্ত্তায় তাহার অনেক দেরী হইয়া গেল। বিশেষ উনানে কিছু চড়ান ছিল না বলিয়া সে নিশ্চিন্ত মনে গল্পে মাতিয়া গিয়াছিল। মণ্ সতৃষ্ণনয়নে মোরব্বার গামলার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর তাহার জিহ্বায় জল আসিল। কি করিতেছে, তাহা জানিতে পারিবার পূর্ব্বেই সে একটি চামচ তুলিয়া লইল। তাহার পর আশে পাশে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কেহ নিকটে আছে কি না, এবং মনোযোগ দিয়া কাণ পাতিয়া শুনিল, কাহারও পদশব্দ শুনা যাইতেছে কি না! কোন আশঙ্কার কারণই সে দেখিতে পাইল না, সে অঞ্চলে তখন জনপ্রাণীও নাই। তখন সে

চামচদ্বারা একখানি আম তুলিয়া মুখে দিল। গন্ধে ও মিষ্টত্বে তাহার প্রাণ মস্‌গুল্‌ হইয়া গেল। তাহার পর সে আর একখানি আম তুলিয়া লইল, সেখানি শেষ হইলে, আরও একখানি—এমনি করিয়া দশটি মোরব্বা শেষ করিলে পর, তাহার যেন চৈতন্য হইল!

তখন সে মোরব্বার পাত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিল, এবং বুঝিল সে কতখানি দুষ্ট ও খারাপ ছেলে হইয়াছে। চোকের পলকে লম্ফ দিয়া সে পাক-গৃহ-পরিত্যাগ করিল। সে মনে মনে অত্যন্ত লজ্জিত ও শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছিল। সে মনে মনে স্থির করিল, তাহাকে লুকাইতে হইবে! কিন্তু কোথায় এমন নিরাপদ্ স্থান আছে, যেখানে সে নিরুদ্বেগে লুকাইয়া বসিয়া থাকিতে পারে? সহসা তাহার মনে পড়িল, সেই বাড়ীর ত্রিতলের উঠিবার সিঁড়ির উপর একটি বৃহৎ কেরোসিনের সিন্ধুক আছে।

তাহার ডালাটি ভাঙা। মাত্র কাল সে ঐ বাক্সটির সন্ধান পাইয়াছে! কালই টুণুর সহিত লুকাচুরি খেলিবার সময় সে ঐ স্থানে লুকাইয়াছিল। সে তাই সেই মুহূর্ত্তেই ছুটিয়া ত্রিতলে উঠিয়া পড়িল এবং সেই বাক্সের মধ্যে লুকাইল। বাক্সটি সিঁড়ির একটি জানালার গায়ে ঠেকান ছিল। বাক্সের আড়ালে বসিয়া মণু জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল—স্থানটি নেহাইৎ অস্বাচ্ছন্দ্যকর বলিয়া মনে হইল না! এইভাবে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেই স্থানেই কুব্জাভাবে বসিয়া কাটাইয়া দিতে লাগিল।

পাচিকা শীঘ্রই পাকগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। সে আসিয়াই বুঝিল, ব্যাপার কি এবং মণু হঠাৎ কেন পলাইয়াছে! তাহার বড় সরল ও স্নেহশীল মন ছিল, তাই এই ব্যাপার লইয়া মণুকে টানাটানি করিয়া কোন গোলমাল বাধাইবার ইচ্ছা করিল না। সে ভাবিয়া রাখিল, মণুকে একলা ডাকিয়া, বকিয়া ও উপদেশ দিয়া বুঝাইয়া দিবে যে, ঐভাবে চুরী করা তাহার পক্ষে কত দূর দোষের ও অন্যায় কাজ হইয়াছে! কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই মণুর নৈতিক উন্নতি-সাধন করিবার তাহার আগ্রহ ছিল না, কারণ তখনও রান্নার অনেক বাকী পড়িয়া ছিল।

তাহার পর পাচিকার রন্ধনাদি-সমাপন করিতে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। তাহার পাককার্য্য-শেষ হইবার পূর্ব্বে বীণা মণুকে খুঁজিতে আসিল। তাহারা বেড়াইয়া আসিয়া পড়িতে বসিবে বলিয়া অপেক্ষা করিয়া আছে অথচ মণুর দেখা নাই! উপরে অপর ছেলেরা ও সরসীও মণুর অপেক্ষায় বসিয়া আছে। সে কোথায়?

সকলে মিলিয়া মণুকে খুঁজিতে লাগিল। ঘর পাতি পাতি করিয়া খুঁজিয়া অবশেষে তাহারা বাগানে ও আশে পাশে খুঁজিতে লাগিল। মণু যে সিন্ধুকের আড়ালে ছিল, তাহারই পাশ দিয়া কথা কহিতে কহিতে সকলে এদিক্-ওদিক্ খুঁজিতে লাগিল। সে তাড়াতাড়ি সেই বাক্সের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া শুইয়া পড়িল। তাহারা কেহই তাহাকে দেখিতে পাইল না।

তাহারা চলিয়া গেলে, মণু ভাবিয়া দেখিল যে, কয়েকদিন আগে টুণু একবার কি একটা দুষ্টামি করায় মাষ্টার তাহাকে সন্ধ্যা হইতে না হইতেই বিছানায় বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। সেও আজ দুষ্টামি করিয়াছে, অতএব তাহারও উপর অবশ্যই ঐ শাস্তি-বিধান হইবে। তাহাই তো হওয়া উচিত—সেই বা অন্য কোনরূপ শাস্তি পাইবে কেন? কিন্তু বিছানায় বন্ধ হইয়া থাকা কতখানি লজ্জা ও অপমানের কথা! বিশেষতঃ তাহার ন্যায় অত বড় ছেলের পক্ষে? মণু লজ্জায় যেন মরিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু এই সিন্ধুকের মধ্যেও সে আর অধিকক্ষণ এইভাবে বসিয়া থাকিতে পারে না! তখন অন্ধকার বেশ ঘনাইয়া আসিয়াছে, উপরন্তু উত্তরমুখী জানালাদিয়া হুহু করিয়া তুহিন-শীতল বায়ু বহিয়া তাহার অস্থিমজ্জার অভ্যন্তরেও যেন শীত-সঞ্চার করিয়া দিতেছে! তাহার দাঁতে দাঁতে লাগিয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া শব্দহইতেই লাগিল! যদি অপর কাহারও দ্বারা বিছানায় জোর করিয়া শোওয়ান সে এতটা লজ্জাকর ও অসম্মানজনক মনে করে, তাহা হইলে তাহাকে নিজেই অগত্যা আপনাহইতেই শয্যা-আশ্রয় করিতে হইবে, তাহা-ছাড়া আর উপায় নাই!

উক্তরূপ ভাবিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না হইতে সে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং অন্ধকারের আশ্রয়ে হামাগুড়ি দিয়া নিঃশব্দে অথচ দ্রুতপদ-সঞ্চারে সিন্ধুকের আড়ালহইতে বাহির হইয়া সরাসর তাহাদের শয়নকক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তন্মুহূর্ত্তেই লেপ মাথার উপর টানিয়া, সর্ব্বাঙ্গ মুড়ি দিয়া বিছানায় যাইয়া পড়িল। এক ঘণ্টা পরে সরসী কি কাজে সেই ঘরে আসিয়া তাহার সন্ধান পাইল। সকলেই তখন মণুর সন্ধানে ব্যতিব্যস্ত হইয়া ঘুরিতেছে, এমন সময় চাপা কণ্ঠে ক্রন্দনের ধ্বনি শুনিয়া সরসী মণুকে আবিষ্কার করিয়া ফেলিল।

সে সেই অন্ধকারময় কক্ষে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালিয়া দিল, তাহার তীব্র আলোক তৈল, চিনির রস, ও অশ্রুজল-মাখা একখানি গোলগাল মুখের উপর গিয়া পড়িল! বিছানার চাদরে আচারের রস অনেক স্থলেই লাগিয়াছিল, এবং যে ছোট্ট ছোট্ট অঙ্গুলিগুলি চোখের উপর চাপা দিয়া মণু শুইয়া ছিল, সেগুলিতেও মোরব্বার দাগ তখনও মিলায় নাই! সরসী তাহাকে টানিয়া তুলিল। সে মণুকে কি বলিল? তাহা সে ও মণুই জানে, সেটি মণুর অতি সুগোপন কথা, কাহাকেও সে সে কথা বলে নাই, এক মিণুকে ছাড়া! সরসী অতি মৃদুস্বরে কি বলিতে লাগিল। বাহিরে ছেলেরা দাঁড়াইয়া ছিল, কৌতুহলাবিষ্ট হইলেও, তাহারা তাহাদের মাষ্টারের কণ্ঠের একটা গুঞ্জন-ধ্বনিমাত্রই শুনিল, কোন কথাই ধরিতে পারিল না!

(ক্রমশঃ)

মাসের পয়লা

[শ্রীমান্ শরদিন্দু বসু-লিখিত]

১

আমার বাড়ী চন্দননগরে। আজ পনর-বৎসর ধরিয়া কলিকাতার এক আফিসে চাকরী করিতেছি। পঁচিশ-বৎসর-বয়সের সময় আমি এই আফিসে ১৫৲ টাকা বেতনে ঢুকিয়াছিলাম; এই আফিসেই সুদীর্ঘ পনর-বৎসর কাজ করিয়া চুল পাকাইলাম—এখন বেতন মাত্র ৬০৲ টাকা। যাহা হউক, রোজ ৮৷৷০র ট্রেণে কলিকাতায় আফিস করিতে যাই এবং সমস্ত দিন আফিস করিয়া বিকালের ট্রেণ ধরিয়া বাড়ী ফিরিয়া যাই। এইভাবেই আমার দিন কাটিয়া যাইত।

একটা কথা এইখানে বলিয়া রাখি; আফিসের সাহেবেরা, আমাকে পুরাতন লোক মনে করিয়া, খুব মানিয়া চলিতেন। তাঁহাদের আমার উপর এ অনুগ্রহের কারন আরও একটি ছিল; তা' এই যে, পনর বৎসর চাকরীর মধ্যে একদিনও, আফিস কামাই করা ত দূরের কথা, "লেট"পর্য্যন্ত হই, নাই। আমাদের আফিসে একখানি খাতা ছিল, তাহাতে আমাদের সকল কেরাণীবাবুকে আফিসে পঁহুছিয়াই রোজ-সহি করিতে হইত। যেই দশটা বাজিত, অমনই যতগুলি সহি হইয়া গিয়াছে, তাহার পর, লাল কালি-দিয়া একটি মোটা লাইন টানিয়া দেওয়া হইত। সুতরাং যাঁহারা ১০টার পর আসিতেন, তাঁহাদের সেই লাইনের নীচে সহি করিতে হইত। বড়সাহেব তাঁহার অবসরমত এই খাতা দেখিয়া এই বাবুদের দেরী করিয়া আসার জন্য জবাব-তলব করিতেন। আমার নাম আজপর্য্যন্ত বরাবর লাইনের উপরে আছে, সুতরাং সাহেবদের মতে আমি আফিসের কেরাণী-বাবুদের আদর্শস্থানীয়; আমিও এজন্য কম গর্ব্ব-অনুভব করিতাম না। প্রাণপণে এই চেষ্টাই করিতাম যে, কখনও যেন "লেট" না হই।

সে দিন বুধবার, বেলা আন্দাজ তিনটার সময় আফিসে বসিয়াই আমার কলিকাতাস্থ বন্ধু রমেশের নিমন্ত্রণ-পত্র পাইলাম; সেই দিনই সন্ধ্যা নয়টার সময় আমায় যাইতে হইবে। সুতরাং সেদিন আর সন্ধ্যার ট্রেণে বাড়ী না গিয়া নিমন্ত্রণ-রক্ষা করিতে গেলাম। খাওয়া-দাওয়া সারিতে রাত্রি ১১টা বাজিয়া গেল। ১২৷৹টার ট্রেণে বাড়ী ফিরিলাম। কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া শুইতে ১টা বাজিয়া গেল।

আকাশ-যানারোহণের আয়োজন।

২

পরদিন যখন ঘুম ভাঙিল, গতরাত্রির নিমন্ত্রণের কথা মনে পড়িতে লাগিল; ভাবিতে লাগিলাম, "রমেশ কাল বেশ খাওয়ালে! পাঁঠাটা বড় সুন্দর হইয়াছিল। পোলাওটাও মন্দ হয় নাই। আর মাছের—আঁ! আটটা বা'জল নাকি!" তাড়াতাড়ি উঠিয়া টেবিলহইতে পনের-বৎসরের পুরাতন পকেট-ঘড়ীটি তুলিয়া দেখিলাম, সত্যই ৮টা বাজিয়াছে।

"সর্ব্বনাশ! রোজ এতক্ষণ যে, চান্‌টান্ হ'য়ে যায়। আমাকে আবার ৮-৩৪ মিনিটের ট্রেণে আফিস যেতে হ'বে। মুস্কিল ক'র্‌লে।"

মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিলাম যে, স্নানটি বাদ দিলে, সময়ে ট্রেণ ধরিলেও ধরিতে পারি।

তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্যাদি-সমাপন করিলাম। কাপড়-চোপড় পরিয়া কোনক্রমে চারিটি নাকে-মুখে গুঁজিয়াই উঠিয়া পড়িলাম। ঘড়ী খুলিয়া দেখিলাম, ৮টা বাজিয়া ২২ মিনিট। আর মাত্র ১২ মিনিট সময়। তখনই মুখে একটা পাণ পুরিয়া-দিয়া ষ্টেশনের দিকে ছুটিলাম। একে আমি মোটা মানুষ, তায় আবার তখনই আহারাদি হইয়াছে; ছুটিতে বড় কষ্ট হইতেছিল; কিন্তু "লেট" হইবার ভয়ে ছুটিলাম।

ষ্টেশন প্রায় আধ মাইল দূরে। ছুটিতে ছুটিতে প্রায় অর্দ্ধেক পথ আসিয়াছি, এমন সময়ে একটি জুতার ফিতা ছিঁড়িয়া জুতাটি পায়ে ঢল্ ঢল্ করিতে লাগিল। ফিতা বাঁধিতে দেড়মিনিট লাগিয়া গেল। অতি শীঘ্র ছিঁড়িয়া যাওয়ার জন্য ফিতা-প্রস্তুতকারীদের গালি দিতে দিতে আবার ছুটিলাম। ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী হইয়াছি, এমন সময়ে সজোরে বংশীধ্বনি করিয়া ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। প্লাটফর্মে ঢুকিয়াই দেখিলাম যে, গার্ডের গাড়ীখানি আমার সম্মুখ দিয়াই চলিয়া গেল।

৩

হতাশ হইয়া ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। মনে মনে সংকল্প করিলাম, রেলের কর্ত্তাদের কাছে রিপোর্ট করিব যে, "এখন-হইতে ৮-৩৪ ও ৯টার মধ্যে কলিকাতাগামী একখানি ট্রেণ আরও না দিলে যাত্রীদের বড়ই অসুবিধা হইবে।" ইত্যাদি। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে দেখিতে পাইলাম, একটা কালো কিছু যেন দূরে নড়িতেছে। ক্রমে ক্রমে দেখিলাম, সেখানি একখানি "মোটরকার"। আমার মাথায় এক ফন্দি আসিল। ভাবিলাম, "এই মোটরখানাতে চ'ড়ে যদি শেওড়াফুলিপর্য্যন্ত যেতে পারি ত সেখানথেকে ৯টার সময়ে একখানি কলিকাতাগামী ট্রেণ পাইতে কষ্ট হইবে না।" কারণ শেওড়াফুলি একটি জংশন ষ্টেশন এবং ইহাও আমার জানা ছিল যে, সেখানহইতে একখানি ট্রেণ ৯টার সময় কলিকাতায় যায়।

অতএব মোটরখানি আমার নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র চালককে ইঙ্গিতে গাড়ী থামাইতে বলিলাম। গাড়ী থামিলে, দেখিলাম যে, তাহার মধ্যে একজন ভদ্রলোক বসিয়া রহিয়াছেন। গাড়ীখানি খালি নয় দেখিয়া গোড়ায় দমিয়া গেলাম। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সাহস-সঞ্চয়পূর্ব্বক ভদ্রলোকটির দিকে ফিরিয়া অতি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আপনি কি শেওড়াফুলিপর্য্যন্ত যা'বেন?"

তিনি উত্তর করিলেন,—"আজ্ঞে, হাঁ, কিছু দূর আরও—"

আমি বাধা দিয়া বলিলাম,—"তা' হ'লে যদি অনুগ্রহ ক'রে আমাকেও শেওড়াফুলি পৌছে দেন—অবশ্য যদি আপনার আপত্তি না থাকে—সেখানথেকে ৯টার ট্রেণ ধ'রে ক'ল্‌কেতা যা'ব; এখানে গাড়ী 'ফেল' হ'য়ে গেছি কি না; যদি গাড়ীখানি আপনার বাড়ীর হয়, তা' হ'লে—" একনিশ্বাসে কথাগুলি বলিয়া ফেলিলাম।

"আসুন—চট্ ক'রে উঠে পড়ুন।"

"ধন্যবাদ"—বলিয়া মোটরে চড়িয়া বসিলাম। গাড়ী শেওড়াফুলির দিকে ছুটিল। আমিও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিলাম, তখনও যথেষ্ট সময়। বড় আরাম-অনুভব করিলাম। হিসাব করিলাম, "৯টার গাড়ী ধ'র্‌লে ৯-৩০এ হাওড়া। হাতে থাকে আধঘণ্টা— ওঃ, ঢের সময়!" এতক্ষণে বেশ ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া আমার কপালের ঘাম শুকাইয়া গিয়াছিল। দেখিতে দেখিতে আমরা শেওড়াফুলি-ষ্টেশনে আসিয়া পঁহুছিলাম। গাড়ী থামিলে, আমি নামিয়া-পড়িয়া ভদ্রলোকটিকে বহু ধন্যবাদ জানাইয়া বলিলাম, "আর আপনাকে কষ্ট দিব না। এবার ঠিক ট্রেণ ধ'রে নে'ব।"

ঘড়ী খুলিয়া দেখিলাম, তখন ৮-৫০। ধীরে সুস্থে একখানি খবরের কাগজ কিনিলাম। মনে হইল, "আমারও যদি একখানি মোটর থাকিত, তাহা হইলে বড় সুবিধা হইত।"

প্লাটফর্মে ঢুকিয়া কিছু বিস্মিত হইলাম। ট্রেণ আসিবার আর বিলম্ব নাই, অথচ কোথাও এতটুকুও জনতা নাই। একটি কুলির ছেলে ষ্টেশনের ল্যাম্প-পরিষ্কার করিতেছিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ওরে, গাড়ী আ'স্‌বার ত সময় হ'য়ে গেছে, ষ্টেশনে লোক-জন নেই কেন?"

বালক উত্তর করিল, "আজ্ঞে, কর্ত্তাবাবু, সে টেরেণখানি বন্ধ হ'য়ে গেছে।"

আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। মুখে বলিলাম, "বলিস্ কি রে?"

"আজ্ঞে, হাঁ।" সে ল্যাম্প ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিতে লাগিল, "বাবু, সে গাড়ীখানাকে আরও দু'-চার জায়গায় বেশী থা'ম্‌তে হয় ব'লে রোজ 'লেটে' যায় কিনা,—সেইজন্যে, বাবু, সেটা ৯টার জায়গায় ৯টা ২৫ মিনিটের সময় আ'স্‌বে আজ পয়লা কিনা!"

আমার সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া গেল। মনে মনে হিসাব করিলাম, "৯টা ২৫ মিনিটে এলে, হাবড়া পৌছতে ৯টা ৫৫। পাঁচ-মিনিটে ত আর আফিসে পৌছান যা'বে না! হায়, হায়, আজ আমার ভাগ্যে 'লেট' হওয়াই আছে। পনেরবৎসরের মধ্যে আজ আমায় প্রথম লাল লাইনের নীচে সই ক'র্‌তে হ'বে।" এইপ্রকার ভাবিতে ভাবিতে অধীরভাবে পাইচারী করিতে লাগিলাম। বন্ধু রমেশের উপর রাগ হইল। কেন সে নিমন্ত্রণ করিল? তাহার নিমন্ত্রণ-রক্ষা করিতে গিয়াই ত রাত্রিতে ফিরিতে দেরী হইয়াছিল। সেইজন্যই সকালেও দেরীতে ঘুম ভাঙিল; তাহাতেই ত আমার আজ এ দুর্গতি। দুঃখে আমার কান্না পাইতে লাগিল।

৪

যথাসময়ে ট্রেণ আসিল। আমি একটি খালি কামরা দেখিতে পাইয়া তাহাতেই উঠিয়া বসিলাম। ২।৪ মিনিট পরে বংশীধ্বনি করিয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

আমি প্রকৃতিস্থ হইয়া খবরের কাগজখানি খুলিয়া পড়িবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু পারিলাম না। যেদিকেই দৃষ্টি-নিক্ষেপ করি, লাল

লাল লাইন আমার চখের সাম্‌নে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। সুতরাং বাধ্য হইয়া খবরের কাগজ-পড়ার দুরাশা-ত্যাগ করিলাম। তখন বসিয়া বসিয়া মনে পড়িল, একদিনকার কথা, যখন আমাদের আফিসের বড়সাহেব তিনমাস আগে আমায় পরামর্শ-জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, এই "দশটার লাল লাইনের" নিয়ম উঠিয়ে দেওয়া উচিত কি না। মনে পড়িল, আমার সেদিনকার গর্ব্বভরা দৃঢ় প্রতিবাদ যে, "এ নিয়ম কখনই তুলিয়া দেওয়া উচিত নহে।" আজ মনে হইল, "কেনই সেদিন সাহেবের প্রস্তাবের সমর্থন ক'রে এ নিয়মটি তুলে দিলুম না। কি দুঃখ, একদিনের ৩।৪ মিনিটের দেরীর জন্য আমার পনেরবৎসরের রেকর্ডটাই (record) মাটি হ'ল!"

৯টা-৫৩ মিনিটের সময় ট্রেণ হাবড়ার প্লাটফর্মে আসিয়া দাঁড়াইল। নির্দ্ধারিত সময়হইতে ২ মিনিট আগে পঁহুছানর জন্য আমার ১০টায় আফিসে পঁহুছিবার ক্ষীণ আশা হইতে লাগিল। ইচ্ছা হইতেছিল যে, ড্রাইভারকে একবার আলিঙ্গন করিয়া ধন্যবাদ-জ্ঞাপন করিয়া আসি। কিন্তু আমার সে সময়াভাববশতঃ মনের ইচ্ছা মনেই দমন করিলাম। ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়াই, একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ীতে চড়িয়া-বসিয়া, গাড়োয়ানকে আফিসের ঠিকানা বলিয়া-দিয়া বলিলাম, "খুব জোরে হাঁকাও, যদি ৫ মিনিটের মধ্যে পৌছে দিতে পার ত ৫৲ টাকা বখশিশ্।" সে বিনাবাক্যব্যয়ে গাড়ী ছুটাইল।

হাবড়ার পোলের মুখে একজন সার্জ্জন গাড়োয়ানকে এত দ্রুত গমন করিতে নিষেধ করিল। মনে আছে, তাহাকে সেদিন মনে মনে অনেক গালিই দিয়াছিলাম।

যাহা হউক, পোল পার হইয়া গাড়ী আবার ছুটিল। দুই-দুইবার আমার গাড়ীর সহিত অন্য গাড়ীর ধাক্কা লাগো লাগো হইয়াছিল।

এই সমস্ত বাধা-বিপত্তি এড়াইয়া ৯টা ৫৯ মিনিটের সময় গাড়ী-হইতে নামিয়া, পাঁচটি টাকা ফেলিয়া-দিয়া আফিসের ভিতরে ছুটিলাম। সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে একবার পড়িয়াও গেলাম। কিন্তু এ-সবে ভ্রূক্ষেপও না করিয়া ছুটিয়া সেই খাতার ঘরে ঢুকিলাম। হাতে কলম তুলিয়াছি, এমন সময়ে ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া দশটা বাজিয়া গেল। তাড়াতাড়ি সহি করিয়া দিলাম—তাহার পর একটি "আঃ" বলিয়া নিকটস্থ একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম। এইটুকুর জন্য আজ আমি সর্ব্বস্ব-ত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলাম।

দশটা বাজিয়া এক মিনিট হইয়া গেল। যে লোকটি সেখানে লাইন কাটিবার জন্য বসিয়া ছিল, তাহাকে বলিলাম, "ওহে, শীঘ্র লাইনটা টেনে দাও না! আর কেউ যে, এসে প'ড়বে!"

লোকটি বলিল, "আজথেকে আর এ লাইন-কাটা হ'বে না। বড়সাহেবের হুকুম।"

"বল কি হে?"

"হাঁ, আজথেকেই এই নিয়ম আজ মাসের পয়লা কিনা!"

"ওঃ"!

* * * *

আজকাল চন্দন নগরহইতে ৯টা ২০ মিনিটে যে ট্রেণ ছাড়ে, তাহাতে করিয়াই কলিকাতায় যাই এবং প্রায় ১০।০টার সময় আফিসে হাজির হই।

গ্রেটব্রিটনকর্ত্তৃক অবতারিত ও চূর্ণীকৃত জার্ম্মাণ খপোত।

সমুদ্রের মধ্যে উৎস

[শ্রীযুক্ত বিমলাক্ষ চট্টোপাধ্যায়-সংকলিত]

পারস্য-উপসাগরে বেহেরীণ-দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত মোহারেক-দ্বীপে জল নাই, তদ্দ্বীপবাসীদিগকে পানীয় জল সমুদ্রগর্ভে স্থিত উৎস-হইতে সঞ্চয় করিতে হয়। সকল সমুদ্রে উৎস থাকে না। এই উৎসের জল খুব মিষ্ট। উক্ত দ্বীপের অধিবাসিগণ নৌকায় করিয়া ঐ জল-আনয়ন এবং পিপাসা-নিবারণ করে। ভূমধ্যসাগরের অন্তর্গত সমুদ্রগর্ভে এইরূপ কয়েকটী উৎস আছে। সেই সকল উৎসের জল উপরে উত্থিত হয়, কিন্তু বেহেরীণ-দ্বীপপুঞ্জের নিকটবর্ত্তী উৎসের জল উপরপর্য্যন্ত উঠিতে পারে না। জেলেরা সমুদ্রে ডুবিয়া ছাগ-চর্ম্ম-নির্ম্মিত মশকে করিয়া ঐ জল-আনয়ন করে। সমুদ্রের লোণা জলের মধ্যে সুমিষ্ট জলের উৎস থাকে, "বিষের মধ্যে অমৃত!"

বজ্র ও শিলাবৃষ্টি

[শ্রীযুক্ত বিমলাক্ষ চট্টোপাধ্যায়-সংকলিত]

বজ্রাঘাতে এবং শিলাবৃষ্টিতে কত শত মানব অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়, কত সুবর্ণ-ফসল নষ্ট হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। ফ্রান্সে ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে এবং আমেরিকায়, এইরূপ শিলাবৃষ্টিতে ও বজ্রাঘাতে অনেক ফসলের অনিষ্ট-সাধন করে বলিয়া, জনৈক ফরাসী বৈজ্ঞানিক শিলাবৃষ্টি ও বজ্রপাত বন্ধ করিবার এক উপায়-আবিষ্কার করিয়াছেন। যে স্থানে ফসল আছে বা কোন সহরের নিকটবর্ত্তী উচ্চ পাহাড়ের উপর বা নিকটবর্ত্তী কোন উচ্চস্থানে কয়েকসারি বিদ্যুৎ-প্রবাহদণ্ড পুতিয়া দিলে, প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি এবং বজ্র ঐ দণ্ডের নিকট আসিয়া চূর্ণ হইয়া যায়, বজ্র শান্ত হয়। তাহাতে ফসলের কোনরূপ অনিষ্ট হয় না। আমেরিকায়ও এইরূপ ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা হইতেছে।

সম্পাদকের সাজি

"বালকের" সহযোগী সম্পাদকমহাশয় অসুস্থ ছিলেন বলিয়া এবং স্থানাভাববশতঃও এই সংখ্যায় "তস্কর-ত্রিশূল" প্রকাশিত হইল না। আগামী সংখ্যায় "তস্কর-ত্রিশূলের" দুই-মাসের দুই অংশ একসঙ্গে বাহির হইবে।

"মাসের পয়লা"-নামক গল্পটি রঙ্গ-আখ্যান, উহাতে কোন নীতি-উপদেশ দেওয়া হয় নাই।

* * * *

"বালকে" ক'একটি ধারাবাহিক গল্প বাহির হইয়াছে। তন্মধ্যে "স্বর্ণসূত্র"-নামক গল্পটি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে, অতঃপর "বালকের" কোন্ ধারাবাহিক গল্পটি পাঠকগণ পুস্তকাকারে পাইতে চাহেন, তাহা আমাদিগকে জানাইলে বাধিত হইব।

* * * *

এ বৎসর "বালকের" গ্রাহকসংখ্যা আশানুরূপ হয় নাই। গ্রাহকগণের অনুগ্রহের উপরই "বালকের" অস্তিত্ব-নির্ভর করিতেছে, "বালকের" যে সমস্ত গ্রাহক "বালকের" জন্য পাঁচজন গ্রাহক-সংগ্রহ করিয়া পাঠাইবেন, আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাদের নাম "বালকে" প্রকাশিত করিব। বঙ্গদেশীয় বালকদিগের হিতার্থেই "বালক" প্রচারিত হইয়া থাকে। "বালক"-বিক্রয় করিয়া জনহিতকরী ট্র্যাক্ট সোসাইটি লাভের প্রত্যাশা করেন না। "বালক"-পাঠ করিয়া বঙ্গীয় বালকগণ নির্ম্মল আনন্দ-উপভোগ করিতে পায়, হৃদয় ও মন উন্নত করিতে পারে এবং নানাবিষয়ে অভিজ্ঞতা-লাভ করিতে সমর্থ হয়, এই মহৎ উদ্দেশ্যেই ট্র্যাক্ট সোসাইটি, বিস্তর ক্ষতি সহ্য করিয়াও, "বালকের" প্রচারে ব্যাপৃত আছেন। "বালকের" গ্রাহকগণ এই কথাটি স্মরণে রাখিয়া "বালকের" বহুল প্রচারবিষয়ে মনঃ-সংযোগ করিলে "বালক"-পরিচালকবৃন্দ অনুগৃহীত হইবেন।

* * * *

১৯১৭ সালের নভেম্বর ও ডিসেম্বর-মাসে "সঙ্গত-সদন"-শীর্ষক একটি গল্প প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ গল্পটি একটি রূপক আখ্যান, ঐ গল্পের ব্যাখ্যা করিয়া "বালকের" একপৃষ্ঠাব্যাপী একটি প্রবন্ধ-রচনা করিয়া পাঠাইতে হইবে। যাহার রচনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে, তাহার রচনাটি "বালকে" প্রকাশিত হইবে এবং তাহাকে একখানি সুচিত্রিত পুস্তকোপহার দেওয়া হইবে। যে প্রবন্ধটি দ্বিতীয় স্থান-অধিকার হইবে, সেটিও, প্রকাশযোগ্য হইলে, "বালকে" প্রকাশিত হইবে। প্রবন্ধটি আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে "বালক"-সম্পাদকের নামে "বালক"-কার্য্যালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে। প্রবন্ধটি কাগজের এক পীঠে লিখিতে হইবে। প্রবন্ধতলে লেখকের নাম, ধাম ও বয়স দিতে হইবে। প্রবন্ধটি যে, লেখকের নিজেরই রচনা, এই বিষয়ে তাহার অভিভাবককে সাক্ষ্যদান (certify) করিতে হইবে।

* * * *

এই বর্ষের মে-মাসে প্রকাশিত ধাঁধা-দুইটির প্রথমটির উত্তর—"টিটিকাকা," দ্বিতীয়টির উত্তর—"বালক"। শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ শীল এই ধাঁধা-দুইটির ঠিক উত্তর পাঠাইয়াছেন। ১৯১৭ সালের মে-মাসে প্রকাশিত একটি ধাঁধার উত্তর ভুলক্রমে দেওয়া হয় নাই। প্রথম ধাঁধাটির উত্তর—"আলোক"।

বালক

সপ্তম বর্ষ

৯ম সংখ্যা সেপ্টেম্বর

তস্কর-ত্রিশূল

আচার্য্য ললিতলোচন দত্ত-লিখিত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)
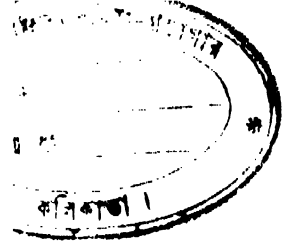
আমার চর আমাকে "গুরুজী" বলিয়া ডাকিয়া থাকে। সে চিঠীখানি সে আমাকে লিখিয়াছিল, তাহাতে এই কথাগুলি লেখা ছিল,—

"গুরুজি,

রাওয়ালপিণ্ডি-ষ্টেশনে পঁহুছিয়া আপনার উপদেশমত আমি কাগজের কুচি খুঁজিতে লাগিলাম। তাহা শীঘ্রই আমার নজরে পড়িল। তখন, সেই কাগজের কুচির নিশানা ধরিয়া, আপনি এখন যে বাড়ীতে বন্দী হইয়া আছেন, সেই বাড়ীর দ্বারপর্য্যন্ত পঁহুছিলাম। দেখিলাম, দ্বার রুদ্ধ। আপনার শ্রীচরণ-দর্শন-প্রত্যাশায় বহুক্ষণ এই বাড়ীর সম্মুখস্থিত বিপণিতে বসিয়া রহিলাম, কিন্তু আপনার দর্শন মিলিল না। ক্ষুধায় কাতর হইয়া কোন হোটেলের সন্ধানে যাইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছি, এমন সময়ে দেখি, আপনার সেই বাটু মুনিব ও আর একজন খুব "খুবসুরৎ" লোক আপনার কারাদ্বারে আসিয়া, একপ্রকার বিশিষ্ট শব্দ করিয়া তিনবার কড়া নাড়িল, তখন একজন লোক আসিয়া, দ্বার খুলিয়া উভয়কে সেলাম করিল। বাটু ও সেই সুপুরুষ লোকটা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে, আবার দ্বার রুদ্ধ হইল। আমি তখন ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলিয়া আবার আপনার কারাগৃহের কাছাকাছি ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। আধ-ঘণ্টা পরে বাটু ও তাহার সঙ্গী আপনার কারাগৃহহইতে বাহির হইয়া একটি পথ ধরিয়া ধীরে ধীরে যাইতে যাইতে কি কথা কহিতে লাগিল। আমি তাহাদের কথা শুনিবার জন্য তাহাদের খুব কাছ ঘেঁসিয়া চলিতে লাগিলাম। শুনিতে পাইলাম, বাটু বলিতেছে, "তুমি যা' ব'ল্‌ছ, তা'তে আমি রাজি নই, ভায়া! আমার চুরীতে হাত সাফ, খুনে নয়। খুন হজম করা সোজা নয়—গোয়েন্দা-খুন আরও শক্ত কাজ। আমার মত এই, গোয়েন্দাটা আপ[illegible] এখানেই কয়েদ থাক। আমরা ক'লকেতার জাল গুটিয়ে ওকে এমন একজায়গায় কয়েদ ক'রে রা'খ্‌ব, যেখানে যমেও ওর সন্ধান পা'বে না।" ইহাতে অপর ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় কয়েদ রা'খ্‌বে?" উত্তরে বাটু তাহার কাণে কাণে কি বলিল, আমি শুনিতে পাইলাম না। কিন্তু সেই কথায় অপর ব্যক্তি উৎফুল্ল হইয়া বলিল, "বহুত আচ্ছা, বেশ মৎলব ঠাউরেছ। তা' হ'লে তোমার ক'লকেতাথেকে ফি'রতে ক'দিন লা'গবে?" "দিন-দশেক।" "তা'র পরে গোয়েন্দাটাকে কবে সরা'বে?" "আজথেকে দিনবারো পরে।" "বেশ।" আমি লোক-দুইটার খুব কাছে-কাছেই চলিতেছিলাম, তবু তাহারা আমার উপর কোন সন্দেহ করে নাই, কারণ তাহারা আমাকে হিন্দুস্থানী মনে করিয়াছিল। আপনার উপদেশমত আমি হিন্দুস্থানী পোসাক পরিয়া আসিয়াছিলাম। কথা কহিতে কহিতে লোক-দুইটা একটা কাফিখানায় প্রবেশ করিল। পাছে তাহারা আমাকে সন্দেহ করে, তাই আমি তাহাদের সঙ্গে সেই কাফিখানায় ঢুকিলাম না। এক হালুয়াইএর দোকানহইতে পোয়াটাক সর এবং আর এক হালুয়াইএর দোকানহইতে দেড়পোয়া 'পূরী' কিনিয়া, তাড়াতাড়ি সেগুলির সদ্গতি করিয়া, যে বাড়ীতে আপনি কয়েদ আছেন, সেই বাড়ীর পিছনের বাড়ীতে গিয়া সন্ধান লইলাম যে, সে বাড়ীতে একখানা ঘর আমি ভাড়া পাইতে পারি কি না। সন্ধানে জানিলাম, বাড়ীখানি ভাড়াটিয়া বাড়ী, উহাতে খালি ঘর আছে। ৩।৪ খানি ঘর খালি ছিল, আমি একখানি ঘর পছন্দ করিয়া-লইয়া, ভাড়া লইয়া একটু কশাকশি করিলাম। অবশেষে একমাসের ভাড়া আগাম চুকাইয়া-দিয়া একটি রসিদ লইলাম। তাহার পর তখনই ষ্টেশন-হইতে আমার ব্যাগ ও বিছানা আনিতে চলিয়া গেলাম। আমার ব্যাগ ও বিছানা আমি এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ষ্টেশনমাষ্টারের জিম্মায় রাখিয়া

আসিয়াছিলাম। যথাসময়ে বাসায় পঁহুছিয়া বিছানা পাতিয়া আমি শুইয়া পড়িলাম। আপনি বাড়ীটার কোন্ ঘরখানায় কয়েদ আছেন, কি করিয়াই বা আপনাকে আমি খালাস করিতে পারি, শুইয়া শুইয়া এই সকল ভাবিতে ভাবিতে কখন্ যে, ঘুমাইয়া পড়িলাম, তাহা আমার মনে নাই।

পরদিন প্রভাতেই আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল। তবু খানিকক্ষণ বিছানায় পড়িয়া-থাকিয়া সেদিন কি করিব, তাহা ভাবিতে লাগিলাম। ভাবিয়া স্থির করিলাম, যেমন করিয়াই হউক, ঐ বাড়ীটির কোন্ ঘরটিতে আপনি আবদ্ধ আছেন, তাহা আমাকে জানিতে হইবে। শয্যাত্যাগপূর্ব্বক প্রাতঃকৃত্যসমাপন করিয়া চা খাইবার অভিপ্রায়ে চা-এর দোকানের সন্ধানে গেলাম। দেখিলাম, এক দোকানে হিন্দিতে লেখা রহিয়াছে, "হিন্দু চা"। সেই দোকানে চা-পান করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিতেছিলাম, এমন সময়ে দেখিলাম, আপনি যে বাড়ীতে কয়েদ আছেন, সেই বাড়ীহইতে একটা লোক বাহির হইয়া ফটকে চাবি দিতেছে। আমি তাহাকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ বাড়ীতে কি কেউ থাকে না?" সে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?" "এই যে তুমি চাবি দিয়ে চ'লে যা'চ্ছ?" সে উত্তর করিল, "একা আমি থাকি।" "তুমিই কি এ বাড়ীর মালিক?" "না।" "এ বাড়ী, বুঝি, তবে ভাড়া দেওয়া হ'বে, তুমি, বুঝি, তবে এ বাড়ীর খবরদারী কর?" "না, এ বাড়ীর মালিক এখানে প্রায়ই এসে থাকেন, এ বাড়ী ভাড়া দেওয়া হ'বে না।" "তোমার মালিকের পরিবার কি খুব বড়?" "না, তাঁ'রা দু'জন প্রায় আসেন।" "মালিক আর তাঁ'র স্ত্রী?" "না, মালিক আর তাঁ'র দোস্ত্।" "কি জাত, তাঁ'রা?" "মুসলমান।" "এত বড় বাড়ীর সব কামরাই কি তাঁ'রা ব্যবহার করেন।" "না।" "তবে এ বাড়ীতে একটা কামরা আমি ভাড়া পেতে পারি কি?" "বোধ হয়, না।" "আচ্ছা, তুমি তোমার মনিবকে জিজ্ঞেসা ক'রে দে'খ', আমি আর একসময়ে এসে জেনে যা'ব।" এই বলিয়া আমি বাসায় না ফিরিয়া অন্যপথে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলাম। লোকটা আমার কথায় "আচ্ছা" এই উত্তরটি এমনই ভাবে একটু হাসিয়া দিল যে, তাহাতে আমি বুঝিতে পারিলাম, তাহার মুখে তখন, বুঝি, এই কথাটি আসিতেছিল, "তোমার প্রস্তাবটি আমি শিকেয় তুলে রা'খ্‌ব, নইলে আমার ঘুম হ'বে না!"

রুষিয়ার ভূতপূর্ব্ব জার।

বাড়ীতে চাবি-দিয়া লোকটা একপথে চলিয়া গেল। আমিও অন্যপথে খানিকদূর গিয়া পুনরায় ফিরিয়া-আসিয়া আপনার কারাদ্বারে দাঁড়াইলাম। দাঁড়াইয়া খানিকক্ষণ এদিক্-ওদিক্ দেখিয়া যখন দেখিলাম, নিকটে কেহ নাই, তখন মোমের সাহায্যে কুলুপটার কলের ছাঁচ তুলিতে চেষ্টা পাইলাম। কুলুপটার গর্ত্তের ঢাক্‌নি ছিল। যে সব কুলুপের গর্ত্তের ঢাক্‌নি থাকে, আঙুলদিয়া ঠেলিলেই, তাহার ঢাক্‌নিটা উপরে উঠিয়া যায়, কিন্তু এই কুলুপের ঢাক্‌নিটা কিছুতেই উপরে উঠিল না। তখন কুলুপটার কোনদিকে কোন স্প্রিং আছে কি না, তাহা খুঁজিয়া দেখিতে লাগিলাম, কিন্তু খুঁজিয়া পাইলাম না, তাই নিরাশ হইয়া বাসায় চলিয়া গেলাম। আপনার কারাদ্বারে অধিকক্ষণ দাঁড়াইতে সাহস করি নাই বলিয়াই, সেই তালার কায়দা বুঝিবার আমি তত সময় ও সুযোগ পাইলাম না।

ভয়ানক শীত, তাই স্নান করিলাম না। ঠাণ্ডা জলে হাত-পা ধুইতেই প্রাণ ওষ্ঠাগত হইল। তাহার পর হোটেল খুঁজিতে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলাম। হোটেলের সন্ধান পাইয়া, আহার করিয়া-আসিয়া, বাড়ীটার উপর নজর রাখিবার অভিপ্রায়ে সেই বাড়ীর সাম্‌নের এক মেওয়াবিক্রেতার দোকানে গিয়া, এক পয়সায় দুইটা নাস্‌পাতি কিনিলাম-এবং সেই ফল-দুইটি ছুরীদিয়া ছাড়াইয়া খাইতে খাইতে দোকানদারের সহিত আলাপ করিতে লাগিলাম। আপনার কারাগৃহের যে লোকটার সহিত আমার দেখা হইয়াছিল, সে, বোধ হয়, বাটুর কোন ইতর সঙ্গী। আমি তাহাকে বাটুর চাকর বলিব। আমি আহার করিতে গেলে সে, বোধ হয়, ফিরিয়া আসিয়াছে, কেননা এখন আপনার কারাদ্বারে চাবি ছিল না। অনেকক্ষণ দোকানে বসিয়া থাকিবার পর আমার মাথায় একটা মতলব যোগাইল। তাই আমি আপনার কারাদ্বারে গিয়া খুব জোরে জোরে কড়া নাড়িতে লাগিলাম, কিন্তু কেহই আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল না। তখন আমি বুঝিলাম, পূর্ব্বোক্ত বিশিষ্টপ্রকারে কড়া না নাড়িলে লোকটা দ্বার খুলিবে না, কিন্তু আমি যদি তদ্রূপ বিশিষ্টভাবে কড়া নাড়ি, তাহা হইলে লোকটার আমার উপরে সন্দেহ হইবে। কাজেই আমি সে অভিপ্রায়-ত্যাগ করিয়া বাসায় গিয়া একটু নিদ্রা দিলাম।

তাহার পর একদিন রজনীতে সুযোগ বুঝিয়া আমি আবার আপনার কারাদ্বারের কুলুপের কলের ছাঁচ তুলিবার চেষ্টা করিলাম; কিন্তু কুলুপের গর্ত্তের ঢাক্‌নিখানা যে, কেমন করিয়া সরানো যায়, তাহা কোনমতেই বুঝিতে পারিলাম না।"

১২

"বাসার ছাদে প্রায় রোজই সন্ধ্যার সময় আমি ঘণ্টাখানিক বেড়াইতাম। ২।৩ দিন লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম যে, আপনার কারাগৃহের একটি গবাক্ষহইতে অল্পক্ষণের নিমিত্তই আলোক-রশ্মি নিঃসৃত হয়। তখন আমার এইপ্রকার একটি ধারণা হইল যে, ঐ গবাক্ষ

যে প্রকোষ্ঠের আপনি নিশ্চয়ই সেই প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ আছেন। ঐ গবাক্ষহইতে অল্পদূরবর্ত্তী আরও একটি গবাক্ষহইতেও আলোকরশ্মি নিঃসৃত হয় বটে, কিন্তু ঐ আলোকরশ্মি আমি যখন ছাদহইতে নামিয়া আসি, তখনও নিঃসৃত হইতে থাকে।

তদবধি আমি আপনার প্রকোষ্ঠটির গবাক্ষের গরাদিয়া কিরূপ, উহা ভূতলহইতে কত উচ্চে, ইত্যাদি দিনের বেলায় লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিলাম। আন্দাজে গরাদিয়ার স্থূলত্ব ও গবাক্ষের ভূতল-হইতে উচ্চতা-নিরূপণ করিয়া-লইয়া আমি যথোচিত তীক্ষ্ণ একগাছি উকা, যতটা লম্বা রেশমরজ্জুর দরকার—ততটা রেশমের দড়ি, একটি গাড়ীর মোমবাতী, একটা সিঁধকাটি, এ্যাসিড প্রভৃতির সংগ্রহ করিলাম। সেই সঙ্গে আমি ওড়জন শিশির ছিপি কিনিয়া প্রত্যহ আপনার প্রকোষ্ঠের গরাদিয়া গলাইয়া ফেলিবার অভ্যাস করিতে লাগিলাম। কাল আমার মনে হইয়াছিল যে, আমার হাতের তাগ্ ঠিক হইয়াছে, তাই আজ আপনার কাছে আপনার মুক্তিসহায়ক বস্তুগুলি ছোট একটি পুঁটুলীতে বাঁধিয়া পাঠাইলাম। আশা করি, যে প্রকোষ্ঠ-লক্ষ্যে আমি পুঁটুলীটি ছুড়িলাম, সেই প্রকোষ্ঠেই আপনি আছেন। আপনার আগমন-প্রতীক্ষায় আপনার কারাগারের তিন-খানা বাড়ীর পরের যে বাড়ী, তাহার রোয়াকে আমি ফকীরের বেশে শুইয়া রহিলাম। ইতি—

আপনার স্নেহভাজন

অমিয়।

* * * *

অমিয়কে আলিঙ্গনমুক্ত করিলে সে আমার পদধূলি লইয়া বলিল, "গুরুজি, আর এখানে নয়, এখনই আমাদের আর এক জায়গায় গেলে ভাল হয়। চিঠীতে আমি আপনাকে সব কথা লি'খ্‌তে পারি নি। বাঁটু কাল ক'ল্‌কেতায় স'র্‌বে। আমাদের তা'র পাছু নেওয়া চাই। সে যে বাড়ীতে থাকে, আমি তা'র সন্ধান পেয়ে তা'র পাশের বাড়ীরও একটা কামরা-ভাড়া নিয়েছি। আজ আমরা সেইখানে রাত কাটা'ব। আসুন, আমরা দু'জনেই এখন ভোল ব'দ্‌লে সেই বাড়ীতে যাই, আর সেখানথেকে বাঁটুর ওপর নজর রাখি।"

আমি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া অমিয়ের সঙ্গে এক অন্ধকার গলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দুইজনেই পাঞ্জাবীর বেশধারণ করিলাম। বলা আবশ্যক, আমি ও অমিয়, আমরা দুইজনেই পাঞ্জাববাসীদিগের অধিকাংশের ন্যায় হৃষ্টপুষ্ট ও দীর্ঘকায়, সুতরাং আমাদিগকে বাঙালী বলিয়া চিনিতে পারিবার বড় সম্ভাবনা রহিল না।

বাসায় পঁহুছিয়া, আহারাদি করিয়া আমরা কিয়ৎকাল বাঁটুর বাসার আনাচে-কানাচে ঘুরিলাম। যখন দেখিলাম, বাঁটু ও তাহার সেই কদাকার সঙ্গী বাঙালীর বেশে আসিয়া তাহাদের বাসায় ঢুকিয়া রাত একটাপর্য্যন্ত আর বাহির হইল না এবং তাহাদের গৃহের সমস্ত আলোক নির্ব্বাপিত, তখন আমরা অনুমান করিলাম, সেই রাত্রিতে তাহারা আর অন্যত্র যাইবার চেষ্টা করিবে না। তাই আমরা নিশ্চিন্ত-মনে বাসায় ফিরিয়া বস্ত্রাদি-ত্যাগ করিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িলাম। এই বাসায় অমিয় "অমৃৎ-সিং"-নামে আত্মপরিচয় দিয়াছে, এখানে সকলেই তাহাকে পাঞ্জাবীই মনে করিয়াছে। আমি হইলাম, তাহার "বড়া-ভাই," আমার নাম হইল, "অজিৎ-সিং"!

* * * *

পরদিন নির্দ্দিষ্টসময়ে এক প্যাসেঞ্জার ট্রেণে বাঁটু ও তাহার বন্ধু সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট কিনিয়া কলিকাতা-অভিমুখে রওয়ানা হইল। অজিৎ-সিং ও অমৃৎ-সিংকে বাধ্য হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীরই টিকিট কিনিয়া যে গাড়ীতে বাঁটু বিরাজ করিতেছিল, সেই গাড়ীতেই স্থান-সংগ্রহ করিতে হইল। এই গাড়ীতে বাঁটু "বার্থ রিসার্ভ" করিয়া রাখিয়া-ছিল, তথাপি ট্রেণ ছাড়িবার বহুপূর্ব্বেই সে আসিয়া স্বীয় "বার্থে" স্বত্ব-স্বামিত্ব সাব্যস্ত করিয়াছিল। তাহার ফলে তাহাদের যুগলমূর্ত্তিকে দেখিয়া কোন লালমুখই সে গাড়ীতে উঠিতে আসিল না। অতএব আমরা যখন গিয়া তাহাদের অধিকারে ভাগ বসাইলাম, তখন তাহাদের আমাদের উপর বিরক্ত হইবারই কথা, কিন্তু তাহারা কোনরূপ বিরক্তি-প্রকাশ করিল না। বাঁটু বরং আমাদের সহিত আলাপ করিতে আসিল। এখন কথা এই, অমিয় পূর্ব্বে পশ্চিমে ছিল, সুতরাং সে উর্দ্দুতে বেশ কথা কহিতে পারে, কিন্তু আমি ও রসে বঞ্চিত, তাই ইসারায় জানাইলাম যে, আমি মূক ও বধির। অমিয় তাহাতে একটু রঙ্ চড়াইল। সে জানাইল, ভাই-সাহেব মূক বটেন, কিন্তু ঠিক বধির নহেন, ইহার কাণের কাছে ফুস্ ফুস্ করিয়া কথা কহিলে, ইনি শুনিতে পান। ইহা শুনিয়া আমি তাহার বুদ্ধির মনে মনে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

বাঁটু ও তাহার সঙ্গী অমিয়ের সহিত খুব আলাপ করিতে করিতে, তাহাকে পাণ ও সিগারেট-উপহার দিতে দিতে চলিল। রাওয়াল-পিণ্ডিহইতে কলিকাতায় আসিতে প্রায় তিনদিন লাগে, আম্বালা-ষ্টেশনে বাঁটু একটা টেলিগ্রাম পাইল। সেই টেলিগ্রামটা সে তাহার সঙ্গীকে দেখাইল। আমরা দেখিলাম, সেই টেলিগ্রামে অনেক কথা লেখা রহিয়াছে। টেলিগ্রামটি পড়িয়া উভয়েরই বিলক্ষণ ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তাহাদের মুখে-চোখে একসঙ্গে ক্রোধ ও ভয়ের ভাব সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিল। সুযোগ বুঝিয়া অমিয় আমার কাণে কাণে ফুস্ ফুস্ করিয়া বলিল, "এ নিশ্চয়ই আপনার পালানোর খবর।" আমি মাথা নাড়িয়া তাহার অনুমানের অনুমোদন করিলাম। আমার পলায়ন-বার্ত্তা বাঁটু এত বিলম্বে কেন যে পাইল, তাহা আমি ঠাহরিয়া উঠিতে পারিলাম না। অমিয় বাঁটুকে জিজ্ঞাসা করিল, "কোন খারাপ খবর না কি?" বাঁটু থতমত খাইয়া উত্তর করিল, "হাঁা, না, এমন কিছু খবর নয়, তবে আমাদের একজনকে আবার রাওয়ালপিণ্ডিতে ফিরে যেতে হ'বে।"

বাঁটুর সঙ্গী সত্যসত্যই আম্বালাহইতে ফিরিয়া গেল। তাহা দেখিয়া আমরা আমাদের ইতিকর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য এক ষ্টেশনের হোটেলে বসিয়া স্থির করিলাম যে, অমিয়েরও রাওয়ালপিণ্ডিতে

ফিরিয়া-গিয়া চোর-সহচরের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। এতদর্থে আমরা এইপ্রকার মতলব আঁটিলাম—পরষ্টেশনে যখন গাড়ী থামিবে, তখন আমিয় কোন এক ছলে ষ্টেশনে নামিবে এবং গাড়ী প্ল্যাটফরম প্রায় পার হইয়া গেলে, সে গাড়ীতে উঠিবার চেষ্টা করিবে, ইহাতে সে অবশ্যই বাধা পাইবে, তখন সে অন্য বেশে আপ্ ট্রেণে রাওয়ালপিণ্ডিতে ফিরিয়া যাইবে।

পরষ্টেশনে ঠিক তাহাই হইল। তখন আমি ও বাটু কলিকাতায় চলিলাম। ট্রেণে বাঁটু আমার সহিত বড় আলাপ করিল না। তাহার মন খারাব হইয়া গিয়াছিল, সে আপনার চিন্তায় বিভোর হইয়া রহিল।

হাবড়ায় পঁহুছিয়া আমি শুনিলাম, বাটু গাড়োয়ানকে বাগমারীতে যাইতে বলিল। তখনই আমি তাহার পাছু লইলাম না, কেননা তাহার আবশ্যকতা ছিল না, বাড়ীতে চলিলাম। কিন্তু আমি আমার কর্ত্তব্যনিদ্ধারণ করিয়া লইলাম। ভাবিলাম, আহারাদি করিয়াই বাগমারিতে যাইব। বাঁটুকে নজরবন্দী করিয়া রাখা চাই। বাঁটু যাহাতে অবশিষ্ট অলঙ্কারগুলি লইয়া সরিয়া পড়িতে না পারে, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। অমলার মার গহনাগুলি যদি এখনও লোহার সিন্দুকে থাকে, তবে সেগুলি কোন্ লোহার সিন্দুকটায় আছে, তাহা আমাকে যেমন করিয়াই হউক, জানিতে হইবে। পরে সেই গহনাগুলি কলিকাতায় থাকিতে-থাকিতেই বাঁটুর কথা পুলিশের গোচর করিয়া তাহাকে ধরাইয়া দিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

রক্তক্রুশসমিতির প্রতিষ্ঠার ইতিহাস

[আচার্য্য ললিতলোচন দত্ত-সংগৃহীত

বর্ত্তমান কালে ইউরোপে যে মহাসমর চলিতেছে, তাহার নিমিত্ত রক্তক্রুশ-সমিতির কথা "বালকে"র বালক পাঠকেরাও অবগত হইয়াছে, কিন্তু কাহার দ্বারা, কোন্ সময়ে এই রক্তক্রুশ-সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা, বোধ হয়, "বালকে"র অতি অল্প পাঠকই অবগত আছে। যাহারা এই জনহিতসাধিনী সমিতির প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত অবগত নহে, তাহা-

বঙ্গজননীর পল্লী-শোভা—১।

দিগের অবগতির নিমিত্ত আমরা এই ইতিবৃত্তটুকুর সংগ্রহ করিয়া "বালকে" প্রকাশিত করা বিহিত বিবেচনা করিলাম।

ক্যামিল্লাস ডা লেল্লিস-নামে এক মহানুভব ব্যক্তি ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে নেপল্‌সে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভেনীশীয় সমরবিভাগে কিয়ৎকাল কার্য্য করার পর আহত হইয়া রোমের অন্তর্গত স্থান গিয়াকোনো-হাঁসপাতালে চিকিৎসার্থ গমন করেন। তথায় তিনি রোগীদিগের এতই কষ্ট দেখেন যে, এই সঙ্কল্প করেন, আরোগ্য-লাভ করিয়া তিনি রোগীদিগের নিজ গৃহে গিয়া শুশ্রূষা করিবার নিমিত্ত আত্মোৎসর্গ করিবেন। বত্রিশবৎসর বয়ঃক্রমের সময় তিনি রোগীদিগের শুশ্রূষা করিবার অভিপ্রায়ে খ্রীষ্টীয় পুরোহিতের দীক্ষাগ্রহণ করেন।

অতঃপর তিনি একটি সেবাসমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়া এইরূপ নির্দ্দেশ করেন যে, এই সমিতির সভামাত্রেই একটি রক্তক্রুশ-চিহ্ন-ধারণ করিবে, কেননা এই চিহ্ন তাহাদিগকে "যাতনা-পরিচিত" প্রভু যীশুখ্রীষ্টের যাতনার কথা-স্মরণ করাইয়া তাহাদিগের হৃদয়ে উৎসাহ-সঞ্চার করিবে।

ধর্ম্মাধ্যক্ষ (পোপ) পঞ্চম সিকস্টাস্ ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে এই সমিতি-প্রতিষ্ঠার অনুমোদনপূর্ব্বক, ইহার সভ্যদিগকে রক্তক্রুশ-ধারণের বিশেষ অনুমতি-প্রদান করেন। এখন রোগি-সেবাব্রতধারিণী খ্রীষ্টীয় সমিতি-মাত্রেরই প্রত্যেক সভ্য বা সভ্যা এই রক্তক্রুশ-নিদর্শন-ধারণ করিয়া

থাকেন। ক্যামিল্লাস এখন খ্রীষ্টীয় সাধুদিগের শ্রদ্ধার পদবী-লাভ করিয়াছেন—তিনি এখন সাধু ক্যামিল্লাস-নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। তাঁহার নামীয় খ্রীষ্টীয় পর্ব্বদিনের তারিখ ১৮ই জুলাই। ঐ তারিখে রোমাণ ক্যাথলিক মণ্ডলীতে যে যজ্ঞ হয়, তাহাতে এই কথাগুলি গীত হয়, "কোনও ব্যক্তি তাহার বন্ধুবর্গের জন্য প্রাণ দিয়া যে প্রেম-প্রদর্শন করে, তাহার অপেক্ষা মহত্তর প্রেম আর কোন মনুষ্যে নাই।"

একটী ধাঁধার কাহিনী

[আচার্য্য ললিতলোচন দত্ত-সংকলিত]

তিনশতবৎসরপূর্ব্বে জাপানের একটি নগরে একজন বিখ্যাত দারু-ভাস্কর বাস করিতেন। একদা এক শীতপ্রভাতে পথে এত তুষারপাত হইয়াছে যে, তুষারের রাশি স্তূপীকৃত হইয়া উঠিয়াছে। এই-রূপ সময়ে পূর্ব্বোক্ত দারুভাস্কর-মহাশয় প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইলেন। এক রাস্তার মোড়ে পঁহুছিয়া তিনি দেখিলেন যে, এক বালক এক-টুকরা কাঠে কি খুদিতেছে।

তাহা দেখিয়া ভাস্কর-মহাশয় কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন। তখন তাঁহার লক্ষ্য হইল যে, বালকটি বামহস্তে 'বুলি' ধরিয়া খুদিতেছে, আর সে মাঝে মাঝে পথতুষারের এক গর্ত্তের প্রতি নিরীক্ষণ করিতেছে।
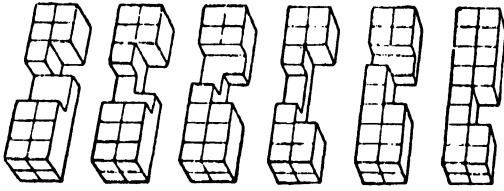
ইহাতে কথিত ভাস্করপ্রবর সেই বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বালক, তুমি কি প্রস্তুত করিতেছ ?"

ঐ প্রশ্নের উত্তরে বালক কোন কথা না কহিয়া যাহা খুদিয়া-ছিল, তাহা সেই ভাস্করকে দেখাইল। ভাস্কর দেখিলেন, উহা সেই বালকেরই নিজ মুখমণ্ডলের চমৎকার প্রতিকৃতি!

ইহাতে সেই ভাস্কর চমৎকৃত হইয়া সেই বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি তো এখন তোমার মুখ দেখিতে পাইতেছ না, তবে তোমার মুখাকৃতিটি এমন নিপুণভাবে কি করিয়া খুদিতেছ?"

বালক উত্তর করিল, "ও, আমি এক চমৎকার উপায়-উদ্ভাবন করিয়াছি। আপনি এই পথে তুষার দেখিতে পাইতেছেন, এই তুষারে আমি আমার মুখ চাপিয়া যে ছাব পাইতেছি, সেই ছাব দেখিয়া আমি আমার মুখ খুদিতেছি।"

ভাস্কর পুলকিত হইয়া কহিলেন, "বাঃ! বেশ ফিকির করিয়াছ তো! আশ্চর্য্য তোমার বুদ্ধি! তোমার নামটি কি হে?"

"আমাকে লোকে হিদারি জিঙ্গারো বলিয়া ডাকিয়া থাকে।"

ভাস্করপ্রবর একটু মুচকিয়া হাসিয়া কহিলেন, "বাবা, নামটি তোমার ঠিকই রাখা হইয়াছে।" হিদারী-শব্দটির অর্থ—নেঙা!

ভাস্কর-মহাশয় হিদারিকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া গেলেন, এবং সেই-দিনই তাহাকে তাঁহার শিষ্য করিয়া-লইয়া ভাস্কর-বিদ্যাসম্বন্ধে কিছু শিক্ষা দিলেন। হিদারি আট বৎসর এই প্রসিদ্ধ ভাস্করের সাক্রেদী করিয়াছিল। শিষ্যও গুরুর ন্যায় নিপুণ ভাস্কর হইয়া উঠিলে, হিদারি তাহার গুরুর কারু-বিদ্যালয়-ত্যাগ করিয়া কায়োটো ও টোকিয়োতে অর্থ ও যশঃ-অর্জ্জন করিতে চলিয়া গেল।

জগতের কতিপয় অতীব আশ্চর্য্য উৎকীর্ণ শিল্পদ্রব্য হিদারি জিঙ্গারোর হস্তকৃত। আজও তাহার হাতের কাজ জাপানে সুরক্ষিত আছে। সে উৎকীর্ণ করিয়া যে সমস্ত পশুপক্ষী প্রস্তুত করিত, সেগুলি এতই স্বভাবানুরূপ হইত যে, এইরূপ কিম্বদন্তী আছে, তাহার দ্বারা উৎকীর্ণ একটি বক নাকি উড়িয়া পলাইয়াছিল এবং তেম্নাজি-মন্দিরে ক্ষোদিত এক বিড়াল প্রতি নববর্ষবাসরে নাকি মিঞাউ করিয়া উঠে!

কিন্তু কেবল বক-বিড়াল ক্ষোদিত করিয়াই হিদারির গৌরবময় ভাস্করজীবন পর্য্যবসিত হয় নাই। মন্দির ও মন্দির-তোরণ প্রভৃতির ন্যায় বৃহৎ ভাস্করকার্য্যেও হিদারির হাত পড়িয়াছিল। হিদারি বহু মঠ-মন্দির-নির্ম্মাণ করিয়া প্রসিদ্ধি-লাভ করিলে পর স্বয়ং "শোগন" একটি মন্দির-নির্ম্মাণ ও উৎকীর্ণ করিতে তাহাকে আদেশ করেন। তৎকালে জাপ-সম্রাটের অপেক্ষা শোগনের ক্ষমতাই অধিক ছিল।
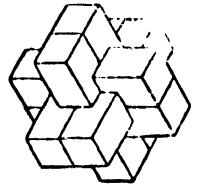
হিদারি মন্দিরটির নক্সা প্রস্তুত করিয়া তাহার জন্য আবশ্যক কাঠের ফরমাইস করিল। মন্দিরটির তিনভাগ নির্ম্মিত হইলে, হিদারি দেখিল, আর যতটা কাঠ মজুত আছে, তাহাতে মন্দিরটি সমাপ্ত করা যাইবে না, কাঠ কম পড়িবে। হিদারি পূর্ব্বে আর কখনও এমন অপ্রতিভ হয় নাই।

এই মন্দিরের জন্য বহুদূরহইতে দারুসংগ্রহ করা হইয়াছিল। এখন ততদূর হইতে কাঠ আনিয়া মন্দিরটির কার্য্য সমাপ্ত করিবার চেষ্টা করিলে নির্দ্দিষ্ট দিনে কার্য্যটি শেষ করা যাইবে না।

তাই হিদারী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। সে তাহার স্ত্রীকে এই বিপদের কথা জানাইল। স্বামী-স্ত্রীতে কিয়ৎকাল বিষণ্ণভাবে মন্দিরপ্রাঙ্গণে পরিক্রমণ করিয়া অল্প ক'একটি কাঠের গুঁড়ি দেখিয়া

হতাশার যাতনায় উৎপীড়িত হইতে লাগিল। হিদারি যদি স্বীয় প্রতিশ্রুতিপালন করিতে না পারে, তবে তাহাকে অবমানিত হইতে হইবে। হয় তো তাহাকে কোনপ্রকার দণ্ডভোগ করিতে হইবে—হয় তো বা তাহাকে চরম দণ্ডেই দণ্ডিত হইতে হইবে!

মন্দিরের যে যে অংশ সমাপ্ত হইয়াছিল, সেই সেই অংশে হিদারি ও তাহার অধীন কারিকরগণ যখন ক্ষোদন-কার্য্য করিতেছিল, তখন, কি করিয়া স্বামীকে এই আসন্ন বিপদ্‌হইতে উদ্ধার করিতে পারে, হিদারির পত্নী এই চিন্তা করিতেছিলেন। তিনি মন্দিরপ্রাঙ্গণে পরিক্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন, টুক্‌রা টুক্‌রা কাঠ অনেক পড়িয়া রহিয়াছে। তদ্দৃষ্টে তাঁহার মনে হইল, এই টুক্‌রা টুক্‌রা কাঠগুলিকে মজবুত করিয়া জোড়া দিতে পারিলে, এগুলিকে আবশ্যক আকারের কড়িতে পরিণত করা যাইতে পারে।

কথিত মন্দিরনির্ম্মাণকার্য্যে কাঠগুলির বড় বিচিত্রভাবে ব্যবহার হইতেছিল। তিনটি করিয়া কড়ি এমনভাবে জোড়া দেওয়া হইতেছিল যে, সেই তিনখানা কড়িতে একটা প্রকাণ্ড যুগ্মক্রুশ গঠিত হইতেছিল, (পূর্ব্বপৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তম্ভে যুগ্মক্রুশের চিত্র দেখ) আবার সেই যুগ্মক্রুশকে অপরাপর যুগ্মক্রুশের সহিত জুড়িয়া নিরেট ও খুব পুরু দেওয়াল-গাথা হইতেছিল।

হিদারির স্ত্রী এক-এক-টুক্‌রা কাঠ তুলিয়া, কি একটা কথা হাজার বার ভাবিতে লাগিলেন। ঘরসংসারের কোন কাজে তাঁহার আর মন রহিল না। তাঁহার রান্না, বিছানা করা, ঘর-ঝাঁট দেওয়া, বাসনমাজা, সবই খারাব হইতে লাগিল! হিদারি তাই ভাবিতে লাগিল, আমার বিপদের কথা ভাবিয়া গৃহিণীরও মাথা খারাব হইয়া গেল না কি?

অবশেষে হিদারিবনিতা এমন একটি কার্য্য করিতে ক্ষমবতী হইলেন, যাহাতে তাঁহার স্বামীর বিপদ্ কাটিয়া গেল। তিনি ক'একটুক্‌রা ছোট কাঠকে এমনভাবে কাটিয়া এমনভাবে জুড়িয়া দিলেন, যাহাতে সুন্দর একটি যুগ্মক্রুশ প্রস্তুত হইল। পরে তিনি কম্পিতহৃদয়ে তাহা তাঁহার স্বামীকে গিয়া দেখাইলেন।

তাহা দেখিয়া হিদারি আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল।

পত্নীর উদ্ভাবিত প্রণালীতে ছোট ছোট কাঠের টুক্‌রা জুড়িয়া হিদারি যে মন্দিরটির নির্ম্মাণকার্য্য সমাধা করিয়া আসন্ন বিপদ্‌হইতে মুক্তিলাভ করিল, সে মন্দিরটি এমনই সুন্দরভাবে নির্ম্মিত হইয়াছিল যে, তাহার ভাস্কর-খ্যাতি আরও বিস্তৃতি-লাভ করে, হিদারি-পত্নীও সেই সুখ্যাতির অংশভাগিনী হইয়া আপনাকে ধন্যা বিবেচনা করিয়াছিলেন।

তিনি ছয় টুক্‌রা কাঠ জুড়িয়া যে যুগ্মক্রুশ-নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা চমৎকার একটি ধাঁধা। জাপানী ছেলেমেয়েরা সেই ধাঁধা লইয়া আজও খেলা করিয়া থাকে। "বালকে"র পাঠকদিগকে সেই ছয়-টুক্‌রা কাঠের ও যুগ্মক্রুশের প্রতিকৃতি-উপহার দিয়া আমরা এই ধাঁধার কাহিনীটি সমাপ্ত করিতেছি। "বালকে"র যে যে পাঠক ঐ ছয়টুক্‌রা কাঠের কিরূপ সংযোগে যুগ্মক্রুশটি গঠিত হইতে পারে, তাহা আমাদিগকে দেখাইয়া দিবে, তাহাদের নাম আমরা "বালকে" প্রকাশিত করিব।

রুমালের যাদু

[আচার্য্য ললিতলোচন দত্ত-সংগৃহীত]

এই যাদুটি দেখাইতে হইলে নিম্নলিখিত কৌশল-অবলম্বন করিতে হইবে। প্রথমে মহিলাদিগের ব্যবহারোপযোগী একখানি খুব ছোট ও সাদাসিধা (অর্থাৎ ফুল্‌তোলা নয়) রুমালের যোগাড় করিতে হইবে। এই রুমালখানি খুব নরম কাপড়ের হওয়া চাই। তাহার পর একটি বড় উড্-পেন্‌সিলের যে প্রান্ত কাটা হয় নাই, সে প্রান্তে এই রুমালখানি, সহজে ছিন্ন করা যায় এমন একগাছি সূতার সাহায্যে, বাধিতে হইবে। কিন্তু রুমালখানি পেন্‌সিল-প্রান্তে বাঁধিবার পূর্ব্বে এমন করিয়া পাট করিতে হইবে, যেন উহার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ আধ-ইঞ্চির অধিক না হয়।

রুমাল-বাঁধা পেন্‌সিলটি পকেটে রাখিয়া প্রথমে ডাইন-হাত পরে বাঁ-হাত দর্শকদিগকে দেখাইয়া এই কথা বলিতে হইবে, "দেখুন, আমার হাতে রুমাল-টুমাল কিছুই নাই, কিন্তু এখনই আমার হাতে মুঠার মধ্যে একখানি রুমাল আসিবে।" পরে পকেটহইতে রুমাল-বাঁধা পেন্‌সিলটি বাহির করিয়া ডাইন-হাতে পেন্‌সিল লইয়া বাঁ-হাত এবং বাঁ-হাতে পেন্‌সিল লইয়া ডাইন-হাত দর্শকদিগকে আবার দেখাইবে। পরে উভয়হাত সম্মিলিত করিয়া পেন্‌সিলহইতে রুমালখানি খুলিয়া-লইয়া বাঁ-হাতের মুঠায় রাখিয়া ডাইন-হাতের সাহায্যে পেন্‌সিলটির অপরপ্রান্ত দর্শকদিগকে দেখাইবে। অনন্তর পেন্‌সিলটি পকেটে রাখিয়া উভয় হস্ত সম্মিলিত করিয়া ফুঁ দিতে দিতে ও বৃথা বাগাড়ম্বর করিতে করিতে রুমালটির পাট খুলিতে হইবে। পরে সহসা রুমালটি দেখাইয়া দর্শকদিগকে চমকিত করিতে হইবে। যখন রুমাল-বাঁধা পেন্‌সিলটি প্রথমে পকেটহইতে বাহির করা হইবে এবং আবার উভয় হস্ত দর্শকদিগকে দেখাইতে হইবে, তখন সবিশেষ সাবধান হইতে হইবে, যেন পেন্‌সিলে যে রুমাল-বাঁধা আছে, তাহা দর্শকদিগের নজরে না পড়ে। একটু অভ্যাস করিলে দর্শকদিগের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটান কঠিন হইবে না। যে রঙের পেন্‌সিল, রুমালটি ও তাহাতে বাঁধা-সূতাও সেই রঙের হইলে এবং যাদুকর ক্ষিপ্রভাবে হস্ত-চালনা করিলে, পেন্‌সিলটির অপর প্রান্তে যে, রুমাল্ বাঁধা আছে, তাহা ধরা পড়িবে না।

মাণিক-যোড়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকার, বি-এ-সংকলিত]

সরসী যখন বাহিরে আসিল, তখন ছেলেরা তাহাকে ঘিরিয়া-দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, মণুর কিরূপ শাস্তি হইবে! জিজ্ঞাসা যে করিল তাহার কারণ এই নয় যে, তাহারা মণুকে মার খাইতে দেখিলে সুখী হইবে, কারণ তাহারা জানিত, তাহারা নিজেরা যখন কোন অন্যায় কাজ করিত, তখন তাহাদের শাস্তি-গ্রহণ করিতেই হইত।

সরসী কহিল, "ও নিজেই নিজেকে শাস্তি দিয়েছে—আপনিই আপনাকে বিছানায় আট্‌কে রেখেছিল—ও ভারি দুঃখিত আর লজ্জিত হ'য়ে পড়েছে!"

ইহাতে সন্দেহ করিবার কিছু ছিল না। পরদিন সকালে খাইতে বসিয়া মণু চক্ষু তুলিয়া তাহার বন্ধুদিগের ও ভগিনীর মুখপ্রতি চাহিতে পারিল না! আর কথা-বার্ত্তায় তাহাদের সহিত যোগ-দান করা তো অত্যন্তই অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। খাইতে বসিবার কিছু পরে পাচিকা সকলের পাত্রে সেদিন মোরব্বা দিয়াছিল—আমের মোরব্বা! মণুও তাহার অংশ পাইয়া-ছিল। মণি ও বীণা দুই-জনেই তাহাকে, ভাল হইয়াছে বলিয়া, মোরব্বা খাইবার জন্য অনুরোধ করিল। এমন কি, পীড়াপীড়িপর্য্যন্ত করিল, কারণ আজ তাহারা মণুকে সদা-প্রফুল্ল ও হাস্যবদন না দেখিয়া বরং বিমর্ষ ও লজ্জাবনত দেখিয়া প্রফুল্ল করিবার চেষ্টা করা উচিত মনে করিয়াছিল।

বঙ্গজননীর পল্লীশোভা—২।

মণু চক্ষু মাটির দিকে ফিরাইয়া কণ্ঠের জড়তা-পরিষ্কার করিয়া কহিল, "আমি খেতে পা'র্‌ব না—খাবার ইচ্ছে নেই—খেলে অসুখ ক'র্‌বে—লক্ষীটি—তোমাদের পায়ে পড়ি——!"

টুণু হাসিয়া বলিল, "মোরব্বাতে তো আর কুইনাইন্ দেওয়া নেই—অসুখ ক'র্‌বে কেন?"

মণি চক্ষু টিপিয়া ভ্রাতাকে চুপ করিবার ইঙ্গিত করিল। সে কিন্তু বলিয়াই যাইতে লাগিল, ইঙ্গিত বুঝিবার মত বুদ্ধি বা বয়স তাহার তখনও হয় নাই!

"সত্যি ব'ল্‌চি, আমের মোরব্বাতে কক্‌খনো কুইনাইন দেয় না, মণুদা', বরং বামুণঠাকুরুণকে জিজ্ঞেসা ক'রে দেখ!"

সরসী বাধা দিয়া কহিল, "আচ্ছা, আচ্ছা, হ'য়েছে মোরব্বার কথা, ঢের হ'য়েছে, এখন অন্য কথা বল।"

টুণু সমান উৎসাহে আনন্দের সহিত বলিল, "বেশ, মোরব্বার কথা যদি না বলি, তবে আজকের তরকারীগুলো খেতে কিরকম হ'য়েছে, তাই বলি?"

সরসী কহিল, "তা'তে পেট ভ'র্‌বে না—তা'র চেয়ে বরং যা' যা' আর খেতে বাকী আছে, সেই-গুলোই শেষ করা যা'ক্।"

টুণু সহসা চীৎকার করিয়া সকলের দৃষ্টি-আকর্ষণ করিয়া কহিয়া উঠিল, "মণু-দাদা কাঁ'দ্‌ছে দেখ!"

মণু ক্ষীণকণ্ঠে প্রতিবাদ করিয়া, মাথা নাড়িয়া বলিল, "কৈ, না, আমি তো কাঁদি নি! কাঁ'দ্‌তে গেলুম কেন? বা রে!" এই বলিয়া সে সকলের অলক্ষ্যে সুকৌশলের পতনোন্মুখ দুই ফোঁটা অশ্রু মুছিয়া লইল। তাহার পর কহিল, "আজকের তরকারীগুলো খেতে কিরকম হ'য়েছে বল, আমিও ব'ল্‌ব এখন। আগে তোমরা সব একে একে বল।"

টুণু কহিল, "তরকারী সব রোজই যেমন লাগে, আজও তেম্‌নি লা'গ্‌ছে—তবে এই মোরব্বাটী যে, কি সুন্দর খেতে হ'য়েছে, তা' আর ব'ল্‌তে পারি নে! রোজ দিলে কেমন আমরা মজা ক'রে খেতুম—তা' হ'লে পাতে একদিনও একটাও ভাত প'ড়ে থা'ক্‌ত না! বামুণ-ঠাকুরুণ বলে, ভাই, বেশী মোরব্বা খেলে নাকি পেট-ভার হয়! ভাই, আমাদের তো পেট-ভার হয় না, বামুণঠাকুরুণেরই সুধু হয়, বোধ হয়। তা' তা'র জন্যে আমরা রোজ খেতে পা'ব না কেন? কতদিন অন্তর তবে এক-একদিন মোরব্বা খেতে দেবে

চারটে-পাঁচটে রবিবারের পর, তবে এক রবিবার মোরব্বা ক'র্‌বে। উঃ, রোজ যদি রবিবার হ'ত আর মোরব্বা হ'ত !"

সরসী হাসিয়া কহিল, "রোজই রবিবার হ'লে, রবিবারটা এত ভাল লা'গ্‌ত না।"

খাওয়া-শেষ হইলে সরসী কহিল, "যাও, সকলে একটু এদিক্‌-ওদিক্‌ খেলা ক'রে এস। একঘণ্টা পরে সকলে প'ড়্‌বার ঘরে এস !"

কথা-শেষ হইবার পূর্ব্বেই ঘর খালি হইয়া গেল। কেবল এক-জন রহিয়া গেল, নড়িল না—সে মণ্টু।

সে ছুটিয়া-আসিয়া সরসীর গলা দুই হাতে জড়াইয়া-ধরিয়া তাহার বক্ষে মুখ লুকাইয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। এই আকস্মিক আপ্যায়নের বেগ সাম্‌লাইতে গিয়া সরসী একটু বিব্রত হইয়া পড়িল, কারণ তাহার সবেমাত্র আঁচড়ানো চুল নষ্ট হইয়া গেল, তথাপি সে স্তব্ধ হইয়া নিশ্চলভাবে বসিয়া রহিল ! মণ্টুকে বাধা দিল না।

তাহার আবেগ একটু প্রশমিত হইলে, সরসী স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে মণ্টুর মাথায় চুলের মধ্যে হাতদিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি মণ্টু ?" সে জানিত না কেন, অথচ তাহার মনে একটা দৃঢ় ধারণা হইল যে, মণ্টু তাহাকে কিছু বলিতে চাহে !

"আমি তোমার গা ছুঁয়ে ব'ল্‌'চি, সরসীদিদি, আর ককখনো আমি আবের মোরব্বা-চুরী ক'র্‌ব না, ম'রে গেলেও না ! তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমায় আবার ভালবেস !"

"আমি তো তোমায় ভালবাসি, মণ্টু। দুষ্টুমি ক'রলেও ভালবাসি।"

"মুখে যখন মোরব্বার রস লেগে ছিল, তখনও ভাল বেসেছিলে ?"

"হাঁ, মণ্টু।"

"তা' হ'লে তখন তোমার মুখ অমন কাঁদো কাঁদো হ'য়ে গিয়েছিল কেন ? তোমার মুখখানা কিরকম হ'য়ে গিয়েছিল, তোমার চোখ কিরকম হ'য়ে গিয়েছিল ! উঃ, তখন আমার এম্‌নি কান্না পাচ্ছিল !"

তাহার রক্তবর্ণ অধরোষ্ঠ প্রান্তদ্বয়ে ভাঙিয়া পড়িল এবং তাহার দুই চক্ষু জলভরে টলমল্‌ করিতে লাগিল ! সে কথা-শেষ করিতে পারিল না ! তাহার পর সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "বল, কেন অমন করে'ছিলে ?"

"তুমি কাল ও'রকম ক'রে কাঁ'দ্‌ছিলে কেন, মণ্টু ?"

"আমার বড্ড দুঃখু হ'য়েছিল, আর কষ্ট হ'চ্ছিল।"

"কেন ?"

"আমি কাল খুব দুষ্টু ছেলে, খারাপ ছেলে হ'য়েছিলুম ব'লে।"

"আমিও, মণ্টু, ঠিক ঐ জন্যেই অত দুঃখিত হ'য়েছিলুম—ঐ জন্যেই আমার মুখ অত কাঁদো কাঁদো হ'য়েছিল। তোমাকে দেখে রাগ আমার যতটা হ'ক না হ'ক দুঃখুটা তা'র চেয়ে ঢের বেশী হ'য়েছিল।"

"সরসীদিদি, আমায় এইবার আদর কর, একটা চুমু খাও। এখন তো আমি ভাল্‌ ছেলে হ'ব, প্রতিজ্ঞা ক'রেছি, আর তো তোমার মনে দুঃখু নেই। 'আমি ভদ্রলোক—আমি ব'ল্‌'চি, আমার কথার নড়চড় হ'বে না !' আমি আর ককখনো চুরী ক'র্‌ব না !"

এই বলিয়া সে চুম্বন-লাভের প্রত্যাশায় গাল বাড়াইয়া দিল। সে তাহার বাবার মুখে 'আমি ভদ্রলোক—আমি ব'ল্‌'চি, আমার কথার নড়চড় হ'বে না'—এই কথাটা শুনিয়াছিল। কথাটা খুব মুরব্বীর মত বলিয়া সে মনে মনে খুব সন্তুষ্ট হইল। তাহার ধারণা হইয়াছিল, এটি একটি ভদ্রলোকের বলিবার মত কথা !

অত্যন্ত আনন্দের জন্য এবং কতকটা সেকেলে ধরণের ছিল বলিয়া সরসী মণ্টুর কথা শুনিয়া, তাহার মাথার উপর হাত রাখিয়া বলিল, "তোমার সুমতি হ'ক, তুমি রাজেশ্বর হও !"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

[ক্ষতি-পূরণ]

পূর্ব্বোক্ত পরিচ্ছেদ-বর্ণিত ঘটনার দিনই সায়াহ্নে রামধনবাবু ছেলেদের দেখিতে আসিলেন। মণি, বীণা, টুণু ও মিণু, অথবা মৃত্যুঞ্জয়বাবু কিম্বা তাঁহার পত্নী সরযূ কেহই মণ্টুর দুষ্টামির কথা রামধন-বাবুকে শুনাইবেন না স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। সরসীও এ সম্বন্ধে কথা কহিবে না, জানা ছিল। মৃত্যুঞ্জয়বাবু বা তাঁহার পত্নী ও সন্তানগণ বা সরসী কেহই কোন কথা বলিল না, আর মিণু যে ইচ্ছা করিয়া তাহার আদরের ছোট ভাইটির কোনরূপ কষ্টের কারণ হইবে, ইহা স্বপ্নেরও অতীত। অথচ রামধনবাবু মণ্টু-ঘটিত সেদিনকার সমস্ত ব্যাপারই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিলেন। কে তাঁহাকে জানাইল, কে মণ্টুর উপর এইরূপ শত্রুতা করিল ?—মণ্টু স্বয়ং। সে সমস্ত কথাই পিতাকে জানাইল।

পূর্ণ পাঁচমিনিটমাত্র সময়ের নিমিত্ত মণ্টু তাহার পিতার নিকট একাকী ছিল। তাহার পিতা তাহাকে নিজের জানুর উপর বসাইয়া সস্নেহে তাহার মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিতেছিলেন, তাহার মাতা কতবার তাহাদের কথা বলেন। বলিতে বলিতে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,

"তোমার মাকে ব'ল্‌ব তো যে, আমাদের মণ্টুবাবু সেখানে খুব লক্ষ্মী-ছেলে হ'য়ে আছে ?"

"তা', বাবা, তুমি ব'ল্‌তে পার। তুমি এখন কত বড় হ'য়েছ, তোমার যা' ইচ্ছে হ'বে, তা' তুমি ক'র্‌তে পার তো—না, বাবা ? তুমি তো আমাদের মত আর ছেলেমানুষ নও যে, কেউ তোমায় কোনো কাজ ক'র্‌তে বারণ ক'র্‌বে, না ? কিন্তু, বাবা, লক্ষ্মিটি, তুমি মাকে ও কথা ব'ল' না। আমি, বাবা, সত্যি তো, আর লক্ষ্মীছেলে হ'য়ে ছিলুম না। তুমি মাকে ও' কথা ব'ল্‌লে মিথ্যে কথা বলা হ'বে তো—না, বাবা ? তুমি তো আর মিথ্যে কথা ব'ল্‌বে না ? তবে কলার খোসা, আর কালি আর সিরাপ ঢেলে, হ'ড়্‌কাতে যদি যেতে, তা' হ'লে হয় তো মিথ্যে ব'ল্‌তে—তা হ'লেও ব'ল্‌তে না নিশ্চয়। যে তোমায় মা'র্‌তে আ'স্‌ত, অম্‌নি তুমিও তা'কে উল্টে মা'র্‌তে, না ?

তোমার গায়ে কত জোর! তুমি তা' হ'লেও মিথ্যে ব'ল্‌তে না, না?"

"দেখ, মণ্টু, মার খাবার ভয়ে কিম্বা অন্য ভয়ে লোকে হয় তো মিথ্যে বলে, আর পরে তা'র জন্যে আপশোষ করে। কিন্তু তা' হ'লেও এইটে মনে রেখো যে, যতই ভয় থাক্ না কেন, মিথ্যে কথা বলা কখন উচিত নয়।"

"বাবা, আমি তোমার কাণে কাণে একটা কথা বলি, শোন।"

রামধনবাবু মাথা একদিকে হেলাইলেন, পার্শ্বস্থ চেয়ারে জানু পাতিয়া বসিয়া মণ্টু তাহার বক্তব্য বলিল।

রামধনবাবু শুনিয়া বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "সে কি, মণ্টু, এরকম ক'র্‌লে কেন? এবারে তো ভয়ের জন্যে এইরকম ক'রে চুরী কর নি? কি জন্যে চুরী ক'র্‌বার ইচ্ছে হ'ল, মণ্টু?"

মণ্টু কিছুক্ষণ ভাবিল, পরে কহিল, "বাবা, বোধ হয়, আঁবের সেই সোণালী রঙ্ দেখে কিম্বা মিষ্টি গন্ধের জন্যে লোভ হ'ল। কিন্তু, বাবা, আর তো আমি চুরী ক'র্‌ব না, আর ক'রতেও পা'র্‌ব না, সরসী-দিদির কাছে প্রতিজ্ঞা ক'রেছি যে!"

"তা' ঠিক। আর চুরী কেমন ক'রে ক'র্‌বে? প্রতিজ্ঞা যখন ক'রেছ, তখন তো ও কথা ঐখেনেই চুকে গেল। ভদ্রলোক যে হয়, সে কক্‌খনো কি কথা দিয়ে আবার কথা ফিরোয়?"

"বাবা, তোমার পায়ে পড়ি, আমি একটা জিনিষ ক'র্‌ব?"

"কি, বল দেখি?"

"ঐ মোরব্বার কথা।"

"কি, বল?"

"বাবা, সেদিনকার সেই মোরব্বা কা'র জিনিষ?"

"তোমার জ্যেঠাইমার।"—অর্থাৎ সরযূর।

"বামুণ-ঠাক্‌রুণের নয়?"

"দূর! বোকা ছেলে, তা' কি হয়?"

"কতগুলো মোরব্বা আমি খেয়েছিলুম, বল দেখি?"

"কি জানি! সে কথা তুমিই আমার চেয়ে বেশী জান।"

মণ্টু লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল। সে মৃদুস্বরে অপরদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "বাবা, আমি দশখানার বেশী খেয়েছিলুম, বোধ হয়!"

"কি সর্ব্বনাশ! অসুখ-বিসুখ হয় নি তো?"

"না, বাবা, মোটেই নয়। কিছু অসুখ করে নি। আমি খুব সকাল সকাল বিছানায় গিয়ে শুয়ে প'ড়েছিলুম কিনা, তাই, বোধ হয়, অসুখ করে নি!"

"বিছানায় তাড়াতাড়ি গিয়ে খুব ভালই ক'রেছিলে।"

"আচ্ছা, বাবা, বামুণ-ঠাক্‌রুণ, বোধ হয়, ঠিক ব'ল্‌তে পারে, আমি ক'খানা মোরব্বা খেয়েছিলুম সেদিন—না?"

"তা' পারে নিশ্চয়ই।"

"আমি তা'কে, তা' হ'লে, জিজ্ঞাসা ক'র্‌ব।"

"জিজ্ঞাসা ক'রে কি হ'বে?"

"বাবা, ঘরে আমার যে ক্যাসবাক্স আছে, সেই যে খুব ছোট, তা'তে পয়সা আছে তো!"

"হ্যাঁ, তা' কি?"

"আমি তা'র থেকে কিছু বা'র ক'রে নোব, নিয়ে দোকানথেকে আঁবের মোরব্বা কিনে জ্যেঠাইমাকে দোব।"

"সত্যি এইরকম ক'র্‌বার তোমার ইচ্ছে হ'য়েছে? কে তোমার মাথায় ঐ মতলব দিলে, মণ্টু?"

"কেউ নয়, বাবা। আমি নিজে এক্‌লা এক্‌লা ভেবে এই ঠিক ক'রেছি। দেখ, বাবা, মোরব্বা যখন ফেরৎ দোব, তখন আর আমার মনে এত কষ্ট থা'কবে না; আমি এখন তো একটা চোর, ফিরিয়ে যখন দোব, তখন তো আর চোর থা'কব না, না? বাবা, তুমি কি বল?"

"দেখ, মণ্টু, তোমার মাথায় এই যে মতলব্ এসেছে, এটা খুব ভাল। আমি চ'লে গেলে তোমাদের বামুণঠাক্‌রুণকে জিজ্ঞাসা ক'র', ঠিক ক'খানা মোরব্বা সেদিন খেয়েছিলে। কাল যখন আ'স্‌ব, তখন তোমার টাকার বাক্সটি নিয়ে আ'স্‌ব, এনে খুলে দোব, তোমার যা' দরকার হ'বে, তা' তুলে নেবে। তা'র পর তুমি, মিণু আর আমি, আমরা তিনজনে মিলে দোকানে গিয়ে মোরব্বা কি'ন্‌ব। কেমন এতে হ'বে তো?"

মণ্টু মহাস্ফূর্ত্তিতে ঐ বন্দোবস্তে সম্পূর্ণ সম্মতি জানাইল। তাহার পর কল্যকার মতলব আওড়াইতে আওড়াইতে সহসা সে তাহার পিতার মুখের দিকে চাহিয়া ছোট্ট একখানি হাত তুলিয়া কহিল, "চুপ্ কর, বাবা!"—অন্যান্য ছেলেরা তখন সেই দিকে আসিতেছিল। তাহারা সেখানে আসিলে মণ্টু চক্ষু টিপিয়া তাহার দিদিকে বুঝাইয়া দিল যে, তলে তলে কিছু একটা মতলব তাহাদের চলিতেছে এবং সে ঠিক সময়েই তাহা জানিতে পারিবে।

পরদিন রামধনবাবু মণ্টুর টাকার বাক্সসমেত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুযোগ ও অবসর বুঝিয়া তাঁহারা তিনজনে বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিলেন। মণ্টু আজ যেন বয়স্ক লোকের মত নিজের গুরুত্ব-অনুভব করিতেছিল।

"বাবা, বামুণঠাক্‌রুণ ব'ল্‌লে যে, আমি নাকি সেদিনকার মোরব্বার আদ্ধেক খেয়েছিলুম, বাকী যা' ছেল, তা'তে একবোতলের আধাআধি হ'য়েছে। বাবা, তা' হ'লে আমি আধশিশি মোরব্বা খেয়েছি—না? বামুণঠাক্‌রুণ ব'ল্‌লে যে, একশিশি আঁবের মোরব্বার দাম নাকি তেরো আনা! তা' হ'লেই আদ্ধেকের দাম হ'ল—সাড়ে ছ' আনা—না, বাবা? আমি 'হাণ্ডিরাসান্'-বাবুকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম, তের আনার আদ্ধেক কত? আমি হিসাব কর্‌বার জন্যে আমার সেলেট্ আর পেন্সিল এনে দিলুম, তিনি কিন্তু, বাবা, তা' মোটেই নিলেন না, মুখে-মুখেই ব'লে দিলেন—সাড়ে-ছ আনা! বাবা 'হাণ্ডিরাসান্'-বাবু খুব ভাল অঙ্ক জানেন, না?"

মিণু কহিল, "বাবা, মণু আদ্ধেক মোরব্বা কি'ন্‌বে কি করে? দোকানদার তো আর আদ্ধেক শিশি বিক্রী ক'র্‌বে না?"

রামধনবাবু বলিলেন, "না, না, তা' কি হয়? মণুকে পুরোপুরি তের আনাই দিতে হ'বে। তের আনা খরচ ক'রে যদি 'আমি চোর নই,' এ কথা ভা'ব্‌তে পারা যায়, তা' হ'লে, কে তা'র মায়া করে? এতে মণুর সাহস আর বুকের পাটাটা বোঝা যা'বে। অন্যায় ক'র্‌তে যেমন সাহসের দরকার, অন্যায়ের প্রতীকার ক'র্‌তেও তেমনই সাহসের দরকার।"

"বাবা, মণুর বাক্সে মোট আছে—একটাকা ন' আনা তিন পয়সা। বাবা, এই পয়সা দিয়ে সেই ছোট্ট টিনের রেলের গাড়ী কে'ন্‌বার জন্যে. মণুর কিরকম ইচ্ছে, জান তো? পুরোপুরি তের আনা দিলে তো আর রেলগাড়ী কে'ন্‌বার কিছু থাক্‌বে না?"

"হাঁ, তা' সম্ভব বটে। কিন্তু রেলগাড়ী কে'ন্‌বার চেয়েও ওর জেঠাইমার মোরব্বা ফেরৎ দেবার ওর বেশী ইচ্ছে, না, মণু?"

মণু হৃদয়ে বলসঞ্চয় করিয়া কহিল, "হ্যাঁ, বাবা!" একটি ছোট্ট দীর্ঘনিশ্বাস সে চাপিয়া রাখিল। সেই দীর্ঘশ্বাসটি একটি আনন্দপূর্ণ হাস্যের রেখায় পরিণত হইয়া তাহার ওষ্ঠপ্রান্তে জ্বল্ জ্বল্ করিতে লাগিল!

কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে পুনরায় কহিল, "আমি আর, ভাই-দিদি, তুমি, আর বাবা, আমরা সকলে দোকানে যা'ব। কি মজা! দিদি, তুমি, ভাই, যাও; জামা আর জুতোটা শীগ্‌গির প'রে এস, এক্ষুণি আমরা বেরুব যে!"

রামধনবাবু মুচ্‌কিয়া মুচ্‌কিয়া হাসিতেছিলেন। মিণু ছুটিয়া জামা, জুতা পরিতে চলিয়া গেল। মণুও সেই সঙ্গে অন্তর্হিত হইল। অতি শীঘ্রই তাহারা সজ্জা-শেষ করিল। সিঁড়িতে নামিবার মুখে বালক-বালিকাদ্বয়ের সহিত মৃত্যুঞ্জয়বাবুর দেখা হইল।

মিণু আগ্রহের সহিত তাঁহার একখানি হাত ধরিয়া তাঁহার মুখ-প্রতি চাহিয়া কহিল, "জ্যেঠাবাবু, লক্ষ্মিটি, আমাদের জিজ্ঞাসা ক'র' না, আমরা কোথায় যাচ্ছি। আমি, জ্যেঠাবাবু, তোমায় ব'ল্‌তুম, কিন্তু এখন ব'ল্‌ব না, একটা খুব লুকোনো কথা—মণুর লুকোনো কথা!"

মণু কহিল, "আমিও তোমায় নিশ্চয়ই ব'ল্‌তুম, 'হাণ্ডিরাসান্'-বাবু! কিন্তু এটা খুব লুকোনো কথা। আমি ছুটে পালাই, নইলে এক্ষুণি হয় তো ব'লে ফে'ল্‌ব!"

সে ওষ্ঠের উপর ওষ্ঠ দৃঢ়ভাবে চাপিয়া ছুটিয়া সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া গেল। মিণুও তাহার পশ্চাদনুসরণ করিল। মৃত্যুঞ্জয়বাবু সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া পলায়নশীল এই শিশুদ্বয়ের প্রতি সস্নেহ-দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক হাসিতে লাগিলেন।

(ক্রমশঃ)

প্রাধ্ব প্রধাবন

[আচার্য্য ললিতলোচন দত্ত-লিখিত]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

একই দিনে দুইবার দুইটি ধাবন-প্রতিযোগিতায় যোগ দেওয়া উচিত নহে। প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইবার সপ্তাহখানিকপূর্ব্বে ধাবনাভ্যাস-সংক্রান্ত যত কিছু শ্রমসাধ্য দুরূহ ব্যায়াম-অভ্যাস করিয়া শেষ করিতে হইবে। শেষ-সপ্তাহের মধ্যে লঘু ব্যায়াম করা যাইতে পারে, কিন্তু প্রতিযোগিতার অন্ততঃ দুইদিনপূর্ব্বে সম্পূর্ণরূপে বিশ্রামগ্রহণ আবশ্যক। এই উপদেশটি অনেকেরই অপূর্ব্ব-বোধ হইবে, কিন্তু প্রাধ্ব-প্রধাবনবিষয়ে যাঁহারা পারদর্শী, এই নিবন্ধে আমি তাঁহাদেরই অমূল্য উপদেশনিচয় লিপিবদ্ধ করিতেছি।

যাহারা প্রাধ্ব-প্রধাবক হইতে চায়, তাহাদের অর্দ্ধঘণ্টাকাল ডাম্‌বেল, মুগুর প্রভৃতি লইয়া ব্যায়াম করা উচিত। সেই ব্যায়ামকালে প্রাধ্ব-প্রধাবকের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যায়াম হইতেছে এই—দাঁড়াইয়া, হাঁটু না মুড়িয়া, হাত-দিয়া ভূমি-স্পর্শ করা, চিৎ হইয়া শুইয়া পা উপরের দিকে তোলা এবং উবুড় হইয়া শুইয়া, পীঠ শক্ত ও সোজা রাখিয়া, হাতের উপর ভরদিয়া উঠা। এই শেষোক্ত ব্যায়ামে পৃষ্ঠ, স্কন্ধ ও উদরের মাংসপেশীসমূহ সবল হয়। কেবল ধাবনে প্রোক্ত অঙ্গের মাংসপেশীসমূহের বিকাশ হয় না। ঐ মাংসপেশীসমূহ কিন্তু সবল থাকিলে, ধাবনকালে ধাবক স্নায়ুসমূহে বল পায় এবং আবশ্যক হইলে, ধাবনে অধিকতর শক্তিপ্রয়োগ করিতে পারে।

কোন ধাবকের ধাবনভঙ্গীর (style) অনুকরণ করা সমীচীন নহে। সোজারকমে ছুটিবারই অভ্যাস করা উচিত। ধাবনের সময় পদদ্বয় সবল, আঁটুযুগল উচ্চ ও চরণাঙ্গুলিনিচয় নিম্নমুখী করিয়া ছুটিবে। বাহু-দুইটি ঝুলাইয়া রাখা উচিত। ছুটিবার সময় বাহুদ্বয় যেন স্কন্ধের কব্জাহইতেই দুলে, কনুইএর কব্জাহইতে না দুলে। মাথা তখন তুলিয়া রাখিবে,—একবার এ-পাশে, একবার ও-পাশে ঢলিয়া পড়িতে দিবে না। মাথা চালিতে চালিতে ছুটিলে ধাবনের গতি শীঘ্রই শ্লথ হইয়া পড়ে। কে মাথাটি কেমন অবস্থায় রাখিয়া ছুটিতেছে, ইহা লক্ষ্য করিলে, কাহার ধাবন-পরিণাম কি হইবে, তাহা বলিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

দৌড় আরব্ধ হইলে, তোমার শিক্ষানুযায়ী তুমি যত উৎকৃষ্টভাবে দৌড়িতে জান, দৌড়িবে, কুপন্থার আশ্রয় লইবে না। যদি জয়ী হও, দর্শকেরাই করতালি দিউন, যদি পরাজিত হও, পরাজয়জনিত তিক্ততাটুকু অবিকৃতমুখে গলাধঃ করিবে। স্মরণে রাখিও, ধাবনে তথা

মানবজীবনে দুই অবস্থায় মৌনাবলম্বন সবিশেষ আবশ্যক—জয়ে ও পরাজয়ে। জয়ী হইলে, তুমি কেমন করিয়া জয়ী হইয়াছ, তাহার ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই, বিজিত হইলে, আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কৈফিয়ৎ কাটায় কোনই উপকার হয় না। তখন বরং নীরবে এই প্রতিজ্ঞা করা উচিত যে, উত্তরকালে এইবারের অপেক্ষা ভাল করিয়া দৌড়িবার চেষ্টা করিব।

প্রাধ্ব-প্রধাবক হইতে হইলে কেবল শারীরিক-সাধনায় কার্য্য হয় না, মানসিক-সাধনারও আবশ্যকতা হয়। যদি কাহারও এইপ্রকার মনে হয় যে, আমার প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত আমি দৌড়িয়া উঠিতে পারিব না, তাহা হইলে সে অচিরেই পরাভূত হইবে। আবার কাহারও যদি এইপ্রকার মনে হয় যে, অমুক আমার সমকক্ষই নহে, তাহা হইলে সেই অতি আত্মনির্ভরতার ফলে হয় তো সে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর শক্তি-সামর্থ্য যত কম নয়, ততই কম মনে করিয়া তাহাকে উপেক্ষাপূর্ব্বক পরাজিত হইবে।

যাঁহারা প্রাধ্ব-প্রধাবন-শিক্ষক, তাঁহাদের এই একটি গুণ থাকে যে, তাঁহারা মানব-চরিত্রে অভিজ্ঞ হন। ফলে আবশ্যক হইলে, তাঁহারা উৎসাহিত বা নিরুৎসাহিত করিয়া শিক্ষার্থীর মানসিক-অবস্থাটা নাতি-আশাদীপ্ত নাতি-নৈরাশ্যদমিত করিয়া তুলেন। কেহ যদি বিনা ওস্তাদে প্রাধ্ব-প্রধাবনে পটুতা-লাভ করিতে চাহে, তবে তাহাকে, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্বন্ধে সবিশেষ অভিজ্ঞতা-লাভপূর্ব্বক, অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করিতে আমরা পরামর্শ দিই।

প্রাধ্ব-প্রধাবকদিগের মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক দেখা যায়। একশ্রেণীর লোক গোড়াগুড়িই ক্ষিপ্রপদে ছুটিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীহইতে বহুদূরে অগ্রসর হইয়া পড়ে। এই শ্রেণীর ধাবক সমস্ত পথটাই তাহার ক্ষমতানুযায়ী দৌড়িয়া তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাভব করিতে প্রয়াস পায়। ইহারা কলকৌশলের ধার ধারে না। দৈহিক-শক্তির উপরই নির্ভর করিয়া ইহারা প্রতিদ্বন্দ্বীকে ক্লান্ত অথবা সর্ব্বশেষ-"ফেরতায়" এত পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিতে চাহে যে, প্রতিদ্বন্দ্বীর আর তাহার নাগাইল ধরিবার শক্তি ও সময়ই থাকে না। আর এক শ্রেণীর প্রাধ্ব-প্রধাবক কায়দাবাজ। ইহারা প্রথম তিন ফেরতায় প্রতিদ্বন্দ্বীহইতে যাহাতে বহু পশ্চাতে না পড়ে, কেবল তাহারই চেষ্টা করে, পরে চতুর্থ ফেরতায় সঞ্চিত শক্তির সমুদয়টাই প্রয়োগ করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাভূত করিয়া দেয়।

স্বাভাবিক ও সহজভাবে দৌড়।

ঐ উভয় শ্রেণীরই মধ্যে এমন উৎকৃষ্ট প্রধাবকদিগকে দেখা গিয়াছে যে, কোন্ শ্রেণীভুক্ত হওয়া উচিত, সেসম্বন্ধে কোন নিয়ম করিয়া দেওয়া না। তবে যে ব্যক্তি গোড়াহইতেই পূর্ণদ্রুতভাবে ছুটিয়া তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাভূত করে, আমাদের ক্ষুদ্র মতে, ফিকিরবাজ প্রাধ্ব-প্রধাবকের অপেক্ষা সে-ই উন্নত প্রধাবক। কেননা ফিকিরই মানুষকে, অনেক সময়ে, ফকীর করে। ফিকিরবাজ প্রধাবক হয় তো ভাবিয়া রাখিয়াছে যে, চৌঠা ফেরতায় আমি এমন দৌড়িব যে, আমার প্রতিদ্বন্দ্বী আমায় সঙ্গে পারিয়া উঠিবে না। কিন্তু তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী যদি যত বেগে দৌড়িতেছে, তাহারও অপেক্ষা বেগে দৌড়িতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে কি হইবে?

ফলতঃ যে ব্যক্তি যেমন "দম" রাখে, তেমনই দ্রুত দৌড়ে, সে-ই উৎকৃষ্ট প্রধাবক। এই ব্যক্তিই অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হয়।

তিনটী প্রশ্ন

শ্রীযুক্তা সরসীবালা বসু-সংকলিত

"বালকে"র ছোট ছোট পাঠকপাঠিকাগণ, তোমরা অনেকেই হয় তো স্বর্গীয় মহানুভাব লিও টলষ্টয়ের নাম শুনিয়া থাকিবে, তিনি ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে রুষিয়াদেশে জন্মগ্রহণ করেন, এবং ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া, নিজের জীবনে অনেক সৎকার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় সদাশয়, পরোপকারী ব্যক্তি জগৎ-সংসারে দুর্লভ। তিনি দরিদ্রের বন্ধু, বিপন্নের সহায় ও আর্ত্তের পরিত্রাতা ছিলেন, এবং ঈশ্বরের অসীম করুণার প্রতি তাঁহার অগাধ বিশ্বাস ও আস্থা ছিল। অর্থের অসদ্ভাব না থাকিলেও, তিনি নিতান্ত দীনের ন্যায় জীবন-যাপন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সম্বন্ধে বারান্তরে কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল। তিনি বালকবালিকাদিগের জন্য সুন্দর সুন্দর গল্প-রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার সকল গল্পেরই মধ্যে মূল্যবান্ উপদেশ নিহিত আছে। তোমরা গল্প শুনিতে খুব ভালবাস। এই ছোট বয়সে তোমরা যাহা শুন বা শিক্ষা কর, যেন, তাহার সকলই কিছু-না-কিছু কাজে আসে, মানব-জাতির পরম শুভানুধ্যায়ী মহাত্মা লিও

টলষ্টয়ের এই বিষয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল, তাঁহার গল্পগুলি যখন তোমরা শুনিবে ও পড়িবে, তখন তাঁহাকে তোমরা অন্তরের সহিতই ধন্যবাদ দিবে, ইহাই আমার বিশ্বাস।

* * * *

বহুদিন আগেকার কথা, কোন সমৃদ্ধিপূর্ণ দেশে এক রাজা ছিলেন, তিনি খুব ভাল লোক ছিলেন, এবং নানারকম ভাল কাজে সর্ব্বদা উৎসাহের সহিত যোগ দিতেন, কিন্তু তাঁহার মনে সর্ব্বদা তিনটি প্রশ্নের উদয় হইত, আর তিনি মনে করিতেন, এই প্রশ্ন-তিনটির উত্তর পাইলে তাঁহার জীবনের কাজগুলি বেশ নিরুদ্রপবে সুসম্পন্ন হইবার পক্ষে সকল সন্দেহ মিটিয়া যাইবে। প্রশ্ন-তিনটির মধ্যে তাঁহার প্রথম প্রশ্নটি এই, কোন্ সময় কোন্ ভাল কাজের উপযুক্ত? তাঁহার দ্বিতীয় প্রশ্ন এই, সংসারে কোন্ লোকের সর্ব্বপ্রথমে প্রয়োজন, এবং তাঁহার তৃতীয় প্রশ্ন এই, কোন্ কাজ সর্ব্বাগ্রে করা কর্ত্তব্য?

একদা রাজা রাজ্যমধ্যে এই ঘোষণা করিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি তাঁহার এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবেন, তিনি তাঁহাকে উপযুক্ত পুরস্কার দিয়া সন্তুষ্ট করিবেন।

অনেক জ্ঞানী লোক রাজার প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্যে আসিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহাদের একজনের উত্তর অপর জনের সঙ্গে মিলিল না। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে কেহ বলিলেন, ঘড়ীর কাঁটার মত নিজের জীবনের মূল্যবান্ সময় সর্ব্বদা নিয়মিতভাবে সৎকাজে নিয়োজিত রাখিতে হয়, তাহা হইলে এই প্রশ্নের উত্তর আপনাহইতেই পাওয়া যায়; কেহ বলিলেন, উপযুক্ত সময় পূর্ব্বহইতে নির্দ্ধারিত করিয়া রাখা অসম্ভব, তবে বৃথা হাস্যামোদে বা বৃথা কার্য্যে ও আলস্যে সময়-ক্ষেপণ না করিয়া সর্ব্বদা কর্ত্তব্যকার্য্যে তৎপর হইয়া থাকিলে, কোন্ সময় কোন্ কাজের উপযোগী, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়; কেহ বা বলিলেন, নিজের বুদ্ধি-বিবেচনার উপর নির্ভর না করিয়া বাছাবাছা ক'এক জন জ্ঞানবৃদ্ধ ব্যক্তির পরামর্শ লইয়াই কোন কিছু করা শ্রেয়ঃ। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরেও অনেকে অনেকরকম বলিলেন। কেহ বলিলেন, আমাদের জীবনযাত্রার পক্ষে জ্ঞানী মানুষের সঙ্গই সব চাইতে আবশ্যক; কেহ বলিলেন, সকলের আগে, সদ্গুরুরই প্রয়োজন, কেননা তিনি আমাদিগকে ধর্ম্ম-জীবন-লাভে সাহায্য করিতে পারিবেন; কেহ বলিলেন, চিকিৎসকেরই সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক, শরীরের আধিব্যাধি দূর করা আগে চাই; কেহ বা বলিলেন, সর্ব্বপ্রথমে নির্ভীক যোদ্ধারই প্রয়োজন।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরেও নানা মুনির নানা মত হইল। কেহ বলিলেন, বিজ্ঞানসম্বন্ধে কিছু কাজ করাই প্রথমে দরকার; কেহ বলিলেন, যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণতা-লাভই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য, কেহ বা বলিলেন, ঈশ্বরের পূজার চাইতে মানুষের এ জগতে বড় কাজ আর কিছু নাই। প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণ, আমার মনে হয়, সেই জ্ঞানী লোকদের মত তোমরাও ভিন্ন-ভিন্ন-রকমের উত্তর দিতে পারিতে।

রাজা কিন্তু কোন উত্তরেই সন্তুষ্ট হইলেন না, কাজেই পুরস্কারলাভ কাহারও অদৃষ্টে ঘটিল না। কিন্তু প্রশ্নগুলির উত্তর তাঁহার পাওয়া চাই-ই, অবশেষে তিনি একজন প্রসিদ্ধ জ্ঞানী সন্ন্যাসীর নিকটে এ প্রশ্নগুলির উত্তর-প্রার্থনা করিবেন, স্থির করিলেন। সেই সন্ন্যাসীর নাম সে দেশে সকলেই জানিত এবং সাধুটিকে সকলেই অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা-ভক্তি করিত। সন্ন্যাসী নগরীর প্রান্তভাগে, এক বনের মধ্যে বাস করিতেন। সে বনের বাহিরে তিনি কখন যাইতেন না, এবং দুই-একজন সাধারণ লোকের সঙ্গে ছাড়া, রাজারাজড়া কি বড় দরের কোন লোকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করিতেন না। কাজেই রাজা, নিজের জমকালো রাজবেশ এবং সোণার মুকুট প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া, সামান্যবেশে সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন; বনের বাহিরে নিজের ঘোড়া রাখিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন; শরীর-রক্ষী সৈন্যগণও সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। রাজা সন্ন্যাসীর কুটীরের নিকটে গিয়া দেখিলেন, তিনি কুটীরের সম্মুখের এক জায়গার কোদাল-দিয়া মাটী খুঁড়িতেছেন। রাজাকে দেখিয়া সন্ন্যাসী মিষ্টবাক্যে অভ্যর্থনা করিলেন, কিন্তু মাটী খুঁড়িতে ক্ষান্ত হইলেন না। সন্ন্যাসীর দেহ শীর্ণ এবং দুর্ব্বল, প্রত্যেক বার কোদালী-দিয়া তিনি খুব অল্প মাটীই তুলিতেছিলেন, আর জোরে জোরে প্রশ্বাসত্যাগ করিতেছিলেন।

রাজা সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া নম্রভাবে বলিলেন, "জ্ঞানিবর, আপনার কাছে আমি তিনটি দুরূহ প্রশ্নের উত্তরের জন্য আসিয়াছি—কোন্ সময় কোন্ ভাল কাজের উপযুক্ত? কোন্ লোকের সংসারে সর্ব্বপ্রথমে আবশ্যকতা হয়? এবং কোন্ কাজ সর্ব্বাগ্রে করা কর্ত্তব্য? আপনি দয়া করিয়া এই তিনটি প্রশ্নের সদুত্তর দিয়া আমাকে সন্দেহমুক্ত করুন, আমার হৃদয়ে অনুগ্রহ করিয়া শান্তি দিন—এই আমার একান্ত প্রার্থনা।" সন্ন্যাসী রাজার কথাগুলি মন-দিয়া শুনিলেন, কিন্তু কোন উত্তর না দিয়া নিজের কাজ করিতে লাগিলেন। রাজা বলিলেন, "আপনি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, একটু বিশ্রাম করুন, আমি ততক্ষণ মাটি খুঁড়ি।" "ধন্যবাদ আপনাকে" —এই বলিয়া সন্ন্যাসী রাজার হাতে কোদালটি দিয়াই মাটীতে বসিয়া কপালের ঘাম মুছিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে মাটী খুঁড়িতে খুঁড়িতে রাজা পুনরায় সন্ন্যাসীকে প্রশ্ন-তিনটির উত্তর-জিজ্ঞাসা করিলেন, সন্ন্যাসী উত্তর না দিয়া হাত বাড়াইয়া কোদালটি রাজার হাতহইতে লইতে গেলেন। কিন্তু রাজা কোদালি দিলেন না, নিজেই মাটী খুঁড়িতে লাগিলেন, দুইঘণ্টা কাটিয়া গেল, সমস্ত আকাশ রাঙা করিয়া ঘনপল্লব, দীর্ঘ-তরুশ্রেণীর অন্তরালে সূর্য্য অস্তমিত হইল, বিস্তৃত বনের মধ্যে সন্ধ্যার ঘনছায়া নিবিড় হইয়া আসিতে লাগিল। রাজা শ্রান্ত হইয়া কোদালটি দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "জ্ঞানিবর, আমি বড় আশা করিয়া আসিয়াছিলাম যে, আপনি আমার প্রশ্নগুলির উত্তর দিবেন, আপনি যদি উত্তর না দিতে পারেন, অনুগ্রহ করিয়া তাহাই আমায় বলিয়া দিন, আমি বাড়ী ফিরিয়া যাই।"

সন্ন্যাসী বলিয়া উঠিলেন,—"দেখ, দেখ, কে ঐ লোকটা ছুটিয়া

আসিতেছে, নিশ্চয় কোন বিপদে পড়িয়াছে।" রাজা মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, একজন দাড়ীওয়ালা লোক দুই হাতে নিজের পেটটা চাপিয়া-ধরিয়া, দৌড়িয়া কুটীরের দিকেই আসিতেছে, দুইহাতের ফাঁক দিয়া রক্তের ধারা বহিয়া পড়িতেছে, কুটীরের নিকটে পঁহুছিয়াই লোকটা আর্ত্তনাদ করিয়া জ্ঞানশূন্য হইয়া মাটীতে লুটাইয়া পড়িল। রাজা ও সন্ন্যাসী শশব্যস্তে লোকটার পরিচ্ছদ খুলিয়া দেখিলেন, পেটে গভীর অস্ত্রাঘাতচিহ্ন। রাজা যত্নে ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া নিজের রুমাল-দিয়া পটী বাঁধিয়া দিলেন, কিন্তু রক্ত-স্রোতঃ বন্ধ হইল না, তিনি বার বার রক্তসিক্ত ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া-ফেলিয়া আহতের ক্ষত-স্থান ধৌত করিয়া বাঁধিতে লাগিলেন, ক্রমে রক্ত বন্ধ হইল, লোকটির জ্ঞান-সঞ্চার হইল, সে জল-পান করিতে চাহিল। রাজা নির্ম্মল জল আনিয়া তাহাকে পান করাইলেন। তখন সন্ধ্যার বাতাসে চারিদিক্ শীতল হইয়া উঠিয়াছিল, রাজা সন্ন্যাসীর সাহায্যে লোকটিকে কুটীরের মধ্যে লইয়া-গিয়া শয্যায় শয়ন করাইয়া দিলেন। লোকটি তৎক্ষণাৎ ঘুমাইয়া পড়িল। কিন্তু রাজার সেদিন আর বাড়ী ফিরিয়া যাওয়া হইল না, সারাদিনের ঘোরাঘুরি ও গুরুশ্রমে তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়া-ছিলেন, সুতরাং দরো'জার চৌকাটের কাছে বসিয়াই তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন, এবং সকালে নিদ্রাভঙ্গে পূর্ব্বদিনের ঘটনাগুলি একে একে সব স্মরণ করিতে তাঁহার অনেক সময় গেল। কেননা তিনি প্রথমটা বুঝিতে পারেন নাই যে, তিনি কোথায় রহিয়াছেন, এবং ঐ যে লোকটি আকুল-দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে, ওই বা কে?

রাজাকে জাগং এবং তাহার দিকে চাহিতে দেখিয়া সেই লোকটি কাতর-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আমায় ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন!" রাজা বলিলেন "তোমায় আমি চিনি না, তাহাছাড়া তোমায় ক্ষমা করিবার কি আছে?"

লোকটি বলিল, "আপনি আমায় না চিনুন, আমি কিন্তু আপ-নাকে চিনি, আমি আপনার শত্রু, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, আপনার প্রাণসংহার করিয়া আমার ভাইএর মৃত্যুর প্রতিশোধ লইব, কেননা আপনার আদেশে তাহার প্রাণদণ্ড এবং তাহার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছিল। আমি সুযোগ খুঁজিতেছিলাম, কাল আপনাকে সন্ন্যাসীর আশ্রমে থাকিতে দেখিয়া আমি ফিরিবার পথে আপনাকে হত্যা করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলাম। সন্ধ্যা হইয়া আসিল, তবু আপনি ফিরিলেন না, তখন আমি ঝোপের ভিতরহইতে বাহির হইয়া বনের মধ্যে আসিতেছিলাম, আপনার শরীররক্ষী সৈন্যেরা আমায় চিনিতে পারিয়া আক্রমণ করিতে আসিল। আমি পলাইয়া আসিলাম, কিন্তু অক্ষতশরীরে নয়, আমার পেটে ভয়ানক অস্ত্রাঘাত করা হইয়াছিল। তাহার পর আপনি সব জানেন, কত যত্নে ও সেবা-শুশ্রূষায় আপনি আমায় প্রকৃতিস্থ করিলেন, আপনিই আমায় মরণের মুখ-হইতে ফিরাইয়া আনিলেন। আমি আপনাকে প্রাণে মারিতে চাহিয়া-ছিলাম, আর আপনি আমার জীবন-রক্ষা করিলেন। এখন যদি আপনি আদেশ করেন, আমি যাবজ্জীবন আপনার বিশ্বস্ত ভৃত্য হইয়া থাকি; আমার ছেলেরাও যে আপনার দাসত্বে প্রাণ দিবে, তাহা আমি শপথ করিয়াই বলিতেছি। মহারাজ, অধমকে ক্ষমা করুন, আর বিশ্বাস করিয়া ভৃত্য বলিয়া আপনার চরণে আমায় আশ্রয় দিন।"

লোকটির আকুল-প্রার্থনায় রাজার মন করুণায় পূর্ণ হইয়া উঠিল, তিনি আনন্দের সহিত তাঁহার সেই শত্রুকে ক্ষমা করিলেন এবং অভয় দিয়া বলিলেন, "তোমার ভাইএর বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি তোমায় আমি ফিরাইয়া দিব, আর আমার রাজবাড়ীর চিকিৎসককে তোমার চিকিৎ-সার জন্য পাঠাইব।" তাহার পর, আহত লোকটির নিকটহইতে বিদায় লইয়া, রাজা সন্ন্যাসীর খোঁজে গেলেন। কাল সেই বাড়ী ছাড়িয়া আসিয়াছেন, তাঁহার অনুপস্থিতিতে নিশ্চয় সকলে খুব ব্যস্ত হইয়া-ছেন। বাড়ী ফিরিবার আগে সন্ন্যাসীর নিকটে আর একবার প্রশ্ন-তিনটির উত্তর-প্রার্থনা করিবেন—এই শেষবার।

সন্ন্যাসী হাঁটু গাড়িয়া পূর্ব্বদিনের খননকরা মাটীতে বীজ-বপন করিতেছিলেন, রাজা কাছে গিয়া বলিলেন "সাধুবর, এই শেষবার আমি আপনার কাছে প্রশ্নের উত্তর-প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি।" সন্ন্যাসী রাজার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনার প্রশ্নের উত্তর তো আপনি পাইয়াছেন, মহারাজ!"

রাজা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "সে কি কথা? কিরকম করিয়া আমি উত্তর পাইয়াছি?"

সন্ন্যাসী শান্তভাবে বলিতে লাগিলেন, "ভাবিয়া দেখুন, যদি কাল আপনি আমায় পরিশ্রান্ত দেখিয়া, মাটী না খুঁড়িয়া, বাড়ী ফিরিয়া যাইতেন, লোকটা পথের মধ্যে আপনাকে আক্রমণ করিত, তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেছেন, সে সময়টি কত মূল্যবান্। আর আমি আপনার সেই সর্ব্বপ্রথমে প্রয়োজনীয় মানুষটি নই কি? আমার সাহায্য করাটাও আপনার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য।

"তাহার পর যখন সেই আহত লোকটি দৌড়িয়া আসিল, সেই সময়ে তাহারা সেবা করাতেই তাহার প্রাণরক্ষা হইল, তাহা হইলে সেই সময়ই উপযুক্ত সময়, আর সেই লোকটিই সর্ব্বপ্রথমেই আবশ্যক ব্যক্তি, আর তাহার শুশ্রূষাই সর্ব্বপ্রধান কাজ, এ বেশ বুঝিতে পারা গেল। তাহা হইলে, মহারাজ, মনে রাখিবেন, আমাদের সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বোত্তম সময় হইতেছে—এই বর্ত্তমান, যেটা সম্পূর্ণরূপে আমাদের আয়ত্তের মধ্যে আছে, এর সদ্ব্যবহার সর্ব্বদা করা সকল লোকের কর্ত্তব্য।

"যাঁহারা আমাদের সঙ্গে বাস করিতেছেন, তাঁহারাই খুব প্রয়োজনীয় ব্যক্তি, কেননা সময় থাকিতে তাহাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার যদি না করি, আর করিবার সুযোগ নাও পাইতে পারি। তাহার পর, মনুষ্যের সর্ব্বপ্রধান করণীয় হইতেছে—লোকের উপকার করা, এইজন্যই সে তাহার মহান্ স্রষ্টার নিকটহইতে এই দুর্লভ মানব-জন্ম-লাভ করিয়াছে।"

সন্ন্যাসীর ধীর-গম্ভীর স্বর প্রভাতের শান্ত-ক্ষণকে যেন অপূর্ব্বভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিল। রাজা কৃতজ্ঞ-চিত্তে, ভক্তিভরে সন্ন্যাসীর চরণে প্রণত হইলেন।

ত্রিপর্ণিকা

আচার্য্য ললিতলোচন দত্ত-কৃত

স্বদেশ-স্তোত্র

হে স্বদেশ, তব অঙ্কে হ'য়েছি প্রসূত,
তোমারই তরুচ্ছায়ে শ্যামলতাযুত।
তোমারই ঘাট, বাট, দূর্ব্বাস্তৃত মাঠে,
তোমারই কান্তারের শ্যাম, ঠান ঠাট,
তোমারই একপদী, বীথী বিসর্পিত
নিরখি', নিরখি' মম মানস তর্পিত!

হেরি' ফিরি গিরি, দরী, বল্লী, বনস্পতি,
উদধি, উৎসর্পী উৎস, বাপী বেগবতী;
হেরি যবে ও'সকল, লাগে চমৎকার,
হৃদয়-সেতারে কিন্তু উঠে না ঝঙ্কার।
ঘরে ফিরে দেখি, বঙ্গ, শস্যশ্যাম তুমি
হিমাদ্রি-চরণহ'তে সিন্ধু আছ চুমি';
তব নীল নভস্থলে উড়ে শঙ্খচীল,
জলভরে টলমল তব ঝিল, বিল;
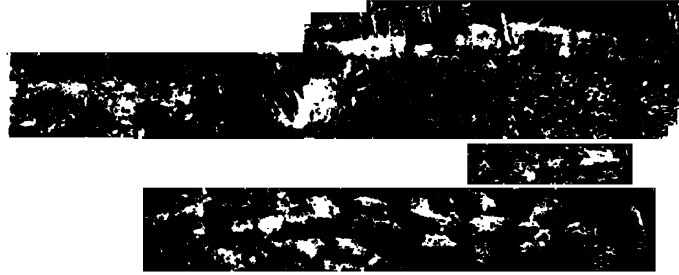
বঙ্গজননীর পল্লীশোভা—৩।

তোমারই তটিনীর তরলিত তান,
নিভৃত নিকুঞ্জে মঞ্জু পরভৃত-গান,
নির্ঝর-ঝর্ঝরসহ পল্লব-মর্ম্মর
শ্রুতিপথে পশি' করে প্রফুল্ল অন্তর!
তোমারই বুকে, বঙ্গ, হ'তেছি বর্দ্ধিত,
তোমারই কীর্ত্তি-কথা কহিয়া স্পর্দ্ধিত।
তোমার সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীতে নন্দিত,
তব জয়-পরাজয়ে হৃদয় স্পন্দিত!
ফিরি পরবাসহ'তে যবে তব বক্ষে,
আপনিই আনন্দাশ্রু উথলায় চক্ষে!

গোঠহ'তে গাভী ফিরে উড়াইয়া রেণু,
প্রাণ-কাড়া-সুরে বাজে গোপালের বেণু।
মনে হয়, এত দিন ছিনু লয়হীন,
আজিই হৃদয়-লয় লয়ে হ'ল লীন!
নহি আমি কবি, বঙ্গ, লিখি কভু ছন্দে,-
গীতহীন গীত গায় মনের আনন্দে!
স্বভাব-সৌন্দর্য্য তব যে নহে গো কবি,
তাহারও বুকে আঁকে স্বর্ণবর্ণ ছবি!
তাই এ অকবি আজি লিখি' ঋজুছন্দে,
তোমারই প্রেরণায় তোমারেই বন্দে!

ভগবন্, এ' মিনতি চরণে তোমার,
জন্ম যদি দেহ মোর এ বঙ্গ-মাঝার,
এই বঙ্গ-বক্ষে মোর মুদি' দিও আঁখি,—
অন্তিমশয়নে যেন শুনি বঙ্গ-পাখী
শুনাই'ছে এ পথিকে প্রয়াণের গান,
তুলিতেছে বঙ্গ-নদী কলকলতান ;—
তবে যেন বঙ্গ-বায়ু লাগে মোর গায়,
তবে যেন বঙ্গ-ফুলবাস নাসা পায়,
তবে যেন বঙ্গাকাশ মাথে মোর রয়,
তবে যেন বঙ্গভানু ভাতি বিতরয়,
তবে যেন বঙ্গেরই স্নিগ্ধশ্যাম বর্ণ
হেরিতে হেরিতে আমি হই গো বিবর্ণ !

পেটুক পাঁচু

পেটুক পাঁচুর আর কোন কাজ নাই,
দিন-রাত খালি করে—খাই, খাই, খাই !
পেট তা'র সদা ফুলে হ'য়ে থাকে ঢোল,
তবু তা'র মুখে সদা "খা'ব"-"খা'ব"-বোল !
খেতে কিছু পেলে খায় রাক্ষসের মত,
দেখে তা'র বাপমার মাথা হয় নত।
"কথামালা," "বোধোদয়" দেছে বিলাইয়া,
কভু বা "বাতাসা," কভু "পাস্তুয়া", পাইয়া !
"লজেঞ্চুস্" পেয়ে দেছে "সার্টের" বোতাম,
"আমসত্ত" পেয়ে মন্দ "গদার" গোলাম !
অত খায়, তবু তা'র হাড়ে নাই 'মাস',
কারণ সে নানা রোগে ভোগে বারোমাস।
এমন খাওয়া খেয়ে সুখ তা'র কই ?
সবে তা'রে ডাকে ব'লে, "ও যশুরে কই" !

৩

প্রশ্নোত্তর

১

কে র'চেছে, আহা মরি, ওই নীলাকাশ ?
কে বিছা'য়ে দেছে মাঠে ও' সবুজ ঘাস ?
কে বা গন্ধ, মকরন্দ দেছে নানা ফুলে ?
ভগবান্ ; তাঁ'রে কেহ রহিও না ভুলে'।

২

কে ক'রেছে ও কনক দিবালোক দান ?
কে শোনায় সাঁজে, ভোরে পাখীদের গান ?
কে এমন গা-জুড়ানো দিয়েছে গো হাওয়া ?
ভগবান্ ; বড় পাপ, তাঁ'রে ভুলে যাওয়া।

৩

ফুলে ফুলে কা'র মধু মধুব্রততরে ?
পাদপে পরাণ দিতে কা'র ধারা ঝরে ?
মরুভূমে পান্থতরু রোপিত গো কা'র ?
বিধাতার ; পদে তাঁ'র কর নমস্কার।

রসভাণ্ড

[শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস ভট্টাচার্য্য-উপহৃত]

১

গরীব, মূর্খ, চাষা হলধর তাহার পুত্র হরিহরকে পাঁচবৎসর ধরিয়া পাঠশালে পাঠাভ্যাস করিতে দিয়াছে। একদিন তাহার এক দূর-সম্পর্কীয় ভ্রাতা গ্রামে উপস্থিত। তিনি কলিকাতায় প্রবেশিকাশ্রেণি পর্য্যন্ত পাঠ করিয়াছেন। বাটীতে গিয়া দেখিলেন, হরিহর সংস্কৃত-পাঠ করিতেছে। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হরি, 'গাবঃ গচ্ছন্তি' এই স্থানে 'গাবঃ' কোন্ শব্দ, কোন্ পদ ও কোন্ বিভক্তি, বল দেখি ?"

হরি—আজ্ঞে গাবঃ-শব্দ হাম্বাশব্দের মত, চতুষ্পদ, ইহার খুর দুই-ভাগে বিভক্ত, আর—

ভ্রাতা—থাক্, থাক্, যথেষ্ট হ'য়েছে !

বৃদ্ধা—ডাক্তারবাবু, আমার ছেলে কাল একদোয়াত কালি খাইয়াছে, কি করিব, বলিয়া দিন।

ডাক্তার—বেশ ! তাহাকে একখানি ব্লটিং-কাগজ খাওয়াইয়া দাও, সব কালি একমুহূর্ত্তে শুষিয়া যাইবে।

৩

গুরু—ধাতু কাহাকে বলে ?

ছাত্র—যে বস্তু আমরা মাটির তলদেশহইতে প্রাপ্ত হই, তাহাকে ধাতু বলে।

গুরু—একটা উদাহরণদ্বারা বিশদরূপে ব্যাখ্যা কর।

ছাত্র—যথা এই কি বলে—(মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে) আজ্ঞে, আলু, গুরুম'শাই।

শিক্ষক—কাল ইস্কুলে আসিস্ নি কেন ? শীগ্‌গির জবাব দে।

ছাত্র—আজ্ঞে, সব কথা ভেবে বলা ভাল, একটু ভেবে, ব'ল্‌ছি।

“উত্তিষ্ঠ, জাগৃহি”

আচার্য্য ললিতলোচন দত্ত-বিরচিত।

জীবন-গঠনশালা এই বসুধাই,
সর্ব্ব চিত জাগরিত হ'তেছে হেথাই ;
নিত্য এ রঙ্গাঙ্গন
সুপ্রকাণ্ড কাণ্ড হয় ;
“উত্তিষ্ঠ, জাগৃহি” সর্ব্ব সুষুপ্ত জনাই !

(ধুয়া)

“উত্তিষ্ঠ, জাগৃহি,” ভ্রাতঃ ; যশঃ সুবিমল
লভে এই লোকে সে-ই, উর্দ্ধদৃষ্টি যা'র।
যে খেলা খেলি'ছ, খেল করি' চমৎকার ;
যে দীপ জ্বেলেছ, তাহা রাখো চিরোজ্জ্বল।

২

রণসাজে সাজিতেছি মোরা সর্ব্বদাই,—
সর্ব্বশক্তি নিয়োজিয়া আগুসারি যাই ;
তুঙ্গতর শৃঙ্গোপর
যেতে বাঁধি পরিকর ;
“উত্তিষ্ঠ, জাগৃহি” সর্ব্ব সুষুপ্ত জনাই !

৩

মোদের সম্মুখে রয় সোজা পথটাই,
ক্রিয়াঙ্গণ, ক্রীড়াঙ্গণ—দু'-ই মোরা পাই ;
কর্ম্মক্ষণে মাতো কর্ম্মে,
নর্ম্মক্ষণে মাতো নর্ম্মে ;
“উত্তিষ্ঠ, জাগৃহি” সর্ব্ব সুষুপ্ত জনাই !

৪

খাতির করে না কা'রো আয়ুঃ, কাল, ভাই !
চপল নিমেষচয় ছুটি'ছে সদাই।
মাত্র বর্ত্তমান ক্ষণে
জীবী তুমি, রাখো মনে ;
“উত্তিষ্ঠ, জাগৃহি” সর্ব্ব সুষুপ্ত জনাই !

৫

অগণ্য অরাতিসনে সংগ্রাম সদাই,
বীরবক্ষে ভীরু ভয় নাহি পায় ঠাঁই।
উৎসাহে উদ্দীপ্ত হ'য়ে
ধাও, যোদ্ধ, বদ্ধজয়ে ;
“উত্তিষ্ঠ, জাগৃহি” সর্ব্ব সুষুপ্ত জনাই !

৬

চল সবে অগ্রসরি' রণে সর্ব্বদাই,
যথা জ্যোতিঃ, তথা গতি কর নিত্য, ভাই !
বিভুপাশে ঠিক থাকো,
ন্যায়ের মর্য্যাদা রাখো ;
“উত্তিষ্ঠ, জাগৃহি” সর্ব্ব সুষুপ্ত জনাই !

সম্পাদকের সাজি

[illegible]মাসে প্রকাশিত বহুরূপী শহর”-নামক নিবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত কমলাক্ষ চট্টোপাধ্যায় নহেন, শ্রীযুক্ত বিমলাক্ষ চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত বিমলাক্ষ চট্টোপাধ্যায়-মহাশয় জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন, “বালকে” কোন নাটক প্রকাশিত হইতে পারে কি না। নাটক দৃশ্য-কাব্য, উহা পড়িতে তত ভাল লাগে না, দেখিতেই ভাল লাগে, তবে ১৯১৫ সালের “বালকে”র ১৮১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত “দশন-বিভ্রাটে”র ন্যায় কোন ক্ষুদ্র প্রহসন পাইলে, আমরা সাদরে তাহা “বালকে” প্রকাশিত করিব।

গত আগষ্টমাসে প্রকাশিত “নরু”-গল্পের একস্থানে লেখা আছে, “সামান্য সূত্রধরের ঔরসে গোশালায় যাবপাত্রে যে শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছিল,” ইত্যাদি যীশু কোন সূত্রধরের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন নাই, তিনি ঈশ্বরতনয়। একজন পাঠিকা আমাদিগকে আমাদিগের এই অনবধানতাটুকু দেখাইয়া-দিয়া খ্রীষ্টভক্তমাত্রেরই ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন।

একজন পত্রলেখক আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, গত জুলাই-মাসে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষের চাটনি অন্যের ভাণ্ডারহইতে অপহৃত। এ বিষয়ে আমরা পত্রলেখকের সহিত একমত হইতে পারিলাম না। রবিবাবুর বইএ প্রকাশিত এবং “বালকে” প্রকাশিত রঙ্গের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যাইতেছে। তবে নলিনাক্ষবাবুর চাটনি অনেক দিনের বাসি বটে।

বালক

সপ্তম বর্ষ

১০ম সংখ্যা অক্টোবর ১৯১৮

তস্কর-ত্রিশূল

(আচার্য্য ললিতলোচন দত্ত-লিখিত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ভাবিয়াছিলাম, স্নানাহার করিয়াই বাঘমারী যাইব ; আহার করিয়াই কিন্তু তন্দ্রালু হইয়া পড়িলাম ; তখন এইরূপ চিন্তা করিলাম, আমি যেমন প্রায় তিনদিন ট্রেণে আসিয়াছি, বাঁটুও তেমনই প্রায় তিনদিন ট্রেণে আসিয়াছে ; আমার এখন যেমন ক্লান্তিবোধ হইতেছে, বাঁটুরও হয় তো তেমনই ক্লান্তিবোধ হইতেছে, অতএব সে, খুব সম্ভবতঃ, আজ পরাহ্নে কোনপ্রকার উদ্যম দেখাইবে না, যাহা কিছু করিবার অপরাহ্নেই, বোধ করি, করিবে, তখন আমিও তাহার গতিবিধি-লক্ষ্য করিবার উপযুক্ত উদ্যম ও উৎসাহ পুনর্লাভ করিতে পারিব। এই ভাবিয়া আমি একটু আড় হইলাম। বেলা যখন তিনটা বাজিল, তখন আমার ঘুম ভাঙিল। তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুইয়া এবং আকার ও বেশপরিবর্ত্তন করিয়া আমি বাঘমারী-অভিমুখে রওয়ানা হইলাম। দ্রুতগতিনির্ব্বাহজন্য আমাকে পথে একখানি তাড়িত-যানের আশ্রয় লইতে হইল।

বাঁটুর বাগানবাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখি, তাহার বাড়ীর সম্মুখে একটি সুবৃহৎ "মোটর লরি" নানা আসবাবে পূর্ণিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, এখনই কোথায় যাইবে। বাড়ীর ফটকে একটি **"To Let"** (এই বাড়ী ভাড়া দেওয়া যাইবে) সাইন বোর্ড টাঙাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বাঁটুও তাহার বৈদ্যুতিক যানে আরোহণ করিতে উদ্যত হইতেছে। উঃ! এই লোকটার উদ্যমের প্রশংসা করিতে হয়। আমি উহার অপেক্ষা বয়সে ঢের ছোট, কিন্তু আমাতে এ তেজোবীর্য্য নাই। এখন চলিল কোথায় ?

আমি বাঁটুকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "ম'শায়, এ বাড়ীখানি কি আপনারই না আপনি ভাড়াটে ছিলেন ?"

বাঁটু। ভাড়াটে ছিলেম।

আমি। কত ভাড়া দিতেন ?

বাঁটু। পঁয়তাল্লিশ টাকা।

আমি। ভাড়া তো সস্তা ছিল, এত বড় বাড়ীর পঁয়তাল্লিশ টাকা ভাড়া সস্তা নয় কি ?

বাঁটু। হাঁ, তা' সস্তা বটে।

আমি। তবে আপনি উঠে' চ'ল্‌লেন ?

বাঁটু। কাজের দায়ে। আর আমার এ অঞ্চলে থা'ক্‌লে, চ'ল্‌বে না

আমি। কোথায় যাচ্ছেন ?

এই প্রশ্ন শুনিয়া বাঁটু একটু ভ্রুকুঞ্চিত করিল, পরে যেন আমার কথা শুনিতেই পায় নাই, এমনই ভাণ করিয়া "মোটর লরির" চালককে বলিল, "তুম্ আগে যাও।"

সে "লরি" হাঁকাইয়া দিল। বাঁটু তখন আমার দিকে ফিরিয়া বলিল, "ম'শায়, আজ আমি বড় ব্যস্ত, আর আপনার সঙ্গে কথা কইবার সময় হ'বে না, মাফ্ ক'র্‌বেন।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "আমিও চ'ল্‌লেম, ম'শায়, এ অঞ্চলে একখানা বাগান-বাড়ী খুঁ'জ্‌ছি ; কিন্তু এত বড় বাড়ীতে আমার কোন দরকার নাই। ছোট একখানা একতলা বাড়ী হ'লেই—"

আমার কথা-শেষ হইতে না হইতেই বাঁটু মাথা নাড়িয়া একটু হাসিয়া তাহার তাড়িত যানখানি তড়িদ্বেগে চালাইয়া দিল, আমিও আমার "সকারকে" বিপরীতদিকে গাড়ী চালাইতে হুকুম করিলাম। যতক্ষণ বাঁটুর কাছে ছিলাম, ততক্ষণ আমি আমার যানের সংখ্যাটিকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম, বাঁটুকে দেখিতে দিই নাই। আর বাঁটুর সহিত যে, আমি আমার স্বাভাবিক গলায় কথা কহি নাই, তাহা বলা বাহুল্য। বিপরীতদিকে অল্প দূরে গিয়া আমি সকারকে

গাড়ীখানা সহসা থামাইতে হুকুম করিলাম। পরে আমি তাহাকে খুব সংক্ষেপে জানাইলাম যে, আমি গোয়েন্দা, বাঁটুর গাড়ীর পিছনে পিছনে যাওয়া আমার আবশ্যক। অতএব সে, আমি যে বেশ পরাইব, তাহা পরিয়া, গাড়ীর ভিতরে বসুক আর আমি "সফার" সাজিয়া তাহার স্থানে বসিয়া গাড়ীটি চালাই। "সফার" তৎক্ষণাৎ তাহাতে রাজি হইল, আমাদের উভয়ের বেশ, আকৃতি ও পদপরিবর্ত্তন আমার ক্ষিপ্রতায় অতি সত্বরেই সম্পন্ন হইল। তখন আমি আমার গাড়ীখানি প্রথমে খুব দ্রুত চালাইয়া বাঁটুর যানের পোয়াটাক পশ্চাৎবর্ত্তী করিলাম। বাঁটু প্রথমে আমার অনুসরণ লক্ষ্য করে নাই। "মোটর লরি"খানির গতি স্বভাবতঃ মন্থর, কাজেই, তাহা আগে চালানো হইলেও, শেষে পিছাইয়া পড়িয়াছিল, তাহা কত পিছনে আছে, তাহা পিছন ফিরিয়া দেখিতে গিয়া আমার যান তাহার নজরে পড়িল, অমনই সে স্বীয় শকট একেবারে থামাইয়া, একটা দূরবীণ চোখে লাগাইয়া আমার শকটখানি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল। দেখিয়া, বোধ হয়, তাহার সন্দেহ দূর হইল, তাই সে আবার তাহার যান যে পথে চালাইতেছিল, সেই পথেই চালাইতে লাগিল। ক্রমশঃ আমরা বারাকপুরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। তবে কি বাঁটু এইবার বারাকপুরেই বিরাজমান হইবে?

কামানের গোলার কারখানা।

বারাকপুরেই ইংরাজ-টোলার একখানি বাড়ীতে বাঁটুর যান স্থগিত হইল। আমি আমার যান তাহার বাড়ীর পাশ কাটাইয়া লইয়া গেলাম। তখন সে আমার গাড়ীর আরোহী কে, তাহা উত্তমরূপে লক্ষ্য করিয়া দেখিতে ছাড়িল না। আমিও তাহার বাড়ীখানি ও তাহার বাড়ীর পাশে কোন খালি বাড়ী আছে কি না, তাহা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া লইলাম। পরে অন্য পথে বারাকপুর-ষ্টেশনে পঁহুছিয়া মোটর কারের ভাড়া চুকাইয়া দিলাম। আমার সমস্ত ব্যাপারই গোপনে রাখিবে, এই প্রতিজ্ঞা করাতে "সফার" ভাড়ার অতিরিক্ত ক'একটাকা বক্‌শিশ্ পাইল।

১৪

আমি বিস্তর টাকার ফর্দ্দ দিতেছি, পাঠকেরা ভাবিতেছেন, আমি গরীব, এত টাকা কোথায় পাইতেছি? আমি গরীব বটি, কিন্তু আমার মনিব গরীব নহেন, তিনি আমার হাতে বিস্তর টাকা দিয়াছেন। সেই টাকার কতক আমি আমার কাছে আর কতক আমার চর অমিয়ের হাতে রাখিয়াছি। যখন আমি রাওয়াল পিণ্ডিতে গিয়াছিলাম, তখন আমি অধিক টাকা আমার হাতে লই নাই, অধিকাংশ টাকা বরং আমার চরেরই হাতে রাখিয়া গিয়াছিলাম। তখন আমার কাছে যাহা যাহা ছিল, সকলই বাঁটু ও তাহার সঙ্গীর হস্তগত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে আমার বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই।

যাহা হউক, এখন ঘটনার অনুসরণ করা যাউক। পুনরায় আর একবেশে অর্থাৎ সাহেব সাজিয়া আমি বাঁটুর বাড়ীর পাশের বাড়ী কাহার, তাহা এখন তো খালি দেখিতেছি না, অতএব তাহাতে "বোর্ডিং ও লজিং" সম্ভব কি না ইত্যাদি তথ্যের সংগ্রহ করিলাম। গুপ্তচরের ব্যাগে নানাপ্রকারের চাবি, ক'একপ্রকারের বেশ ও পরচুলা, গোঁফ-দাড়ি প্রভৃতি, ক'এক-নামের "ভিজিটিঙ্ কার্ড" ও আবশ্যক অস্ত্র, যথা ছুরিকা, কাঁচি, উকা, পিস্তল প্রভৃতি এবং অন্যান্য বস্তু থাকা দরকার। অনুসন্ধানে জানিলাম, বাঁটুর বাড়ীর পার্শ্বের বাড়ীখানি Mrs. Wood-নাম্নী এক ফিরিঙ্গী রমণীর, তিনি বাড়ীওয়ালী, lodger রাখেন এবং উপস্থিত একটি ছোট কামরামাত্র ও তৎসংলগ্ন স্নানাগার ভাড়া পাওয়া যাইতে পারে। ভাড়া ও খোরাকের মূল্য দৈনিক তিন টাকা। বাধ্য হইয়া আমাকে দৈনিক তিন টাকা হিসাবে দিতে স্বীকৃত হইয়া Mrs. Woodএরই অতিথি (paying guest) হইতে হইল, নতুবা বাঁটুর উপরে নজর রাখিবার আমি কোনই সুবিধা পাই না। Mrs. Wood আমার সামান্য আসবাব দেখিয়া আমাকে জানাইলেন যে, তাঁহাকে ভাড়া ও খোরাকী প্রতিদিন অগ্রিম মিটাইয়া দিতে হইবে। তদুত্তরে আমি তাঁহার হাতে একশত টাকার একখানি নোট দিয়া বলিলাম যে, আমার স্বাস্থ্য তত ভাল নাই, তাই আমি এই অপেক্ষাকৃত জনবিরল স্থানে একটু বিশ্রাম করিতে আসিয়াছি, কতদিন এখানে থাকিব, তাহার কোন স্থিরতা নাই, আপনি এই টাকা রাখুন, রোজ তিনটাকা হিসাবে কাটিয়া লইবেন, যাইবার সময়ে এই একশত টাকাহইতে যদি কিছু বাঁচে, আমাকে ফিরাইয়া দিবেন, আর যদি আরও টাকার দরকার হয়, তাহা হইলে এই টাকা ফুরাইবার পূর্ব্বে আমাকে জানাইবেন। একশত টাকা হাতে পাইয়া Mrs. Woodএর মুখাকৃতি বেশ অমায়িক-

ভাব-ধারণ করিল, তিনি আমার স্বাচ্ছন্দ্যবিধানে সবিশেষ যত্নবতী হইলেন। রূপেয়ায় জগতের রূপ চিরদিনই বদলিয়া যায়, সুতরাং আমার প্রাগুক্ত কথায় কাহারও বিস্মিত হইবার কোনই হেতু নাই।

Mrs. Woodএর সহিত সব বিষয়ের রফা হইলে আমি বাঁটুর কার্য্যকলাপ দেখিবার অবসর পাইলাম। লোহার সিন্ধুকগুলি বাঁটু কোন্ কামরাটিতে রাখিতেছে এবং সেই কামরায় বাহিরহইতে প্রবেশের কোন উপায় হইতে পারে কি না, এখন ইহাই আমার লক্ষ্য ও চিন্তার বিষয় হইল।

দেখিলাম, বাঁটু একজনও চাকর সঙ্গে আনে নাই। Mrs. Woodও ইহা লক্ষ্য করিয়া আমাকে বলিলেন, "Mr. Templeton, দেখুন এই বাবুর কেমন দামী দামী সব আসবাব, যে বাড়ী ভাড়া নিয়েছে, তা'রও ভাড়া সস্তা নয়, কিন্তু এর ভৃত্যভাগ্য কি মন্দ, এমন কি, একটাও চাকর নেই। বাঙালীরা, যতই বড় লোক হ'ক, আমাদের মত comfortably থা'কতে আজও শেখে নি।"

এমন সময়ে বাঁটু আসিয়া আমাদের গৃহদ্বারে আঘাত করিল। সে কি বলিতে আসিয়াছে, ইহা শুনিবার অভিপ্রায়ে আমিও Mrs. Woodএর সহিত গৃহদ্বারে গেলাম। সে Mrs. Woodকে জানাইল যে, তাহার চাকরবাকর নাই, সব ঠিক করিতে হইবে, যত দিন তাহার চাকর ঠিক না হয়, ততদিন Mrs. Wood যদি তাহাকে সকালে একটা meal আর রাত্রিতে একটা meal দিতে পারেন, তাহা হইলে সে তাহাকে দৈনিক দুইটাকাপর্য্যন্ত দিতে পারে। সে এমন উৎকৃষ্ট ইংরাজীতে এই কথাগুলি বলিল যে, Mrs. Wood-এর তাহার উপর বেশ একটু ভক্তি হইল। তিনি বাঁটুকে আহার্য্য যোগাইতে সম্মত হইলেন। আমি বুঝিলাম, বাঁটুর চাকরের প্রয়োজন আছে। আমার এক বন্ধু, তারাভূষণ, উড়িয়া সাজিতে ও উড়িয়া ভাষায় কথা কহিতে বিলক্ষণ পটু। অতএব আমি আজ রাত্রিতেই তাহাকে এক টেলিগ্রাম ঝাড়িলাম। তাহাকে উড়িয়া বেহারার বেশ ধরিয়া আসিতে বলিলাম। টেলিগ্রাম করিয়া, আমি ডিটেক্‌টীভ্ ও এখানে এক চোরের পিছনে পিছনে আসিয়াছি, সে চোরের আকার-প্রকার এই-এই-মত, অতএব তাহার নামে যত চিঠী ও তার আসিবে, সকলই আমাকে দেখাইতে হইবে, পোষ্টমাষ্টারকে এইরূপ জানাইয়া ও অনুরোধ করিয়া, আমি বাড়ী ফিরিতেছি, এমন সময়ে দেখি, বাঁটুও কি টেলিগ্রাম করিতে গেল। আমি তাই পোষ্টাফিসে ফিরিয়া বাঁটুকে দেখাইয়া পোষ্টমাষ্টারকে বলিলাম, এই লোকটাই সেই চোর, ইহারই পিছনে আমি আছি, এখন ঐ লোকটা যে তার করিতেছে, আমাকে তাহা দেখাইতে হইবে। পোষ্টমাষ্টার আমার কাছে ডিটেক্‌টিভের নিদর্শন দেখিতে চাহিলেন, আমি তাহা দেখাইলাম। এ নিদর্শন সরকারী ডিটেক্‌টিভের নিদর্শনের হুবহু নকল। নিদর্শন দেখিয়া পোষ্টমাষ্টার আমার ইচ্ছামত কার্য্য করিতে সম্মত হইলেন। বাঁটু টেলিগ্রাম করিয়া চলিয়া গেল, আমি তখন দেখিলাম, তাহার টেলিগ্রামে লেখা রহিয়াছে—Find Bird* Catch Him* Send Arrest News And Monkey*

Alpha*

(ক্রমশঃ)

আলোক-তত্ত্ব

আচার্য্য ললিতলোচন দত্ত-লিখিত

"বালকের" এই বিজ্ঞান-নিবন্ধটি আমরা এমন কোন বস্তুর সাহায্যে পড়িতে পারিতেছি, যাহা কাগজহইতে আমাদের চক্ষুতে প্রতিফলিত হইতেছে; এই বস্তুটি বিশ্বের সকল অঞ্চলেই পাওয়া যায় এবং কেবল ইহারই সাহায্যে আমরা বিশ্বের বিশালতা বিজ্ঞাত হইয়াছি। ইহারই নাম আলোক, ইহা শক্তি বা বীর্য্যের অন্যতম আকার, শক্তির অপর কোন মূর্ত্তিই এই মূর্ত্তির মত আবশ্যক ও কৌতূহলোদ্দীপক নহে।

আমরা আমাদের চক্ষুর সাহায্যেই আলোক উপলব্ধ করি। আমরা সকলেই যদি অন্ধ হইতাম, তাহা হইলে বহির্জগতের যে বস্তুটি আমাদের চক্ষুঃসহযোগে আলোকোৎপাদনের সহায়, তাহা আলোকপদ-বাচ্য হইত না। এই কথাটি প্রহেলিকার মত শুনাইলেও, সত্য। শব্দজ্ঞানজন্য, অর্থাৎ কোন কিছু শুনিবার নিমিত্ত, কর্ণের আবশ্যকতা আছে, আলোকোৎপাদনজন্য, অর্থাৎ কোন কিছু দেখিবার নিমিত্ত, চক্ষুর আবশ্যকতা আছে। চোক ও কাণের দর্শন ও শ্রবণশক্তির যদি সীমা থাকে, তবে বাহ্য জগৎবিষয়ে তাহারা সর্ব্ববিষয়ে প্রকৃত তত্ত্বাব-ধারণ করিতে পারিবে না।

আমরা যদি দেখিতে পাই, তাহা হইলে জানিতে পারিব যে, আলোকের এমন কতিপয় প্রকার আছে, যেগুলি মানবচক্ষুর দর্শন-শক্তির অতীত, অথচ পিপীলিকারা সেই আলোকের রূপভেদগুলি প্রত্যক্ষ করিতে পারে। এই কথাগুলি আমাদের সর্ব্বাদৌ বুঝা চাই; যে বস্তুটিকে দেখিতে পাইলে, আমরা আলোকনামে অভিহিত করি, সেই বস্তুটির তত্ত্বের সহিত দর্শন বা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ-তত্ত্বের গোল-মাল করা আমাদের উচিত নহে। সাধারণতঃ যাহা আমরা দেখিতে পাই, তাহাকেই আলোক বলি, ঐপ্রকারে ঐ শব্দটির ব্যবহার করি বলিয়া, আমরা আলোকসম্বন্ধে ক'একটি তথ্য বিস্মৃত হইতে পারি। আলোক বলিয়া যাহা আমরা দেখি, তাহার সমুদটাই "আলোক" নহে, এজন্য আলোক-বিজ্ঞানবিদ্‌দিগের অনেকেই আলোককে "আলোক" না বলিয়া "দীপ্তিমতী শক্তি" এই নাম দিতে চাহেন;

কেননা আলোককে দীপ্তিমতী শক্তি বলিলে সংজ্ঞাটি নিখুঁত হয়, ঐ শক্তি মনুষ্যের লোকনের অপেক্ষা রাখে না। যাহা হউক, এই নিবন্ধে আমরা "আলোক"-শব্দটিরই ব্যবহার করিব। যদি আলোক-অর্থে আমরা মানবের প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ দীপ্তিমতী শক্তি বুঝি, তাহা হইলে ঐ শক্তির আলোক-নাম দেওয়া বিজ্ঞানবহির্ভূত না হইতে পারে। দীপ্তিমতী শক্তির একশ্রেণীর শক্তি আমরা দেখিতেই পাই না, কিন্তু আমরা তাহার তাপানুভব করিতে পারি, বিজ্ঞানবিদেরা তাই তাহার নাম দিয়াছে—"দীপ্তিমান্ তাপ"।

দীপ্তিমান্ তাপ ঈথরের তরঙ্গহইতে উদ্ভূত হয়। ঈথর কি? উহা বিশ্বব্যাপী একপ্রকার অতি সূক্ষ্ম তরলপদার্থ। আমাদের মনে হয়, ঈথর মানব-প্রত্যক্ষ নহে, কিন্তু ঈথরই প্রকৃতপ্রস্তাবে আমাদের দর্শনকারণ, কারণ ঈথরে তরঙ্গ উঠিলে, সেই তরঙ্গ-সমবায়ে, আলোক উৎপন্ন হয়। অতএব দীপ্তিমান্ তাপ ও আলোকের উদ্ভববিধান একই।

বহুকালযাবৎ আলোক-তত্ত্বের আলোচনা হইতেছে, তথাপি সম্প্রতিই (বিগত শতাব্দীতে) অবধারিত হইয়াছে যে, আলোক, আর কিছু হয়, কেবল ঈথরের ঢেউএর মালা। তথাপি আমাদের এই কথা জানিয়া রাখা উচিত যে, আলোকের ঈথর-তরঙ্গ-অনুমিতি (theory) এক্ষণে সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইলেও, এইরূপ একটি অনুমিতি এককালে প্রচলিত ছিল যে, কোন কিছুর অতি ক্ষুদ্র-কণিকা শূন্যে ধাবমানা রহিয়াছে, সেই কণিকাকলাপের সমষ্টিই আলোক।

ইহা আমরা নিশ্চিতরূপেই অবগত আছি যে, আলোক সঞ্চরণশীল; কিন্তু আলোকসম্বন্ধী এই তথ্যটি আমরা স্বভাবতঃ বিস্মৃত হইতে পারি। মনে কর, আমরা কোন 'খট্‌খটিয়া' দিনে বাড়ীর বাহির হইয়াছি, কিম্বা, মনে কর, আমরা এমন একটি ঘরে আছি, যে ঘরের প্রদীপের আলোটি মোটেই কাঁপিতেছে না। এই দুই সময়েই আমাদের মনে হইবে, আলোকের গতি নাই; কিন্তু এই অনুমান সত্য নহে।

সর্ব্বত্রই সর্ব্বপ্রকার আলোকই গতিশীল হইয়া রহিয়াছে। বিশ্বে আলোকের গতির মত দ্রুতগতি আর কোন গতিরই নাই। আলোক নানা স্থানহইতে নিশ্চিতভাবে, বৃষ্টির ধারার মত, আমাদের চোকে পড়িতেছে, কিন্তু আলোকপতনের গতি ধারাপাতের গতির অপেক্ষা বহুগুণে দ্রুত।

আলোকসম্বন্ধে প্রথমতঃ এই তথ্যটি জানিতে হইবে যে, কোন কিছুর গতি আলোকোৎপাদন করিতেছে। বিবিধবিধানে এই গতির পর্য্যালোচনা করা হইয়াছে। ঐ গতির নিরীখও স্থিরীকৃত হইয়াছে। যেরূপ দ্রুতভাবে দীপ্তিমান্ তাপ এবং তাড়িত তরঙ্গ ধাবিত হইতেছে, সেইরূপ দ্রুতভাবেই আলোক ধাবিত হইতেছে, কারণ আলোক একপ্রকার তাড়িত তরঙ্গ। আলোক প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ৯৩,০০০ ক্রোশ ছুটিতেছে। এতাবৎ যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, আলোকের গতির নিরীখ কখন বদ্‌লায় না। এই কথাটি সকলপ্রকার আলোকসম্বন্ধেই সত্য, এবং আলোকের গতির অপেক্ষা দ্রুততর গতি জগতে আর নাই।

এখন কথা এই, আমরা জানি, অনেক প্রকারের গতি আছে। যে বস্তু একস্থানহইতে অন্য স্থানে সঞ্চরণ করে, আলোকের গতি তাহার গতির মত অথবা জলতরঙ্গের গতির মত হইতে পারে। কোন পুকুরে ঢিল ছুড়িলে, ছোট ছোট ঢেউগুলিই জলের উপরিভাগে সঞ্চরণ করিতে থাকে, জলের উপরিভাগটি সঞ্চরণ করে না!

মাধ্যাকর্ষণ ও মহাকর্ষণ-তত্ত্বাবিষ্কারক সার আইজ্যাক নিউটনের ন্যায় আলোকতত্ত্বালোচক এ জগতে আর কেহই জন্মেন নাই। আলোকতত্ত্ব-সম্বন্ধে নিউটনের আবিষ্কারগুলিই বর্ত্তমান আলোক-তাত্ত্বিকের ঐ তত্ত্বজ্ঞানের ভিত্তিমূল, তথাপি ইহা জ্ঞাতব্য যে, নিউটনের ন্যায় মহাবৈজ্ঞানিকও আলোকতত্ত্বসম্বন্ধে এক মহাভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। এই অনুমিতিটি তাঁহারই ছিল যে, কোন বস্তুর ধাবমান্ কণিকাকলাপই আলোক উৎপন্ন করিতেছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, নিউটনের ন্যায় আলোক-তাত্ত্বিক বিজ্ঞান-জগতে আর কেহ নাই; তথাপি এই মহাবৈজ্ঞানিকই প্রাগুক্ত মহাভ্রমে পড়িয়াছিলেন বলিয়া বিজ্ঞানজগতের এই ক্ষতি হইয়াছে যে, তাঁহার ন্যায় বৈজ্ঞানিকের আলোকতত্ত্বসম্বন্ধে অনেক সমস্যার সমাধানশক্তি থাকিলেও, তিনি আলোক-বিজ্ঞানে আশানুরূপ অগ্রগতি করিতে পারেন নাই।

আলোক যদি ধাবমান্ কণিকাকলাপের সমষ্টি হইত, তাহা হইলে ঐ কণিকাগুলি যাহারই সংস্পর্শে আসিত, তাহাকেই ধাক্কা বা তাপ দিত। আলোকসম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক এই তত্ত্বটি আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, আলোকের চাপ আছে। এই কথায় ইহা বুঝান যাইতেছে না যে, আলোক কোন বস্তুর ধাবমান্ কণিকাকলাপের সমষ্টি নহে, কিন্তু ইহাই বুঝান হইতেছে, যদিও আলোক তরঙ্গসমবায়ে গঠিত পদার্থ হয়, এবং আলোক যখন ধাবিত হয়, তখন কোন জড়-পদার্থ ধাবিত হয় না, তথাপি আলোকের ঢেউএর চাপ আছে।

নিউটন যদি এই তথ্যটি জানিতে পারিতেন, তবে তিনি কতই না কুতূহলী হইতেন! এই চাপের কথাটা কেবল আলোকের দৃশ্যমান্ তরঙ্গসম্বন্ধেই সত্য নহে, যে সমস্ত তরঙ্গ, রশ্মি অথবা রশ্মিবিকীরণ আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না, সেই সমস্তেরও চাপ আছে।

বহুবর্ষপূর্ব্বে ক্লার্ক-ম্যাক্সওয়েল-নামক এক মনস্বী ব্যক্তি কেবল চিন্তার সাহায্যে এই কথা ঘোষণা করিয়া গিয়াছিলেন যে, আলোকের চাপ আছে এবং সেই চাপের পরিমাণ কত। কারণ আলোক-তরঙ্গের স্বভাবসম্বন্ধে তাহার প্রকৃত জ্ঞান ছিল। বর্ত্তমান শতকের মধ্যে আলোকতত্ত্বালোচকেরা স্বাধীনভাবে সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, আলোকের চাপ আছে এবং উহার চাপপরিমাণ ক্লার্ক-ম্যাক্সওয়েল-নির্দ্ধারিত চাপপরিমাণেরই অনুরূপ বটে।

সবিশেষ সতর্কতার সহিত যদি একটি ক্রিয়াসিদ্ধ পরীক্ষা খুব

সূক্ষ্মভাবে করা হয়, অর্থাৎ খুবই হাল্কা কোন কিছু যদি স্পর্শকাতর চক্‌মকি-পাথরের সূতায় ঝুলাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব, আলোক-রশ্মির সংস্পর্শে সেই বস্তুটি ধাক্কা খাইতেছে এবং সেই ধাক্কার শক্তিটুকু পরিমেয়। এই ক্রিয়াসিদ্ধ পরীক্ষাটি অতি চমৎকার। এই পরীক্ষায় আমরা দেখি, কোন প্রত্যক্ষ বস্তুই অগ্নিশিলাসূত্রে বিলম্বিত বস্তুটিকে ধাক্কা দিতেছে না, তবু ঈথরে গতি সঞ্জাত হইয়া একটি শক্তি উদ্ভূত হইয়াছে এবং সেই শক্তিটুকু বিলম্বিত বস্তুটিকে দুলাইয়া দিতেছে। বিকীরণ-চাপ—এই শব্দটি আমাদের সর্ব্বদা স্মরণে রাখিতে হইবে, কেননা প্রত্যেক বৎসরে আলোক-বিজ্ঞান আমাদিগকে এই বিষয়সম্বন্ধে নব নব তথ্য অবগত করাইবে।

আলোক জগতের মহত্তম তথ্যস্তোমের অন্যতম। অতএব প্রকৃতির মহত্তম তথ্যস্তোমের মধ্যে এই তথ্যটি একটি যে, আলোক যেখানেই সঞ্চরণ করুক না কেন, সর্ব্বত্রই উহার ধাক্কা দিবার শক্তি লইয়া যায়। প্রকৃতির এই শক্তিটিও, মহাকর্ষণের ন্যায়, সার্ব্বভৌমভাবেই কার্য্য করিতেছে। তবে এই শক্তিটি মহাকর্ষণের বিপরীত শক্তি। মহাকর্ষণ আকর্ষণ করে, আলোক বিতাড়ন করে। ইহা সম্ভব যে, আলোকের চাপের তাৎপর্য্য ও পরিণাম ভবিষ্যতে বিশ্বের পক্ষে বড়ই আবশ্যক হইয়া উঠিবে। মহাকর্ষণ-তত্ত্বাবিষ্কর্ত্তা সার আইজাক নিউটন যদি এই বিকীরণ-চাপসম্বন্ধে অবগত হইতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহার মহামন না জানি কি এক মহাতত্ত্বেরই আবিষ্কার করিয়া ফেলিত!

নিউটনকৃত ক্রিয়াসিদ্ধ পরীক্ষাসমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ পরীক্ষাটি, সর্ব্বযুগের বিখ্যাত বিখ্যাত পরীক্ষাসমূহের ন্যায়, খুবই সরল ও স্বল্প ব্যয়সাপেক্ষ। নিউটন তাঁহার পরীক্ষাগারের দরো'জা-জানালা বন্ধ করিয়া-দিয়া, একটি রুদ্ধ জানালায় ক্ষুদ্র একটি ছিদ্র করিয়া, তন্মধ্যদিয়া যে আলোক-রশ্মি অন্ধকারময় প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিতেছিল, তাহাতে ঝাড়ের একটি কলম ধরিয়াছিলেন। তখন তিনি দেখিতে পান যে, সূর্য্যের শ্বেতালোক বিশ্লেষিত হইয়া বিবিধ বর্ণ-বিকাশ করিতেছে। জানালার কুহরটি বন্ধ করিয়া-দিয়া, জানালার একটি পাখীর একচাক্‌লা কাঠ কাটিয়া, তন্মধ্যদিয়া সূর্য্যালোকের প্রবেশপথ করিয়া-দিয়া, সেই আলোকে ঝাড়ের কলম ধরিয়া নিউটন আবার দেখেন যে, সূর্য্যালোক ভাঙিয়া-গিয়া লম্বাকৃতির মেঘধনুর বর্ণ-বিকাশ করিতেছে। ঐ বিবিধবর্ণময় আলোকের ফিতাকে এখন বৈজ্ঞানিকেরা বর্ণচ্ছদ (spectrum) বলিয়া থাকেন। ঐ বর্ণচ্ছদ-সাহায্যে বৈজ্ঞানিকেরা বিশ্বের বিবিধ রহস্যোদ্‌ঘাটনে সমর্থ হইয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

রাজকুমার ও তাঁহার পাঁচজন চাকর

(উপকথা)

[আচার্য্য ললিতলোচন দত্ত-কথিত]

১

অনেকদিনের কথা; একজন রাজকুমারী ছিলেন; তিনি এমনই সুশ্রী ছিলেন যে, যে তাঁহাকে দেখিত, সে-ই তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিত না। কিন্তু অনেকেই তাঁহার সৌন্দর্য্যের সুখ্যাতি করিলে ও তাঁহাকে ভালবাসিলেও, তিনি সুখিনী ছিলেন না; কেননা তাঁহার মা বড় নিষ্ঠুর স্ত্রীলোক ছিলেন,—অন্যকে দুঃখ দিয়াই তিনি সব চেয়ে বেশী সুখ পাইতেন।

এ কথা বেশ সহজেই বুঝা যায় যে, যেখানে অমন নিষ্ঠুর একজন স্ত্রীলোক বাস করিতেন, সেই রাজবাড়ীটি মোটেই সুখের জায়গা ছিল না। রাজকুমারী তাই ভাবিতেন, কোন রাজকুমার আসিয়া আমাকে বিবাহ করিয়া লইয়া গেলে, আমি বাঁচি! কিন্তু সে পথেও কাঁটা দেওয়া ছিল; কেননা কোন রাজকুমার রাজকুমারীকে বিবাহ করিতে আসিলে, রাণী তাঁহাকে এমন সমস্ত কাজ করিতে বলিতেন যে, তাহা তিনি করিতে তো পারিতেনই না, উপরন্তু তাঁহার গর্দ্দান যাইত।

একদিন রাজকুমারী তাঁহার সখীদের লইয়া বনে বেড়াইতে গিয়াছেন, বেড়াইতে বেড়াইতে তিনি ভাবিতেছিলেন যে, তাঁহার মত অভাগিনী এ জগতে আর একটিও নাই, এমন সময় একজন সুশ্রী রাজকুমার তাঁহার পাশদিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া চলিয়া গেলেন। যতক্ষণ রাজকুমারীকে দেখা গেল, ততক্ষণ রাজকুমার তাঁহার দিকে তাকাইয়াই রহিলেন, চোকের পলক ফেলিলেন না, আর ভাবিতে লাগিলেন, মরি, মরি, এই রাজকুমারীটির কি চমৎকার রূপ!

এ কথা না বলিলেও চলে যে, রাজকুমারীর রূপে মোহিত হইয়া রাজকুমার তাঁহাকে খুবই ভাল বাসিয়া ফেলিলেন; তখন তিনি এই প্রতিজ্ঞা করিলেন, যেমন করিয়াই পারি, ঐ রাজকুমারীকেই আমি বিবাহ করিব। একটুও সময় নষ্ট না করিয়া তাহার পরদিনই তিনি যে রাজপ্রাসাদে ঐ কুমারী থাকিতেন, সেই রাজপ্রাসাদের দিকে চলিলেন। যাইতে যাইতে এক বনের ধারে তিনি দেখিলেন, কি একটা জানোয়ারের মত পড়িয়া রহিয়াছে। আরও কাছে গিয়া দেখিলেন, সেটা কোন জানোয়ার নয়, প্রকাণ্ড একটা মানুষ অমন করিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। লোকটার গায়ে রাজকুমার পা ঠেকাইবামাত্র সে ধড়্‌মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া রাজকুমারকে সেলাম করিয়া,

জিজ্ঞাসা করিল, "হুজুর, আপনার কি একটা চাকরের দরকার আছে ?"

রাজকুমার। দরকার থা'ক্‌লেই বা কি হ'বে ? তোর মত একটা ভোঁদা লোক নিয়ে আমি ক'রব কি ?

লোক। চেহারায় কি আসে যায়, হুজুর, আমি যদি আপনার কাজ ঠিক ক'রে করি, তা' হ'লে তো আপনি আমায় রা'খবেন ?

লোকটার জবাব শুনিয়া রাজকুমার এতই খুশী হইলেন যে, তাহাকে সেই মুহূর্ত্তেই তিনি তাঁহার চাকর বহাল করিয়া লইলেন। সেই লোকটাকে সঙ্গে লইয়া রাজকুমার আরও খানিকদূর গিয়া দেখেন যে, এক জায়গায় একটা লোক তাহার গাধার মত লম্বা দুইটা কাণ মাটিতে পাতিয়া পড়িয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া রাজকুমার প্রথমে খুব হাসিয়া উঠিলেন, তাহার পর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওরে, তুই কি ক'র্‌ছিস্ রে ?"

লোক্‌টা রাজকুমারকে না দেখিয়াই উত্তর দিল, "কি আর ক'রব ? আওয়াজ শু'ন্‌ছি, আমি সবরকম আওয়াজই শু'নতে পাই।"

রাজকুমার। সবরকম আওয়াজই তুই শু'ন্‌তে পাস্ ? তবে তো কাজের লোক রে ! আয় আমার সঙ্গে আয়।

গাধাকাণ লোকটা তখন মুখ তুলিয়া চাহিল, রাজকুমারকে দেখিয়া বিনা ওজরে তাঁহার পিছনে পিছনে যাইতে লাগিল।

তাঁহারা বেশী দূরে যান নাই, এমন সময়ে দেখিলেন, একজোড়া পা'এর চেটো, তাহার খানিকদূরে একজোড়া বেয়াড়া লম্বা পা, তাহার পরে প্রকাণ্ড একটা ধড়, আর তাহার পরে মস্ত একটা জালার মত একটা মাথা পড়িয়া রহিয়াছে। তাহা দেখিয়া রাজকুমার চমকিয়া উঠিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ও বাবা, লোকটা তো বেজায় ঢেঙা !"

তাহা শুনিয়া লোকটা বলিয়া উঠিল, "হুজুর, এতো আমি ছোট হ'য়ে আপনাকে গুটিয়ে-সুটিয়ে রেখেছি, যখন আমি আপনাকে লম্বা করি, তখন হিমালয়-পর্ব্বতের চেয়েও ঢেঙা হই !"

রাজকুমার। বটে ! আচ্ছা, তবে তুইও আমার সঙ্গে সঙ্গে আয়, কোন কাজে লা'গ্‌তে পারিস্।

লোকটা দাঁড়াইয়া উঠিয়া বিড়্ বিড়্ করিয়া কি বলিল, তখন সে একজন সাধারণ মানুষের মত হইয়া রাজকুমারের সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিল !

এই আজগুবি মানুষ-তিনটাকে লইয়া রাজকুমার আরও খানিক-দূর আগাইয়া দেখিলেন, একটা লোক কাঠফাটা রৌদ্রে বসিয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে ! তাহা দেখিয়া রাজকুমার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে, তোর কোনরকম ব্যায়রাম আছে না কি ?"

"আজ্ঞে, বোধ হয়, কোনরকম ব্যারামই আমার আছে ; কেননা আমি রোদে কাঁপি, আর বরফ গায়ে ঠেকালে গরমে মূর্চ্ছা যাই !"

রাজকুমার। বলিস্ কি রে ? অবাক্ ক'র্‌লি যে, এরকম কথা আমি জন্মে শুনি নি; এই প্রথম শু'ন্‌লেম। যা'ক, তোর তো, দে'খ্‌ছি, কোনই কাজ নেই। আমার সঙ্গে আ'স্‌বি ?

"আজ্ঞে, চলুন। ব'সে ব'সে করি কি ? তা'র চেয়ে, চলুন, খুড়োর পেছনে পেয়দা দি !"

আবার খানিকদূর গিয়া রাজকুমার দেখিলেন, একটা লোক ডিঙি-মারিয়া দাঁড়াইয়া ভূমিতে কি দেখিতেছে। রাজকুমার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আরে, তুই দেখিস কি রে ?"

"দুনিয়া দে'খ্‌ছি, হুজুর, আমার চোকের এম্‌নি তেজ যে, দুনিয়ার এপার-ওপার দে'খ্‌তে পাই। আমায় চাকর রা'খবেন, হুজুর ?"

"বটে ? তুই দুনিয়ার এপার-ওপার দে'খ্‌তে পাস্ ? আচ্ছা, তুইও তবে আমার পাছু নে।"

কুমারীর প্রাসাদে পঁহুছিয়া রাজকুমার রাজার কাছে কুমারীকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা জানাইলেন। রাজা বলিলেন, "আমার মেয়ের বিয়ের ভার আমি রাণীর ওপর দিয়েছি, তিনি যা'কে জামাই পচন্দ ক'রবেন, সেই আমার জামাই হ'বে। তুমি রাণীর দরবারে যাও।"

রাণীর দরবারে পঁহুছিয়া রাজকুমার তাঁহাকেও আপনার ইচ্ছা জানাইলেন। রাণী বলিলেন, "বাপু ! তুমি আমার মেয়েকে বিয়ে ক'র্‌তে চাও, কিন্তু তা'কে তো তুমি চাইলেই পা'বে না, খেটেখুটে নিতে হ'বে।"

"বেশ, কি ক'রতে হ'বে, আমায় আজ্ঞা করুন।"

"প্রথম, পৃথিবীর সবচেয়ে গভীর সমুদ্রে আমি যে, আংটীটি ফেলে দিয়েছি, সেটা তুলে' আন।"

রাজকুমার তাঁহার চাকরদের দিকে তাকাইলেন, তাহাদের মধ্যে দুইজন তাঁহাকে ইসারায় জানাইল যে, সেটি খুব সহজ কাজ। পরে যে লোকটার নজর খুব খর ছিল, সে বলিল, "সবুজ পাহাড়ের তলার সমুদ্রে আংটীটা ঐ যে প'ড়ে র'য়েছে।" যে লোকটা খুব ঢেঙা হইতে পারিত, সে বিপর্য্যয় লম্বা হইয়া ঝুঁকিয়া আংটীটি সাগরের তলাহইতে তুলিয়া আনিল।

আংটীটি দেখিয়া রাণী মনে মনে চটিয়া আগুন হইল, কিন্তু বাহিরে কাষ্ঠ-হাসি হাসিয়া বলিল, "প্রথম কাজটা তুমি ভাল ক'রেই ক'রেছ, কিন্তু দ্বিতীয় কাজটা এত সোজা নয়, সেটা যদি তুমি ক'র্‌তে পার, তবে ব'ল্‌ব, তুমি বাহাদুর।"

"আজ্ঞে, কি ক'র্‌তে হ'বে ?

"ময়দার ভাঁড়ারে ময়দা ঠাসা আছে, ঘীয়ের ভাঁড়ারে মোটকী মোটকী ঘী আছে। আমার রসুইয়েরা বেলা বারোটার মধ্যে সব ময়দার লুচি ভেজে দেবে। তোমাকে তা' খেয়ে, একপুকুর জল খেতে হ'বে।"

রাজকুমার ভোঁদার দিকে তাকাইলেন, সে ইসারায় উৎসাহ

দিলে, রাজকুমার রাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার চাকরগুলোও খা'বে তো।"

রাণী। হ্যাঁ, খেতে পারে।

রাজকুমার চাকরদের লইয়া ভোজে বসিলেন, বিস্তর লোকে গরম গরম লুচি ভাজিয়া দিতে লাগিল, আর রাজকুমার আর তাঁহার চাকরেরা সেগুলির সদ্গতি করিতে লাগিল, নির্দ্দিষ্ট সময়ে সব লুচি খাইয়া তাঁহারা একপুকুর জলপান করিয়া ফেলিলেন! না বলিলেও চলে যে, একা ভোঁদাই পনর আনা তিন পাইএরও বেশী লুচি ও জল সাবাড় দিয়াছিল!

ইহা দেখিয়া রাণী এইবার আর রাগ সাম্‌লাইতে পারিলেন না। বলিলেন, "আচ্ছা, বাপু, তুমি বাহাদুর বটে, কিন্তু এবার যে, কাজ দেব, তা' না পা'র্‌লে, তোমার গর্দ্দান নেব। সন্ধ্যার সময়ে আমি আমার মেয়েকে তোমার মহলে রেখে যা'ব। রাত দু'পুরে যখন

সুন্দর দেখাইতেছে; কুমারী একদৃষ্টিতে আকাশের একটি তারার দিকে চাহিয়া আছেন। রাজকুমার কুমারীর পিছনে অন্ধকারে বসিয়া রাজকুমারীর রূপ দেখিয়া অবাক হইয়া আছেন।

রাত্রি এগারোটা বাজিলে হঠাৎ রাণী সকলকে মায়ামুগ্ধ করিয়া ফেলিলেন, তাহাতে সকলেই ঘুমাইয়া পড়িলেন। তখন রাণী কুমারীকে কোথায় লইয়া গেলেন। কিন্তু রাণীর যাদু পৌনেবারোটাপর্য্যন্ত থাকে, তাই সেই সময়ে রাজকুমার ও তাঁহার চাকরেরা জাগিয়া উঠিলেন। রাজকুমার জাগিয়া দেখিলেন, কুমারী তাঁহার কাছে নাই, ইহা দেখিয়া তিনি হায় হায় করিয়া উঠিলেন। কাণখাড়া চাকরটা উত্তর দিল, "ভয় নেই, হুজুর, আমি রাজকুমারীর কান্না শু'ন্‌তে পাচ্ছি। আওয়াজটা কিন্তু বহুৎ দূরথেকে আ'স্‌ছে।"

যে চাকরটার নজর খুব খর, সে বলিল, "দেড়-শ' কোশ দূরে একটা যাদুর পাহাড়ের ওপর ব'সে রাজকুমারী কাঁ'দ্‌ছেন।"
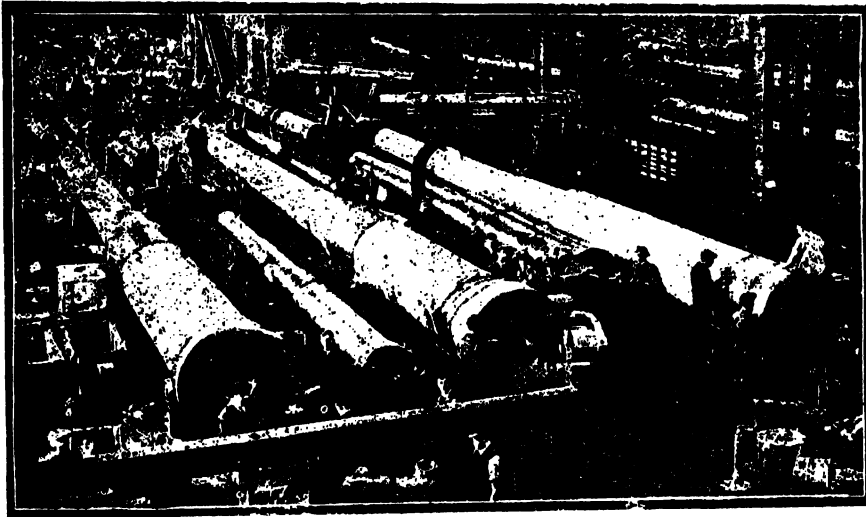
কামানের কারখানা।

আমি তোমার মহলে আ'স্‌ব, তখনও আমি মেয়েকে তোমারই মহলে দে'খ্‌তে চাই।"

রাজকুমার উত্তর দিলেন, "যে আজ্ঞে।"

সন্ধ্যার সময় রাজকুমারী আসিলেন। রাজকুমার কুমারীকে লইয়া এক জানালার কাছে একটি বেঁটে চৌকীতে বসাইলেন। তাহা দেখিয়া রাণী মুচ্‌কিয়া হাসিয়া চলিয়া গেলেন। রাণী চলিয়া গেলে, রাজকুমার হাততালি দিলেন, তখনই তাঁহার পাঁচজন চাকর চুপি চুপি পাহারা দিবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিল। ঢেঙা চাকরটা আপনাকে বেজায় ঢেঙা করিয়া যে বাড়ীতে রাজকুমার ছিলেন, সেই বাড়ীটা আপনার শরীর-দিয়া বেড়িয়া রাখিল। যে চাকরটার নজর খুব খর ছিল, সে রাণীর আনাগোনা দেখিতে থাকিল। কাণখাড়া লোকটা মাটীতে কাণ-দু'টি ঠেকাইয়া পড়িয়া রহিল।

ঘরের মধ্যে কোন সাড়া-শব্দ নাই। ঘরের মধ্যে চাঁদের আলো আসিয়া রাজকুমারীর মুখে পড়িয়াছে, তাহাতে রাজকুমারীকে আরও

ঢেঙা লোকটা বলিল, "আমায় ঠিকানা বলে দাও, আমি তিন-মিনিটে তাঁ'কে এখানে এনে দেব।"

রাত দু'পুরে রাণী আসিয়া দেখেন, কুমারী সেই চৌকীতে বসিয়া রহিয়াছেন। তখন তিনি রাজকুমারকে বলিলেন, "আমার মেয়ে এখন তোমারই, তুমি বিয়ে ক'রে নিয়ে যাও।" কিন্তু তিনি যাইতে যাইতে কুমারীর কাণে কাণে এই তিতো কথাটা বলিয়া গেলেন, "আমি কিন্তু একপাল চাকরের অনুগ্রহে প্রাণ বাঁচা'তেম না।"

কথাটা কুমারীর গায়ে এমনই বাজিল যে, তিনি রাজকুমারকে বলিলেন, "তুমি যদি আমারও মত চাও, তবে তোমার একজন চাকরকে তিন-শ' কাঠের গুঁড়ির আগুনে শু'য়ে থা'ক্‌তে হ'বে। আগুন নি'ব্‌লে, তবে সে ছাড়া পা'বে।" রাজকুমার চাকরদের ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা শু'ন্‌ছ তো?"

"হ্যাঁ, হুজুর, শু'ন্‌ছি।" তাহার পর সেই রৌদ্রকাতর লোকটি বলিল, "হুজুর, আমি আগুনে শু'য়ে থা'ক্‌তে রাজি আছি।"

তিনশত কাঠের গুঁড়িতে আগুন দেওয়া হইল। রৌদ্রকাতর লোকটা সেই আগুনের মধ্যে শুইয়া তিনদিন ধরিয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় আগুন নিবিলে সেই লোকটা "আঃ! শীতে ম'রে যাচ্ছিলেম, বাঁ'চলেম, হুজুর"—এই বলিয়া রাজকুমারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন রাজকুমারীও তাঁহার ভবিষ্য ভর্ত্তার প্রতি প্রফুল্লনয়নে দেখিতে দেখিতে তাঁহার কাছে আসিয়া তাঁহার গলায় একটি মালা পরাইয়া দিলেন। তখন চারিদিকে "জয় কুমারজী কি জয়" এই প্রশংসা-ধ্বনি হইতে লাগিল।

তাহার ক'একদিন পরে, রাজকুমার রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়া নানা ধনরত্ন যৌতুক লইয়া দেশে ফিরিয়া গেলেন। দেশে তাঁহার বৃদ্ধ পিতা তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিয়া, তাঁহাকেই সিংহাসন ছাড়িয়া দিয়া, নিজে সস্ত্রীক ঈশ্বরের আরাধনায় মন দিলেন।

"আমার কথাটি ফুরাল"—ইত্যাদি।

সূতার খালি কাঠিম লইয়া খেলা

[আচার্য্য ললিতলোচন দত্ত-সংকলিত]

কাঠিমের সমস্ত সূতা ফুরাইয়া গেলে, কাঠিমগুলি ফেলিয়া দেওয়া হয়, ছেলেরা যদি সেই কাঠিমগুলি জড় করিতে পারে, তাহা হইলে সেগুলি-দিয়া তাহারা অনেক খেলানা তৈয়ার করিতে পারে। কাঠিমগুলি পাছে হারাইয়া যায়, এজন্য সেগুলি একগাছি সরু দড়িতে গাঁথিয়া দেওয়ালে একটি প্রেক ঠুকিয়া টাঙাইয়া রাখা উচিত।

এই কাঠিমগুলি দিয়া কি কি খেলানা তৈয়ার করা যায়? প্রথমতঃ এই কাঠিমগুলি দিয়া বেশ একটি পুল তৈয়ারী করা যায়। দশটা বড় আকারের কাঠিম লও। কাঠিমগুলির দুই পাশে সাঁটা লেবেলগুলি উঠাইয়া ফেলিবার জন্য সেগুলি খানিকক্ষণ গরমজলে ভিজাইয়া রাখ। পরে কাঠিমের লেবেলগুলি উঠাইয়া ফেল। তাহার পর পাঁচজোড়া কাঠিম, একজোড়া হইতে অপর জোড়া, সমান সমান দূরে খাড়া করিয়া রাখ। তাহার পর সেই পাঁচজোড়া কাঠিমের মাথায় একটি পাৎলা কাঠ ভাল আঠার সাহায্যে জুড়িয়া দাও। পুলের যদি রেলিং করিবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে দুই টুকরা পাৎলা "পেষ্ট-বোর্ডের" যে ধার তলায় থাকিবে, সেই ধারের আধ ইঞ্চিটাক L এমনই করিয়া মুড়িয়া ছোট ছোট কাঁটি-প্রেকের সাহায্যে পুলের মাথায় সাঁটিয়া দাও। তাহার পর খানিকটা জায়গায় খালের মত কাটিয়া তাহাতে জল ঢালিয়া দাও। পুলের পোস্তাগুলি যদি সেই খালে বসাইলে নড়্-নড়্ করিতে থাকে, তবে যে কাঠিমগুলি বড় ঠেকে, সেগুলি করাত-দিয়া কাটিয়া একটু একটু মুড়া করিয়া দাও। পুলটি খালে বেশ আঁটিয়া বসিলে, তাহার উপর দিয়া একটি টিনের রেলগাড়ী চালাইয়া দাও!

A bridge of bricks and reels
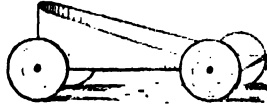
A chariot

The Parthenon made of reels

Doll's table

A well

আবার, চারিটি ছোট ছোট কাঠিম-দিয়া বেশ একটি গাড়ী করা যায়। চারিটি কাঠিমকে শোওয়াও, দুইটি শোওয়ান কাঠিমের ঠিক পিছনে, ঋজু ঋজু করিয়া, আর দুইটি কাঠিমকে শোওয়াও। প্রথম-জোড়া কাঠিমের গর্ত্ত-দুইটির মধ্যে একটুকরা চেপ্টা কাঠের দুইপ্রান্তই চাঁচিয়া, গোল করিয়া ঢুকাইয়া দাও। ঐ প্রান্ত-দুইটি এমন সরু করিয়া চাঁচিতে হইবে, যেন কাঠিম-দুইটি বেশ চাকার মত ঘুরিতে পারে। ঐ চেপ্টা কাঠের দুই প্রান্তের এতখানি করিয়া চাঁচিতে হইবে, যেন প্রান্তদুইটি কাঠিম-দুইটির গর্ত্তের মধ্যে ঢুকিয়া একটু একটু বাহির হইয়া থাকে। ঐ কাঠের যতটুকু কাঠিমের মধ্যে ঢুকিয়া বাহির হইয়া থাকিবে, ততটুকুতে দুইদিকে দুইটি কাঁটিপ্রেকের একটু একটু ঠুকিয়া দাও, এরূপ করিলে কাঠিম-দুইটি ঘুরিবার সময়ে গাড়ীহইতে খুলিয়া যাইবে না। পিছনের কাঠিম-দুইটিতেও অমনই করিয়া আর একটি চেপ্টা কাঠ লাগাইয়া দাও। তাহার পর দুইজোড়া কাঠিম, একটি আর একটির পিছনে রাখিয়া, একটির সহিত আর একটিকে একটুকরা চেপ্টা "পেষ্টবোর্ডের" সাহায্যে জুড়িয়া দাও। ঐ "পেষ্টবোর্ডের" দৈর্ঘ্যের দুই প্রান্ত কাঠিম-দুই-জোড়ার সহিত সংলগ্ন চেপ্টা কাঠ-দুইটীতে, ভাল আঠা করিয়া, সাঁটিয়া দিতে হইবে। তাহার পর সেই পেষ্টবোর্ডের উপর একটি দিয়াশলাইএর খালি বাক্স, ঢাকনিটি ফেলিয়া দিয়া, সাঁটিয়া দিতে হইবে। যদি গাড়ীটি সুদৃশ্য করিতে চাও, তবে পেষ্টবোর্ডের যতটুকু, গাড়ীর আগে ও পিছনে, বাহির হইয়া থাকিবে, ততটুকুতে ও দিয়াশলাই-এর বাক্সে রূপালী কাগজ বা সিগারেট-মোড়া রাঙতা মুড়িয়া দিতে পার। গাড়ীটির সম্মুখস্থিত পেষ্টবোর্ডে একটি ছেঁদা করিয়া, মোটা সূতা বাঁধিয়া, গাড়ীটি টানিয়া খেলা করা যাইবে।

কলিকাতার সার ষ্টুয়াট হগ মার্কেটে ছেলেদের খেলিবার জন্য নানা আকারের কাঠের ইট-বিক্রয় হয়। সেই ইট স্তরে স্তরে সাজাইয়া তাহার উপর (ছবিতে যেমন আছে, অমনই করিয়া) ছোট ছোট কাঠিম সাজাইয়া, মাথায় একটি পেষ্টবোর্ড স্থাপিত করিয়া, বাড়ীটির

সাম্নে ও পিছনে দুইটি ত্রিকোণ পেষ্টবোর্ড খাড়া করিয়া রাখিয়া গ্রীস-দেশীয় পার্থেনন-গৃহ নির্ম্মিত হইতে পারে।

আবার একটি বড় কাঠিম খাড়া করিয়া রাখিয়া তাহার উপর রাঙ্তামোড়া একটি পেষ্টবোর্ডের চাক্তি জুড়িয়া দিলে বেশ একটি গোল টেবিল তৈয়ার হয়।

মাটিতে একটি গোল গভীর গর্ত্ত করিয়া তাহার মধ্যে একটি ভাঙা কুঁজার গলা বসাইয়া দাও। তাহার পর একটুক্রা মোটা পেষ্ট-বোর্ডের দুই আড়প্রান্তে সমান্তরালভাবে দুইটি গোল ছিদ্র করিয়া সেই ছিদ্র-দুইটির ভিতর দিয়া দুইটি দেড় আঙুলটাক চৌড়া কাঠের একটি করিয়া প্রান্ত, ছুলিয়া গোল করিয়া, মাটিতে পুঁতিয়া দাও। ঐ খুঁটী-দুইটির অপর দুইপ্রান্তে দুইটি গোল ছিদ্র কর। তাহার পর, যেরকম টিনের কাঠিমে "রেমিংটন টাইপরাইটারের" ফিতা জড়ানো থাকে, সেইরকম একটি কাঠিমের যোগাড় কর। সেই কাঠি-মের মধ্যে একটুক্রা কাঠী গোল করিয়া ছুলিয়া ঢুকাও। সেই কাঠীটি কাঠিমের প্রস্থের অপেক্ষা এত বড় হওয়া চাই যে, কাঠিমের গর্ত্তে ঢুকাইয়া কাঠিম সেই কাঠীর ঠিক মাঝামাঝি রাখিলে, কাঠীটি দুইপাশে যেন এক আঙুল করিয়া বাহির হইয়া থাকে। কাঠীটি কাঠিমের গর্ত্তে ঢুকাইয়া তাহার দুইপ্রান্ত দুই খুঁটীর দুই গর্ত্তে ঢুকাইয়া দাও। কাঠীটি এমন সরু করিয়া চাঁচিবে, যেন কাঠিমটি তাহাতে বেশ ঘুরিতে পারে, কিন্তু খুঁটীর গর্ত্তে বেশ আঁটিয়া বসে। পেষ্টবোর্ডে যেখানে খুঁটী পুতিয়াছ, সেইখানে, খুঁটী পুতিবার পূর্ব্বে, এমন একটি গোল ছেঁদা কর, যেন মাটির গর্ত্তের বেড় ও এই গর্ত্তের বেড় একই মাপের হয়। তাহার পর কাঠিমে খানিকটা সূতার একপ্রান্ত বাঁধিয়া জড়াইয়া লও, অপরপ্রান্তে খেলিবার টিনের একটি ছোট বাল্তি বাঁধ। মাটির গর্ত্তে জল ঢাল, কাঠিম ঘুরাইয়া বাল্তি সেই গর্ত্তে নামাইয়া জল তুল, তাহা হইলে কূপহইতে জলোত্তোলন করা হইবে।

মাণিক-যোড়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকার, বি-এ-সংকলিত]

মণুর একটা বড় গুণ ছিল। তাহার ব্যবহারে ও গাম্ভীর্য্যের ভাণে সে সকলকেই খুব হাসাইতে পারিত তাহার হাস্যোজ্জ্বল মুখ দেখিলে অনেক বিমর্ষ আঁধার মুখের উপরহইতেও মেঘ কাটিয়া যাইত। ইহা একটি কম গুণ নয়!

তাই বলি, "বালকে"র পাঠক-পাঠিকাগণ! কখনও মনে কষ্ট করিও না, কখনও বিমর্ষ হইও না! এই ছোট্ট কবিতাটিতে অনেক-খানি জ্ঞানের কথা আছে :---

"অতীতের কথা শিশুর স্মরণে না রয়,
ভবিষ্যৎ-কথা তা'র চিন্তনীয় নয়;
মাত্র বর্ত্তমান ল'য়ে তা'র কারবার।
প্রত্যহ প্রয়াস তা'র
হ'তে কিছু বসুধার,—
পুলকে পুরিয়া ক্ষুদ্র হিয়াটুকু তা'র।
বৃদ্ধ হ'য়ে করে নরে এই আবিষ্কার,—
যেই দুখে বিচলিত
হ'য়েছিল কভু চিত,
সে দুখ, দুখই নয়—সুখ দুখাকার!"

মণুরও কোন কষ্ট, কোন দুঃখ ছিল না; সে তৎক্ষণাৎ পিতার হাতখানি ধরিয়া অগ্রসর হইল এবং অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিল। বাহিরের রাস্তা তখন শক্ত ও পরিষ্কার এবং ধূলিবিরহিত ছিল— মণু তাহার অঙ্গে গরম লাল বনাতের কোট পরিয়াছিল, এবং মাঝে মাঝে বুকপকেটে হাত দিয়া দিয়া দেখিতেছিল যে, টাকাটা সত্যই নিরাপদে আছে কি না!

রামধনবাবু কহিলেন, "দে'খ', মণু, টাকাটা যেন হারিও না, পকেটথেকে না প'ড়ে যায়!"

"না, বাবা, কোন ভয় নেই। টাকা হারা'বে না!"

সে এই কথা বলিল বটে, কিন্তু ঠিক পরমুহূর্ত্তেই কি কথায় কথায় টুণু সেইদিন সকালে তাহাকে যে, ছোট্ট একটি টিনের ঘোড়া দিয়াছিল, সেইটি ভগিনীকে দেখাইতে যাইবার সময় মণুর পকেটহইতে টাকাটি টঙ্ করিয়া 'ফুটপাথে' পড়িয়া গেল! দুই ভাইবোনে তখন ঘোড়াটির অস্তিত্ব ও সৌন্দর্য্যসম্বন্ধে এমন গাঢ়ভাবে গভীর গবেষণায় ব্যাপৃত ছিল যে, তাহার কিছু জানিতেই পারিল না। রামধনবাবু কোন কথা না বলিয়া টাকাটি নিঃশব্দে তুলিয়া-লইয়া নিজের পকেটে ফেলিলেন। তাহার পর যখন তাহারা সকলে দোকানে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন মণু পকেট হাতড়াইয়া কুল্যে তিনটি পয়সা পাইল, টাকাটির কোনই সন্ধান পাইল না! ফলে তাহার মুখ চূণ হইয়া গেল!

"বাবা, বাবা, আমার সেই টাকাটা হারিয়ে গেছে—কোথায় প'ড়ে গেছে——!" তাহার মুখ কাঁদো কাঁদো হইয়া গেল।

"তা' হ'লে এখন কি ক'রবে, মণু? তা' হ'লে আর মোরব্বা ফেরৎ দেওয়া হয় না তো, দে'খ্'ছি!"

"না, বাবা, মোরব্বা ফেরৎ দিতেই হ'বে, আমি চোর হ'য়ে কক্খনো থা'ক্‌ব না!

"কি ক'র্‌বে ?"

"বাবা, তোমরা এখানে একটু দাঁড়াও, আমি একছুটে বাড়ী যাই, সেখানে আমার বাক্সে বাকী যা, আছে, ছুটে নিয়ে আসি গে! তা' হ'লে মোরব্বার দাম ঠিক দিতে পা'র্‌ব।"

"তা' যদি কর, তা' হ'লে তোমার বাক্স খালি হ'য়ে যা'বে! রেল-গাড়ী কি'ন্‌তে তো পা'র্‌বে না ?"

"না, তা' আর কি ক'রে হ'বে ?"

সে বড় দুঃখে—বড় বিষণ্ণভাবে এই কথাগুলি কহিল। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই সে বাড়ী যাইবার জন্য ঘুরিয়া দাঁড়াইল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে রামধনবাবু তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন ও বক্ষে তুলিয়া তাহার মুখচুম্বন করিলেন। তাহার পর, তিনি টাকার কথা বলিয়া মণুকে অভয় দিলেন, এবং পকেটহইতে টাকাটি তাহার বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নযুগলের সম্মুখে ধরিলেন।

তাঁহারা দোকানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। মণু পিতার ক্রোড়ে চড়িয়াই সেখানে পঁহুছিল। দোকানদার বৃদ্ধ ও শিশুপ্রিয় ছিল, সে মণুকে তুলিয়া একখানি উঁচু বেঞ্চের উপর বসাইয়া দিল, পরে তাহাকে ধরিয়া পিছনে ফেলিয়া দিবার ভাণ করিতে লাগিল। মণু তাহাতে আদৌ ভীত হইল না, বরং হাসিতে লাগিল। ইত্যবসরে মিণু তাকে সাজানো সারি সারি বোতলের গায়ের লেখা পড়িতে লাগিল। অবশেষে "আমের মোরব্বা"—এই লেবেল-আঁটা একটা বড় বোতল সন্তর্পণে তুলিয়া-লইয়া দোকানদারের সম্মুখে আগাইয়া দিল! দিয়া ভাইএর দিকে চাহিয়া বলিল, "তের আনা দাম। দাও, মণু, দাম দাও!" মণু তৎক্ষণাৎ টাকাটি দোকানদারের হাতে তুলিয়া দিল এবং তাহার ঝক্‌ঝকে ক্ষুদ্র শঙ্খের মত দাঁতগুলি বাহির করিয়া বিজ্ঞের মত হাসিতে লাগিল!

দোকানদার মিণুকে জিজ্ঞাসা করিল, "দাম ঠিক কি ক'রে জা'ন্‌লে, খুকু ?"

মিণু পরম গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিল, "আমরা আগে অনুসন্ধান ক'রেছিলুম!"

দোকানদার হাসিয়া ফেলিল। রামধনবাবুও হাসিয়া ফেলিলেন। তিনি বুঝিলেন, ক'এক মুহূর্ত্তপূর্ব্বে তিনি স্বয়ং ঐ কথাটার ব্যবহার করিয়াছিলেন, মিণু তাহাই আদায় করিয়া-লইয়া এখন পুনরাবৃত্তি করিতেছে! তিনি বলিয়াছিলেন,—

"তোমরা ঠিক অনুসন্ধান ক'রেছ বটে তো, মণু সেদিন কতখানি মোরব্বা খেয়েছিল ?" কাজেই মিণুর মুখে এই বিজ্ঞের মত কথা শুনিয়া বিশেষ বিস্মিত হইলেন না, কারণ তিনি অসংখ্যবার দেখিয়া-ছিলেন যে, তাঁহার ও তাঁহার পত্নীর কথাবার্ত্তা তাঁহাদের সন্তানদের মুখে প্রায়ই পুনরাবৃত্ত হইত!

মোরব্বার দাম দেওয়া হইলে, রামধনবাবু শিশুদ্বয়ের জন্য কিছু মিষ্টান্ন ও "লজেঞ্জেস্" কিনিয়া দিলেন—তাহারা তাহাদের অংশ সেই-খানে দাঁড়াইয়াই খাইল ও তাহাদের বন্ধুদের ভাগ বাড়ীতে বহিয়া-লইয়া চলিল। তাহার পর তাহারা দুইজনে দ্রব্যাদি-বহন করিয়া বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল। মিণু মিষ্টান্নের ঠোঙাটি বহিয়া চলিল, মণু মোরব্বার বোতলটি বুকের উপর আঁকড়াইয়া-ধরিয়া লইয়া চলিল। বোতলটি মণুর ন্যায় ক্ষুদ্র শিশুর পক্ষে বাস্তবিকই ভারী ছিল। কিন্তু সে কথা সে আমলেই আনিল না, সে কাহাকেও, এমন কি, তাহার পিতাকেও সাহায্য করিতে দিবে না, মনস্থ করিল। তাহার পিতার প্রতিপদক্ষেপেই মনে হইতেছিল যে, এইবার সিমেণ্ট-করা 'ফুটপাথের' উপর পড়িয়া বোতলটি শতধা চূর্ণ হইয়া যাইবে। তথাপি তিনি বোতলটি লইতে চাহিলেন না, তাহাতে এই শিশুর মনে যে, দায়িত্বজ্ঞানের উন্মেষ হইবে না।

মণু কহিল, "দিদি-ভাই, টুনু সেদিন যা' ব'ল্‌'ছিল, তা' সত্যি নয়। সত্যিসত্যিই এতে 'পেট ভার' হয়, দেখ কত ভারী! সেদিন কিন্তু যখন খেয়েছিলুম, তখন পেটে ভার-বোধ হয় নি তো? ঐ বইতে গেলেই পেটে ভার লাগে। সরসীদিদি বলে, আচার কিম্বা মোরব্বা খেলে পেট ভার হয়, তা' নয় বইতে গেলেই পেটে বুকে সব জায়গায় ভার লাগে!"

রামধনবাবু কথাটা বুঝাইয়া দিলেন। ইতোমধ্যে তাহারা ঘরে আসিয়া পঁহুছিল। মণু আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "জ্যেঠাই-মা কোথায় আছেন ?" কে বলিল, "তিনি উপরের ঘরে একলা ব'সে বই প'ড়্‌ছেন।"

মণু কহিল, "বাবা, তুমি আমার সঙ্গে চল না ওপরে!" কিন্তু রামধনবাবু কহিলেন যে, মণু একলাই সমস্ত কাজ সুসম্পন্ন করিতে পারিবে। তাঁহার যাওয়াটা ঠিক হইবে না! মণু অতঃপর ঈষৎ শঙ্কিত ও কুণ্ঠিতভাবে একলাই বোলতটি লইয়া সেই ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। তাহার পর নিঃশব্দে সেই ঘরে প্রবেশ করিল। রামধনবাবু তাহার পিছনে পিছনে উঠিয়া-আসিয়া সেই কক্ষের বাহিরের বারাণ্ডায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। মণু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। সমস্ত ঘরখানি অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত ছিল। ঘরটী টেবিল, চেয়ার, আলমারি, আরাম-কেদারা ও ত্রিপদিকায় পূর্ণ ছিল। টেবিলগুলি নীলরঙের মখ্‌মলদিয়া মণ্ডিত করা ছিল। শয্যার উপরে মশারিটিও নীলরঙের উপর জরির কাজ-করা ছিল। দেওয়ালের গায়ে সুন্দর সুন্দর ও বৃহৎ বৃহৎ চিত্র টাঙান ছিল; সমস্ত মেঝিয়াটিতে চিত্র-বিচিত্র-করা কার্পেট বিছানো ছিল। কিন্তু সমস্ত ঘরখানির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দ্রষ্টব্যের বিষয় ছিলেন, শ্রীমতী সরযূ দেবী। তিনি একখানি আরাম-কেদারায় অঙ্গ হেলাইয়া শুইয়া ছিলেন। তাঁহার পরিধানে একখানি আস্‌মানি-রঙের বস্ত্র ছিল, গায়ে গোলাপী মখ্‌মলের একটি অতি সুদৃশ্য জামা ছিল—তাঁহার দুগ্ধালক্তকবিমিশ্র গোলাপী গণ্ড একখানি তুষার-ধবল হাতের একখানি অঙ্গুলির উপর রাখা ছিল! সেই অঙ্গুলিটির পার্শ্বস্থ অঙ্গুলিতে একটি সোনার অঙ্গুরীয়ের আশ্রয়ে একখানি প্রবাল ঝকিতেছিল! তাঁহার পায়ে একজোড়া গোলাপী মখ্‌মল-মণ্ডিত চটি-

জুতা ছিল! অপর হস্তহইতে চ্যুত একখানি লাল মরক্কো-চর্ম্মে বাঁধাই পুস্তক তাঁহার বক্ষের উপর একটি ফিকা সবুজ-রঙের রেশমী রুমালের উপর পড়িয়া ছিল!

মণুর চক্ষু ধাঁধিয়া গেল। সে মনে করিল, চেয়ারের উপর একখানি জীবৎ ছবি আসিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে!

মণু অগ্রসর হইল। সরযূ তাহাকে দেখিতে পাইলেন না! তিনি তখন ঘুমাইতেছিলেন। পূর্ব্বরাত্রিতে তাঁহারপর্য্যন্ত ঘুম হয় নাই। মণু নিকটে আসিয়া সেই বোতলসমেত সেখানে দাঁড়াইল এবং তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিল! সরযূর পায়ের জুতার লাল-রঙে তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল। জুতাটি তাহার বড়ই ভাল লাগিল। কিন্তু সে কিজন্য ঘরে আসিয়া ঢুকিয়াছিল, তাহা ভুলে নাই।

মণু পুনর্ব্বার পা টিপিয়া টিপিয়া সেই ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার পর, পায়ে পায়ে সরযূর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পর, পার্শ্বে একটা টেবিলের উপর মোরব্বার শিশিটা রাখিয়া একটি চৌকি পা-দিয়া ঠেলিয়া সশব্দে ফেলিয়া দিল!

"হোহোঃ! জ্যেঠাই-মার ঘুম ভেঙেছে এইবার!"

সরযূ সেই শব্দে চমকিতা হইয়া জাগরিতা হইয়াছিলেন সহসা ঐ শব্দ হওয়ায় তাঁহার বুকের মধ্যে ধড়াস্ ধড়াস্ করিতেছিল! শান্তিপূর্ণা সুপ্তিহইতে সহসা জাগ্রৎ হইলে লোকের যেমন মনোভাব হয়, যেমন লোকে ঈষৎ হতভম্ব হইয়া যায়, সরযূও সেইরূপ যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন! কিন্তু তিনি জননী ছিলেন, এবং সন্তানপালনের অভিজ্ঞতাও ছিল; তাই তিনি সুধু বলিলেন, "ও কে, মণু-বাবু?"

এই ফুটবল-দল এইবার শিল্ড পাইয়াছে।

তাহার জ্যেঠাই-মাকে তখন তাহার তুলিতেই হইবে, নহিলে তাহার মনস্কামনা সিদ্ধ হয় না। কিন্তু সরযূর ভাব দেখিয়া মনে হইল না যে, তিনি শীঘ্রই উঠিবেন। মণু পা টিপিয়া টিপিয়া বাহিরে আসিয়া তাহার পিতার নিকটে সব কথা বর্ণনা করিল। সে কি করিবে, বুঝিতেই পারিল না! তাই সে কহিল,

"বাবা, জ্যেঠাই-মা, বোধ হয়, কাল সকালের আগে উ'ঠ্‌বেন না। ধ'রে খুব নাড়া দিলে, বোধ হয়, উ'ঠ্‌তে পারেন, কিন্তু গা-নাড়া দিলে আমাকে দুষ্টুছেলে ব'ল্‌বেন, না, বাবা? গুরুজনের গা ধ'রে নাড়া দিতে নেই, না, বাবা?"

"ছিঃ, তা' কি ক'র্‌তে আছে? তা' হ'লে জ্যেঠাই-মা তোমার নিন্দে ক'র্‌বেন!"

"আচ্ছা, আমি একরকম ক'রে তু'ল্‌তে পারি, বাবা! তুমি দে'খ'।"

মণু কহিল, "হ্যাঁ, জ্যেঠাই-মা, আমি। জ্যেঠাই-মা, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি এই আঁবের মোরব্বার শিশিটা নাও। আমি জ্যেঠাই-মা, সেদিন যা' খেয়েছিলুম, তা' বামুণ-ঠাকুরুণ ব'ল্‌লে, আধ-বোতল আন্দাজ খেয়েছিলুম। এতে পুরো একবোতল আছে। তাই সাড়ে ছ' আনার জায়গায় তেরো আনা প'ড়েছে। দেখ না, জ্যেঠাই-মা, এইটে সেইরকম মোরব্বা কি না?"

সরযূ এতদুর স্তম্ভিত হইয়া গেলেন যে, তাঁহার প্রথমটা ক'এক মুহূর্ত্ত বাক্যস্ফুর্ত্তিই হইল না। পরে তিনি ঈষৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিলেন, "সেকি, মণুবাবু, সত্যি নাকি? ও মা, তা'ও কি হয়? আমি তা' নিতে পা'র্‌ব না—!"

"না, জ্যেঠাই-মা, তোমার দু'টি পায়ে পড়ি, জ্যেঠাই-মা, তোমায় নিতেই হ'বে! লক্ষ্মিটি! না নিলে আমি চোর হ'য়ে থা'ক্‌ব। তুমি

এটা নিলে আর আমি চোর থা'কব না"—তাহার চক্ষু সজল হইয়া আসিল।

তথাপি সরযূ কিছুতেই তাহা লইতে সম্মতা হইলেন না। ভিতরের ব্যাপার রামধনবাবু সমস্তই দেখিতেছিলেন ও শুনিতেছিলেন। তিনি একটু কাসিয়া ইঙ্গিত করিয়া সরযূকে মোরব্বা-গ্রহণ করিতে বলিলেন। সরযূ রামধনবাবুর সম্মুখে বাহির হইতেন। তিনি রামধনবাবুর ইঙ্গিতে হস্তদ্বয় প্রসারিত করিয়া মণুর হস্তহইতে মোরব্বার শিশিটি গ্রহণ করিলেন এবং বুঝিলেন, ভিতরে একটা কিছু ব্যাপার আছে! তাই গ্রহণে আর অসম্মতি-প্রকাশ করিলেন না। শিশিটি তাহার জ্যেঠাই-মার হাতে দিবার জন্য আগ্রহে মণুর হাতখানি কাঁপিতেছিল। সরযূর হাতে শিশিটি তুলিয়া-দিয়া সে নিশ্চিন্ত হইল, তাহার মুখমণ্ডল আনন্দে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে আনন্দে হাত-দুইখানা কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে কহিল, "জ্যেঠাই-মা, দেখ না—জিনিষটা ঠিক খাঁটি তো?"

"হ্যাঁ, গো মণুবাবু, খাঁটি, আর জিনিষটার চেয়ে যে ছেলেটি হাতে ক'রে ঐ জিনিষটা আমায় দিলে, সে আরও খাঁটি!"

মণুর মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল। তাহার ভাবগতিক দেখিয়া মনে হইল, সে আনন্দের আবেগে তৎক্ষণাৎ সরযূর জানুর উপর লাফাইয়া চড়িয়া বসিবে! সরযূ দেখিলেন, তাহার জুতায় কাদা লাগিয়াছে, তথাপি তিনি নিবারণ করিলেন না, কেবল তাঁহার ভাল কাপড়খানি একটু গুছাইয়া লইলেন এবং মণুর আবেগপূর্ণ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিলেন।

সত্যই মণু লাফাইয়া তাঁহার কোলে চড়িয়া-বসিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিল। সরযূ সস্নেহে তাহার মুখের উপরহইতে চুল সরাইতে সরাইতে বলিলেন, "কেমন, এখন মনে খুব আনন্দ হ'চ্ছে?"

মণু সোৎসাহে কহিল, "হ্যাঁ, জ্যেঠাই-মা, খু—উ—ব আমোদ হ'চ্ছে—আমার মনের ভেতর এম্‌নি স্ফূর্ত্তি হ'চ্ছে যে——। হ্যাঁ, জ্যেঠাই-মা, পৃথিবীতে যত সব চোর আছে, তা'রা চুরী করে তো? তা'র পর আবার সেই জিনিষগুলো ফিরিয়ে দেয় না কেন? ভারি আশ্চর্য্যের কথা, না? বোধ হয়, তা'দের ক্যাসবাক্সে বেশী টাকা থাকে না, না? কিম্বা হয় তো তা'দের বাপ-মা, টাকার বাক্স মোটেই তা'দের খু'ল্‌তে দেয় না! আমার বাক্সটা, জ্যেঠাই-মা, ঠিক যেন একটা ছোট বাঁধানো বইয়ের মত—কেমন সুন্দর হ'ল্‌দে রং তা'র—আবার ছোট্ট একটি চাবি আছে—সেই চাবিছাড়া আর কোন চাবিতে সে বাক্স খোলা যা'বে না! তোমায় দেখা'ব এখন। দিদির বাক্সটা লাল-রঙের। হ্যাঁ, জ্যেঠাই-মা, বাবা আর দিদিভাই বাইরে দাঁড়িয়ে আছে; ডা'কব তা'দের এখানে? বাবা বাইরের কার্পেটে কিরকম জুতো ঘ'সেছে, জ্যেঠাই-মা, অনেকক্ষণ ধরে। হ্যাঁ, জ্যেঠাই-মা, তা'তে কার্পেটটা খারাপ হ'য়ে যা'বে না? বাবা কি আর ইচ্ছে ক'রে খারাপ ক'রে দিতে পারে? আচ্ছা, তুমি বাবাকে 'হিণ্ডারাসান্'-বাবুর একজোড়া চটি দাও না কেন? তা' হ'লে কার্পেটে ধুলো লাগে না! সে চটি কিন্তু বাবার পায়ে মোটেই হ'বে না! বাবার পা কিরকম ছোট্ট ছোট্ট, দেখেছ তো? যেন ঠিক মেয়েমানুষের পায়ের মত, না?—আমার মা, আর সুশীলাদিদি তাই ব'ল্‌ত! হ্যাঁ, জ্যেঠাই-মা, আমি বড় হ'লে ঠিক বাবার মত দে'খ্‌তে হ'ব, না? আচ্ছা, কবে আমার বাবার মত দাড়ি আর গোঁপ হ'বে, বল দেখি? একবচ্ছরের মধ্যে—না, জ্যেঠাই-মা?"

"না, গো বাবুসায়েব, অত শীঘ্র নয়!"

"বাবা, দিদিভাই, ভেতরে এস। জ্যেঠাই-মা ব'ল্‌লেন, তোমাদের ভেতরে আ'স্‌তে—।" মণু স্বর উচ্চ করিয়া ডাকিল।

রামধনবাবু ও মিণু ভিতরে প্রবেশ করিলেন। এমন সময় নীচের 'হলে' প্রভাতের জলযোগের সময় হইল। সরযূ মণুকে কোলহইতে সযত্নে নামাইয়া-দিয়া হাসিতে হাসিতে মিণু ও রামধনবাবুকে লইয়া নীচে আসিলেন। সেখানে অন্যান্য ছেলেরাও উপস্থিত ছিল। সকলে মিলিয়া চা ও পাউরুটী খাইতে ব্যাপৃত হইল।

মণু ও মিণু সকালে ঘুরিয়া অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া আসিয়াছিল। টেবিলের উপর একখানি ডিসে খানিকটা মোরব্বা ছিল, সেই ঘরে তৈয়ারি-করা মোরব্বা, যাহা পূর্ব্বদিন মণু কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারে নাই। ছেলেরা আজ কেহই মণুকে মোরব্বা খাইবার জন্য অনুরোধ করিল না, পাছে তাহার মনে আঘাত লাগে। সরসীও কিছু বলিল না, ঐ একই কারণে। কিন্তু আজ মণুর মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। আজ সে লজ্জিত না হইয়া সাহসের সহিত পূর্ণদৃষ্টিতে সেই মোরব্বার ডিসের দিকে চাহিতে পারিতেছিল। আজ তাহার মোরব্বা খাইবার অত্যন্ত ইচ্ছা হইতেছিল, কিন্তু সে বুঝিতেই পারিল না—কি ভাবে তাহা চাহিবে!

অবশেষে সে একটু একটু করিয়া সরিয়া ক্রমশঃ সরসীর একেবারে কাছে ঘেঁসিয়া আসিল। পরে নিম্নকণ্ঠে কহিল, "সরসী-দিদি, আমার রুটি খেতে আজ মোটেই ভাল লা'গ্‌'চে না!"

"বোধ হয়, আজ তোমার ক্ষিদে নেই, মণু, তাই খারাপ লা'গ্‌'ছে!"

"না, ক্ষিদে খুব আছে—।"

"তবে, ভাল লা'গ্‌'ছে না ব'ল্‌'চ?"

"আমার মাখনের খিদে পায় নি, মোরব্বার খিদে পেয়েছে!"

এই বলিয়া সে একখণ্ড রুটি সরসীর দিকে আগাইয়া দিল।

কেহই হাসিল না, যদিও অনেকেরই হাসি সাম্‌লাইতে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হইয়াছিল!

সরসী সযত্নে মণুর রুটির টুক্‌রার উপর মোরব্বা তুলিয়া দিল,—একখানির স্থানে বরং দুইখানিই দিল। মণুও নির্ব্বিবাদে অকুণ্ঠিত-চিত্তে হাস্যমুখে তাহাদের সৎকার করিতে নিযুক্ত হইয়া গেল। আজ আর মোরব্বা তাহার গলায় বাধিয়া যাইবার আশঙ্কা তাহার হইল না! (ক্রমশঃ)

কাজির বিচার

(সমস্যা) *

[আচার্য্য ললিতলোচন দত্ত-সংগৃহীত]

অনেকদিনের কথা, দুইজন আরবদেশীয় লোক বাগদাদে যাইবার পথে মধ্যাহ্নভোজন করিবার জন্য এক গ্রাম্য পান্থশালায় গিয়াছিল। তাহাদের একজনের কাছে পাঁচখানি রোটিকা এবং আর একজনের কাছে তিনখানি রোটিকা ছিল। তাহারা আহার করিতে যাইতেছে, এমন সময়ে আর একজন পথিক আসিয়া তাহাদিগকে জানাইল যে, তাহার কাছে অর্থ আছে কিন্তু খাদ্য নাই, সুতরাং সে কি তাহাদের খাদ্যহইতে কিছু খাদ্য পাইতে পারে? সে বলিল, "আমি যে খাদ্য লইব, তাহার দাম দিব।" তখন তিনজন পথিকে সেই আটখানি রোটিকা সমভাগে ভাগ করিয়া লইয়া আহার করিতে লাগিল।

আহার হইয়া গেলে, যে পথিকের কাছে খাদ্য ছিল না, সে ভক্ষিত রোটিকার মূল্যস্বরূপে সমান মূল্যের আটটি মুদ্রা অপর দুইজন পথিককে দিয়া চলিয়া গেল। এখন যে পথিকের কাছে পাঁচখানি রোটিকা ছিল, সে তাহার পাঁচখানি রোটিকার মূল্যস্বরূপে পাঁচটি মুদ্রা লইয়া যে পথিকের তিনখানি রোটিকা ছিল, তাহাকে তিনটি মুদ্রা দিল; কিন্তু শেষোক্ত পথিক ঐ মূল্য পাইয়া সন্তুষ্ট হইল না, সে বলিল, তাহার অষ্টমুদ্রার অর্দ্ধেক পাওয়া উচিত।

তখন এই দুইজন পথিকের মধ্যে বিষম বিবাদ উপস্থিত হইল। অবশেষে তাহারা এক কাজির কাছে গিয়া বিচারপ্রার্থী হইল। কাজি উভয় পথিকের মুখের কথা শুনিয়া এই বিচার করিলেন যে, যে পথিকের কাছে পাঁচখানি রোটিকা ছিল, তাহার সাতমুদ্রা এবং যাহার কাছে তিনখানি রোটিকা ছিল, তাহার একটিমাত্র মুদ্রা পাওয়া উচিত। কাজির এই বিচার কি ঠিক হইয়াছিল?

সরল সুরেশ

কেউটিয়া মারা

রেভাঃ জে, এইচ, ব্রাউন, বি-এ, বি-ডি-লিখিত

স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিতে আসিতে মতিলাল তাহার বন্ধু হরিপদকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার পথ্যাবিষ্কারক হ'তে কেমন ভাল লা'গ্‌বে বোধ হয়?"

হরিপদ উত্তর করিল, "সময়ে সময়ে ওকাজে বোধ হয় বেজার ধ'র্‌বে।"

"হাঁা, হয় তো কখন কখন বেজার ধ'র্‌বে, কিন্তু মোটের ওপর পথ্যাবিষ্কারক হ'তে খুবই ভাল লা'গ্‌বে। আমাদের অপর লোককে সাহায্য ক'র্‌তে শেখা উচিত, তা' হ'লে আমাদের দেশের উন্নতি হ'বে। পাড়াগাঁয়ে অসুখের সময়ে ছাড়া আর কোন সময়েই কেউ কাউকে সাহায্য করে না।"

হরিপদ তাহার জন্মভূমির মুখরক্ষা করিতে ব্যাকুল হইয়া এই উত্তর করিল, "হাঁা, কেউ ম'লে সকলেই সাহায্য করে; গ্রামের সকল লোকেই মড়ার সৎকার ক'র্‌তে সর্ব্বদাই সাহায্য ক'রে থাকে।"

মতিলাল ঐ উক্তির সমর্থন করিয়া বলিল, "হাঁা, তা' করে বটে, কিন্তু সেই লোকটি যত দিন বেঁচে থাকে, ততদিন তা'কে কেউ বড় সাহায্য করে না। আমরা সমাজ-সেবা কা'কে বলে জানি না। দেবীপুরের বাইরে যে বিলটা আছে,—যে বিল দিয়ে ডোঙাগুলো আনাগোনা ক'রে থাকে, সেই বিলটা বিলিতি পানায় ভ'রে উ'ঠ্‌ছে, তবু তা' পরিষ্কার ক'র্‌বার কথা কেউই কখন ভা'ব্‌ছে না।"

"সমাজ-সেবা কা'কে বলে, তা' না জা'ন্‌লেও, একটা গাঁয়ের লোকে কিন্তু পরস্পরকে সময়ে সময়ে সাহায্য ক'রে থাকে। সেই গাঁয়ে একদিন একটি ছোট ছেলে পুকুরে প'ড়ে গিয়েছিল, সে খানিকক্ষণ জলে হাবুডুবু খা'বার পর, সেই গাঁয়ের মোড়ল এসে তা'কে দে'খ্‌তে পেলে, পা'বামাত্রই সে তা'কে জলথেকে তুলে' ফে'ল্‌লে, তখন অবশ্য ছেলেটি অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়েছিল। তাই মোড়ল তা'কে তা'র পাএর গাঁটের কাছে ধ'রে নিজের মাথার ওপর দিয়ে প্রাণপণে বোঁ বোঁ ক'রে পাক দিতে লা'গ্‌ল। যতক্ষণ না সে নিজেও বেদম হ'য়ে প'ড়েছিল, ততক্ষণই পাক দিয়েছিল।"

"তা'তে কি সে সেই ছেলেটিকে দম ফেলা'তে পেরেছিল?"

"না।"

"আমিও তাই ভেবেছিলেম। ওরকম ক'রে সাহায্য করাকে কি ঠিক

সাহায্য করা বলা যেতে পারে? ছেলেটিতে তখনপর্য্যন্ত যা'ও বা একটু প্রাণ ছিল, মোড়লমশায় তা'কে পাক খা'ইয়ে তা'ও বা'র ক'রে দিয়েছিলেন!"

"হাঁ, তা' হয় তো ক'রেছিলেন। অমন ক'রে জলডোবা লোকের শুশ্রূষা ক'রতে আমাদের মেম-সাহেব শেখান না। কিন্তু তা'র সাধ্যপর্য্যন্ত ক'রেছিল, ব'ল্‌তে হ'বে।"

"ঠিক কথা; মোড়ল তা'র সাধ্যপর্য্যন্ত ক'রে, ছেলেটি যদি তখনও ম'রে না গিয়ে থাকে তো তা'কে মেরেই ফে'ল্‌লে! এই জন্যেই সাহেব ব'লে থাকেন, যদি আমরা লোকের সেবা ক'রতে চাই তো তা' কত ভাল ক'রে আমরা ক'রতে পারি, আমাদের আগে শেখা উচিত আর এইজন্যেই 'পথাবিষ্কারকের দলের' আমি সর্ব্বদা প্রশংসা ক'রে থাকি।"

মতিলাল ও হরিপদ ছেলে-দুইটি বড়গোছের, পল্লিগ্রামের একটি 'বোর্ডিং স্কুলে' পড়ে। একজন পাদ্রীসাহেব ও তাঁহার মেম সেই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত হইয়া আছেন, তাঁহাদের উভয়ের সঙ্গে একজন খুব ভাল "বোর্ডিং মাষ্টারও" কাজ করিয়া থাকেন।

সম্প্রতি সাহেব "পথাবিষ্কারকের দল"-নামে একটি সম্প্রদায় গঠিত করিয়াছেন। এই সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এই যে, ইহার সভ্যেরা যেন লোকের কাজে লাগিবার ও তাহাদের প্রতি দয়া দেখাইবার নূতন নূতন পথাবিষ্কার করে এবং সেই সকল পথে তাহারা নিজেরা যেন চলে এবং অন্যকেও চালায়। যে যখন 'পথাবিষ্কারক' হয়, সে তখন প্রতিদিনই কোন না কোন লোককে সাহায্য ক'রতে প্রতিজ্ঞা করে এবং বিপদ্-আপদের সময়ে অপরকে সাহায্য করিবার অভি-প্রায়ে, কেমন করিয়া তাহা করা যায়, তাহা জানিবার জন্য সে প্রতি সপ্তাহেই চেষ্টা করিয়া কোন কিছু নূতন ও প্রয়োজনীয় বিষয় শিখিতে প্রতিজ্ঞা করে। কেমন করিয়া পা, হাত বা মাথায় 'ব্যাণ্ডেজ' বাঁধিতে হয়, কেমন করিয়া রক্তপড়া বন্ধ করিতে হয়, কেমন করিয়া নানারকম যন্ত্র-ব্যবহার করিতে হয়, কেমন করিয়া ভাত-তরকারী রাঁধিতে হয়, এমনই সব কাজ,—যে সব কাজ শিখিলে মানুষ বেশ কাজের লোক হইয়া উঠে—পথাবিষ্কারকেরা প্রতিসপ্তাহে শিখিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়।

সাহেব ছাত্রদিগকে এই কথা বলিয়া থাকেন যে, যদি তাহারা বাস্তবিকই স্ব স্ব প্রতিজ্ঞাপালন করিতে চায়, তবেই তাহারা যেন পথাবিষ্কারকের দলে যোগ দেয়, আর তাহারা যাহাতে প্রতিজ্ঞাপালন করিতে পারে, তাহার জন্য ঈশ্বরের কাছে সাহায্যপ্রার্থনা না করিয়া যেন প্রতিজ্ঞা না করে।

মতিলাল ও হরিপদ স্কুলের মধ্যে দুইটি ভাল ছেলে। ইহারা দুইজনেই প্রথমে পথাবিষ্কারকের দলে যোগ দিয়াছে। তাহারা ও অন্যান্য পথাবিষ্কারক—সাহেব, মেম ও বোর্ডিংমাষ্টারের সাহায্য লইয়া একপক্ষ-কাল স্ব স্ব প্রতিজ্ঞাপালনের জন্য সত্য সত্যই চেষ্টা করিয়াছে। আজ সাহেব তাহাদিগকে একত্র করিয়া বলিলেন, "ছেলেরা, তোমরা সকলেই পথাবিষ্কারক, তোমরা তোমাদের প্রতিজ্ঞা বিশ্বস্তভাবে পালন ক'র্‌বার জন্যে চেষ্টা ক'র্‌ছ। এখন আমি চাই যে, তোমরা 'মিসসাহেবের' জন্যেও একটা পথ খুঁজে বা'র কর। তোমরা সকলেই জান, মেয়েদের ইস্কুলের কাছে, পথের ধারে, একটা বড়গোছের পুকুর আছে।"

রণচিত্র

মতিলাল উত্তর করিল, "আজ্ঞে হাঁ, আছে। সেই যে সেই পুকুরটা, যে পুকুরটায় আপনি একটি ছেলেকে জলে ডোবা থেকে বাঁচিয়েছিলেন। তা'র একটু জ্ঞান ছিল ব'লে, সে আপনাকে জড়িয়ে ধ'রেছিল, তাইতে আপনি নিজেও ডু'ব্‌তে ডু'ব্‌তে বেঁচে গিয়েছিলেন।"

সাহেব আত্মপ্রশংসা শুনিয়া লজ্জিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ও

সব কথা থাক, মতিলাল, কাজের কথা হ'ক। সেই পুকুরটা বর্ষাকালে শেওলায় ভ'রে গিয়েছে, পুকুরটার পা'ড়গুলোও বনজঙ্গলে ভর্ত্তি হ'য়েছে, কাজেই পুকুরটা ভারি অস্বাস্থ্যকর হ'য়ে উঠেছে। মিস-সাহেব পুকুরের মালিকদের পুকুরটা পরিষ্কার ক'রতে ব'লেছিলেন, কেননা পুকুরটা মেয়েদের ইস্কুলের গায়ে একেবারে লাগাও, তা'তে সে কি জবাব দিয়েছে, তা' কে আন্দাজ ক'রে ব'লতে পারে?"

"চিনু"-নামে একজন স্ফূর্ত্তিবাজ বালক উত্তর করিল, "আমি, বোধ করি, ব'লতে পারি, 'স্যার'! আমার মনে হ'চ্ছে, তা'রা এই উত্তর দিয়েছে, বছরের এসময়ে তা'রা এখন ক্ষেতের কাজে ভারি ব্যস্ত, আর মাসকতক আগে তা'দের একটা ক্ষেপা কুকুরে কাম্ড়েছে, তাই তা'রা জলে না'বতে ভয় পায়।"

অন্যান্য বালক ও সাহেব হাসিয়া উঠিলেন। সাহেব উত্তর করিলেন, "চিনু, তোমার উত্তরটা তা'র প্রায় কাছাকাছি গিয়েছে, তা'রা ব'লেছে, তা'রা এখন ভারি ব্যস্ত আর তা'রা, ক্ষেপা কুকুরের কামড়ে নয়, বাতে ভু'গ্‌ছে, তা'-ছাড়া সেই পুকুরের পা'ড়ে যে জঙ্গল হ'য়েছে, তা'তে একজোড়া কেউটে সাপ, প্রত্যেকটা ছ'হাত ক'রে লম্বা, গর্ত্ত ক'রে আছে, তা'দের আবার এ সময়ে পঞ্চাশটা ছানা হ'য়েছে।"

ছেলেরা আবার হাসিয়া উঠিল।

সাহেব বলিলেন, "যা' হ'ক, এখন আমি জা'নতে চাই, এর তোমরা কোন একটা রাস্তা খুঁজে বা'র ক'রতে পার কি না। আমার এই ভয় হ'চ্ছে, পুকুরটা পরিষ্কার করা না হ'লে, মেয়েদের স্বাস্থ্যহানি হ'বে।"

এই বলিয়া সাহেব চুপ করিলেন, পথাবিষ্কারকের দলও কিছুক্ষণের নিমিত্ত নীরব হইয়া রহিল।

জ্যোতিষ-নামে একজন গম্ভীর-আকৃতি বালক জিজ্ঞাসা করিল, "পুকুরের মালিকেরা আপনাকে পুকুরটা পরিষ্কার ক'রতে দেবে কি, 'স্যার'?"

সাহেব উত্তর করিলেন, "হ্যাঁ, দেবে।"

"এই কাজটা ক'রবার জন্যে তবে আপনি কতকগুলো মজুর লাগান না।"

"হ্যাঁ, মজুর দিয়ে সাফ করান যেতে পারে বটে, কিন্তু আমি ভা'ব'ছি, তা'র চেয়ে কোন ভাল পথ আছে কি না। এই যুদ্ধের সময়ে মিসনের ত'বিলে বেশী টাকা তো নেই।"

মতিলাল উত্তেজিতভাবে বলিয়া উঠিল, "আমি একটা পথ খুঁজে পেয়েছি, আপনি কি আমাদের পুকুরটা আর তা'র পা'ড়গুলো পরিষ্কার ক'রতে দিতে পারেন না, 'স্যার'?"

"হ্যাঁ, এইটি চমৎকার পথ, তোমরা কি সকলেই এই পথে চ'লতে রাজি আছ?"

"হ্যাঁ, 'স্যার', হ্যাঁ, 'স্যার'!"—ঘরটির সকল দিক্‌হইতেই এই উত্তর আসিল।

সাহেব উত্তর করিলেন, "বেশ, বেশ! আমিও তবে তোমাদের সঙ্গে যা'ব। আর, পথাবিষ্কারকেরা, অন্ততঃ তোমরা আজ বৈকালে এই কাজ কর'বার জন্যে একবেলার ছুটি পা'বে।"

ছেলেরা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "ধন্যবাদ 'স্যার', আপনাকে ধন্যবাদ, 'স্যার'। অন্য ছেলেরা তবে কি ক'রবে 'স্যার'?"

একটি ছেলে উত্তর করিল, "ও, তা'রা নিশ্চয়ই তা'দের পড়া তোয়ের ক'রবে, তা'রা তো পথাবিষ্কারক নয়? কেমন মজা!"

সাহেব চুপ করিয়া থাকিয়া পরে বলিলেন, "তা'দের সম্বন্ধে এই পথই ঠিক কি?"

হরিপদ আস্তে আস্তে একটু যেন অনিচ্ছার সহিত উত্তর করিল, "আমার মনে হ'চ্ছে, ওদেরও আজকে ছুটি দিতে আপনাকে অনুরোধ করা উচিত। তা' হ'লে হয় তো ওদেরও মধ্যে কেউ কেউ শেষে পথাবিষ্কারক হ'তে চাইবে।"

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি সকলেই তাই চাও?"

পথাবিষ্কারকেরা উত্তর দিল, "আজ্ঞে, হ্যাঁ।" কিন্তু এইবার সকলেই তত প্রফুল্লভাবে উত্তর দিল না। কেবল পথাবিষ্কারকেরাই যদি আজ কোন রকমে ছুটি পাইত, তাহা হইলে বেশ হইত!

হরিপদ ও মতিলাল স্নান করিতে যাইবার পূর্ব্বে, খুব ভোরে, এই সকল ঘটিয়াছিল।

সেইদিন বৈকালে সাহেব ছেলেদের একবেলার ছুটি দিলেন। ছোট ছেলেদের খেলিবার ছুটি দেওয়া হইল, আর পথাবিষ্কারকেরা ও অন্যান্য বড় ছেলে পুকুরটী পরিষ্কার করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। তাহারা সকলে ছেঁড়া কাপড় পরিল। সাহেবও "হাফ প্যাণ্ট" ও গেঞ্জিতে সজ্জিত হইলেন। পরে তাঁহারা কোদালি ও কাস্তা লইয়া সুখে ও স্ফূর্ত্তিতে ময়লা পুকুরটার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পুকুরটী বড় রাস্তাহইতে অল্প দূরে, একটি আমবাগানের মধ্যে, অবস্থিত।

সাহেব, মতিলাল ও হরিপদ 'কাপ্তেন' হইলেন, প্রত্যেকে এক-একটি ছেলে বাছিয়া-লইয়া তিনজনে তিনটি দল গঠিত করিলেন। সুরেশ-নামে একজন 'হ্যাতাজোবড়া', ভালমানুষ ছেলে সাহেবের কাছে দাঁড়াইয়া ছিল।

একজন ছেলে বলিল, "সুরো, তুই স'রে যা, তোকে যদি কেউ পছন্দ করে তো সবশেষে।"

সাহেব বলিলেন, "না, সুরেশকেই আমি প্রথমে পছন্দ ক'রলেম।"

মতিলাল বলিল, "বেশ, 'স্যার', আপনি ইচ্ছে ক'রলে ওকে পছন্দ ক'রে নিতে পারেন"—এই বলিয়া সে দলের মধ্যে যে ছেলেটি সবচেয়ে বড় ও যার গায়ে সবচেয়ে জোর বেশী তাহাকে পছন্দ করিল।

সাহেব বলিলেন, "সুরেশকে দিয়ে বেশ কাজ চ'লবে, দে'খ', ও-ই তোমাদের সকলকে হারিয়ে দেবে।"

হরিপদ হাসিয়া কহিল, "কি 'স্যার', ধেড়ে সুরেশটা আমাদের

হারিয়ে দেবে? আপনি যদি ওকথা বলেন, তা' হ'লে আপনি ওকে আজও জানেন না, 'স্যার'।"

সাহেব মুচ্‌কিয়া হাসিয়া উত্তর দিলেন, "আমার বোধ হয়—আমি ওকে জানি, হরিপদ, তোমায় ধন্যবাদ।"

দল ঠিক করা হইলে, সমস্ত কাজ তিনদলে ভাগ করিয়া লওয়া হইল। তখন তিন দলের মধ্যে কোন্ দল ভাল করিয়া কাজ করিয়া কাজটি আগে শেষ করিতে পারে, এই প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হইল। কাজ সুরু হইলে সুরেশ সাহেবের ঠিক পরেই থাকিয়া কাজ করিতে পাইল বলিয়া এবং তাহা ছাড়া তাহাকে টিট্‌কারী করা হইয়াছিল বলিয়াও খুব ভাল করিয়া কাজ করিতে লাগিল। সে ও সাহেব লাইনের ঠিক কেন্দ্রস্থলে এমন ভাল করিয়া কাজ করিলেন যে, লোকে অবাক্ হইয়া গেল। তিন দলই প্রায় সমানভাবে কাজ করিতে লাগিল, কাজশেষ হইবার মুখে তিন দলের মধ্যে ভারি উৎসাহ সঞ্চারিত হইল। সহসা মতিলাল চীৎকার করিয়া উঠিল, "সাহেব, সাহেব, সাবধান, আমাদের জঙ্গলথেকে একটা সাপ এখনই আপনার জঙ্গলে গেছে।"

মতিলাল রহস্য করিতেছে ভাবিয়া সাহেব হাসিয়া বলিলেন, "মতি, ও কাহিনী শুনিয়ে তুমি আমার কাজ বন্ধ ক'র্‌তে পা'র্‌বে না।" এমন সময়ে সাহেব তাঁহার সম্মুখে ঘাসের মধ্যে কিসের একটা গতি অনুভব করিলেন, তাহার পর হঠাৎ একটা কেউটিয়া-সাপ খাড়া হইয়া উঠিয়া চোক পাকাইয়া ফণা বিস্তার করিয়া সাহেবকে ছোব্‌লাইতে উদ্যত হইল।

পরে মুহূর্ত্তেকের নিমিত্ত ইতস্ততঃ করিয়া সাহেবকে ছোবল মারিতে গেল। সাহেব লাফাইয়া হটিয়া গেলেন, কিন্তু তত ক্ষিপ্রতার সহিত নহে, এবং সুরেশ না থাকিলে হয় তো কেউটিয়াটা তাঁহাকে ছোবল মারিত। সুরেশ সাহেবের খুব কাছেই ছিল, সে সাপটাকে দেখিতে পাইয়াই তাহার কোদালি তুলিয়াছিল এবং সাপটা সাহেবকে ছোবল মারিতে যাওয়ামাত্রই—সে তাহার মাথায় কোদালির আঘাত করিয়াছিল। সাপটা ঘা খাইয়াই পড়িয়া গেল, সে পুনর্ব্বার ছোবল মারিবার চেষ্টা করিবার পূর্ব্বেই সাহেব তাহাকে মারিয়া ফেলিলেন।

সাহেব সুরেশের হাত ধরিয়া বলিলেন, "সুরেশ তোমায় ধন্যবাদ। তোমাকেই প্রথমে পছন্দ ক'রেছি ব'লে এখন আমার আনন্দ হ'চ্ছে তুমিই আজ আমার প্রাণ বাঁচা'লে।"

চিনু উত্তেজিত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "সুরোর নাম ক'রে সকলে তিনবার 'হিপ্ হিপ্ হুররে' বল"। ছেলেরা ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাই করিল, সুরেশ তখন লজ্জিত, বিহ্বল ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহার পর তাহারা সকলে জঙ্গলকাটা শেষ করিল এবং যাহা কাটিয়াছিল, তাহা একস্থানে জড় করিয়া খুব উচ্চ একটা স্তূপ রচনা করিল, পরে কোন সময়ে সেই স্তূপে আগুন লাগাইয়া দিবে। তাহার পর তাহারা সকলে মালকোঁচা মারিয়া কাপড় পরিয়া কোমর বাঁধিয়া পুকুরের জলে নামিল এবং যতক্ষণ না পুষ্করিণীটিকে শৈবালশূন্য করিতে পারিল, ততক্ষণ তাহাতে হাঁটাহাঁটি, ডুবাডুবি ও সাঁতার কাটাকাটি করিতে থাকিল। পরে তাহারা খুব ক্লান্ত কিন্তু খুব খুশী হইয়া বিদ্যালয়ে ফিরিয়া গেল।

সেই রাত্রিতে সুরেশ ও আরও দশজন বালক পথাবিষ্কারকের দলে যোগদান করিল। (ক্রমশঃ)

সম্পাদকের সাজি

গতমাসপর্য্যন্ত আলেকজাণ্ডার-সাহেব "বালকে"র সম্পাদক ছিলেন, তিনি এক্ষণে রণ-ক্ষেত্রে আহূত হওয়ায় বাধ্য হইয়া "বালকে"র সম্পাদক-পদ-ত্যাগ করিয়া গেলেন। যতদিন তিনি "বালকে"র সম্পাদকতা করিয়াছিলেন, ততদিন তিনি যে সবিশেষ কার্য্যদক্ষতার পরিচয় দিতে পারিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। একারণ তিনি "বালকে"র পরিচালক ও পাঠকবর্গের সবিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

আগামী বর্ষহইতে রেভাঃ জে, এইচ, ব্রাউন, বি-এ, বি-ডি-মহাশয় "বালকে"র সম্পাদক মনোনীত হইয়াছেন, তিনি বালকচিত্তহরণে সবিশেষ পটু, বালকদিগের সম্বন্ধে সবিশেষ অভিজ্ঞ এবং অতীব কৃতবিদ্য ব্যক্তি, একারণ আমরা আশা করি, তাঁহার সম্পাদকতায় "বালক" সবিশেষ উন্নতি করিতে পারিবে।

পূর্ব্বে আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "বালকে" প্রকাশিত কোন্ ধারাবাহিক গল্পটী অতঃপর আমরা "বালক"-গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় গ্রন্থরূপে প্রকাশিত করিব? "বালকে"র একজন গ্রাহক, পাঠক ও লেখক একটী গল্পের নাম করিয়া পাঠাইয়াছেন। আমরা অন্যান্য পাঠকেরও অভিমতির অপেক্ষায় আছি।

* * * *

যে লেখক একটী গল্পের নাম করিয়া পাঠাইয়াছেন, তিনি সেই গল্পের লেখক কে, তাহা জানিতে চাহিয়াছেন, যাবৎ আমরা আরও ক'একজন পাঠকের অভিমতি না পাই, তাবৎ আমরা এই বিচক্ষণ লেখকের ইচ্ছাপূর্ণ করিতে বিরত রহিলাম।

* * * *

"সঙ্গত-সদন"-সম্বন্ধে যে একটী প্রতিযোগিতার পূর্ব্বে আয়োজন করা হইয়াছে, এতাবৎ তৎসম্বন্ধে একটীও প্রবন্ধ আমাদের হস্তগত হয় নাই। অতএব ঐ প্রতিযোগিতা পরিত্যক্ত হইল। আমরা কোন সময়ে উহার অর্থব্যাখ্যা করিয়া ক্ষুদ্র একটী নিবন্ধরচনাপূর্ব্বক পাঠকদিগকে উপহার দিব।

লেখকগণ প্রবন্ধ প্রেরণপূর্ব্বক তাহা প্রকাশিত হইবে কি না, হইলে কবে হইবে, এইরূপ প্রশ্ন করিয়া না পাঠাইলে আমরা অনুগৃহীত হইব। যাঁহারা ঐরূপ প্রশ্নাদি করিয়া পাঠান, তাঁহারা সম্পাদকের যে কোন বিবেচনা-বুদ্ধি আছে, ইহা বুঝি স্বীকার করেন না।

বালক

সপ্তম বর্ষ

১১শ সংখ্যা নবেম্বর ১৯১৮

মাণিক-যোড়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকার, বি-এ-সংকলিত]

সপ্তম পরিচ্ছেদ

(শিশুমুখে প্রত্যাদেশ)

জলের মত দিন চলিয়া যাইতে লাগিল, মণু ও মিণু তাহাদের নূতন বাসস্থানে নিজেদের সম্পূর্ণ 'খাপ' খাওয়াইয়া লইতে লাগিল। তাহারা যেন সেই বাড়ীরই ছেলে হইয়া গেল। ক্রমশঃ তাহারা "মা আর কত দিনে ভাল হ'য়ে উ'ঠ্‌বেন, আমরা কবে আমাদের বাড়ী ফিরে যা'ব" প্রভৃতি প্রশ্ন করিতে বিরত হইল, কারণ তাহাদের প্রত্যেক প্রশ্নেরই সেই ধরা-বাঁধা একই উত্তর পাওয়া যাইত—"শীগ্‌গিরই ভাল হ'বেন, শীগ্‌গিরই বাড়ী ফি'র্‌বে" ইত্যাদি। কিন্তু শিশু-মনে এই 'শীগ্‌গিরই' ও 'অনেক দেরী'তে বিশেষ কোনও প্রভেদ নাই!

রামধন-বাবুর পত্নী পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিতেছিলেন। ডাক্তারবাবু বলিলেন, এখন বায়ু-পরিবর্ত্তন করিলে রোগের শেষ-কণাটিপর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যাইবে, আর এতটুকুও ভয় থাকিবে না। সুতরাং তাঁহাকে বায়ু-পরিবর্ত্তনে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করা হইল। রামধন-বাবুর ব্যবসায়ের খাতিরে তাঁহার কলিকাতা ছাড়িয়া যাওয়া অসম্ভব ছিল, তাই মণু ও মিণুর মাতুল ভগিনীকে লইয়া একদিন দার্জ্জিলিংএ বায়ু-পরিবর্ত্তন করাইতে প্রস্তুত হইলেন। ডাক্তার-বাবু ও রামধন-বাবুর অন্যান্য বন্ধুরা বলিলেন যে, সেখানে পাহাড়ের হাওয়ায় এবং কেলু, দেবদারু ও বরাশের সুমিষ্ট গন্ধে রোগিণীর দেহে নবজীবনের সঞ্চার হইবে। তবে পাঁচ-ছয়-মাস থাকিতে হইবে। তাহাদের মা যখন দার্জ্জিলিং চলিয়া যাইলেন, তখন মিণু ও মণু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে শিয়ালদহ-ষ্টেশনে গেল। তাহাদের মাতার সম্মুখে কিন্তু তাহারা সম্পূর্ণ অপরিচিতের ন্যায় লাজুক, মুখচোরা ও নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। ভাল করিয়া তাঁহার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিয়া কথাই কহিতে পারিল না। তাঁহাকে এত বিবর্ণ, এত মলিন, এত শীর্ণ দেখাইতেছিল যে, শিশুদ্বয়ের কল্পিত মাতার সঙ্গে আসল মাতার কোনই সাদৃশ্য লক্ষিত হইল না! তিনি চলিয়া যাইলে, বাড়ী ফিরিবার সময় তাহারা অনেক কথাই ভাবিল, অনেক কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে না পারার জন্য নিজেদের উপর রাগ করিতে লাগিল। সরসী তাহাদের মনোভাব বুঝিয়া তাহাদের সুখী হইবার একটি পন্থা দেখাইয়া দিল, সে কহিল, "তোমাদের মাকে দার্জ্জিলিংএ তোমরা চিঠী লেখ না কেন? মিণু, তুমিই লিখো তলায় মণুও নাম-সই ক'রে দেবে—সে তো বেশ হ'বে!"

কাজেই মিণু একখানি চিঠী লিখিল—সে চিঠী কোন বয়স্ক লোক তাহাকে বলিয়া দিল না, সে মণুর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া নিজের মনে নিজে লিখিল! চিঠী লিখিবার সময় যে কথা তাহার মনে আসিল, তাহাই লিখিয়া অর্দ্ধ-ঘণ্টার পরিশ্রম নিম্নমতে প্রকাশ করিল:—

"পরম পুজনিয় আমাদের লক্ষ্মি মা রাণি,

মণু এবং আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি অনেক ভালোবাসি আর কাউকে এত ভালোবাসি না। ইষ্টেশনে মা তোমাকে এই কথা বল্‌ব আমরা দুজনে ঠিক করেছিলুম কিন্তু মা বড্ড লজ্জা কর্‌ল তাই বলিনি। মণু রাত্তির আটটা অব্দি জেগে থাকৃতে পারে আমি ৯টার আগে ঘুমুই না। মণু একটা ভাল গান গাইতে শিখেছে ডেকেছেন প্রিয়তম কে রহিবে ঘরে? জেঠাই-মা শিখিয়েছেন। আমি হার্ম্মোনিয়ামে ঐ গানটা বাজাতে শিখেছি। আমরা বাড়ী গেলে আমি বাজাব আর মণু গাইবে বাবা আর তুমি খুব আশ্চর্য্য হ'য়ে যা'বে। তখন মনে কর্‌বে ওমা আমাদের মিণু আর মণু এতটুকু ছেলেমেয়ে তারা আবার গান-বাজ্‌না শিখ্‌লে কি করে? আর তখন আমাদের কোলে নিয়ে চুমু খাবে। মণু এখন এক ইঞ্চি

লম্বায় বেড়েছে সেদিন হাওয়ারাসান বাবু মেপে বোললেন। এখানে বামুনঠাকুরুণ কাল আমাদের জন্যে ঘরেই খাজা করে দেবে বলেছে। ঘরেই রেঁধে দেবে দোকানথেকে কিনে আ'নবে না।

তোমার স্নেহের মেয়ে আর ছেলে
মিণু।
মণু।"

জননী এই চিঠীখানি পাইয়া চক্ষু মুছিয়া কহিলেন, "আমার বাছারা তা' হ'লে আমায় এখনও একেবারে ভোলে নি!"

বড়দিনের সকালে পড়িবার ঘরে পাঁচটি ছেলেমেয়ে বসিয়া ছিল। তাহারা প্রত্যেকেই আনন্দে উন্মত্ত হইয়াছিল। আজ বহির্গমনের উপযোগী সুন্দর সুন্দর পোষাকে তাহারা সুসজ্জিত। সমস্ত দিন তাহারা একজায়গায় বেড়াইতে যাইবে, সেইখানেই খাওয়া-দাওয়া স্নান, স্ফূর্ত্তি সব হইবে স্থির হইয়াছে! তাহারা জুড়ি-গাড়ীর ওয়েলার-ঘোড়ার মত ছুটিবার জন্য যেন উৎসুক হইয়া বসিয়া ছিল! কিন্তু কোথায় যে, তাহারা আনন্দ করিতে যাইবে, সে কথা কেহই জানিত না। জিজ্ঞাসা করিলে সকলেই বলিয়াছে, "গেলেই দে'খতে পা'বে, এখন কোথায় যাচ্ছ!" এই অনিশ্চিততার কৌতুকে ও রহস্যে তাহাদের তরুণ চিত্ত ভরপুর হইয়া উঠিয়াছিল!

জার্ম্মাণীর এক বন্দীবাহী ডুলি-দল, বিশেষরূপে আহত এক বন্দীর ভারগ্রহণ করিয়েছে।

সরসীকে যেন মধু-মক্ষিকার মত ব্যস্তভাবে এঘরে ওঘরে ছুটাছুটি করিতে দেখিয়া ছেলেরা জিজ্ঞাসা করিল, "সরসীদিদি, তুমিও আমাদের সঙ্গে যা'বে নাকি?"

"হ্যাঁ।"

"বল না, আমরা কোথায় যা'ব?"

"না, তা' আমি ব'লব না—তোমাদের মার কাছে প্রতিজ্ঞা ক'রেছি তোমাদের জানা'ব না!"

মণু কহিল, "আহা, প্রতিজ্ঞা না রা'খলে যদি না পাপ হ'ত, তা' হ'লে বেশ হ'ত কিন্তু!"

"হুঁ! ইচ্ছেগুলো যদি ঘোঁড়া হ'ত, তা' হ'লে ভিকিরীরাও চব্বিশঘণ্টা ঘোঁড়ায় চ'ড়ে বেড়া'ত!"

"হ্যাঁ, তা' বটে, আর ঘোঁড়া না হয়ে যদি গাধাও হ'ত, তা' হ'লেও চ'লত; ঘোঁড়ার মত অত জোরে চ'লত না যদিও। ঘোঁড়া কিম্বা টাটুতে চ'ড়ে যেমন আমোদ হয়, গাধায় চ'ড়লে তত হয় না—না সরসীদিদি? দেখ, দেখ, সরসীদিদি, আমাদের বীণারাণী কেমন সেজেছেন দেখো!—ঠিক যেন,

'এক রত্তি মেয়ে রাণী, ফুটফুটে মুখখানি
কোঁকড়া তা'র চুলগুলি কপাল-উপর,
ভাল মনে থাকে যবে, অতি লক্ষ্মী মেয়ে তবে,
দুষ্টামি করিলে কিন্তু অতি ভয়ঙ্কর!'"

"বারে! আমি বুঝি দুষ্টু! আমি দুষ্টুমিও করি না, ভয়ঙ্করও নই, কেবল আমার কপালের ওপর চুলগুলো কোঁকড়ানো—সরসী-দিদি চুল আঁচড়া'বার সময় ঐরকম ক'রে দিয়েছে!"

টুণু কহিল, "ভারি মজা কিন্তু, ভাই! আমরা সারা দিনটা আমোদ ক'রতে যাচ্ছি, অথচ কোথায় যাচ্ছি, তা' জানি না! সেখানে গিয়ে আমরা নাইব, খা'ব, কা'দের সঙ্গে তা'ও জানি না! আচ্ছা, আমরা হেঁটে যা'ব, না গাড়ী ক'রে যা'ব, ভাই?"

সরসী কহিল, "গাড়ী ক'রে যা'বে!"

"ওহো হো! কি মজা, কি মজা! কিন্তু আমরা এতগুলো লোক একখানা গাড়ীতে ধ'রবে না তো? খুব ঠেলাঠেলি ঘেঁসাঘেঁসি হ'বে কিন্তু।"

"আমাদের গাড়ী-ছাড়া আরও একখানা গাড়ী-ভাড়া করা হ'য়েছে।"

"হো হো! কি মজা!"—সকলে করতালি দিয়া উঠিল

টুণু কহিল, "আমি কিন্তু জানলার ধারে ব'সব। নইলে দে'খতে পা'ব না!"

"না, আমি ব'সব।" সকলেই ধারে বসিবার দাবী করিল।

সরসী কহিল, "ফিটন্ ভাড়া করা হ'য়েছে—কাউকেই ধারে ব'সতে হ'বে না!"

"ওরে ভাই, ফেটিংগাড়ী—!"

গাড়ীতে চড়িয়া তাহারা হাসি ও গল্পে উন্মত্ত হইয়া পড়িল। গাড়ী কোথায় যাইতেছে, তাহা লক্ষ্য করিবার অবসর কাহারও হইল না! যখন গাড়ী থামিল, তখন কিন্তু মিণু ও মণু লম্ফ-দিয়া ফুটপাথে অবতরণ করিল এবং চীৎকার করিয়া বলিল, "বাহোবা! এ কি! এ যে আমাদের বাড়ী!"

গৃহের বাহিরের দ্বার যেন তাহাদের অভ্যর্থনার জন্য উন্মুক্ত ছিল

ছেলেরা সকলে মিণু ও মণুকে অগ্রে করিয়া মহানন্দে গৃহপ্রবেশ করিল! মুহূর্ত্তের মধ্যে মিণু ও মণু তাহাদের জননীর স্নেহতপ্ত আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইল। তাহার পর তাহাদের মাতা একে একে অপর ছেলেদের কোলে লইয়া তাহাদের মুখচুম্বন করিলেন।

মণু সোৎসাহে করতালি দিতে দিতে কহিল, "মা ওকে, ওকে, এইবার ওকে, সকলকে চুমু খাও—কাউকে বাদ দিও না!"

মিণু ও মণু তাহাদের বন্ধুদের একে একে বন্দী করিয়া তাহাদের জননীর সম্মুখে ধরিয়া দিল, তিনি সকলকেই আদর ও চুম্বন করিলেন। তাহার পর মণুর জ্যেঠাইমা ও 'হাণ্ডিরাসানের' পালা! মণু জ্যেঠাইমাকে ধরিয়া-আনিয়া মার দিকে চাহিয়া কহিল, "মা জ্যেঠাইমাকে—!

উভয় মহিলা সাদরে উভয়কে আলিঙ্গন করিয়া ঈষৎ হাসিলেন। ইতোমধ্যে মণু তাহার "হাণ্ডিরাসান-বাবু"কে সবলে টানিতে টানিতে জননীর নিকট হাজির করিয়া বলিল, "মা, এইবার আমাদের 'হাণ্ডিরাসান'-বাবুকে চুমু খাও!"

রামধন-বাবু অদূরে দাঁড়াইয়া প্রীতি-সম্ভাষণের এই স্বর্গীয় দৃশ্য উপভোগ করিতে করিতে হাসিতেছিলেন। তিনি পত্নীর দিকে চাহিয়া হাসিয়া কহিলেন, "এইবার—?"

রামধনবাবুর পত্নী তৎক্ষণাৎ মৃত্যুঞ্জয়-বাবুকে প্রণাম করিলেন। তিনিও অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করিলেন।

একটু অবসর পাইলে মণু ও মিণু সমস্ত বাড়ী-ঘর-দ্বার তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখিল, তাহারা চলিয়া যাইবার পর কোথাও কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে কি না! তাহারা আনন্দের সহিত দেখিল, কোনও পরিবর্ত্তনই হয় নাই। সমস্ত ঘরগুলি যেন সুসজ্জিত এবং পরিচ্ছন্ন ছিল, কেবল তাহাদের পুরাতন পড়িবার ঘরখানি পূর্ব্বের মত ছিল না। আগেকার মত সেই কাগজছেঁড়া, একপাটি মোজা, ভাঙা পুতুল প্রভৃতি কিছুই মেজের উপর এলোমেলোভাবে ছড়াইয়া পড়িয়া নাই! আগেকার সেই উদ্দাম বিশৃঙ্খলতার চিহ্নমাত্রও ছিল না—সমস্ত ঘরখানি অতি পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন ছিল! কাজেই এই ঘরখানি দেখিয়া তাহারা বিশেষ আমোদ পাইল না। মণু কহিল,—"মা, আমরা সব একসঙ্গে হ'য়েছি, কিন্তু একজন নেই ত!"

জননী ঈষৎ বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—"কে?"

মণু পুনরায় কহিল, "একজন লোক—!"

মিণু তাড়াতাড়ি বলিল, "আমি বু'ঝ্‌তে পেরেছি, মণু কি ব'ল্‌ছে—আমি ঠিক জানি, মা!"

"কি বল দেখি, মা মিণু, আমাদের?"

এইখানে "আমাদের" অর্থে "সকলে" হইয়া পড়িয়াছিল—কারণ সকলেই তখন সেইস্থানে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের আগমনে সেই পরিচ্ছন্ন কক্ষটি আনন্দমুখর হইয়া উঠিয়াছিল।

মিণু কহিল, "সুশীলা-দিদির কথা ব'ল্‌ছে, মা, মণু! আমিও তাই ব'ল্‌ছিলুম, মা! মা, এই সময়ে যদি সুশীলাদিদিকে আমাদের সঙ্গে পেতুম, তা' হ'লে কেমন হ'ত! কিন্তু তা' তো আর হ'বে না? সুশীলাদিদির বাবার ভাঙা পা আরাম না হ'লে কি ক'রেই বা আ'স্‌বে? না, মা? যা'ই হ'ক, সুশীলাদিদিকে তো এখানে কোথাও পাওয়া যা'বে না, তা' যতই চেষ্টা করি না কেন?

মৃত্যুঞ্জয়বাবু মৃদু মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "না, তা' পাওয়া যা'বে না বটে! সে কথা সত্যি! আচ্ছা, তা' তোমরা খানিকটে না হয় খুঁজে-পেতেই দেখ না—এই ধর খাটের নীচে, কি ঐ মশারির চালে! হয় তো তা'কে পাওয়া যেতেও পারে!"

ছেলেরা বিশেষ করিয়াই জানিত যে, মৃত্যুঞ্জয়বাবু যাহা বলিতেন, তাহার ভিতরে কিছু রহস্য থাকিত। তাই তাহারা ভাবিল, সত্য হউক, মিথ্যা হউক, একবার খুঁজিতে আপত্তি নাই। তাহারা খুঁজিতে লাগিল। মণু ও মিণুর বন্ধুগণ কৌতূহলী হইয়া তাহাদের দুইজনের গতিবিধি-লক্ষ্য করিতে লাগিল!

আশে পাশে চারিদিকে খুঁজিতে খুঁজিতে মিণু যখন তাহাদের পড়িবার কক্ষের পার্শ্বের কক্ষ—যেখানে সুশীলা পূর্ব্বে শয়ন করিত—সেই কক্ষের দ্বার উন্মুক্ত করিল, তখন সেই ঘরহইতে হাস্যপূর্ণবদনে বাহির হইয়া আসিল, কে?—তাহাদের চিরাকাঙ্ক্ষার সেই সুশীলা-দিদি!

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

কুসংস্কার

শ্রীযুক্ত হরিদাস ঘোষ-বিরচিত

সংস্কার আমাদের জীবন। কথায় বলে, জন্মগত সংস্কার ছাড়িয়া দেওয়া অসম্ভব। আজন্ম যে উপাদানে মনটাকে প্রস্তুত করা হইয়াছে, যে পথে তাহাকে চালনা করিতে মাতাপিতা সকলেই বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়াছেন; সেই উপাদান বা সেই পথ ছাড়িয়া যাইতে মন এত বেশী ভয় পায় যে, ঐগুলির পরিবর্ত্তন, অসম্ভব না হইলেও যে, কষ্টসাধ্য, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। সংস্কারের মূল এত দৃঢ় কেন? বাল্যকালের সুকোমল মনোবৃত্তিগুলি বর্ষাকালের ভিজামাটির মত অঙ্কুরোদ্গমের বড়ই সুবিধা ঘটায়। নরম মাটিতে বীজ পড়িলে যেমন সহজেই অঙ্কুরিত হইয়া, ক্রমশঃ এক প্রকাণ্ড বৃক্ষ হইয়া দাঁড়ায় এবং শত শত শিকড় দিয়া সেই মাটি আঁকড়াইয়া ধরে—কোনমতে ছাড়িতে চাহে না, শৈশবের সুকোমল মনের উপরও সেইরূপ সংস্কারগুলি অঙ্কুরিত হইয়া, তাহার ভিতর আপনাদের শিকড়গুলি এমনভাবে

প্রবিষ্ট করাইয়া দেয় যে, ভবিষ্যতে সেই সংস্কারগুলির উৎপাটন করিতে হইলে, মানুষটির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন প্রয়োজনীয় হয়, আর কোন মানুষের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন অসম্ভব বলিয়াই, সংস্কারগুলির একবারে উচ্ছেদ করা যায় না।

সংস্কারকে দুইভাবে দেখা যায়,—সু এবং কু। 'সু'র প্রভাব যতটা থাকুক বা না থাকুক, কুসংস্কারের প্রভাব মানুষের মনে বিশেষ-ভাবেই আছে। কি বিদ্বান্, কি মূর্খ, কি নগরবাসী, কি গ্রামবাসী—সকলেরই মনে কুসংস্কার বর্তমান, তবে কোথাও অল্প, কোথাও বা অধিকপরিমাণে। বিদ্বান্ অর্থাৎ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত আমরা মনে করি বটে যে, আমরা কুসংস্কারশূন্য, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে আমরা তাহা নহি, আমরা দেশী কুসংস্কারগুলি ছাড়িয়াছি বটে, কিন্তু বিদেশী কুসংস্কারগুলি অভ্যাস করিতেছি। অবশ্য বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মনটাও একটু একটু করিয়া উদার হইতে থাকে এবং বাল্যকালের কুসংস্কারের অনেকগুলি ক্রমশঃ মনহইতে চলিয়া যায়, তবে সম্পূর্ণভাবে প্রায়ই যায় না। টিকটিকির হাঁচিতে যাত্রাবন্ধ না করিলেও, অনেক উচ্চশিক্ষিত বিদ্যাভিমানীদের মনে ভূতের ভয়টুকু সম্পূর্ণ বিদ্যমান্ আছে। সেই যে ছেলেবেলায় দুষ্টামী করিলে, মা "ঐ জুজুবুড়ি—ঐ শাঁকচুন্নি" বলিয়া ভয় দেখাইতেন, সেই ভয়টুকু মনের ভিতর এমনভাবে নিহিত থাকে যে, সামান্য ছিদ্র পাইলেই বাহির হইয়া পড়ে।

আমাদের দেশের স্ত্রীলোকগণ—বিশেষতঃ যাঁহারা পল্লীগ্রামে বাস করেন, তাঁহাদের প্রত্যেককে কুসংস্কারের এক-একটি আকর, বলিলেও চলে। তাঁহাদের প্রত্যেক কাজের সঙ্গে এক-একটি কুসংস্কার জড়িত আছে এবং সেই সংস্কারের অতিক্রম বা অবমাননা করিলে তাঁহাদের চোকে অতি ভয়ানক বলিয়া বোধ হয়। যাত্রাকালে হাঁচি বা টিকটিকি পড়িলে এবং শূন্য কলসী, ধোপা, বামে সর্প আর দক্ষিণে শৃগাল দেখিলে ফিরিতে হইবে—সে যাত্রা অযাত্রা। কেহ যদি এইগুলি না মানিয়া চলে, অমনি গৃহিণীরা বলিয়া উঠেন, "লোকটার কি বিপদ্ হয় দেখ!" সাধারণতঃ কোন বিপদ্ই হয় না, আর সেই সঙ্গে ব্যাপারটাও চাপা পড়িয়া থাকে। দুর্ভাগ্যক্রমে কোন বিপদ্ যদি ঘটিল, তাহা হইলে সেই সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্না মহিলাদের আস্ফালনের সীমা থাকে না। তখন বসু-গৃহিণী বলেন,—"হুঁ, আমি তো, বাপু, তখনই ব'লেছিলুম, ; শু'নবে না, তা' কি ক'রব!" প্রবীণা ঘোষ-জায়া নথ নাড়িয়া উত্তর দেন,—"আরে এ যে স্বয়ং ভগবানের গণনা, না মা'নলে কি উপায় আছে? এই সেদিন হরিশ মিত্তিরের ছেলেটা অশ্লেষা-মঘায় বিদেশে গেল, আর ছ'মাস যেতে না যেতেই কলেরায় মারা গেল। কলিকালের ছেলেগুলোকে ব'ল্লে তো শু'নবে না!"

ছোট-খাট কত কুসংস্কার যে, এই মহিলাকুলকে, সর্ব্বদা শঙ্কিতা, সন্ত্রস্তা, তটস্থা করিয়া রাখিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। 'সকড়ি'-বিচার একটি অদ্ভুত ব্যাপার। একটি ভাত যদি বসিবার পিঁড়ি-খানার উপর পড়িল, অমনি পিঁড়িখানা গোবরজল-দিয়া বেশ করিয়া ধুইয়া দেওয়া হইল। তাহার পর সেই ভাত যদি ঘরের দরো'জায় লাগিল, তাহা হইলে বিশেষ করিয়া ধুইতে হইবে না, কারণ "বৃহৎকাষ্ঠে দোষ নাই।" আর গোবর-জিনিসটা সর্ব্বদোষ-হারক। পরিষ্কার চক্চকে সিমেণ্টের মেঝের উপর একটা ভাত পড়িল তো অমনি লাগাও গোবর; তাহার পর গোবর-দিয়া সেস্থানটা বেশ করিয়া কর্দ্দমাক্ত করিয়া 'সুপবিত্র' করিয়া লওয়া হইল। অনেকে বলেন, গোবর disinfectant অর্থাৎ 'রোগের কীটাণু-ধ্বংশ-কারী,' অতএব গোবরের ব্যবহার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়*। মাটির মেঝেতে এ ব্যবস্থা খাটিতে পারে বটে, কিন্তু সিমেণ্টের মেঝে গোময়-লিপ্ত করিয়া, তাঁহারা কিরূপে রোগের কীটাণু নষ্ট করেন, সেটা তাঁহারাই বলিতে পারেন।

কুসংস্কারের 'কু'র অর্থ যদি খারাপ বলিয়া ধরা যায়, তবে অনেক কুসংস্কারের পক্ষে নামটা ঠিক খাটে না। এইগুলিকে এই হিসাবে কুসংস্কার বলা যায় যে, তাহাদের বিধান ও তাহার ফলের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। স্বয়ং জগদীশ তর্কপঞ্চানন আসিলেও, বোধ হয়, তাহাদের মধ্যে causal connection অর্থাৎ 'কারণের সূত্র' বাহির করিতে পারিবেন না; অথচ এই ধরণের বিধান হিন্দু গৃহস্থ-পরিবারকে উঠিতে, বসিতে, খাইতে, শুইতে এমন কি হাঁচিতে অথবা হাই তুলিতেও পালন করিতে হইবে। আবার পালন না করিলে যে সকল ফলসম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়, সেগুলি এতই অদ্ভুত যে, বরং পশ্চিমে সূর্য্য উঠিবে বলিলে বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু সেগুলিতে বিশ্বাস করা যায় না।

পুঁটি ভাত খাইতে বসিয়াছে; ভাত এখনও দেওয়া হয় নাই। পুঁটি একটা লোহার কাঠী-দিয়া মেঝের উপর 'ক খ' লিখিতে লাগিল। পিসীমা দূরহইতে দেখিতে পাইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"ওরে ও পুঁটি, নোয়ার আঁচড় কাটিস নে রে, তোর বাবার ঋণ হ'বে।" পুঁটি লোহার কাঠি ফেলিয়া জলের ঘটির ভিতর আঙুল ডুবাইয়া, পূর্ব্ববৎ বিদ্যাচর্চ্চা করিতে লাগিল। পুঁটির মা এমন সময় ভাতের থালা লইয়া আসিয়া বলিলেন,—"সর্ব্বনাশ, জলের দাগ কা'টছিস কেন?—মিনি কলঙ্কে কলঙ্ক হ'বে যে!" পুঁটি নিরস্ত হইয়া ভাত খাইতে আরম্ভ করিল। দা'ল-দিয়া ভাত-শেষ করিয়া পুঁটি ডাকিল,—"মা, ঝোল দাও।" মা ঝোল আনিতে দেরী করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে পুঁটি চুপ করিয়া থাকা অবোধের কাজ মনে করিয়া, ভাত ছুড়িয়া ছুড়িয়া বল লুফিতে লাগিল। মা অমনি ব্যস্ত হইয়া আসিয়া বলিলেন,—"ও পোড়ারমুখি, ভাত যে নাচা'তে নেই, মা-লক্ষ্মী রাগ করেন।" পুঁটি তখন ঝোল-দিয়া ভাত মাখাইয়া দুই-একগ্রাস খাইয়াই পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিল,—"বড় ঝাল আমি আর খা'ব না।" ঠাকুর-মা তখন নিকটে আসিয়া বসিয়াছিলেন। তিনি অমনি বিধান দিলেন,—"পা ছড়িয়ে খাস নে, পুঁটি, দূরে শ্বশুরবাড়ী হয়।" শ্বশুরবাড়ীর নাম শুনিয়া পুঁটির কান্না থামিল। মা তখন

* বিদেশীয় ভিষকগণ গোময়ের এই গুণ-স্বীকার করেন না। বাঃ সঃ।

বলিলেন,—"একটু দুধ-দিয়ে ভাত কটা খা, আর ঝাল লা'গ্‌বে না।" পুঁটি সম্মতি-জ্ঞাপন করিল, কিন্তু আবদার ধরিল,—বাটি করিয়া দুধ খাইবে। বাটি করিয়া দুধ দেওয়া হইল। পুঁটি বাটিটা থালার উপর উপর বসাইয়া পরম সন্তোষে ভোজন করিতে লাগিল। ঠাকুরমা এতক্ষণ চোখ বুজিয়া মালা জপিতে ছিলেন। হঠাৎ চোখ চাহিয়া গালে হাত দিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"ও মা, তুই থালার ওপর বাটি রেখে খাচ্ছিস্, সতীন হ'বে যে রে!" সতীনের ভয়েই হউক আর মার কাছে বকুনি খাইবার ভয়েই হউক, পুঁটি বাটি থালাহইতে নামাইয়া লইল। এইরূপে নানারকম শাস্ত্রীয় বিধান শিখিতে শিখিতে পুঁটির ভোজন-শেষ হইল এইপ্রকার ঘটনা হিন্দু-গৃহস্থালীতে কিছু বিরল নহে।

খাইবার সময় ত' এই ব্যাপার; শয়ন করিবার সময়ও ইহা অপেক্ষা কিছু কম বিধান নাই। সন্ধ্যার সময় শয়ন কর, অমনি বিধান পাইবে, "ভরসন্ধ্যেবেলা শুয়ে থা'ক্‌তে নেই, মা-লক্ষ্মী রাগ করেন।" শয়নসম্বন্ধে ইহাছাড়া আরও অনেক বিধান আছে, যথা,—"পশ্চিমে মাথা ক'রে শুলে পূর্ব্বধন বিনাশ হয়; উত্তরে মাথা ক'রে শুলে গণেশের মত মাথা কাটা যায়; শু'য়ে থা'ক্‌লে প্রণাম ক'র্‌তে নেই, মৃতপ্রণাম হয়। এইগুলি পালন না করিলে, উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী সফল হউক না হউক তিরস্কার-লাভ অনেক সময় ঘটিয়া থাকে।

বেলুচি সৈন্যসম্প্রদায় অভিযানে রত।

কোনও বাড়ীর প্রবীণা গৃহিণী হয় তো দেখিলেন, উঠানে দুইগাছা ঝাঁটা একত্র হইয়া পড়িয়া আছে; তিনি অমনি দাসীর উপর তর্জ্জন করিয়া বলিলেন,—"ওরে পোড়ারমুখি, দু'গাছা ঝাঁটা একসঙ্গে রেখেছিস্ কেন, ঝগড়া হ'বে যে!" দাসী নূতন আসিয়াছিল, তাহার উপর একটু মুখরাও ছিল; সে এই গালি সহ্য করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল,—"গাল দিচ্ছ কেন, গিন্নী-মা? আমি তো' তোমার কেনা গোলাম নই! কাজ ক'র্‌ছি, মাইনে দিচ্ছ—এত কেন?" আর যায় কোথায়? গৃহিণী-ঠাকুরাণী তেলে বেগুনে জ্বলিয়া-উঠিয়া বলিলেন,—"কি! যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা! বেরো এখনি বাড়ীথেকে। তাহার পর, বোধ হয়, বলা নিষ্প্রয়োজন যে, তুমুল কলরবে সেখানহইতে কাক-চিল পলাইয়া গেল। ঝগড়ার শান্তি হইলে গৃহিণী গজ্ গজ্ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"তখনই তো ব'লেছিলুম যে, দু'গাছা ঝাঁটা যখন একজায়গায় আছে, তখন একটা ঝগড়া হ'বে,—শাস্তরের কথা কি মিথ্যে হয়?" শাস্ত্রের এই মহিমা-প্রচার এবং ঝাঁটা-দুইগাছার উপর সমুদয় দোষারোপ করিতে করিতে গৃহিণী দেখিলেন, নবম-বর্ষীয় পৌত্র পানু দুইটি কাঠী লইয়া একটা টিনের উপর আপনমনে বাজনা বাজাইতেছে। তিনি সেখানে আসিয়া, ঠাস্ করিয়া তাহার গালে এক চড় বসাইয়া-দিয়া, তাহার হাতহইতে কাঠী-দুইটা কাড়িয়া-লইয়া বলিলেন,—"হতভাগা ছেলে, এই একটা ঝগড়া হ'য়ে গেল, আবার বেড়োবাড়ি ক'র্‌ছে! জানিস্ না, বেড়োবাড়ি ক'র্‌লে ঝগড়া হয়!" পানু চড় খাইয়া ভাঁ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

ঝগড়াপর্ব্ব শেষ করিয়া, গৃহিণী ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন যে, সতু পড়া করে নাই বলিয়া তাহার দাদা বিপিন তাহার পীঠে পাখা-দিয়া এক-ঘা কসাইয়া দিল। গৃহিণী হাঁ হাঁ করিয়া আসিয়া বলিলেন,—"কি করিস্, রে বিপিন, পাখার বাড়ি মা'র্‌লে যে, ছ'মাস পেরমাই ক'মে যায়।" এমন সময় সতু কাঁদিতে কাঁদিতে 'হাঁচ্চো' করিয়া বিপিনের গায়ে হাঁচিয়া দিল। গৃহিণী তৎক্ষণাৎ ব্যস্ত হইয়া সতুকে বলিলেন,—"চিম্‌টি কাট্, চিম্‌টি কাট্।" পানু ততক্ষণে চড় হজম করিয়া সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়া-ছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল,—"চিম্‌টি কা'ট্‌লে কি হয়, ঠাকুর-মা?" ঠাকুরমা মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন,—"হ'বে আবার কি? রোগ হয়!" "কা'র?" "যা'র গায়ে হেঁচে দেয়, তা'র!"

শীতকালে হয় তো ছেলেরা রৌদ্রে দাঁড়াইয়া আছে। একজন অপরকে বলিল,—"ভাই, তোর মাথাটা ছায়াতে কত লম্বা দেখাচ্ছে!"—এই বলিয়া ছায়া মাপিবার জন্য সেইদিকে অগ্রসর হইল;—সঙ্গে সঙ্গে বিধান আসিল,—"ছায়া মাড়াতে নেই, অসুখ করে।" প্রদীপটা হয় তো কে দক্ষিণদিকে মুখ করিয়া রাখিয়া দিয়াছে; তখনই হায়-হায়-রব উঠিল,—"প্রদীপ দক্ষিণমুখো রা'খ্‌লে সংসারের অমঙ্গল হয় যে!" এই সকলছাড়া এইপ্রকার আরও কত যে শাস্ত্রের বিধান ও মুনিঋষির বিধান, রোমের ইতিহাসে সিবিলের (Sybil) ন্যায় দৈবজ্ঞানসম্পন্না এই মহিলাকুলের হৃদয়ে সতত বিরাজ করিতেছে, তাহার সংখ্যা নাই।

কেবল আমাদের দেশ বলিয়া নহে, পৃথিবীর সকল দেশেই কুসংস্কারের প্রভাব কিছু না কিছু পরিমাণে আছে। প্রত্যেক দেশেরই, বর্ত্তমান না হউক, অতীত ইতিহাস খুঁজিলেই, কুসংস্কারের অসংখ্য নিদর্শন পাওয়া যায়।

প্রাচীন গ্রীসে ডেল্‌ফি বলিয়া এক দ্বীপে গ্রীকদের দেবতা এপোলো থাকিতেন। এই দেবতার ভবিষ্যদ্বাণী করিবার ক্ষমতা ছিল

বলিয়া সেই পীঠস্থানকে ডেল্‌ফিক্‌ ওরাক্‌ল্‌ (Delphic oracle) বলা হইত। মন্দিরের পুরোহিত কিন্তু নিজমুখে ভবিষ্যদ্বাণী করিতেন। গ্রীকেরা বলে যে, ভবিষ্যদ্বাণী করিবার সময় দেবতা পুরোহিতের উপর অধিষ্ঠান করেন। তাহারা প্রত্যেক কাজে এই দেবতাটির কাছে সফলতা বা নিষ্ফলতাসম্বন্ধে পরামর্শ লইতে আসিত এবং এতই কুসংস্কারান্ধ ছিল যে, ভবিষ্যদ্বাণী যতই অসম্ভব হউক না কেন, তাহা বিশ্বাস করিয়া লইত। ইহার ভিতর আবার একটি কৌশল ছিল। ভবিষ্যদ্বাণীতে এরূপ বাক্য-বিন্যাস থাকিত, যাহাতে তাহাহইতে দুই-প্রকার অর্থ করা যাইত এবং কার্য্য সফল বা নিষ্ফল হইলেও, ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা বিবেচিত হইত না। প্রাচীন গ্রীকেরা অনেক সময় ইহা বুঝিয়াও নিজেদের অন্ধ বিশ্বাস ছাড়িতে পারিত না।

রোমের অধিবাসীদের মধ্যে নানাপ্রকার অদ্ভুত কুসংস্কার ছিল। তাহারা উড্ডীয়মান পক্ষী দেখিয়া কর্ত্তব্যনির্ণয় করিত; হত পশুর নাড়ীভুঁড়ি দেখিয়া ভবিষ্যৎসম্বন্ধে গণনা করিত আর "ডেল্‌ফিক্‌ ও-রাক্‌লের" উপর, গ্রীক্‌দের মত, তাহাদেরও অগাধ বিশ্বাস ছিল।

ফ্রান্স-দেশটা একসময়ে যে কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল, তাহা সুবিখ্যাত ঔপন্যাসিক ভিক্টর হিউগোর নটার ডেম্‌ (Notre Dame) পড়িলেই জানা যায়। লা এস্‌মারেল্ডা-নামে একটি বেদের মেয়ে, ছাগলের খেলা দেখাইয়া, 'টাম্বরিন্‌' বাজাইয়া, নাচিয়া, জীবিকা-উপার্জ্জন করিত। ছাগলটিকে সে নানারকম কৌশল শিখাইয়া-ছিল; কোন প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা করিলে, ছাগলটা মাটিতে একবার কি দুইবার খুর ঠুকিয়া 'হাঁ—না' উত্তর দিত। একদিন যাদুকরী বলিয়া তাহাকে বিচারালয়ে ধরিয়া লইয়া গেল। সুবিজ্ঞ বিচারকগণ তাহাকে এবং ছাগলটাকে সয়তানের অনুচর বলিয়া স্থির করিলেন। লা এস্‌মারেল্ডা কিন্তু ইহা কিছুতেই স্বীকার করিল না; তখন তাহাকে নানাপ্রকার যন্ত্রণা দেওয়া হইল। তাহার পর তাহাকে এবং ছাগলটিকে একসঙ্গে ফাঁসী দেওয়া হইল। পূর্ব্বে যে সকল লোকেরা লা এস্‌মারেল্ডা ও তাহার ছাগলের নির্দ্দোষ নাচগান ও খেলা দেখিয়া আমোদানুভব করিয়াছিল, কুসংস্কারান্ধ বলিয়া এখন তাহাদিগকেই সয়তানের অনুচর মনে করিয়া মারিয়া ফেলিতেও পশ্চাৎপদ হইল না। কুসংস্কারের এতই প্রভাব যে, একটা নির্দ্দোষ পশু—ছাগল-কেও লোকে ভয়ানক অনিষ্টকারী এক সয়তানের অনুচর ভাবিয়া লইল।

তাহার পর ইতিহাসজ্ঞমাত্রেই জোয়ান অব আর্কের শোচনীয় পরি-ণামের কথা জানেন,—কিরূপে সেই সাহসিনী স্বদেশভক্ত বালিকাকে কুসংস্কারান্ধ লোকেরা যাদুকরী বলিয়া আগুণে পোড়াইয়া মারিয়াছিল।

যে ইংলণ্ডকে আজকাল সবার চেয়ে সভ্যদেশ বলিয়া মান্য করা হয়, সেই ইংলণ্ডও কুসংস্কারের হাতহইতে অব্যাহতি পায় নাই! হাস্যরসিক লেখক এডিসন (Addison) ইংলণ্ডের কুসংস্কারসম্বন্ধে বেশ একটি বিদ্রূপাত্মক গল্প লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি এরূপভাবে লিখিয়াছেন যে, বোধ হয়, গল্পটি যেন বাস্তবিকই তাঁহার জীবনে ঘটিয়াছিল। এডিসন একদিন তাঁহার এক বন্ধুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়াছিলেন। সেখানে পঁহুছিয়া দেখিলেন, বন্ধুর বাড়ীর সকলের মুখ বিষণ্ণ। এডিসন্‌ বন্ধুকে কারণ-জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, বন্ধুর স্ত্রী পূর্ব্বরাত্রিতে এমন এক দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছেন, যাহাতে পরিবারস্থ সকলের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে। সকলে খাইবার টেবিলে বসিলে বন্ধুর স্ত্রী তাঁহার স্বামীকে বলিলেন,—"দে'খলে তো, কাল বাত্তির গলা মোমে যখন পোড়া প'লতে প'ড়ে-ছিল, তখনি আমি ব'লেছিলুম যে, একজন অতিথি আ'সবে।" এই বলিয়া এডিসনের প্রতি অর্থসূচক দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। তাহার পর নানাবিষয়ে কথাবার্ত্তা হইতে হইতে হঠাৎ বন্ধুর একটি ছেলে বলিয়া উঠিল,—"মা আমি আ'সছে বেস্পতিবার যুক্তাক্ষর শি'খ্‌ব—মাষ্টারমশায় ব'লেছেন। মা আতঙ্কে শিহরিয়া-উঠিয়া বলিলেন, "বেস্পতিবার! না, বাবা, বেস্পতিবার চাইল্ডারমাসডে (Childer-mas day) সেদিন হেরোদ-রাজা সব ছোট ছেলেদের মেরে ফেলে-ছিল। তুমি শুক্রবারথেকে যুক্তাক্ষর শিখ্‌বে;—তোমার মাষ্টারকে ব'ল'।" কিছুক্ষণ পরে বন্ধুর গৃহিণী এডিসনকে ছুরীর আগায় করিয়া একটু লবণ দিতে বলিলেন। এডিসন তাড়াতাড়িতে লবণটুকু টেবিলের উপর ফেলিয়া দিলেন। গৃহকর্ত্রী চমকিয়া উঠিলেন; তাহার পর স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"মনে আছে, সেদিন ঝিটা টেবিলের ওপর নুন ফেলেছিল আর কিছুক্ষণ পরেই পায়রার বাসাটা পড়ে গেল!" বন্ধুবর সেই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিলেন,—"হাঁ, আর তা'র পরদিনই খবর পেলুম যে, আল্‌মাঞ্জায় যুদ্ধ বেধেছে।" এডিসন এই ব্যাপার দেখিয়া বড়ই অসুবিধায় পড়িলেন এবং যতশীঘ্র সম্ভব খাওয়া-শেষ করিয়া, ছুরীখানার উপর চামচখানা আড়াআড়ি রাখিয়া উঠিবার উপক্রম করিলেন। বন্ধুর স্ত্রী হঠাৎ বাধা দিয়া বলিলেন,—"ছুরী-চামচ-দু'খানা আড়াআড়ি না রেখে, অনু-গ্রহ ক'রে পাশাপাশি রাখুন।" এডিসন সেই আদেশানুযায়ী তাহাই করিয়া, তাড়াতাড়ি সেখানহইতে চম্পট্‌ দিয়া তবে নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন।

শুনিয়াছি, জার্ম্মানিতে এক মজার কুসংস্কার ছিল, এখনও আছে কি না, বলিতে পারি না। শিশুদের জন্ম হইলেই তাহারা তাহাদের বাড়ীর উপরতলায় লইয়া যাইত; যাহাদের উপরতলা থাকিত না, তাহারা শিশুটিকে চেয়ার, টেবিল বা অন্য কোন উচ্চস্থানে উঠাইয়া দিত,—অর্থ—ভবিষ্যতে জীবনসংগ্রামে এইরূপ নিম্নস্থানহইতে উচ্চ-স্থানে উঠিবে। *

কুসংস্কারের প্রধান দুইটি বিশেষত্ব আছে;—প্রথম ইহার প্রচারক স্ত্রীলোক; দ্বিতীয় ইহার অদ্ভুত ভবিষ্যদ্বাণী। এডিসন বলেন,—"আমাকে কেহ যদি ভবিষ্যৎ জানিবার ক্ষমতা দেয়, আমি তাহা লইতে সম্মত নই, কারণ তাহাতে ভবিষ্যতের ব্যাপার চিন্তা করিয়া

* এই অংশটি "বালকে" প্রকাশিত আমার লিখিত "বিবিধ"হইতে উদ্ধৃত।

মনের শান্তি নষ্ট হয়।" বাস্তবিক এই বাস্তব সংসারে যখন শান্তি নষ্ট করিবার এবং ভাবনা-চিন্তার শত শত উপাদান আছে, তখন কুসংস্কারের এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলি মনে করিয়া, সে চিন্তার ভার বাড়াইয়া দেওয়ায় কি সুবিধা আছে, তাহা তো বুঝিতে পারি না। মৃত্যু যখন আসিবেই, তখন দাঁড়কাকের বা পেচকের ডাক শুনিয়া, মৃত্যুসম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া, লোকের ভয়-ভাবনায় ইন্ধন যোগাইয়া লাভ কি? অনেকে বলেন যে, কুসংস্কারগুলির মূলে সত্য নিহিত থাকে। কথাটা অনেকপরিমাণে যথার্থ। মানুষকে শান্ত, শিষ্ট ও সভ্য করিতে হইলে, তাহার প্রত্যেক কার্য্য সংযত হওয়া দরকার; আর এই কার্য্যগুলি সংযত করিতে হইলে, কতকগুলি নিয়ম-পালনেরও আবশ্যকতা আছে। সেইজন্য 'এই না করিলে এই বিপদ্ হইবে', এইরূপ ভয় দেখাইয়া, কতকগুলি নিয়ম-প্রণয়ন করা হইয়াছিল, যাহাতে লোকে সেই নিয়মগুলি, ইচ্ছায় না হউক, অনিচ্ছায়ও পালন করে। এই নিয়মগুলি কিন্তু মহিলাকুলের হস্তে পড়িয়া এমন বিকারগ্রস্ত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে যে, সেইগুলি শিক্ষিত সমাজের চোকে কুসংস্কার বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে।

মনে কুসংস্কার থাকিলে, মানুষ কখনও নিশ্চিন্ত হইয়া কোন কাজ করিতে পারে না। বিপদ্ আসিল, বিপদ্ আসিল, করিতে করিতে শেষে 'রাখালবালকের নেক্ড়ে-বাঘের' মত সত্যসত্যই বিপদ্ আসিয়া পড়ে। আর সেই সময়ে বিপদ্-প্রতীকার করা দূরে থাকুক্, কুসংস্কারের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে মনে করিয়া, সেইসকল নির্ব্বোধের বুক গর্ব্বে ফুলিয়া উঠে। কুসংস্কার মানুষকে জড় করিয়া রাখে; জীবনে যদি উন্নতির অন্তরায় কিছু থাকে তো তাহা এই কুসংস্কার। সেইজন্য যথাসাধ্য কুসংস্কার-ত্যাগ করা বিশেষ আবশ্যক। যাহাদের মন কুসংস্কারে একেবারে অন্ধকারময় হইয়া গিয়াছে, তাহাদের এই উপদেশ দেওয়ায় কোনই ফল নাই; কেবল হাস্যাস্পদ হওয়াই সার; কিন্তু শিক্ষার আলোক যাহাদের হৃদয়ে একটুমাত্র প্রবেশ করিয়াছে, তাঁহারা সামান্য চেষ্টা করিলেই কুসংস্কারগুলি ছাড়িয়া দিতে পারেন।

স্বপ্ন-বিড়ম্বনা

[শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস ভট্টাচার্য্য বিকল্পিত]

২রা মার্চ্চ, বৈকালে বিদ্যালয়হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, মস্তকটি একটু ভারবোধ করিলাম। সেইদিন আর বৈকালিক ভ্রমণে বহির্গত না হইয়া মাসিকপত্রিকা "বালক"খানি হস্তে লইয়া গল্প পড়িতে লাগিলাম, আর কখনও বা সম্মুখে উন্মুক্ত গবাক্ষপথ দিয়া দূর্ব্বাদলের অপরূপ শোভা দেখিয়া আনন্দবোধ করিতেছিলাম। হঠাৎ আমার দৃষ্টি আমাদের গৃহাভ্যন্তরস্থিত পিপীলিকাশ্রেণীর উপর পতিত হইল। দেখিলাম, আমার জন্য রক্ষিত মিষ্টান্নের কণা-গ্রহণপূর্ব্বক, তাহারা নিজ নিজ গহ্বরে প্রবেশ করিতেছে। আমার দৃষ্টি নিশ্চলভাবে তাহাদিগের উপর পতিত হইল। ক্রমে তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িলাম।

জর্ম্মাণীর রণখাতে ব্রিটিশ গোলা পরম্পরায় ফাটিতেছে।

* * * * *

একটি পিপীলিকা আমার নিকট আসিয়া বলিল, "কি, হে বাপু, আমাদের বাড়ী যা'বে? আমি বলিলাম, কোথায় তোমাদের বাড়ী?"

পিপীলিকা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল, "সে কি হে, আমাদের বাড়ী জান না! ঐ যে তোমাদের দরো'জার উপর চৌকাঠ দে'খ্‌ছ; ঐটাই আমাদের বাড়ী। উহারই ভিতর আমাদিগের গ্রাম।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "সেখানে কি আছে"? "সেখানে কি আছে? কেন? তোমাদের এখানে যা' আছে, আমাদের সেখানে তা'ই আছে। সেখানে গাড়ী, ঘোড়া, রাজা, প্রজা, পুলিশ, আফিস, আদালত সবই আছে।"

আমি বলিলাম, "তোমার নাম?"

সে বলিল "কীটচন্দ্র"।

আমি বলিলাম, "কীটচন্দ্র, আমার যাইতে কোনও আপত্তি নাই; চল, তোমাদের দেশ দেখিয়া আসি।"

আমি কীটচন্দ্রের সহিত চলিলাম। চৌকাটের নীচে একটি গহ্বর-দর্শনে বলিলাম, "কীটচন্দ্র, এই কি তোমাদের গ্রামে যাইবার পথ? ইহার মধ্যদিয়া কি আমি যাইতে পারিব?"

কীটচন্দ্র আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল, "সে কি হে, এত বড় সিংহ-দ্বার দিয়া তুমি যাইতে পারিবে না? ভয় পাইলে চলিবে না। শীঘ্র চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চল দেখি। দেখিবে, অনায়াসে তুমি প্রবেশ করিতে সমর্থ হইবে।''

কীটচন্দ্রের আদেশানুযায়ী আমি চক্ষু মুদ্রিত করিলাম ও অনায়াসে গহ্বরের মধ্যদিয়া প্রবেশ করিতে ক্ষমবান্ হইলাম।

সে বড় সুন্দর স্থান। কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাড়ী। কোনটায় দোকান, কোনটায় আফিস, আর কোনটায় বাস করিবার স্থান। এদেশে মুদ্রা চলিত নাই। কেবল পরিশ্রম এদেশের মুদ্রা। তাই পিপীলিকা-গণ আজও এত পরিশ্রমী।

কিছুদূর গিয়া দেখিলাম, একটি চতুর্দ্দোলার উপর কতকগুলি পিপীলিকা শোভা পাইতেছে। তাহাদের মধ্যে একটি বৃহৎ পিপী-লিকা বসিয়া আছে, চতুর্দ্দোলাখানি পিপীলিকাদিগের দ্বারা চালিত হইতেছে। আমি কীটচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বন্ধু কীটচন্দ্র, এই পিপীলিকাটি কে"? বন্ধু বলিল, "সে কি হে, জান না? ও আমাদের দেশের রাজা। সমগ্র পিপীলিকারাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও প্রতাপশালী একমাত্র সম্রাট্। অভিবাদন কর, শীঘ্র অভিবাদন কর। আমি বন্ধুপ্রবরের সহিত ভূমিতে নতজানুপূর্ব্বক, মস্তক নত করিয়া, পিপী-লিকারাজকে অভিবাদন করিলাম।

কিয়ৎক্ষণপরে সম্রাটের যান সেইস্থানে আগমন করিল। সম্রাট্ বলিলেন, "হাঁ হে কীট চন্দ্র, তোমার সঙ্গে যে মনুষ্যটিকে দেখিতেছি, উটি কে?" তৎশ্রবণে সসম্মানে বন্ধু বলিতে আরম্ভ করিল, "উনি পিপীলিকা-রাজ্যে ভ্রমণ করিতে আসিয়াছেন।'' সম্রাট্ বলিলেন, "কত দিনের জন্য উনি এইস্থানে থাকিবেন?" বন্ধু উত্তর করিল, "রাজ্যদর্শন সমাপ্ত করিয়াই উনি এই স্থানহইতে প্রত্যাগমন করিবেন"। তৎশ্রবণে সম্রাট্ বলিলেন—"দেখ কীটচন্দ্র, উহাকে আজ রাত্রিতে আমার প্রাসাদে লইয়া যাইও। সেখানে আজ উৎসব।" এই বলিয়া সম্রাট্ চলিয়া গেলেন। আমরা পূর্ব্ববৎ তাহাকে অভি-বাদন করিলাম।

আমরা ক্রমে অগ্রসর হইলাম। বহুপ্রকার বস্তু-সন্দর্শনের পর আমরা একস্থানে আগমন করিলাম। বন্ধু বলিল, "দেখ, ভাই, এই যে স্থানটী দেখিতেছ, কেহ কাহাকে হত্যা করিলে বা চুরীপ্রভৃতি অন্যান্য গুরুতর অপরাধে দণ্ডিত হইলে এবং অলসভাবে দিনযাপন করিলে, এইস্থানে সেইসকল অপরাধীদিগকে বেত্রাঘাত করা হয়"। আমি বলিলাম, "কেন, কেন? লঘুপাপে গুরুদণ্ড"। বন্ধু বলিল,—"অলসের ন্যায় দোষী এই সমগ্র পিপীলিকারাজ্যে নাই; সেইজন্যই সকল পিপীলিকাকে দিবারাত্র পরিশ্রম করিতে দেখিতে পাও। এই স্থানে তোমাদের দেশের মত ফাঁসীর প্রচলন নাই। কারণ ফাঁসী দিলে অপরাধীর সমুচিত শাস্তিপ্রদান করা হয় না।"

আমি বলিলাম—"বন্ধু কীটচন্দ্র, তোমার বাড়ী এইস্থানহইতে কতদূর"? বন্ধু বলিল—"আমার বাড়ী আর বেশী দূরে নয়। চল সেই-স্থানহইতে কিছু আহারান্তে পুনরায় রাজপ্রাসাদের দিকে রওয়ানা হওয়া যা'ক"।

আমরা বন্ধুর আলয়ে গমন করিলাম এবং বন্ধুপ্রদত্ত কিছু খাদ্য-আহার ও জলপানপূর্ব্বক রাজবাটীর উদ্দেশে গমন করিতে লাগিলাম।

রাজপ্রাসাদটি অতি মনোরম স্থান। কত অসংখ্য জোনাকী-পোকা দশদিক্ উজ্জ্বল করিয়া শতধারে আলোকবিতরণ করিতেছে। সেইস্থানে কতপ্রকার ও কত পিপীলিকা যে, উপস্থিত, তাহা বর্ণনা-তীত। কতকগুলি গান গায়িতেছে, কেহ কেহ নৃত্য করিতেছে, আর কেহ কেহ বা বাদ্য বাজাইতেছে। আমরা সেইস্থানে উপস্থিত হইলে, সম্রাট্ সাদরসম্ভাষণে রাজপুত্রের পার্শ্বে আমাকে উপবেশন করাইলেন। পিপীলিকার নৃত্য আমার ভাল লাগিল না। আমি বড় বিরক্ত হইয়া উঠিলাম। আমার তন্দ্রা আসিতে লাগিল, সুতরাং আমি ঢুলিতে লাগিলাম। শেষে ঢুলিতে ঢুলিতে তাহাদের রাজ-পুত্রের ঘাড়ে পতিত হইতে লাগিলাম। রাজপুত্র বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওহে, ঘাড়ে পড় কেন"? আমি তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া পূর্ব্ববৎ ঢুলিতে লাগিলাম। হঠাৎ তিনি কুপিত হইয়া আমার পৃষ্ঠে সজোরে কামড়াইয়া দিলেন, আমিও কুপিত হইয়া, তাহাকে এক চপেটাঘাত করিলাম, তাহাতেই তিনি পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলেন।

রাজপুত্রকে হত্যা করিয়াছি শ্রবণে কত শত সিপাহী আসিয়া আমাকে বন্দী করিল।

ক্রোধে ও শোকে কাতর হইয়া সম্রাট্ আমার নিকট ছুটিয়া আসি-লেন। পরে আরক্তিমনয়নে আমার দিকে ফিরিয়া চীৎকারপূর্ব্বক বলিলেন—"আরে হতভাগা, তোকে আমি আদরে রাজসভায় নিমন্ত্রণ করিয়া, সযত্নে আমার পুত্রের পার্শ্বে বসিতে দিলাম, আর তুই বিনাপরাধে আমার পুত্রের প্রাণসংহার করিলি? তোর পাপের ক্ষমা নাই।" পরে তিনি একটি প্রহরীকে আদেশ করিলেন—"যাও প্রহরি, এই পাপিষ্ঠ যুবককে সেই অন্ধকারময় কারাগারে নিক্ষেপ ক'রে, জল্লাদকে হাজার বেত মারিতে আদেশ দাও; যাও, বিলম্বে প্রয়োজন নাই।"

যেমন আদেশ, তেমনই কাজ। প্রহরীরা আমাকে পিছমোড়া করিয়া বাঁধিয়া সেই কারাগারে লইয়া আসিল ও জল্লাদকে বেত্রাঘাত করিতে আদেশ দিল। আমি কাঁদিতে লাগিলাম। বন্ধু কীটচন্দ্রকে সম্মুখে দাঁড়াইতে দেখিয়া বলিলাম, "বন্ধু, আমায় রক্ষা কর, অসহ্য বেতের যন্ত্রণা আর সহ্য করিতে পারিতেছি না।

বন্ধু আমার দিকে ফিরিয়া বলিল—"আরে, তা'ও কি কখন হয়? তুমি আমাদিগের জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র, যিনি রূপে, গুণে ও বিদ্যায় অতুলনীয়, যিনি দানে কল্পতরু, তাহাকে তুমি হত্যা ক'র্লে, আর আমি তোমায় রক্ষা ক'র্ব? তা' হয় না; লাগাও বেত।"

* * * * *

হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া গেল। দেখিলাম, আমি অত্যন্ত ঘামিয়াছি। রাত্রি অনেক হইয়া গিয়াছে। আমার বিছানার পার্শ্বে যমরূপী বড়দাদা একগাছি বড় বেত হাতে লইয়া বলিতেছেন,—"হাঁরে ও ঠাকুরদাস, তুই দিন দিন কি হ'য়ে প'ড়'ছিস্ বল্ তো, খোকা ছোট ভাই, তা'র রগে ওরকম ক'রে চড় মা'র্‌তে আছে? হাঁরে অষ্টুপিড্!" আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলাম, "আজ্ঞে কি হ'য়েছে?"

দাদা ধমকাইয়া বলিয়া উঠিলেন—"কি হ'য়েছে! জান না, বদ-মাইস্! ছোটভাই বিছানায় 'বালক'খানি দেখে ছবি দে'খ্‌বার জন্য নিতে যা'বে, তুই তখন দুষ্টুমি ক'রে ওর হাতের ওপর শুয়ে প'ড়্‌লি, ও কতবার ব'ল্‌লে, 'দাদা লা'গ্‌'ছে, ছাড় ছাড়', তবু তুই ছা'ড়্‌লি নি। তা' না হয় ও বিরক্ত হ'য়ে একটু চিম্‌টী কেটেছে, তা' ব'লে ছেলে-মানুষকে ওরকম ক'রে চড় মা'র্‌তে আছে? মাথা ধ'রেছে; তাই জন্যে শুয়ে শুয়ে ছোট ভাই এর গালে বল-পরীক্ষা হচ্ছিল, না? রাত্রি হ'য়ে গেল, হুঁস নাই। যাও, পড় গে যাও, পাজী, বদমায়েস"—চট্-চা বেত সজোরে আমার পৃষ্ঠদেশে পতিত হইল। আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বিষণ্ণচিত্তে পৃষ্ঠে হস্ত বুলাইতে বুলাইতে পাঠাগারের দিকে অগ্রসর হইলাম।

তারহীন বার্ত্তাবহ-যন্ত্র

শ্রীযুক্ত বিমলাক্ষ চট্টোপাধ্যায়-সংকলিত।

বর্ত্তমান যুদ্ধে জার্ম্মাণ-জাতি তারহীন টেলিগ্রামে সংবাদ-প্রেরণের এমন একটী নিয়ম বা কৌশল-উদ্ভাবন করিয়াছে, যাহার দ্বারা এক হাজার মাইলহইতে চারি হাজার মাইলপর্য্যন্ত সংবাদ-প্রেরণ করা যাইতে পারে। স্থলে সাধারণতঃ তারহীন টেলিগ্রামে (wireless telegram) সংবাদ-প্রেরণ করিতে হইলে, অত্যন্ত উচ্চ একটী মাস্তলের উপর মাইক্রোফোন (Microphone) বা সূক্ষ্মধ্বনি-পরি-বর্দ্ধক-যন্ত্র থাকে, দূরে যখন টেলিগ্রাম পাঠাইতে হয়, তখন উক্ত যন্ত্র-দ্বারা প্রেরণ করা হয় বা গ্রহণ করিবার সময়, ঐ যন্ত্রের দ্বারা অবগত হওয়া যায়।

বর্ত্তমান যুদ্ধে ব্যবহৃত সেকেলে ডাক-ব্যবস্থা, পত্রবাহী পারাবত রণগর্ভহইতে সংবাদ লইয়া যাইতেছে।

জাহাজে বা জলপথে টেলি-গ্রাম-প্রেরণ বা গ্রহণের সময় আর একপ্রকার নিয়ম আছে। জাহাজে একটী মাস্তল থাকে, তাহা উচ্চে প্রায় ২০।৩০ ফিট। মাস্তলটী এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত যে, ইচ্ছা করিলে, ঐ মাস্তলকে ভাঁজ করিয়া অতি ক্ষুদ্র বা বর্দ্ধিত করিতে হইলে ২০।৩০ ফিট উচ্চ মাস্তলে পরিণত করা যায়। উক্ত মাস্তলেও মাইক্রোফোন-যন্ত্রের দ্বারা সংবাদাদি-গ্রহণ ও প্রেরণ করিতে হয়। কিন্তু ইহাদ্বারা বেশী দূরের সংবাদাদি-প্রেরণ বা গ্রহণ করা যায় না।

তাই জার্ম্মাণ-জাতি এক অদ্ভুত উপায়-আবিষ্কার করিয়াছে। তাহারা সাব্‌মেরিণ বা ডুবো জাহাজে তারহীন টেলিগ্রাম-প্রেরণের জন্য ঐরূপ ভাঁজ-করা দুইটী মাস্তলহইতে দুইটী বেলুন দড়ি বাঁধিয়া ছাড়িয়া দেয়। তাহারা প্রায় হাজার ফিট ঊর্দ্ধে উঠিয়া টেলিগ্রাফ করিতে থাকে, সাধারণ অপেক্ষা অনেক উচ্চে সংবাদ ছাড়া যায় বলিয়া প্রায় সহস্র মাইল দূরস্থিত লোকে জানিতে পারে।

আমেরিকাহইতে জার্ম্মাণিপর্য্যন্ত সমুদ্রে চারি-পাঁচ জায়গায় এইরূপ ঘাঁটি আছে। সেইজন্য জার্ম্মাণিহইতে আমেরিকায় খবর পাঠাইতে হইলে চারি-পাঁচ জায়গায় গ্রহণ ও প্রেরণ করিলে আমেরিকার লোকে অবগত হইতে পারে। ঐ বেলুনের দড়ি এইরূপ কৌশলে ও এইরূপ যন্ত্রে বাঁধা থাকে যে, কাপ্তেন, ইচ্ছা করিলে, নিমেষ-মধ্যে বেলুন উঠাইতে-নামাইতে পারেন। দূরে শত্রুদের জাহাজ দেখিলেই, ইহারা বেলুন নামাইয়া, মাস্তল গুটাইয়া ডুব দেয়, এবং অতল জলধিতলে পলায়ন করে।

দূরে জাহাজ দেখিবার জন্য এই সাব্‌মেরিণের একটী মাস্তলে photographএর ক্যামেরার মত একটী যন্ত্র থাকে। বহুদূরে জাহাজ যাতায়াত করিলেও, ঐ জাহাজের একটী প্রতিচ্ছায়া আসিয়া ঐ যন্ত্রে পড়ে, এবং কাপ্তেন ছায়া দেখিয়া শত্রু-মিত্র বুঝিয়া লইতে পারেন।

শত্রুদিগের চক্ষে ধূলি-নিক্ষেপ করিবার জন্য, বেলুনের রঙ্ সময়মত বদ্‌লাইয়া দেওয়া হয়। যখন আকাশে কৃষ্ণবর্ণ মেঘ থাকে, তখন বেলুনের রঙ্ মেঘের অনুরূপ হয়, নতুবা নীল ও সাদা রঙ্ করা থাকে। শত্রুপক্ষ নীল আকাশে শ্বেতমেঘের উদয় হইয়াছে

বলিয়া তত লক্ষ্য করেন না; কিন্তু একবার কৌশল ধরা পড়িলে কামানের গোলার আঘাতে সমুদ্রগর্ভে "হাবুডুবু" খাইতে হয়।

রাত্রিকালে শব্দ-প্রেরণের আরও সুবিধা। সমস্ত প্রকৃতি যখন নিস্তব্ধ থাকে, তখন ঐরূপভাবে শব্দ-প্রেরণ করিলে, চারিহাজার মাইলপর্য্যন্ত যাইতে পারে। দূরে শত্রুদিগের জাহাজ আসিতেছে কি না, তাহাও জানিবার সহজ উপায় আছে। জাহাজের সম্মুখ ও পশ্চাৎভাগে দুইটী মাইক্রোফোন-যন্ত্র থাকে, ঐ যন্ত্রের দ্বারা বহুদূরের জাহাজের চক্রের দ্বারা আলোড়িত জলের মৃদু মৃদু শব্দ শুনিয়া কাপ্তেন সাবধান হয়, এবং 'গা ঢাকা' দেয়।

এমন অনেক সময় হয়, যখন ঐ ডুবুরি-জাহাজ ডুব দিয়া আর উঠিতে পারে না। তখন সাব্‌মেরিণের আরোহিগণ কয়েকটী টেলিফোন বয়া ছাড়িয়া দেয়। ঐ বয়া ডুবন্ত জাহাজের ঠিক উপরে ভাসিতে থাকে, অন্য কোন জাহাজ যাইতে যাইতে ঐ বয়া দেখিয়া, বয়ার ডালা খুলিয়া তাহাদের সহিত ঐ টেলিফোনের সাহায্যে কথা বলে, এবং তাহাদের সাব্‌মেরিণ হইলে উদ্ধার করে, নতুবা ঐ পর্য্যন্ত।

সন্দেশ-জ্ঞাপন

শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-অনূদিত

একব্যক্তি বিদেশে বাস করিত। একদিন তাহার বাড়ীহইতে একজন চাকর তাহার কাছে উপস্থিত হইল।

লোকটী জিজ্ঞাসা করিল, "কি খবর?"

চাকরটী বলিল, "মহাশয়, আপনার বিড়ালটী মারা গিয়াছে।"

লোকটী জিজ্ঞাসা করিল, "কি করিয়া মারা গেল?"

চাকর। অত মাংস খাইলে কি বাঁচে?

লোকটী। অত মাংস! কোথায় পাইল?

চাকর। আপনার ঘোড়ার মাংস। জল টানিতে টানিতে সেও মারা গিয়াছে।

লোকটী। এত জল টানিবার কি দরকার হইয়াছিল?

চাকর। আগুন নিবাইতে।

লোকটী। আগুন!

চাকর। আজ্ঞে, হাঁ। চিতার আগুন বাড়ীতে লাগিয়া গিয়াছিল।

লোকটী। চিতার আগুন! কাহার চিতার?

চাকর। মহাশয়ের পিতার।

লোকটী। তবে কি আমার পিতা মৃত?

চাকর। আজ্ঞে, হাঁ।

লোকটী। প্রথমেই তাহা কেন বলিলে না?

চাকর। আমাকে যে ধীরে ধীরে খবরটী ভাঙিতে বলিয়াছিল।

তথ্যদ্বয়

শ্রীযুক্ত কমলাক্ষ চট্টোপাধ্যায়-বিজ্ঞাপিত।

চেপ্টামুখ-বন্দুক

সাধারণ বন্দুকে একবার গুলী করিলে, একটা কিম্বা দুইটা পাখী জখম হয়। একরকম চেপ্টামুখ-বন্দুক আবিষ্কৃত হইয়াছে, সাধারণ বন্দুকের মতই, কেবল নলের মুখটা কোশার মত খোল করা। ইহাতে বন্দুকের ছর্‌রা লক্ষ্য-স্থানে গিয়া হয় খাড়াভাবে, নয় এড়োভাবে পড়ে। যখন যেভাবে দরকার ইচ্ছামত সেইভাবে ঘুরাইয়া লওয়া যাইতে পারে। ঝাঁক বাঁধিয়া পাখী উড়িয়া যাইতেছে; বন্দুকের মুখের কোশা লম্বালম্বি করিয়া আওয়াজ করিলে ছর্‌রা গিয়া লম্বালম্বিভাবে ছড়াইয়া পড়ে ও তাহাতে পাখীর ঝাঁকের মধ্যে অনেক পাখী জখম হইতে পারে। আবার ভূমি বা জলহইতে পাখীর ঝাঁক উপরে উড়িবার সময় গুলী করিতে হইলে, বন্দুকের নলের কোশাটা ঘুরাইয়া খাড়া করিয়া দিলে ছর্‌রাগুলা খাড়াভাবে ছড়াইয়া যায়। এই কৌশলে যুদ্ধের সময়ও খুব সুবিধা হয়; যেখানে পাশাপাশি লোক দাঁড়াইয়া আছে, সেখানেও যেমন; আবার যেখানে ধাপে ধাপে, থাকে থাকে লোক আছে, সেখানেও তেমনি এই বন্দুকের এক আওয়াজে অনেক জখম করা যায়। এই কৌশল কামান ও তোপের মুখেও লাগানো যাইতে পারে।

পেট্রোলের অভাবে গ্যাস

যুদ্ধে পেট্রোলের দরকার, খরচ খুব। আবার পেট্রোলের খনি, কারখানা যুদ্ধে কতক নষ্ট, কতক শত্রুর দখলে। সুতরাং সাধারণ লোকের কাজে পেট্রোলের খুব টানাটানি পড়িয়াছে। মধ্যে কলিকাতায় পেট্রোলের এমন অভাব ঘটিয়াছিল যে, বড় লোকদের মোটর-

চালান বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল, বিলাতেও খুব অনাটন। কিন্তু তাহারা তো কলিকাতার বাবুদের মতন কেবল প্রজার হাড়ভাঙা খাটুনির পয়সা শুষিয়া নিষ্কর্ম্মা জড়বুদ্ধি হইয়া বাবুআনা করে না। তাহাদের কাজ আটকাইলে, বুদ্ধি যোগায়। তাহারা নিরন্ধ্র অছিদ্র থ'লের মধ্যে কয়লার গ্যাস ভরিয়া মোটরগাড়ীর বা নৌকার চালে রাখিয়া সেই গ্যাসের শক্তিতে মোটর হাঁকাইয়া বেড়াইতেছে। এক-গ্যালন পেট্রোল বা গ্যাসেলিন যেখানে লাগিত, সেখানে ৩০০ ঘন-ফুট গ্যাস দরকার। তথাপি ইহা খরচহিসাবে সস্তা। এই উপায়ে বিলাতে বড় বড় লরি, বাস্‌, গাড়ী, বোট সব চলিতেছে।

তস্কর-ত্রিশূল

আচার্য্য ললিতলোচন দত্ত-লিখিত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১৫

আমার বন্ধু, তারাভূষণ, উড়িয়া সাজিয়া আমার সহিত আসিয়া যথাসময়ে সাক্ষাৎ করিল। আমি তাহাকে এই কথা শিখাইয়া দিলাম যে, তুমি বাটুকে বলিবে, আমি Templeton-সাহেবের কাছে অনেক দিন কাজ করিয়াছি, তিনি আমাকে জানেন। তারাভূষণ বুদ্ধিজীবী লোক, কাজেই সহজেই স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে সমর্থ হইল,—বাটু তাহাকেই ভৃত্য নিযুক্ত করিল।

ইহার ফলে আমি যথাসম্ভব সত্বরেই বাটুর লোহার সিন্ধুকের কলের ছাঁচ তুলিয়া লইতে ও তাহার চাবি-প্রস্তুত করাইতে পারগ হইলাম। পরে একদিন বাটুর অনুপস্থিতিকালে তাহার গৃহে গিয়া আমার প্রভু-গৃহিণীর অপহৃত আভরণগুলি সনাক্ত করিয়া আসিলাম। এখন সে যাহাতে সেই অলঙ্কারগুলি অন্যত্র না সরাইতে পারে, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে এবং যথাকালে তাহাকে পুলিশের হাতে ধরাইয়া দিবার জন্যও আমাকে উদ্যোগ করিতে হইল। এজন্য একটি বিশেষ প্রমাণ, সেই বানরটি। সেইটির আগমন-প্রতীক্ষায় আমাকে থাকিতে হইল।

বর্দ্ধমানজিলার অন্তর্গত নবাবহাটস্থিত ১০৮টি শিবমন্দির।

ইতোমধ্যে আমার অমিয়ের সহিত পত্রালাপ চলিতে লাগিল। সেই সকল পত্রে বানরটি কবে কলিকাতায় প্রেরিত হইল, তাহা আমি জানিতে পারিলাম। অমিয় আর এক কাজ করিল, সে র‍্যাওয়ালপিণ্ডিতে যে সমস্ত চোরাই মাল ছিল, সেগুলি কোথায় আছে, তাহার সন্ধান বাহির করিল এবং কৌশলে সেই সকল আভরণের তোরঙ্গের চাবি-প্রস্তুত করাইয়া গহনাগুলির একটি তালিকা-প্রস্তুত করিয়া পাঠাইল। আমি সেই তালিকা লইয়া যে সমস্ত লোকের অলঙ্কার অপহৃত হইয়াছিল, তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া কাঁহার কোন্ কোন্ অলঙ্কার, তাহাও আন্দাজ করিয়া লইতে পারিলাম এবং তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়া আসিলাম যে, অতি সত্বরেই তাঁহাদের অলঙ্কারগুলির আমি উদ্ধার-সাধন করিয়া দিব। ইহা শুনিয়া তাঁহারা অনেকেই আমাকে প্রচুর পুরস্কার দিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন।

একদিন অমিয় আমাকে তার করিল যে, বাটুর সঙ্গী গহনার তোরঙ্গগুলি, বানরের সেই কৃত্রিম গৃহ ও বানরটিকে লইয়া কলিকাতায় আসিতেছে, তাই অমিয়ও সেই চোরের পাছু লইয়াছে!

যথাকালে বাটুর সঙ্গী বমাল-সমেত বারাকপুরে উপস্থিত হইল। অমিয়ও পাঞ্জাবীর বেশে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিল। তারাভূষণ নিজ কাজ-কর্ম্ম ছাড়িয়া অধিকদিন উড়িয়া-বেহারাগিরি করিতে পারিল না, একদিন হঠাৎ কোথায় অন্তর্দ্ধান করিল! সে অবশ্য আমাকে বলিয়া গিয়াছিল। ইহাতে বাটুকে বিশেষ দুঃখিত হইতে দেখা গেল না। কিন্তু আমার যে, সবিশেষ অসু-বিধা হইল, তাহা বলা বাহুল্য।

আমি দেখিতাম, বাটু ও তাহার সঙ্গী প্রায়ই কলিকাতায় যায়, কাজেই হয় আমাকে, নয় অমিয়কে তাহাদের পাছু লইতে হয়। তাহারা কলিকাতায় গিয়া হয় কোন মণিকারের সহিত, নয় কোন পোদ্দারের সহিত সাক্ষাৎ করিত, কিন্তু কখনও কোন অলঙ্কার তাহাদিগকে লইয়া যাইতে দেখি নাই, সুতরাং তাহাদের উদ্দেশ্য বুঝা আমাদের পক্ষে ঠিক সহজ হইতেছিল না।

ইতোমধ্যে একদিন তাহারা ঘরে চাবি বন্ধ করিয়া কোথায়

চলিয়া গেল। অমিয় তাহাদের পশ্চাদনুসরণ করিল। সন্ধ্যাকালে তাহারা ফিরিয়া আসিল। অমিয়ের কাছে সন্ধান পাইলাম যে, বহুস্থানে ঘুরিয়া বনহুগলীতে একটি পোড়ো-বাড়ীতে তাহারা ঢুকিয়া বহুক্ষণ কাটাইয়া আসিয়াছে। আবার তবে ইহারা স্থানপরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিতেছে। অতএব আর কালবিলম্ব করা অনুচিত বিধায়, আমি স্থানীয় পুলিশে গিয়া, সকল কথা বলিয়া আজি রাত্রি বারোটার সময় তাহাদিগকে ধরাইয়া দিবার বন্দোবস্ত করিলাম। ইহাও স্থিরীকৃত হইল যে, এখনহইতে পুলিশ সাধারণবেশে তাহাদের নজরবন্দী করিয়া রাখিবে।

বাঁটু বা তাহার সঙ্গী বনহুগলীহইতে ফিরিয়া আর বাড়ীর বাহির হইল না।

রাত্রি বারোটার সময় পুলিশ তাহাদের বাড়ীখানি ঘেরাও করিয়া দেখিল, তাহাতে তালাচাবি-বন্ধ! তালা ভাঙিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখা গেল, বাঁটু বা তাহার সঙ্গী নাই! আমাদের প্রস্তুত চাবির সাহায্যে লোহার সিন্দুক ও পেটারাগুলি খুলিয়া দেখিলাম, আভরণগুলি অপহৃত হয় নাই, মর্কটপ্রবরও ঠিক আছেন। ইহারা তবে কোথায় গেল, কি করিয়াই বা পলাইল?

১৩

চোর পলাইয়াছে, কিন্তু বমাল ঘরেই আছে, এমন কি, তাহার মর্কটানুচরপর্য্যন্ত বর্ত্তমান, অতএব "বেঙ্গল পুলিস" এই সাব্যস্ত করিলেন যে, বাড়ী ঘেরাও করিয়া লালপাগড়ীরা লুকাইয়া থাকুক, চোর যা'বে কোথা! কিন্তু বাড়ীহইতে চোর ও তাহার কুকর্ম্মের সঙ্গী কেমন করিয়া পলাইল, ইহা জানিবার জন্য তাহাদের বড় মাথাব্যথা দেখা গেল না, বরং আমার উপর তাঁহারা একটু রোষভাব দেখাইতে কুণ্ঠিত হইলেন না। আমি তাহা গ্রাহ্য না করিয়া চোরের পলায়নকৌশল জানিবার জন্য কৌতূহলী হইয়া উঠিলাম। বাড়ীটীর অভ্যন্তরভাগ পরীক্ষা করিয়া আমি কিছুই ধরিতে পারিলাম না। তখন আমি সেই গৃহসংলগ্ন উদ্যানে অনুসন্ধান-আরম্ভ করিলাম; উদ্যানের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া আমি হতাশ হইয়া পড়িলাম। এই চোরের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে হয়। হতাশ হইয়া আমি গৃহে ফিরিতে যাইতেছি, এমন সময়ে বাগানের পশ্চিমপার্শ্বের খানায় একস্থানে কতকগুলি পত্রপল্লবযুক্ত ভাঙা ডাল একত্র দেখিতে পাইলাম। আলোকসাহায্যে শাখাগুলি পরীক্ষা করিয়া বোধ হইল, সম্প্রতি বৃক্ষচ্যুত করা হইয়াছে। এই শাখাগুলি কেন ভাঙিয়া খানায় ফেলিবার প্রয়োজন হইয়াছে, এই প্রশ্নের উত্তর না পাইয়া আমার এই উদ্যানত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইল না।

অতএব আমি খানায় নামিয়া-পড়িয়া গাছের ডালগুলি খানাহইতে একে একে উপরে তুলিতে লাগিলাম। একি? খানার যে ধারে এই বাগানবাড়ী, সে ধারে একটা প্রকাণ্ড গর্ত্ত বাহির হইয়া পড়িল কেন? এটি কিসের গর্ত্ত? এ গর্ত্ত গাছের ডাল-দিয়া ঢাকিবার উদ্দেশ্য কি? তাই তো খানার কর্দ্দমে চরণচিহ্নও যে বিদ্যমান্! দুইটি বেশ প্রমাণ পা, আর দুইটি পা ক্ষুদ্র; তবে গর্ত্তের মধ্যে ঢুকিতে হইল। ইলেট্রিক পকেটল্যাম্প জ্বালিয়া আমি গর্ত্তের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম। ঢুকিয়া যত যাই, তত দেখি, গর্ত্তটি গর্ত্ত নহে—একটি সুড়ঙ্গ। বা! বা! বাঁটু! তুমি বুদ্ধিটা ভাল কাজে লাগাইলে, জগতের অনেক উন্নতি করিতে পারিতে! সেই সুড়ঙ্গমধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া শেষে দেখিলাম, সুড়ঙ্গটি ক্রমশঃ উপরে উঠিতেছে। অবশেষে সিমেন্টকরা এক মেজেয় উঠিলাম। তাহার পর, আমি দেখিলাম, একটা কাঠের সিন্দুকের মধ্যে রহিয়াছি, কিন্তু সেই সিন্দুকের তলায় প্রকাণ্ড একটা বৃত্তাকার গর্ত্ত। সিন্দুকের উপরকার ডালা মাথা-দিয়া ঠেলিতেই খুলিয়া গেল, আমি সিন্দুকের মধ্যহইতে বাহির হইয়া আলোকসাহায্যে দেখিলাম, চোরের বাড়ীর গোশলখানায় একটি প্রকাণ্ড পুরাণো সিন্দুক, তাহার তলদেশে গর্ত্ত এবং সেই গর্ত্ত একটি সুড়ঙ্গের দ্বার। বাহোবা বাঁটু!

তখন আমি সিন্দুকের ডালা বন্ধ করিয়া বাড়ীর বাহির হইলাম। হইবামাত্রই লালপাগড়ীর হাতে গ্রেপ্তার, তাহাকে আনিয়া চোরের কাণ্ড দেখানতে, সে ছাতুখোর হতবুদ্ধি হইয়া গেল। আমি তাহাকে ও আরও পাঁচজন পাহারাওয়ালাকে বাগানেই লুকাইয়া-রাখিয়া, সুড়ঙ্গের যে মুখ খানায়, সেই মুখ যেমন গাছের ডালে আচ্ছন্ন ছিল, তেমনই আচ্ছন্ন করিয়া, আমার পা'এর দাগ মুছিয়া-দিয়া গোশলখানায় আসিয়া লুকাইয়া রহিলাম। পাহারাওয়ালাদিগকে বলিয়া দিয়াছিলাম, আমি বংশীবাদন করিলেই তাহারা যেন এই বাড়ীর পশ্চিমদিকের গোশলখানায় আইসে। (বারান্তরে সমাপ্য)

দয়ার পুরস্কার

[শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য-বিরচিত]

১

আজ জন্মাষ্টমী। ছেলেরা বাপমায়ের নিকটহইতে পয়সা পাইয়াছে। সকলেই বৈকালে মেলায় যাইবে। তাই আমাদের সতীশও বাবার নিকটহইতে পয়সা আদায় করিয়াছে।

দু'পুর-বেলাকার দৈনিক কার্য্যগুলি আজ তাহার মোটেই ভাল লাগিতেছিল না। দশটা অঙ্কের বেশী আজ আর করা যাইবে না। তাই সতীশ খাতাখানি বন্ধ করিয়া গুছাইয়া রাখিল। তাহার পর হাতের লেখার পালা। আজ লেখাগুলি বড়ই খারাপ হইতে লাগিল।

"কলমটা নষ্ট হইয়াছে" বলিয়া সতীশ খাতাখানি তুলিয়া রাখিল। ভূগোল-বই হাতে লইয়া সতীশ মানচিত্র খুলিল। আজিকার পড়ার স্থানের নামগুলি লক্ষ্মীছাড়া, মানচিত্রে একটাও পাওয়া গেল না, বিরক্ত হইয়া ভূগোল রাখিয়া সে ইংরেজি বই লইল। এমন সময় বাহিরের দরো'জায় দাঁড়াইয়া মনো আর উপেন তাহাকে ডাকিল,—"সতীশ, ও সতীশ, আমরা মেলায় যাচ্ছি, তুমি যা'বে না?" বইখানি টেবিলের উপর রাখিয়া সতীশ জানালায় দাঁড়াইল। বাহিরে চাহিয়া দেখিল, মনো আর উপেন ঝক্‌ঝকে পোষাক পরিয়া, মাথায় দিব্য সিঁথা কাটিয়া দাঁড়াইয়া আছে। উপেন হাসিয়া কহিল, "কি, ভাই সতীশ, তুমি মেলায় যা'বে না?"

বিমর্ষমুখে সতীশ কহিল, "না ভাই, আমি তো এখন যেতে পা'ব না! বাবা ব'লেচেন, তিনি চারটের পর আমায় সঙ্গে নিয়ে মেলা দে'খতে যা'বেন।

মনো কহিল, "ও, তবে তুমি যা'বে না?" এই বলিয়া সে অগ্রসর হইল। উপেন তাহার অনুসরণ করিল। সতীশ মুখখানা কালো করিয়া সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। যতক্ষণ দেখা গেল, সে মনো আর উপেনের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহারা হাসিয়া হাসিয়া গল্প করিতে করিতে অদৃশ্য হইল। ধীরে ধীরে সতীশ চেয়ারখানি টানিয়া বসিল। ঘড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিল, সাড়ে-তিনটা বাজিয়াছে। ইংরেজী বই পড়িয়া রহিল। সতীশ একখানি গল্পের বই টানিয়া লইল। পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে হঠাৎ তাহার মধ্য-হইতে একখানি ফোটোগ্রাফ বাহির হইয়া পড়িল। ছবিখানি সে স্থানীয় পাদ্রীসাহেবের নিকটহইতে কিনিয়া আনিয়াছিল। মূল্য দেওয়া হয় নাই। সেজন্য সতীশ সাহেবের নিকট লজ্জিত আছে। আজ সে বাবার নিকটহইতে একটি সিকি পাইয়াছে। তাহাহইতে দুই আনা সাহেবকে দিবে স্থির করিল। নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে চারিটা বাজিল। গগনবাবু বারান্দায় আসিয়া ডাকিলেন, "সতীশ"! বালক বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। পিতা কহিলেন:—"এখনও কাপড় প'রে ত'য়ের হও নাই যে?" হাসিয়া সতীশ কহিল—"আপনি কখন্ এলেন?"

পিতা—"এইমাত্র, যাও জলখাবার খেয়ে, শিগ্‌গীর নাও। প্রায় সাড়ে-চারটে বা'জল যে।"

আনন্দে বালক তাড়াতাড়ি কাপড়-চুপড় পরিয়া ঠিক হইল।

যথাসময়ে পিতাপুত্রে বাসাহইতে বাহির হইলেন। সতীশ ঝক্‌ঝকে সিকিটি পকেটে লইল।

২

সারি সারি লোক চলিয়াছে। জুতার চট্‌পট্, গাড়ীর ঘড়্-ঘড়্-শব্দ; লোকের কোলাহলে রাস্তা পরিপূর্ণ। যাহারা মেলাহইতে ফিরি-তেছে, তাহাদের কেহ বা বাঁশী বাজাইতেছে, কেহ বা অন্যের ক্রীত দ্রব্যাদি দেখিয়াই সন্তুষ্ট থাকিবার চেষ্টা করিতেছে। একস্থানে মাঠের মধ্যে একটা বটগাছের নীচে, একজন অন্ধলোক বসিয়া কি একটা গান গায়িতেছিল। গানের স্বর বিষাদমাখা; পদগুলি করুণরসাত্মক, বিষণ্ণতায় পরিপূর্ণ; উহা যেন সঙ্গীতকারীর মনের ভাবগুলি লইয়াই রচিত হইয়াছিল। গান বড় কেহ একটা মনোযোগ দিয়া শুনিতে-ছিল না। মেলায় যাইতে সকলেই ব্যস্ত। কা'র খবর কে রাখে? ঐ দরিদ্র ভিক্ষুকের দিকে কে চায়? তাহার করুণ সঙ্গীত কে শোনে? তাহার ক্ষুদ্র মুখহইতে বাহির হইয়া তাহা আবার অনন্ত বায়ুসাগরে বিলীন হয়। যে তাহার দিকে একবার চায়, সে হয় তো তাহাকে একটা পয়সা দেয়। ভিখারী হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করে। এমন সময় একটি বালক সেখান দিয়া যাইতেছিল। ভিক্ষুকের সঙ্গীত-তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। বালক থমকিয়া দাঁড়াইল। বুঝি বা ঈশ্বর-নিয়োজিত সৎপথহইতে সে এখনও বিচলিত হয় নাই। বুঝি এখনও তাহার হৃদয়ের সৎপ্রবৃত্তিগুলি একেবারে লুপ্ত হয় নাই। প্রিয় পাঠক, আপনার মন কি কখনও এরূপ করুণ-সঙ্গীতে বিচলিত হয় নাই? যদি হইয়া থাকে, তবে বালকের হৃদয়ের ভাব-অনুভব করুন। মুহূর্ত্তকাল গান শুনিয়া বালক চারিদিকে চাহিল। দেখিল, ভিক্ষুক। নয়নজলে ভিক্ষুকের বুক ভাসিতেছে, সঙ্গে বালকের পিতা ছিলেন, তাহার ভাব দেখিয়া তিনি একটু দূরে দাঁড়াইলেন। বালক পিতার কথা ভুলিয়া গেল। ধীরে ধীরে অন্ধের নিকটবর্ত্তী হইল। চোকে জল আসিল, কাপড়-দিয়া মুছিল, আবার আসিল, আবার মুছিল। চোকের জল বাধা মানিতে চাহে না। গণ্ডদ্বয় বাহিয়া বক্ষে পতিত হইল। বালক ভিক্ষুকের কাছে বসিল। তাহার কম্পিত, প্রসারিত হস্ত-দুইখানি নিজ ক্ষুদ্র হাতের মধ্যে লইয়া কম্পিতকণ্ঠে কহিল "আহা, বেচারা ভিখারীরও তো ছেলে আছে? তা'রাও তো মেলায় যেতে চায়? কিন্তু, হায়, তা'দের পয়সা কৈ? তা'রা কি কোনও কিছু কি'নতে পারে? তা'রা যে গরীবের ছেলে।"

ভিক্ষুক কথাগুলি শুনিল, কহিল—"তুমি কে, বাবা, তুমি কি আমাদের কষ্ট বু'ঝতে পা'রছ? তোমার নাম কি, বাবা?"

বালক কহিল—"আমার নাম সতীশচন্দ্র; তোমার কি ছেলে নাই?"

ভিক্ষুক কহিল—"হ্যাঁ, আছে বৈ কি, আমারও দু'টি ছেলে আছে"।

সতীশচন্দ্র পকেটে হাত দিয়া সিকিটি বাহির করিল, অন্ধের হাতে দিল, কহিল—"এই নাও, এই সিকিটি আমি তোমায় দিচ্চি, তুমি তোমার খোকাদের জন্যে মেলাথেকে কিছু কিনে নিয়ে যেয়ো।" ভিক্ষুক বালকের কাণ্ড দেখিয়া স্তম্ভিত হইল, কহিল "না, না, না, আমি কেন তোমার সিকি নিতে যা'ব? তোমার বাবা বোধ হয় ওটি তোমায় দিয়েচেন। তুমিও মেলায় যা'বে তো? এই নাও—তোমার সিকি।"

সতীশ কহিল "না, না, ওটি আমি তোমায় দিয়েচি; আর নিতে পারি না।" এই কথা বলিয়া বালক ছুটিয়া পলাইল। ভিখারী আনন্দাশ্রু-বর্ষণ করিয়া বুক ভাসাইল।

এতক্ষণে পিতার কথা বালকের মনে পড়িল। দেখিল, তিনি কোথাও নাই। তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিবার জন্য যে পথে আসিয়াছিল, দ্রুত সেই পথে চলিল।

গগনবাবু দ্বারে দাঁড়াইয়াছিলেন, বালক বাড়ী পঁহুছিতেই কহিলেন—"কি, সতীশ, এতক্ষণ কোথায় ছিলে? তোমায় যে আমি খুঁজেই পেলাম না!"

সতীশ লজ্জিত হইল, কহিল "আপনি কোথায় ছিলেন? আমি যে আপনাকে খুঁজে হয়রাণ হ'য়ে গিয়েছি।"

গগনবাবু পুত্রের কার্য্য দেখিয়া মনে মনে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন, কহিলেন "যাও, এখন একটু বেড়িয়ে আ'সতে পার। একঘণ্টার মধ্যে ফিরে আ'সবে।"

সতীশ ভাবিল—ছবিখানির মূল্য সাহেবকে কিরূপে দেওয়া যাইতে পারে? সিকিতো অন্ধকে দিলাম! মনে করিল, সেখানি ফিরাইয়া দিই।

বইহইতে ছবিখানি বাহির করিয়া লইয়া বালক বাসাহইতে বাহির হইয়া পড়িল।

"আগম কুঁয়া" পাটনাস্থিত, অশোকাদেবে খনিত কূপ।

বেলা ৫টা বাজিয়া গিয়াছে। পাদ্রীসাহেব ঘরের বারান্দায় বসিয়া কি একটা বই পড়িতেছিলেন, এমন সময় ছবিখানি হাতে লইয়া সতীশ সেখানে উপস্থিত হইল। নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল। সাহেব সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি, সতীশ, ভাল তো?"

কম্পিতকণ্ঠে সতীশ উত্তর করিল "হাঁ, সাহেব।"

তাহার ভাব দেখিয়া সাহেব বুঝিলেন—কিছু হইয়াছে। তাহাকে নিকটে টানিয়া-লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সতীশ, তোমার কি হইয়াছে, আমায় বল।" সতীশ উত্তর করিল না।

সাহেব বড় ভাল লোক,—আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল, সতীশ, তোমার কি হইয়াছে?"

এবার সতীশ কথা কহিল—"সাহেব, আমি আপনার ছবি আপনাকে ফিরিয়ে দিতে এসেছি, এই নিন। আমি ছবির জন্য যে পয়সা-সংগ্রহ ক'রেছিলেম, তা' এক ভিক্ষুককে দিয়ে দিয়েচি। সাহেব, সে বড় গরীব, সে অন্ধ, তা'র ছেলেরা কত কষ্ট পায়। আমি তা'কে আমার সিকিটি দিয়ে দিয়েছি। এই নিন—আপনার ছবি; ফিরে নিয়ে আমায় ক্ষমা করুন।"

সাহেব ক্ষুদ্র বালকের মুখে এই কথা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি প্রীত হইলেন। কহিলেন, "সতীশ, তোমার কার্য্যে আমি বড় সন্তুষ্ট হইলাম। তোমাকে ছবি ফিরাইয়া দিতে হইবে না। ইহা আমি তোমাকে পুরস্কার দিলাম। এইরূপে সকলের প্রতি দয়ালু হইও। ঈশ্বর তোমাকে পুরস্কৃত করিবেন।" এই বলিয়া তিনি তাহার হাতে একটি নূতন, সুন্দর ফুটবল দিলেন। কহিলেন, "এই নাও, তোমার দয়ার পুরস্কার।" সতীশের মুখ প্রফুল্ল হইল। কহিল, "সাহেব, আপনাকে ধন্যবাদ।"

* * *

সেদিন সন্ধ্যার সময়, মনো আর উপেন সতীশদের বাড়ী আসিল। সতীশ কি কিনিয়াছে, ইহা দেখাই তাহাদের উদ্দেশ্য।

সঙ্গে তাহাদের ক'একটি ঘুড়ি, লাটিম, আর মারবেল। কতকগুলি মিঠাইও তাহারা আনিয়াছিল, তাহা খাইতে খাইতে তাহারা, যে ঘরে সতীশ বসিয়াছিল, সেই ঘরে প্রবেশ করিল। মনো কহিল, "কি, ভাই সতীশ, দেখি, তুমি মেলাথেকে কি এনেছ?"

সতীশ যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সমস্ত কহিল। তাহার পর আলমারীহইতে সেই ফুটবলটি ও দুইটী ঝক্‌ঝকে টাকা বাহির করিয়া কহিল, "এই টাকা-দু'টো আমায় বাবা দিয়েছেন। আর ব'লেছেন এগুলোদে আমি "বালক"-পত্রিকা রা'খ্‌বো। "বালক"-পত্রিকাটী বেশ ভাল; না, ভাই? কেমন ভাল ভাল গল্প ওতে থাকে, না?"

মনো ও উপেন উভয়ে মুখ-চাওয়া-চাউই করিতে লাগিল। গগনবাবু দাঁড়াইয়া সমস্ত শুনিয়াছিলেন—ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিলেন,—"সতীশ, তুমি আর একটি অমূল্য বস্তু-লাভ ক'রেছ। তা' ঐ মারবেল আর ঘুড়ির চেয়ে অনেক ভাল আর মূল্যবান্; তা'র নাম—আত্মপ্রসাদ।"

———:*:———

সরল সুরেশ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সুরেশ লগি দিতে শিখে

[রেভাঃ জে, এইচ, ব্রাউন, বি-এ, বি-ডি-লিখিত]

পুষ্করিণী-পরিষ্কারের পর দুই-তিনদিন সাহেব বাড়ীহইতে বাহির হইতে পারিলেন না, কারণ তাঁহার হাত, পা ও ঘাড় বড় টাটাইয়াছিল। খর রৌদ্রের তাপে প্রথমে তো তাঁহাকে জঙ্গল কাটিতে হইয়াছিল, তাহার পর তাঁহাকে আবার ছেলেদের সঙ্গে পুকুরের জলে হাঁটাহাঁটি, সাঁতার-কাটাকাটি করিতে হয়, তাহার ফলে রোদ, বাতাস ও জল—এই তিনটি পদার্থে মিলিয়া তাঁহার গায়ের যেখানে যেখানে খোলা পাইয়াছিল, সেখানে সেখানে ফোস্কা পড়াইয়া দিয়াছিল। তাঁহাকে ঐ কয়দিন এইজন্য ঘরের মধ্যেই থাকিতে হইয়াছিল যে, সে কয়দিন তাঁহার কাঁধে ও বুকে তিনি খুব হাল্কা কাপড়ছাড়া আর কিছু সহিতে পারিতেছিলেন না।

তৃতীয় দিনে হরিপদ, মতিলাল ও চিনু তাঁহাকে দেখিতে আসিয়া তাঁহার কাছে সুরেশের প্রসঙ্গ তুলিল।

লেন-সাহেব বলিলেন, "ছেলেরা, তোমাদের সুরেশকে অত জ্বালাতন করা উচিত নয়, সে বোকাটে হ'তে পারে, কিন্তু সে সরল, সাহসী আর অধ্যবসায়ী। তা'কে তোমরা অত জ্বালাতন কর ব'লে, সে মনে করে, কোন কাজ ভাল ক'রে ক'র্‌বার মত বুদ্ধিশুদ্ধি তা'র নেই, আর তাই সে পরে কোন কিছু ক'র্‌বার চেষ্টাও ক'র্‌বে না।"

চিনু বলিয়া উঠিল, "কিন্তু, সাহেব, যে দিন-অবধি সে পথাবিষ্কারক হ'য়েছে, সে দিন-অবধি যে, কতটা বদ্‌লে গেছে, তা' আপনি জানেন না। আপনি এ ক'দিন আট্‌কা প'ড়েছিলেন, তা'কে তো দে'খ্‌তে পান নি? সে আজকাল খুব ব্যস্ত আছে, সবরকম কাজ শে'খ্‌বার চেষ্টা ক'র্‌ছে।"

"কি কি সব কাজ?"

"আজ্ঞে, কাল সে জিদ্‌ ক'রে রান্নার কাজে সাহায্য ক'র্‌তে গিয়েছিল। তা'তে প্রথমে তো তা'র হাত বঁটিতে কাটুক, তা'র পর তরকারীতে সের-পাঁচেক নুণ ঢেলে দেয়। ছেলেরা শাঁটী পথাবিষ্কারক হ'তে গিয়ে ইস্কুলবাড়ীথেকে কুঁয়োপর্য্যন্ত অনেকগুলো নতুন পথ খুলেছে, সমস্ত দিনই কুঁয়োথেকে জল তুলে' আ'ন্‌ছে, কুঁয়োটার আদ্ধেক জল ক'মে গেছে।"

সাহেব মুচকিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমি আশা করি, চিনু, তুমি কোন কথা বাড়িয়ে ব'ল্‌ছ না—ব'ল্‌ছ কি?"

"আজ্ঞে, সে, বোধ হয়, পাঁচসের নয়, সের-চারেক নুণ তরকারীতে ঢেলে দিয়েছিল, আর কুঁয়োটায়, বোধ করি, তিনভাগ জল আছে।"

হরিপদ চিনুর তালে তাল দিয়া বলিল, "আজ্ঞে হাঁ, তাই। আর কাল বিকেলে ক্ষুদে হেমের মাথার একজায়গা একটুখানি কেটে গিয়েছিল, আমি সেই কাটায় একটু 'আইওডিন' লাগিয়ে দিই, তা'তে সুরেশ ব'ল্‌লে, সে তা'র মাথায় ব্যাণ্ডেজ্‌ বেঁধে দেবে। আমি বলি, তা'র দরকার নেই। মিনিট-পনেরো পরে দেখি, সুরেশ হেম-বেচারাকে একটা নিরিবিলি জায়গায় নিয়ে গিয়েছে। কোথাথেকে সে কিরকম ক'রে চারখানা পুরোণো ব্যাণ্ডেজ্‌ জোগাড় ক'রেছিল, তাই-দিয়ে সে হেমের মাথাটা এমনি ব্যাণ্ডেজ্‌ ক'রে দিয়েছিল যে, আমি তা'র একটা চোখের আদ্ধেকটা আর একটা কাণের একটুখানি দে'খ্‌তে পাচ্ছিলেম। বেচারা হেমের দমবন্ধ হ'য়ে যা'বার জো হ'য়েছিল, কারণ সুরেশ তা'র নাক-মুখ চেপে দিয়েছিল, আমি ঠিক সময়ে তা'র ব্যাণ্ডেজ্‌ খুলে' দিয়ে তা'কে বাঁচাই।"

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যা' ব'ল্‌ছ, তা' কি সবই সত্যি?"

"আজ্ঞে, হেমের কাণটার সমস্তটাই, বোধ হয়, বেরিয়েছিল।"

এই সময়ে মতিলালও ঐ কথায় সায় দিয়া বলিল, "আজ্ঞে হাঁ, ঠিক। আর আজ সকালে 'বোর্ডিং মাষ্টারের' গাইটা খোঁটায় বাঁধা থেকে মাঠে চ'র্‌ছিল। সুরেশ তা'র খোঁটাটা আর এক জায়গায় পুঁতে দিতে গিয়েছিল। খানিক বাদে শোবার ঘরথেকে আমি শু'ন্‌লেম, গাইটা হাম্বাচ্ছে, আর সুরেশ তা'র সঙ্গে সঙ্গে চেঁচাচ্ছে। কি হ'য়েছে দে'খ্‌বার জন্যে আমি ছুটে বা'র হ'য়ে গেলেম। গিয়ে দে'খ্‌লেম, সুরেশ কোনরকমে গাইটাকে ভ'ড়্‌কে দিয়েছে, তাই গাইটা ছু'টতে ছু'টতে পাক খাচ্ছে। সুরেশ গাইএর দড়িতে জড়িয়ে প'ড়েছে। গাইটা পাক খেতে খেতে সুরেশকে, মাকড়সায় যেমন মাছিকে জড়ায়, তেমনি দড়ি-দিয়ে জড়াচ্ছে। আমি যখন তা'দের কাছে গেলেম, তখন গাইটা পাক খেতে খেতে সুরেশের হাত-পা খুব এঁটে বেঁধেছে। সুরেশ আর গাইটা তখন পরস্পরের খুব কাছাকাছি হ'য়েছে, আর দু'জনেই দু'জনের দিকে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকাচ্ছে।"

সাহেব হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই? না আর কিছু আছে?"

চিনু উত্তর করিল, "স্যার, এবারের মত এই—যথেষ্ট নয় কি?"

লেন-সাহেব উত্তর করিলেন, "হাঁ, যথেষ্ট বৈকি? তোমরা যা' ব'ল্‌ছিলে, তা'র আদ্ধেকের বেশী আমি বিশ্বাস করি নি। তোমরা সুরেশের মিছে দুর্নাম ক'র্‌ছ।"

তিনজনেই সমস্বরে বলিয়া-উঠিল, "না, স্যার, না, স্যার, সব সত্যি কথা।"

সাহেব উত্তর করিলেন, "বটে? তা' ওকথা যা'ক। এখন আমার জিজ্ঞাসা এই, তোমরা কি কিছু ক'র্‌বার ওকে সুযোগ দিতে—সাহায্য ক'র্‌তে চাও, না কেবল জ্বালাতনই ক'র্‌তে চাও?"

চিনু বলিল, "আপনি যা' ব'ল্‌বেন, আমি তাই ক'র্‌তে রাজি আছি, স্যার। আমরা ওকে জ্বালাতন করি বটে, কিন্তু ভালও বাসি। ও বেশ সরল আর খাড়া ছেলে; যা' ঠিক, তা'ই ক'র্‌বার চেষ্টা ক'রে থাকে।"

ঐ কথায় হরিপদ ও মতিলালও সায় দিল এবং তাহারা তিনজনেই সুরেশকে সাহায্য করিতে এবং অপর ছেলেরা যাহাতে তাহাকে বেশী জ্বালাতন না করে, সেবিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে আরম্ভ করিল।

(ক্রমশঃ)

দু'রকম

শ্রীযুক্ত অনিলপ্রকাশ সোম-সংগৃহীত]

(১) বৃহত্তম কেট্‌লী

"ক্লাসমেট" (The Classmate) সংবাদ দিতেছেন, ইণ্ডিয়ানো-পোলিস- (Indianopolis) স্থিত এক পিতল ও তামার কোম্পানি দু'হাজার গ্যালন বা প্রায় ২০০ শত মণ জল ধরে, এমন এক কেটলী তৈয়ারী করিয়াছেন। নিউ-জার্সিতে এক ফলের কোম্পানির দ্বারা ইহা কমলালেবু ও লেবুর খোসা সিদ্ধ করিবার জন্য ব্যবহৃত হইবে। ফ্রেম-সুদ্ধ ইহার ওজন পাঁচহাজার পাউণ্ড বা প্রায় ৬০।৬২ মণ!

(২) চাট্‌নী

১

ক্রেতা। এঃ! পয়সায় পাঁচখানা ক'রে ঘুঁটে? কস্মিনকালেও শুনি নি। বলি, তোদের ঘুঁটের বাজারেও কি যুদ্ধ লেগেছে?

ঘুঁটেওয়ালা। এজ্ঞে, খড়ে যে লেগেছে, বাবু?

ক্রেতা। খড়ে লেগেছে তো কি হ'য়েচে? তা'তে ঘুঁটের সঙ্গে কি?

ঘুঁটেওয়ালা। এজ্ঞে, খড় না খেলে যে গরুতে গোবর দেয় না!

২

সৈন্যদের কুচ্‌কাওয়াজ শেখান হ'চ্ছিল। সবই নূতন রংরুট। একজন ইংরাজ N. C. O. শেখাচ্চেন। টেরিটোরিয়াল নহেন, রেগুলার।

বাঁ-পা উঠাইতে হুকুম দিয়া তিনি দেখিলেন, একজন সিপাহী ডা'ন-পা তুলিয়াছে। ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "কোন্ গিধ্‌ধড় দোনো পাঁও উঠায়া হ্যায়?"

৩

আমেরিকার জনৈক ব্যক্তির যদিও এখন বাগ্মী বলিয়া নামডাক ঢের, কিন্তু আগে তিনি ভারী মুখচোরা ছিলেন। তিনি অতি সাদা-সিধা-গোছের লোক, ধর্ম্মের দিকে বেশ মনও আছে। তিনি Pittsburg Y. M. C. A. তে প্রত্যহই প্রার্থনা-সভায় যোগদান করিতেন। একদিন ধর্ম্মাধ্যক্ষ-মহাশয় তাঁহার নাম করিয়া বলিলেন, "আজ ভ্রাতা—একটী প্রার্থনা করিবেন।"

শুনিয়াই তো ভদ্রলোক চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল। কি হইবে? এ যে আর কেহই জানে না, তাঁহার পক্ষে এই কাজ করা কত অসম্ভব। যাহা হউক, তিনি সাহস করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আসুন, আমরা প্রথম ক'এক মিনিট নীরবে প্রার্থনা করি।"

চক্ষু মুদ্রিত ও মাথা নত করিয়া সভাস্থ লোক নীরব-প্রার্থনায় মগ্ন হইলেন। কিন্তু সেই "ক'এক মিনিট" শেষকালে এত দীর্ঘকাল-ব্যাপী হইয়া পড়িল ও নীরবতা এত দুঃসহ হইয়া উঠিল যে, ধর্ম্মাধ্যক্ষ-মহাশয় ইহার কারণ কি জানিবার জন্য ও প্রার্থনাকারী কি করিতে-ছেন, তাহা দেখিবার জন্য মাথা তুলিয়া চাহিলেন। চাহিয়া দেখেন, প্রার্থনাকারী সেস্থানে নাই, পা টিপিয়া টিপিয়া গৃহহইতে চম্পট্ দিয়াছেন!

সম্পাদকের সাজি

এই মাসের "বালক"-প্রকাশে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল, এ কারণ "বালকে"র কার্য্যাধ্যক্ষ-মহাশয় গ্রাহক-গ্রাহিকার ক্ষমা-ভিক্ষা করিতে-ছেন; কিন্তু যে কারণে বিলম্ব হইয়াছে, সেই কারণটি প্রায় অপ্রতী কার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল।

অক্টোবর-মাসে প্রকাশিত "কাজির বিচার"-সমস্যার উত্তর ডিসেম্বর-মাসে প্রকাশিত হইবে।

একজন লেখক "সঙ্গত সদনের" এক ব্যাখ্যা নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে পাঠাইয়াছেন এবং ব্যাখ্যাটিও ঠিক হয় নাই, একারণ প্রবন্ধটি পরিত্যক্ত হইয়াছে। "সঙ্গত সদনের" ব্যাখ্যা ডিসেম্বর-মাসে প্রকাশ করা যাইবে।

শ্রীযুক্ত অনিল-প্রকাশ সোমের একটি প্রবন্ধ পরিত্যক্ত ও অন্যান্য প্রবন্ধ "দু'রকম" এই নামে এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে; তিনি ডাকটিকিট (পাঠাইয়াছেন বলিয়া) না পাঠানতে তাঁহাকে পত্র লেখা যায় নাই।

"বালকে" প্রকাশিত অতঃপর কোন্ গল্পটি পুস্তকাকারে প্রকাশ কর্ত্তব্য—এই প্রশ্নের উত্তরে যত লোক আমাদিগকে পত্র লিখিয়াছেন বা মৌখিক অভিমতি দিয়াছেন, তন্মধ্যে অধিকাংশ লোকই "পাচিকার পুত্র"-নামক গল্পটি "বালক"-গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় গ্রন্থরূপে পাইতে চাহেন; অতএব ট্র্যাক্ট সোসাইটীর কমিটি উক্ত পুস্তকখানিই সুচিত্রিত ও সুমুদ্রিত করিয়া অচিরে প্রকাশিত করিবেন। ঐ গল্পের লেখক "বালকে"র সহযোগী সম্পাদক—আচার্য্য ললিতলোচন দত্ত।

বালক

সপ্তম বর্ষ

১২শ সংখ্যা ডিসেম্বর ১৯১৮

তস্কর-ত্রিশূল

[আচার্য্য ললিতলোচন দত্ত-লিখিত]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১৭

রাত্রি আড়াইটাপর্য্যন্ত বাঁটু বা তাহার সঙ্গীর শ্রীমুখ-দর্শন করিতে পাইলাম না। আড়াইটার সময় সিন্দুকের মধ্যে একটু শব্দানুভব করিলাম, অমনি আমি মুখে শিটি লাগাইয়া, দুইহাতে দুইটি পিস্তল লইয়া বাঁটুকে সাদরে অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিলাম। সিন্দুকের ডালা উন্মোচিত হইবার মুহূর্ত্তেকপূর্ব্বে আমি একটু গা-ঢাকা দিলাম। প্রথমে, বাঁটু নয়, তাহার সুশ্রী সঙ্গীটি, প্রত্যক্ষ হইল, আমি বাহির হইয়া তাহার কপালে পিস্তলের নলী ঠেকাইলাম, অমনি সে ভীত হইয়া চীৎকার করিতে যাইতেছিল, আমি তাহাকে ইসারায় জানাইলাম, 'যদি, সে টুঁ-শব্দ করে, তবে তাহার মাথা গুলী করিয়া উড়াইয়া দিব। সে নিরস্ত হইল, আমি তখন ক্ষিপ্র-করে তাহাকে নিরস্ত্র করিয়া, পিছমোড়া করিয়া বাঁধিয়া, একস্থানে ফেলিয়া রাখিলাম। অত্যল্পকাল পরে বাঁটুও দর্শন দিল, বলাবাহুল্য, তাহাকেও তাহার সঙ্গীর অবস্থায় আনিয়া আমি শিটি বাজাইলাম। অমনি লালপাগড়ীরা হুড়্ হুড়্ করিয়া আসিয়া গোশলখানায় প্রবেশ করিল। আমি তাহাদিগকে বাঁটু ও তাহার সঙ্গীকে নয়নের ইঙ্গিতে দেখাইয়া দিলাম। তাহারা তাহাদের ধরিয়া হাতে হাত-কড়ি লাগাইল। তখন বাঁটু ও তাহার সঙ্গীর রাগ দেখে কে? তাহারা আমাকে নানা অকথ্যভাষায় গালি পাড়িতে লাগিল। ইহাও জানাইল, আমি বড়ই নিমকহারাম, কেননা তাহারা, ইচ্ছা করিলেই, আমার প্রাণ লইতে পারিত, তবু আমার কোন অনিষ্ট করে নাই, তাহাদের দয়ার প্রতিশোধে আমি তাহাদের প্রতি এই প্রকার কুব্যবহার করিলাম, অতএব আমি নরাধম, ইত্যাদি। পাঠকগণ, কি বলেন?

বাঁটু ও তাহার সঙ্গী সসম্মানে গারদে প্রেরিত হইল। আমার কাজ আপাততঃ ফুরাইল, আমি বাসায় গিয়া অবশিষ্ট রাত্রিটুকু নাসা-গর্জ্জনপূর্ব্বক নিদ্রা দিয়া কাটাইলাম।

"বালক" হারা'য়ে ভালুকের ঝুরে দু'টি আঁখি।

১৮

বাঁটু ও তাঁহার সঙ্গী নিম্ন আদালতহইতে ক্রমশঃ হাইকোর্টের দায়রা সোপরদ্দ হইল। জুরীগণ ও বিচারকের বিচারে তাহারা উভয়েই দোষী সাব্যস্ত হওয়ায়, এবং তাহারা দুইজনেই পুরাতন পাপী বলিয়া উভয়েরই সশ্রম সাতবৎসর করিয়া কারাদণ্ড হইল।

আপনাদের স্মরণে আছে, বাঁটু রামপ্রসাদী গীত-রচনা করিত, তাহাছাড়া বাঁটুকে সবিশেষ শিক্ষিত দেখিয়া আমার তাহার জীবনের কথা জানিতে কৌতূহল হয়। এজন্য আমি তাহা বিবৃত করিতে বাঁটুকে অনেক তোষামোদ করি, ক'একদিন তাহাকর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পরও যখন আমি নিবৃত্ত হইলাম না, তখন সে আমার নির্ব্বন্ধ দেখিয়া এই সর্ত্তে তাহার জীবন-কাহিনী বিবৃত করিতে সম্মত হইল যে, আমি যদি তাহার রামপ্রসাদী গানগুলি নিজ ব্যয়ে ছাপাইতে শপথ করি, তবে সে তাহার জীবন-কাহিনী আমার কাছে অকপটে বিবৃত করিবে। তাহার গীতিনিচয় মুদ্রিত করিতে শপথ করিলে, সে আমার কাছে তাহার জীবনের সমুদয় কাহিনী আদ্যোপান্ত বিবৃত করে। "বালকে"র

বালক পাঠকদিগের কাছে তাহার জীবনের সকল কথা অসঙ্কোচে বিবৃত করা যায় না; সুতরাং আমি তাহা করিব না; কেবল তাহার জীবনের একটি কথা আমি "বালকে"র তরুণমতি পাঠকদিগের গোচর করা কর্ত্তব্য-বিবেচনা করিতেছি। বাঁটু আমাকে জানাইয়াছিল, সে দরিদ্রের সন্তান নহে, এবং সদ্বংশজাতও বটে, তথাপি সে এইজন্য চোর হইয়াছিল যে, যৌবনে পদার্পণ করিয়া তাহার মাতাপিতার সহিত সে আর সরল ব্যবহার করিত না, তাঁহাদের কাছে অনেক ব্যাপার লুকাইত, তাহার ফলে অসৎকর্ম্মগুলি করিতে তাহার সাহস বাড়িয়া যায় ও প্রবৃত্তি হয়। যে ছেলে মাতাপিতার কাছে সকল কথা খুলিয়া বলিতে কখনই সংকোচ-বোধ করে না, তাহার পক্ষে পাপ করা দুরূহ হয়। "বালকে"র পাঠকগণ, তোমরা মাতাপিতার সহিত সর্ব্বদা সরল ব্যবহার করিবে, তাহা হইলে জীবনে কখন বিড়ম্বিত হইবে না। একটি গানে বাঁটু ক'একটি বড় সুন্দর কথা বলিয়াছে, অতএব আমি সেই গানটি পাঠকদিগকে স্নেহ-উপহার দিয়া আমার এই ক্ষুদ্র-কাহিনীটি পরিসমাপ্ত করিতেছি—

"মায়ে ছা ঠকা'তে চায়,
মার চোক্ লোকে লোকে,
আছে মা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে
কি আঁধারে, কি আলোকে;
করি পাপ মনে মনে, জানে না তা' জগজ্জনে,
বুকে ঢু'কে মা আমার দেয় মোরে খুব ব'কে।
যা'রে সাধু মনে হয়, সে তো সত্যি সাধু নয়,
মা বলে, সে জাত্ চোর, তাই ভোগে রোগে, শোকে।
মনকে বুঝান—ছাই! মাকেই বুঝান চাই,
মার পা জড়িয়ে ধ'রে অব্যাহতি পায় লোকে।"

সমাপ্ত।

তথ্যসপ্তক

[শ্রীমান্ প্রমোদচন্দ্র দাসগুপ্ত-সংগৃহীত]

(১)

আমরা সকলেই জানি যে, গরু, ছাগল ইত্যাদির চাম্ড়া-দিয়া বই বাঁধান হয়। কিন্তু মানুষের চাম্ড়ায় বাঁধান বইও আছে। পেরি-সহরের কারণাভেলেট্ লাইব্রেরীতে (Carnavalate Library) একখানা মানুষের চাম্ড়ায় বাঁধান বই আছে। কথিত আছে যে—ফরাসী বিপ্লবের সময় একজন বিপ্লবকারী নিহত হইয়া শত্রুর হাতে পড়ে। তাহারা তাহার গাত্রচর্ম্ম লইয়া রাজনীতি-সম্বন্ধী একখানা বই বাঁধাইয়া লাইব্রেরীতে রাখিয়া দেয়। আশ্চর্য্যের বিষয় বটে!

(৪)

রোমের পোপের চিঠীর উত্তর দিবার জন্য ৩৫ জন সেক্রেটারী আছেন। তাঁহারা গড়্পড়্তা রোজ ২২,০০০ চিঠীর উত্তর দেন।

(৫)

ইংলণ্ডের উরশ্টার্ শায়ারের রেডিস্-সহরের সূচের কলে সপ্তাহে ৭,০০০০০০০ সাত কোটী সূঁচ তৈয়ারী হয়। আর বার্মিংহামে বারো কোটী নিব প্রস্তুত হয়।

হকি-খেলা (১)।

(২

রোমের কোন প্রাসাদে নাকি আর একখানি বই আছে, তাহা মর্ম্মর-প্রস্তরের। এই বইএর পাতাগুলি কাগজের মত পাৎলা।

(৩)

আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সমস্ত পোষ্টাফিসহইতে প্রত্যহ ২,৮০,০০০০০ টিকিট-বিক্রয় হয়।

(৬)

মেস্-নামক জুরিচের জনৈক লোক একটী নূতনরকম বুট-জুতার বোতাম তৈয়ারী করিয়াছিল। তাহা আমেরিকায় ৩০০০ পাউণ্ডে বিক্রীত হইয়াছিল।

(৭)

হাওয়াইন-দেশের ভাষায় ১২টী মাত্র অক্ষর। কিন্তু টাটার-দেশের ভাষায় ২০৮টী অক্ষর।

সতীশের শিক্ষা

বালিকার রচনা

[শ্রীমতী মালতী দত্ত-দুহিতা-বিরচিত]

সতীশনামক এক অলস বালক পিতার তিরস্কারের ভয়ে দশটী অঙ্কের মধ্যে দুইটী করিয়া তৃতীয়টী লইয়া বসিয়া বসিয়া ঢুলিতেছে।

কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার দাদা সেই ঘরে আসিয়া ডাকিলেন, "সতীশ"! সতীশের নিদ্রাভঙ্গ হইল, দেখিল—দাদা। "আজ্ঞে"! —বলিয়া সতীশ উঠিয়া দাঁড়াইল।

দাদা বলিলেন, "এখনও সব আঁকগুলো কষা হ'ল না? যাও, একটু বাগানে বেড়িয়ে এস, মাথা ঠাণ্ডা হ'বে, আঁক ক'ষতে পা'রবে"।

বাগানে যাইবার কথা শুনিয়া সতীশের প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিল, সে আনন্দে নাচিতে নাচিতে বাগানে গেল।

বাগানে গিয়া গ্রামের ক'একটী বালকের সহিত ফুটবল খেলিতে খেলিতে ফুটবলটী একটী গাছের তলায় গড়াইয়া গেল, সতীশ উহা আনিতে গিয়া দেখিল, গাছের উপরে ক'একটি মৌমাছি একাগ্রচিত্তে পুষ্পহইতে মধুসংগ্রহ করিতেছে। সে ইহার পূর্ব্বে কখনও মধুমক্ষিকা-দিগকে মধুসংগ্রহ করিতে দেখে নাই, তাই অবাক্ হইয়া একমনে তাহাদিগের কার্য্য দেখিতে লাগিল।

অন্যান্য বালকে সতীশকে সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল, তাহাকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল "সতীশ! ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? স্বপ্ন দে'খ্‌ছ না কি? ফুটবলটা দাও না"।

সতীশ ফুটবলটী তাহাদিগকে দিয়া, তাহাদিগের উপহাসে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, পুনরায় একমনে মধুমক্ষিকাদিগের কার্য্য দেখিতে লাগিল

দেখিতে দেখিতে সে ভাবিল, "আমি ইহাদের তুলনায় কত অলস! ইহারা আপনাদের খাদ্য-সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত আর আমি পড়া করিতে আলস্য-প্রকাশ করি। ঈশ্বর মনুষ্যদিগকে জন্তুদিগের অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর করিয়াছেন, কিন্তু আমি মধুমক্ষিকাদের অপেক্ষা অলস! ছিঃ! আর এইরূপ করিব না। এইবার হইতে যথাসাধ্য পরিশ্রমী হইব"।

এইরূপ দৃঢ়সংকল্প করিয়া বালক সতীশ বাটীতে ফিরিয়া গেল এবং অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া সেবৎসর বিদ্যালয়ে পারি-তোষিক-লাভ করিল।

মাণিক-যোড়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকার, বি-এ-সংকলিত]

মণু লম্ফ দিতে দিতে কহিল, "বাহোবা! বাহোবা! সেই আমা-দের সুশীলা-দিদি! সুশীলা-দিদি, তুমি একটুও বদ্‌লাও নি—মোটেই নয়—সেই জামা—সেই কাপড়—সেই চুল—সেই চোখ—সেই মুখ—সেই সব"!

বালক-বালিকাদ্বয় সুশীলাকে ঘেরিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। তাহার পর তাহাদের হঠাৎ মনে পড়িল যে, তাহাদের বন্ধুরা তাহাদের সুশীলাদিদিকে চিনে না! তখন তাহারা নৃত্য বন্ধ করিয়া সুশীলার দুই হাত দুইজনে ধরিয়া টানিতে টানিতে সকলের সম্মুখে লইয়া লইয়া আসিল। মণু উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল,—

"এই আমাদের সুশীলাদিদি—আমাদের মাষ্টার—সেই লক্ষ্মী মাষ্টার —সেই ভাল মাষ্টার—সেই দুষ্টু মাষ্টার নয়—সেই বাঁদরমুখো মাষ্টার নয়——!"

তাহার জননী কহিলেন, "আমরা অন্য মাষ্টারের কথা একেবারে ভুলে যেতে চেষ্টা ক'র্‌ব, মণু!"

"কেন, মা?"

মিণু ও মণু তাহাদের জননীর দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল। আর সকলের চক্ষুও তাঁহার প্রতি পড়িল। তাঁহার বিবর্ণ ও মলিন মুখে ঈষৎ রক্তের উচ্ছ্বাস আসিয়াছিল—তাঁহার শান্ত আঁখিযুগল উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি মৃদুকণ্ঠে কহিলেন,

"কারণ, আজ অনেকদিনের পর, ভগবানের দয়ায় আবার আমরা একসঙ্গে মিলেছি। এই মিলনের সময়ে কেবল শান্তি ও মঙ্গল-ইচ্ছায় আমাদের হৃদয় পূর্ণ রাখা উচিত। কারণ, সকলেরই অপরের কাছে যেটুকু উপকার পাওয়া যায়, সেইটুকুই মনে রাখা উচিত,—যেটুকু অপকার-লাভ হয়, সেইটুকু সব ভুলে যাওয়া উচিত!—যা'ক্ এখন চল সকলে ওপরের ঘরে, কিছু খা'বে চল!"

সকলে তাঁহার অনুসরণ করিল। সকলেই তাঁহার শেষ-কথাটি মনে মনে তোলাপাড়া করিতে লাগিল।

মণু যাইতে যাইতে বলিল, "মা, অনেক লোক আমাদের উপকার

ক'রেছে! এই দেখ না, আমাদের 'হাণ্ডিরাসান'-বাবু—খুব লক্ষ্মী তিনি—না, মা?"

"তোমার জ্যেঠাম'শাই বল—।"

"হাঁ মা, হাঁ মা! জ্যেঠাম'শাই এবারথেকে ঠিক মনে ক'রে 'জ্যেঠাম'শাই' ব'লব।"

মণু 'জ্যেঠাম'শাই' বলিবার জন্য চেষ্টা করিল, কিন্তু পরমুহূর্ত্ত-হইতে প্রত্যেকবারই ভুলক্রমে 'হাণ্ডিরাসান্'-বাবু বলিয়া গেল! শিশুদের স্মৃতির উপরহইতে অনেক কথাই বেশ রহস্যপূর্ণভাবে হড়্কা-ইয়া যায়!

"তা'র পর মা, জ্যেঠাইমা, মণিদিদি, বীণা, টুণু, সরসীদিদি, বামুণদিদি, বামুণ-ঠাকুরুন, সুশীলা-দিদি, পুলিশ-বাবু—আরও কত!"

"সকলের কথাই চিরকাল মনে রেখো!"

টেবিলের উপর খাবার ও চা সাজানো ছিল। সকলে খাইতে বসিয়া গেল। কত যে খাবারের যোগাড় হইয়াছিল, তাহার ঠিক নাই। চা, পাউরুটী, মাখন, মোরব্বা, সন্দেশ, মিহিদানা, খাজা, আপেল, খেজুর, নাস্পাতি, কেক্, লজেঞ্জেস, বিস্কুট, চপ্, কাট্লেট্, অমলেট্—আরও কত যে, তা'র ঠিক নাই!

খাওয়া-শেষ হইলে, রামধনবাবু ছেলেদের বলিলেন "তোমরা মৃত্যু-ঞ্জয়বাবু ও তাঁ'র স্ত্রীকে ধন্যবাদ দাও।"

তাহার পর কে একজন বলিল, মণুকেই ধন্যবাদ দিতে হইবে, যেমন সাহেবেরা ভোজের পর করে। মণু অবশ্য "ধন্যবাদ দেওয়া" কাহাকে বলে তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিত না—তাহাকে সমস্তটা বুঝাইয়া দিতে হইল।

সে তাহার জননীর কাছে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, "মা, আমায় কি ব'ল্তে হ'বে?"

তাহার জননীও সেইরূপ চুপি চুপি উত্তর দিলেন, "তোমার জ্যেঠাম'শাই আর জ্যেঠাই-মা আর বন্ধুদের সম্বন্ধে বেশ ভাল ক'রে বল। যা' তোমার মাথায় আসে, তাই বল, মণু। যা' খুশি—বু'ঝ্লে? তোমার মনের ভাব ওঁদের ওপর কিরকম, তা'ই ব'ল্বে আর কি!"

"আচ্ছা——।"

সকলে মিলিয়া মণুকে তাহার চেয়ারের উপর তুলিয়া দাঁড় করাইয়া দিল। তাহার মুখ রহিল সকলের দিকে। সে সকলের প্রতি চাহিয়া একবার হাসিল; সেই হাসিটিতে তাহার সুন্দর মুখখানি আরও যেন ফুটিয়া উঠিল। তাহার অঙ্গের সুনীল ভেল্ভেটের জাহাজের নাবি-কের পোষাকের চেয়েও সেই হাসি আরও সুন্দর দেখাইল।

সে তাহার মোটা মোটা গোল গোল ক্ষুদ্র হাত-দুইখানি তুলিয়া ঘষিতে ঘষিতে সোজা হইয়া দাঁড়াইল। রৌপ্যের ধ্বনির মত একটি পরিষ্কার হাস্যধ্বনি তাহার ওষ্ঠাধর-বিমুক্ত হইয়া সকলের হৃদয়ের উপর ছড়াইয়া পড়িল!

"আমি লক্ষ্মী 'হাণ্ডিরাসান্-বাবুকে ভালবাসি—লক্ষ্মী জ্যেঠাইমাকে ভালবাসি—মণিদিদিকে ভালবাসি—বীণারাণীকে ভালবাসি—টুণুবাবুকে ভালবাসি—আর আমি সরসীদিদিকে ভালবাসি—মা-মণিকে ভালবাসি, বাবাকে ভালবাসি—দিদিভাইকে ভাল-বাসি—সুশীলাদিদিকে ভালবাসি—আর—"

সে আর একবার তাহার চারি-দিকে চাহিয়া দেখিল এবং আরও মধুরভাবে, আরও উদারভাবে আর একবার হাসিয়া কহিল, "আমি সকলকে ভালবাসি—খুব ভাল-বাসি!"

মৃত্যুঞ্জয়-বাবু উৎসাহে করতালি দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "সাবাস! সাবাস! খাসা ব'লেছ, মণু-বাবু! ঢের ঢের বক্তৃতা শুনেছি, এমন সুন্দর বক্তৃতা জীবনে কখন শুনি নি!"

রামধনবাবু কহিলেন, "বাঃ, মণু, আবার বল।"

কিন্তু মণু আর বলিতে পারিল না; সে ধুপ্ করিয়া তাহার জননীর কোলের উপর বসিয়া পড়িল। তাহার পর হাস্য-প্লাবিত চক্ষু-দু'টি তুলিয়া সকলের দিকে মিটি মিটি করিয়া চাহিতে লাগিল!

সিংহ—ভয় নাই, কি প'ড়্ছ?
বালক—'বা-ল-ক'!

রাত্রি হইলে অভ্যাগতগণ বিদায় লইলেন। মৃত্যুঞ্জয়বাবুর, তাঁহার পত্নী সরযূ দেবীর এবং তাঁহাদের সন্তানদের সকলেরই হৃদয়-মন প্রীতি-রসে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ছেলেরা অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহারা গাড়ীতেই ঢলিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। মৃত্যুঞ্জয়বাবু ও সরযূ পরস্পরের কাছে ঘেঁসিয়া বসিয়াছিলেন। উভয়েই উভয়ের মুখের দিকে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া নিঃশব্দে রহিলেন। তাঁহাদের হৃদয় আনন্দে অভিষিক্ত হইয়া গিয়াছিল! তাঁহাদের শান্তিপূর্ণ গৃহের জন্য, তাঁহাদের রত্নসম সন্তান পাওয়ার জন্য, তাঁহাদের বন্ধুভাগ্যের এত সুপ্রসন্নতার জন্য, যাহা কিছু তাঁহাদের উভয়ের জীবন সুখ ও

শান্তিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল, সে সকলেরই জন্ম ভগবানকে ধন্যবাদ দিলেন!

এদিকে মিণু ও মণু সারাদিনের পরিশ্রম ও স্ফূর্তির পর ক্লান্ত হইয়া শয্যার আশ্রয়-গ্রহণ করিবামাত্র নিদ্রার কোমল-ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িয়াছিল। কি মধুর সুখস্বপ্নের আবেশে উভয়েই মাঝে মাঝে হাসিয়া উঠিতেছিল। তাহাদের সুপ্ত মুখমণ্ডলের উপর যেন সপ্তদশ স্বর্গের মধুর সুষমা ঝরিয়া গলিয়া পড়িয়াছিল! তাহাদের তরুণ চিত্ত-দুইটি যেন পক্ষ-বিস্তার করিয়া কোন্ এক নন্দনের কোন্ এক পারিজাত-গন্ধী কুঞ্জ-বীথির মধ্যে দেবশিশুদের সঙ্গে লুকাচুরি খেলিয়া বেড়াইতেছিল!

তাহাদের পিতা ও মাতা নিঃশব্দপদ-সঞ্চারে তাহাদের কক্ষে আসিয়া প্রবেশ করিলেন এবং স্নেহপূর্ণ-নয়নে সন্তানদ্বয়ের মুখের প্রতি চাহিলেন!

মাতা মৃদুকণ্ঠে তাঁহার স্বামীকে বলিলেন, "আজ সকালথেকে ভগবানের দয়ায় আমরা ধন্য হ'য়ে গিয়েছি! তা'র ওপর খাওয়ার পর মণুর কথা শুনে পর্য্যন্ত আমার বুকের মধ্যে যেন ধক্ ধক্ ক'র্‌ছে— এত আনন্দ সহ্য হ'বে কি না, জানি না!"

রামধনবাবু পত্নীর মস্তকে হাত রাখিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "মণুর মুখথেকে আজ ভগবানেরই উপদেশ বেরিয়েছে! ছেলের মুখ-থেকে ছেলেমানুষীভাবে আধো আধো ভাষায় যে উপদেশটুকু বেরিয়েছে, তা'র সাধনা ক'র্‌তে সমস্ত জীবনটাও পর্য্যাপ্ত ব'লে মনে হয় না! পৃথিবীসুদ্ধ সব লোককে ভালবাসা—এ' কি কম কথা!"

সম্পূর্ণ।

সঙ্গত-সদন

(ব্যাখ্যা)

[আচার্য্য ললিতলোচন দত্ত-ব্যাখ্যাত]

ঈশ্বর যখন মনুষ্যজাতিকে সৃষ্টি করেন, তখন তাঁহার এই অভি-প্রায় ছিল, মনুষ্যে মনুষ্যে যেন একটা গূঢ় সম্বন্ধ থাকে, কেননা তাই ঈশ্বরের গৌরব ইহ-জগতে নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে আর মনুষ্য সহস্র শোকদুঃখের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে। মনুষ্যমাত্রই স্বাতন্ত্র্য-

"এই—এই আমাকে একখানা "বালক" দিয়ে যাও।"

তাহাতেই তাঁহার গৌরব ও মনুষ্যদিগের কল্যাণ হইবে। কিন্তু মনুষ্য পার্থক্যের মধ্যে সম্মিলনের স্বর্ণরাখীটি হারাইয়া ফেলিয়াছে। রক্ষা করুক, তাহাতে ক্ষতি নাই, কারণ সে স্বাতন্ত্র্য ঈশ্বরপ্রদত্ত, কিন্তু প্রত্যেক মনুষ্যেরই এই কথাটি স্মরণে রাখা আবশ্যক যে সে

স্বাতন্ত্র্যটি তাহার ভাইএর সঙ্গে বিরোধ বাধাইবার জন্য তাহাকে দেওয়া হয় নাই,—এইজন্য দেওয়া হইয়াছে, যেন সেই স্বাতন্ত্র্য স্রষ্টার মহা-বীণায় সুরবৈচিত্র্য-বিধান করিতে পারে। সকল গায়ক একঠাঁই হইয়া (স্ব স্ব স্বতন্ত্র সুরেই) একটি মহাসঙ্গীত উৎপন্ন করিলে লুপ্ত রাজসদন অর্থাৎ ঈশ্বরের গৌরবজ্যোতিঃ পুনরায় দিক্‌দশ দীপ্ত করিবে।

চাটনি

[শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ঘোষ-পরিবেষিত]

(১)

প্রভু। (পাচকের প্রতি) দেখ, বাপু, তুমি যে রোজ রোজ কাজে অমনোযোগিতার জন্যে বকুনি খা'বে, এ' তো বড় ভাল নয়।

পাচক। তা'তে আপনি দুঃখিত হ'বেন না, বাবু! আমি তা'তে কিছু মনে করি না।

(২)

"তুমি কেন প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ ক'র্‌লে ব'ল দেখি?"

"তা'তে কি হ'য়েছে—আর একটা প্রতিজ্ঞা ক'র্‌তে কতক্ষণ?"

(৩)

"তোমায় ব'লে গেছ্‌লুম দুধটা উথ্‌লে ওঠার দিকে নজর রেখো।"

"তা' তো রেখেছিলুম, দুধটা প্রায় ঘণ্টাখানেক হ'ল উথ্‌লে প'ড়ে গেছে।"

(৪)

"তোমার স্ত্রী কি জানেন যে, আজ আমি তোমাদের ও'খানে খা'ব?"

"তা' আর জানেন না? আজ সকালে এই বিষয় নিয়ে তা'র সঙ্গে আমার আধঘণ্টা ঝগড়াই হ'য়ে গেছে।"

(৫)

মাতা। ঘড়ীটাতে হাত দিলে তোমার কি শাস্তি হ'বে ব'লে-ছিলুম?

পুত্র। তা' তো মনে প'ড়্‌ছে না, মা।

(৬)

মাতা। তোমার বাবাকে কেন অত প্রশ্ন জিজ্ঞেস্ ক'র্‌ছ? দে'খ্‌ছ না উনি রাগ ক'র্‌ছেন?

পুত্র। জিজ্ঞেস ক'র্‌ছি ব'লে তো রাগ ক'র্‌ছেন না, রাগ ক'র্‌ছেন উত্তর দিতে পা'র্‌ছেন না ব'লে।

সরল সুরেশ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

২

সুরেশ লগি দিতে শিখে

[রেভাঃ জে, এইচ, ব্রাউন, বি-এ, বি-ডি-লিখিত]

তাল-গাছের গুঁড়িহইতে ছেলেরা আপনারাই তিনটি ডোঙা তৈয়ার করিয়াছিল। সেই ডোঙা-তিনটি চড়িয়া তাহারা পুকুরে বাটিয়া দিয়া বেড়াইত; ধানের ক্ষেতগুলিতে তেমন জল থাকিলে, তাহারা ডোঙা-তিনটিকে ধান-ক্ষেতেও লইয়া-গিয়া বাটিয়া দিত। সে বৎসর ধান-ক্ষেতগুলিতে বেশ জল ছিল, তাই সুরেশ মনে করিয়া-ছিল, লগির সাহায্যে কেমন করিয়া ডোঙা চালাইতে হয়, তাহা সে শিখিবে। সে ঢেঙা-গোছের আর একটু বেতররকমের ছেলে, কাজেই লগি দিতে শিখিবার জন্য তাহার প্রথম প্রয়াসগুলি দেখিয়া লোকের খুবই হাসি পাইতেছিল। ডোঙার সামনের দিকে দাঁড়াইয়া সে প্রথমে নিজের টাল সাম্‌লাইবার চেষ্টা করিত, তাহার পর সে তাহার বাঁশের লগি-দিয়া ডোঙা ঠেলিয়া লইয়া যাইবার প্রয়াস পাইত, তাহাতে সে একবার এ-পাশে, একবার ও-পাশে, একবার সাম্‌নে, একবার পিছনে, একবার ডাইনে, একবার বাঁয়ে এমনই করিয়া টলিয়া পড়িত যে, দেখিয়া লোকের হাসি পাইত। তাহার তিন বন্ধু—চিনু, মতি ও হরিপদ প্রায়ই অন্য দুইটি ডোঙায় চড়িয়া তাহাকে উপদেশ ও উৎসাহ দিবার জন্য তাহার সঙ্গে যাইত। সুরেশ কিন্তু প্রায়ই 'টাল'-সাম্‌লাইতে না পারিয়া জলে উল্‌টিয়া পড়িত, কিন্তু তাহাতে তাহার কিছু ক্ষতি হইত না, কারণ সে গামোছাটি মাত্র পরিয়া থাকিত। একবার সে মাথা নীচের দিকে আর পা উপরদিকে করিয়া জলে উল্‌টিয়া পড়ে, যেখানটায় সে পড়িয়াছিল, সেখানটায় খানিকটা জল আর তলায় একরাশি নরম এঁটেল মাটি ছিল। মতিলাল ও চিনু অপর একখানি ডোঙায় তাহার কাছেই ছিল, তাহারা

দেখিল, ক'এক মুহূর্ত্তযাবৎ সুরেশের পা-দু'টি শূন্যে বিতিকুৎসিতরকমে বিক্ষিপ্ত হইতেছে,—সে যেন তখন জলে মাথার উপর ভর দিয়া মাথাটা নিশ্চয়ই মাটিতে গেড়ে গেছে।" বাস্তবিক তাহাই হইয়াছিল। চিনু ও মতি জলের মধ্যদিয়া ছপাৎ ছপাৎ করিয়া গিয়া

পাড়াগাঁয়ের গামলা-নৌকা।

দাঁড়াইয়া আছে। ইহা দেখিয়া তাহারা হাসিতে লাগিল, পরে চিনু জলে ঝাঁপাইয়া-পড়িয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "মতি, ওকে আমাদের টেনে তু'লতেই হ'বে, নইলে ও দমবন্ধ হ'য়ে মারা যা'বে। ওর সুরেশের কাছে পঁহুছিল এবং হাসিয়া হাসিয়া প্রায় অসামাল হইয়া পড়িয়া তাহাকে টানিয়া-তুলিয়া পা'এর উপর দাঁড় করাইল, তখন সুরেশ কালো এঁটেল-মাটির আবরণীর মধ্যহইতে এমন মিট্ মিট্

করিয়া তাহাদের দিকে তাকাইতেছিল যে, তাহা দেখিয়া চিনু ও মতির হাসি-সাম্‌লান দায় হইতেছিল।

যাহা হউক, ঐ সকল বিঘ্ন-বিপত্তি সত্ত্বেও সুরেশ অধ্যবসায় ছাড়িল না, ফলে অবশেষে সে লগি দিতে ভালই শিখিল।

তখন আশ্বিন-মাস, একদিন ভারি ঝড় উঠিল। সকালে পশ্চিম আকাশে একরাশি কালো মেঘ জমা হইয়া সমস্ত আকাশময় ছড়াইয়া পড়িল। তখন মূষলধারে বৃষ্টি পড়িতে, হাওয়া হাঁকিতে আর মেঘে মেঘে বিদ্যুৎ ঝল্‌সাইতে লাগিল। বৈকালে হাওয়ার বেগ বাড়িয়া গেল, ফলে গাছগুলি নরম মাটিতে শিকড়গুলি আর গাড়িয়া রাখিতে না পারিয়া ভূঁয়ে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। গোধূলির পর ঝড় যেন কমিল, জলপড়া কম হইল, বাতাসও শান্ত হইল। সাহেব আর মেম বারান্দায় বাহির হইয়া আসিয়া ধানক্ষেতের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তখনও আকাশে বিদ্যুৎ চম্‌কাইতেছিল, মাঝে মাঝে তীব্র একঝলক বিদ্যুৎ চম্‌কাইয়া সমুদয় দৃশ্যটিই আলোকিত করিয়া তুলিতেছিল।

স্কুলবাড়ীহইতে পোয়াটাক পথ দূরে, ধানক্ষেতের পারে, বাদল-নামে একজন খ্রীষ্টিয়ান একখণ্ড মালভূমিতে তাহার কুড়ে-ঘরটি বাঁধিয়া-ছিল। বিদ্যুতের আলোকে যখন সমস্ত গ্রামখানি আলোকিত হইয়া উঠিল, তখন সাহেব দেখিয়া অবাক্ হইলেন যে, বাদলের কুড়ে-ঘরখানি যেখানে খাড়া ছিল, সেখানে আর খাড়া নাই। মেমকে এই কথা জানাইয়া সাহেব ও মেম ঐ বিষয়ে নিশ্চিত হইবার অভি-প্রায়ে আর একবার বিদ্যুৎ-বিলসনের প্রতীক্ষায় রহিলেন। অল্পক্ষণ পরে এমন উজ্জ্বলভাবে বিদ্যুৎ চম্‌কাইল যে, খানিকক্ষণের জন্য দিনের মত আলোক ফুটিয়া রহিল।

তখন মেমসাহেব বলিয়া উঠিলেন, "তুমি ঠিকই ব'লেছ, কুড়ে-ঘরখানি সত্যই নাই, কিন্তু তা'র বদলে সে জায়গায় একটা ঢিবি দেখা যাচ্ছে।"

অল্পক্ষণের নিমিত্ত হাওয়ার শোঁ-শোঁ-শব্দ থামিলে সাহেব বলিলেন,—"শোন, তুমি কি একটা চীৎকার শু'ন্‌তে পাচ্ছ না?"

"হ্যাঁ, বোধ হ'চ্ছে, পাচ্ছি, আর একবার শোনা যা'ক।"

তাঁহারা দুইজনেই কাণ পাতিয়া আওয়াজটা শুনিবার চেষ্টা করিলেন। তখন তাঁহারা নিশ্চিতরূপে জানিতে পারিলেন যে, জল-পারহইতে বিপন্ন ব্যক্তিদিগের কাতরোক্তি আসিতেছে।

সাহেব বলিলেন, "নিশ্চয়ই কোন দুর্ঘটনা ঘ'টেছে, যাই, আমি গিয়ে, যদি পারি, সাহায্য করি।"

তাঁহার কথা-শেষ হইতে না হইতেই বিপরীত-দিক্‌হইতে আবার খুব জোরে হাওয়া বহিতে লাগিল, আবার চড়্ চড়্ করিয়া বৃষ্টিও পড়িতে আরম্ভ করিল। সাহেব ঘরের ভিতর গিয়া সার্ট-কোট ছাড়িয়া একটি গেঞ্জী পরিয়া বাহিরে আসিলেন। তিনি যখন বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত, তখন আবার ঝড় বহিতেছে।

বিপরীত-দিক্‌হইতে আবার ঝড়ই উঠিয়াছে, ইহা মেম সাহেবকে স্মরণ করাইয়া দিয়া সাবধান হইতে অনুরোধ করিলেন। সাহেবও মেমের অনুরোধ-রক্ষা করিতে সম্মতি জানাইয়া এবং একটি দ্বিপত্র বটিয়া লইয়া, একহাঁটু জল ভাঙিয়া বোর্ডিংএর ছেলেদের শুইবার ঘরের দিকে চলিলেন।

ছেলেরা তখন নিশাভোজ-শেষ করিয়া শয়ন-গৃহের দ্বারে দ্বারে দাঁড়াইয়া ঝটিকার পুনঃসঞ্চার লক্ষ্য করিতেছিল। ছেলেদের শয়ন-গৃহে পঁহুছিয়া সাহেব বলিলেন, "আমি চাই, পথাবিষ্কারকদের কেউ কেউ আমার সঙ্গে এখন ধানক্ষেতের পারে যা'বে। বাদলের বাড়ীখানা প'ড়ে গেছে। ওরা এখন নিশ্চয়ই ভারি বিপদে প'ড়েছে, আর আমাদের সাহায্য চাই'ছে। মেমসাহেব আর আমি ওদের চীৎকার শুনেছি। কে কে যেতে চাও?"

অমনই ডজনখানিক হাত উপরে উঠিল।

সাহেব হরিপদ, মতিলাল আর চিনুকে বাছিয়া লইলেন। তখন সুরেশ চীৎকার করিয়া বলিল, "সাহেব, আমিও যা'ব।"

সাহেব প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করিলেন, তাহার পর তাঁহার কেউটিয়া মারার কথা মনে পড়িল, তাই উত্তর করিলেন,—"বেশ, সুরেশ, তুমিও আ'স্‌তে পার। তুমি একটা ডোঙা নাও, চিনু আর একটা নি'ক, অন্য ডোঙাটা আমি নেব। তা'র পর, হরিপদ আর মতিলাল, তোমরা শাল্‌তিটা বেয়ে এস।"

তাঁহারা সকলে জল ঠেলিয়া শাল্‌তিটা আর ডোঙাগুলার কাছে গেলেন। তরীগুলির জল বাহির করিয়া সেগুলিকে ভাসাইয়া তাঁহারা নিজ নিজ শাল্‌তি বা ডোঙায় উঠিলেন।

সাহেব তাঁহার নৌকায় হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া, তাঁহার সেই দ্বিপত্র-বটিয়ার মাঝখানটা ধরিয়া তাহাতে বটিয়া দিতে লাগিলেন।

চিনু ও সুরেশ তাহাদের গায়ের সমস্ত জোর দিয়া লগি দিতে দিতে চলিল এবং হরিপদ ও মতিলাল তাহাদের শাল্‌তি বাহিয়া যাইতে লাগিল।

সাহেব প্রথমে যাত্রারম্ভ-পূর্ব্বক অন্যদের পথ দেখাইয়া যাইতে-ছিলেন। তাঁহাদের ঠিক খালেই থাকিবার দরকার হয় নাই—কারণ বর্দ্ধমান ধান্যগুলি জলে ডুবিয়া গিয়াছিল, শাল্‌তি ও ডোঙা চালাইবার মত জল ক্ষেতে জমিয়াছিল, তবু প্রতিবার লগি ঠেলিয়া তাহারা মাত্র ক'এক ইঞ্চি করিয়া অগ্রসর হইতে পারিতেছিল। আবার খুব জোরে জোরে হাওয়া বহিতে সুরু করিয়াছিল, আর তরীবাহকদিগকে সেই হাওয়া ঠেলিয়া উজান বাহিয়া যাইতে হইতেছিল। বড় বড় বৃষ্টির ছড়্ চড়্ চড়্ করিয়া তাহাদের মুখে আসিয়া আছাড়িয়া পড়িতেছিল, তাহাতে সাহেব ও তাঁহার সঙ্গীদিগের সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া জাব হইয়া যাইতেছিল, তাঁহাদের কাঁপুনি ধরাইয়া দিতেছিল আর তাঁহাদের গায়ের চামড়া ফাটিয়া রক্তস্রাব হইবার জো হইতেছিল।

সুরেশেরই প্রথমে বিপদ্ ঘটিল। তাহার লগিগাছা কাদায় বসিয়া আট্‌কাইয়া গেল, তাহার ফলে তাহার ডোঙাটা উলটিয়া পড়িল। সে হাঁকপাঁক করিয়া কোন রকমে পায়ের উপরে দাঁড়াইল, তখন

তাহার গা দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে থাকিল। ঠিক সেই সময়ে হরিপদ ও মতিলাল হাঁপাইতে হাঁপাইতে তাহাকে পাশ কাটাইয়া গেল, তবু সে সময়ে তাহাদের এই দমটুকু ছিল যে, তাহারা বেচারা সুরেশের দুর্দ্দশা দেখিয়া হাসিতে পারিয়াছিল। চিনু তাহাদের পিছনে আসিয়া বলিয়া উঠিল, "কি রে, আর একবার উল্‌টেছিস্ যে, তুই, বাবু, ফিরে যা।"

"কি! ফিরে যা'ব আমি? তোদের মতই শীগ্‌গির আমিও গিয়ে পৌছব"—সগর্ব্বে সুরেশ এই উত্তর দিল।

তাহার ডোঙা এতবার উল্‌টাইয়াছিল যে, ডোঙা উল্‌টাইলে কি করিতে হয়, তাহা তাহার বেশ জানা ছিল। সে আবার তাহার ডোঙা সোজা করিয়া, উহার জল-নিকাশ করিয়া, তাহাতে সাবধানে চড়িয়া অন্যদের পিছনে পিছনে, যত দূর তাড়াতাড়ি পারিল, চলিতে থাকিল।

সুরেশের পর সাহেব বিপদে পড়িলেন। তাঁহার ডোঙাখানি জল-মগ্ন মাছ ধরিবার ফাঁদ ও বাঁশের খোঁটায় ঠেকিয়া উলটিয়া গেল। তাহার পর শাল্‌তিখানা বৃষ্টির ও বাহকদিগের দাঁড়-তাড়িত জলে ভরিয়া ডুবিয়া গেল। পরে চিনুও দম্‌কা হাওয়ায় ডিগ্‌বাজী খাইয়া জলে উলটিয়া পড়িল।

চিনু যখন তাহার ডোঙাখানা সোজা করিতেছিল, তখন সুরেশ তাহার খুব কাছ ঘেঁসিয়া যাইতে যাইতে চীৎকার করিয়া বলিল, "কিরে তুইও যে জলের মধ্যে, বাড়ী ফিরে যা, বাড়ী ফিরে যা!" চিনু শীতে দাঁত কিড়্‌মিড়্ করিতে করিতে রাগত-স্বরে বলিল, "হ্যাঁ রে হ্যাঁ, আমি আর ননীর পুতুল নয় যে, গ'লে গেছি।"

সুরেশ এক এক করিয়া অন্যদেরও অতিক্রম করিয়া গেল, তখন তাঁহারা স্ব স্ব শাল্‌তি বা ডোঙাকে স্ব-পদে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ফলে সুরেশই প্রথমে কথিত ক্ষুদ্র দ্বীপটিতে পঁহুছিল। যত সে নিকটে যাইতে লাগিল, ততই সে স্পষ্টভাবে আর্ত্তরব শুনিতে পাইতে লাগিল। একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক সাহায্যলাভের আশায় চীৎকার করিতেছিল। সুরেশ ডোঙা ডেঙায় ভিড়াইয়া জল-কাদা ভাঙিয়া যেখানহইতে চীৎকার শুনা যাইতেছিল, সেইখানে হাজির হইল। কি হইয়াছে, বিদ্যুতালোকে তাহা সে দেখিতে পাইল। কুটীরের একপার্শ্বে রোপিত একটি নারিকেল-গাছ বৈকালে ঝড়ে উপড়িয়া পড়িয়া কুটীরখানিকে চাপা দিয়াছে, তাহাতে কুটীর-খানি ভাঙিয়া ভূমিসাৎ হইয়াছে। একজন পুরুষ ঘরহইতে বাহির হইতে না পারিয়া ঘরচাপা পড়িয়াছে, আর একজন স্ত্রীলোক একটি শিশুকে কোলে লইয়া নিরুপায়ভাবে কাঁদিতেছে। গাছটি হাটাইয়া তাহার স্বামীকে উদ্ধার করিবার জন্য সে বার বার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু কৃতকার্য্য হয় নাই। স্ত্রীলোকটি বড়ই দুর্ব্বল। সে সুরেশকে দেখাইল যে, কুটীরের অন্যদিক্‌স্থিত আর একটি নারিকেলগাছও কুটীরের উপর পড় পড় হইয়াছে।

সুরেশ পতিত নারিকেল-গাছটিকে হাটাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বড় ভারি, পারিল না। তখন সে ভাঙা বাড়ীহইতে এক-গাছা খুঁটি টানিয়া-লইয়া তাহার চাড়ে গাছটা হটাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। স্ত্রীলোকটিও তাহাকে সাহায্য করিতে ছুটিয়া আসিল। তাহাতে ক্রমশঃ পতনোন্মুখ গাছটা তাহাদের উপরে উঠিয়া পড়িল। সুরেশ তখনও খুঁটিতে চাড় দিতেছে, এমন সময়ে সুরেশ একটা চড়্-চড়্-আওয়াজ শুনিতে পাইল, তাহাতে গাছটা আরও ঝুঁকিয়া পড়িল, উহার আর একটা ছোট শিকড় ছিঁড়িয়া গেল। পতিত গাছটা নড়িতে লাগিল। কিন্তু ইহাতে কাহার জয় হইবে, পতিত গাছের না সুরেশ ও রমণীর, তাহা বলা যাইল না। সুরেশ বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তবু খুব জোরে একটা ঝাঁকানি দিল, তখন সেই বৃক্ষতলে আবদ্ধ লোকটি আনন্দ-ধ্বনি করিয়া বৃক্ষতলহইতে আপনার পাটি ছাড়াইয়া লইল। পাটি থেঁৎলাইয়া গিয়াছিল, কিন্তু ভাঙে নাই। তখন তাহার স্ত্রী ও সুরেশ তাহাকে ভাঙাবাড়ীহইতে তাহাকে টানিয়া বাহির করিয়া আনিল। তাহারা যেই তাহাকে বাহির করিয়া আনিয়াছে, অমনই অন্যগাছটাও মড়্ মড়্ করিয়া সেই কুটীরের উপর পড়িল। যেখানে সেই গাছটা পড়িল, তাহারা তাহার এত কাছে ছিল যে, তাহার লম্বা পাতা সুরেশের গায়ে লাগিয়া তাহাকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল। ঠিক সেই সময়ে সাহেব ও অন্য সকল বালক ডাঙাতে উঠিয়া তাড়াতাড়ি আগাইয়া আসিলেন। তাঁহারা আসিয়া সুরেশকে উঠাইলেন; মনে করিয়াছিলেন, তাহার খুব লাগিয়াছে, কিন্তু দেখিলেন, সে কেবল কর্দ্দমলিপ্ত ও রুদ্ধশ্বাস হইয়া পড়িয়াছে।

তখন স্ত্রীলোকটি পাগলের মত ব্যবহার করিতে লাগিল, সে কখন হাসিতে, কখন কাঁদিতে লাগিল। ছেলেটি ভয়ানক চীৎকার করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু ঝড়ের আওয়াজে তাহাদের সেই আওয়াজ ডুবিয়া গেল।

সাহেব ও বালকেরা লোকটিকে তাহার স্ত্রী ও ছেলের সহিত শাল্‌তিতে তুলিয়া দিলেন। মতিলাল ও হরিপদ অনুকূল হাওয়ায় স্কুলের দিকে রওয়ানা হইল। বায়ু অনুকূল, সুতরাং এখন দাঁড়-টানা তত কষ্টকর হইল না। অবশিষ্ট লোকে তখনও সেখানে থাকিয়া গরীব লোকটির যে সমস্ত জিনিস তাহার বড় মূল্যবান্ মনে হইত—সেই পিতল-কাঁসার বাসন, কাপড়-চোপড়, মাছ ধরিবার জাল আরও দুই-একটি ছোট ছোট জিনিস খোঁজ করিয়া-লইয়া ডোঙায় তুলিল।

এখন ডোঙাগুলি হাওয়ায় যেন উড়িয়া চলিল। ফলে তাহারা নির্ব্বিঘ্নে গৃহে ফিরিলেন। তাঁহারা আসিয়া দেখিলেন, মেমসাহেব ইতোমধ্যেই বাদলের বউ ও তাহার ছেলেকে শুষ্ক কাপড় পরাইয়া বেশ একটি সুন্দর গরম বিছানায় শোওয়াইয়া দিয়াছেন। এখন তিনি তাহাদের সকলকে গরম দুধ খাইতে দিতেছেন।

সুরেশকে দেখিয়া মেম-সাহেব বলিয়া উঠিলেন, "সুরেশ, তুমি লগি দিতে শিখে খুবই ভাল কাজ ক'রেছ"। "মেমসাহেব, আমি পথাবিষ্কারক ব'লেই যা' ক'র্‌বার, ক'রেছি"। (ক্রমশঃ)

চতুষ্টয়

[আচার্য্য ললিতলোচন দত্ত-বিরচিত

১

পিতা

জঠরের জ্বালা জনক আমার
জুড়ান প্রদানি' প্রবিধ আহার ;
শরম আমার তিনিই ঘুচান
করিয়া আমারে বসন-প্রদান ;
মূর্খ হ'য়ে পাছে হই পশুসম,—
হাস্যাস্পদ হই করি' শত ভ্রম,
তাই তিনি মোরে বিদ্যালাভতরে
পাঠাইয়া দেন শ্রীগুরু-গোচরে ;
তাহে হয় তাঁ'র কত বিত্তব্যয়,
কত ক্লেশ তাঁ'রে সহিবারে হয়,
তবু তিনি কভু বিমুখ না হ'ন
দিতে মোরে মোর যাহা প্রয়োজন ;
তাই আমি তাঁ'রে ভক্তিভরে অতি
করি প্রতি প্রাতে সাষ্টাঙ্গে প্রণতি।

২

মাতা

জননী আমারে স্বরগীয় স্নেহে
প্রায় বর্ষকাল ব'হেছেন দেহে ;
শরীর-শোণিত করাইয়া পান
শৈশবে আমার রেখেছেন প্রাণ ;
মোর তরে তাঁ'রে, আহা, অনাহারে
কতই না দিন হয় যাপিবারে ;
কত নিশা তিনি বিনিদ্রনয়নে
র'ন উপবিষ্টা আমার শয়নে ;
কতই কঠোর বার আর ব্রত
পালিতে জননী স'ন দুখ কত ;
মোর সুখে সুখ উপজে তাঁহার,
মোর দুখে তাঁ'র বহে অশ্রুধার ;
তাই আমি তাঁ'রে ভক্তিভরে অতি
করি প্রতি প্রাতে সাষ্টাঙ্গে প্রণতি।

৩

শিক্ষাগুরু

নিত্য কত শ্রম-স্বীকার করিয়া,
কতই না ক্লেশে ধৈরয ধরিয়া,
শিক্ষা দেন মোরে গুরু-মহাশয়,
যাবৎ না মোর হয় বিদ্যোদয় ;
নাহি পেলে তাঁ'র সুনিপুণা শিক্ষা,
খেতে হ'বে মোরে মেগে, বুঝি, ভিক্ষা ;
তাঁহার সুশিক্ষা সযতনে দত্ত
বুঝায় আমারে বসুধার তত্ত্ব ;
সেই শিক্ষা মোরে করে সমুন্নত,
নহে রহিতাম হ'য়ে পশুমত,
মন মোর র'ত হইয়া সংকীর্ণ,—
খাদ্য-বিনা দেহ যথা হয় শীর্ণ ;

'কি মজা! বঁ'ধান 'বালক' প্রাইজ পেয়েছি, হা হা হা!'

তাই আমি নিত্য আসি' বিদ্যাগারে
ভক্তিভরে করি প্রণতি তাঁহারে।

৪

দীক্ষাগুরু

জ্ঞানাঞ্জন-শলাকায় মানসলোচন মম
উন্মীলিত করি' ইনি ঘুচান আমার ভ্রম ;
কি বা পাপ, কি বা পুণ্য, কি বা কর্ম্ম, কি অকর্ম্ম
ইঁহারই কৃপাগুণে বুঝি সে সবার মর্ম্ম ;
আহার-বিহার-হেতু মানব-জীবন নয়,
মানব-জীবন হয় মহান্ কর্ত্তব্যময়—
এই সত্য জ্ঞান ইনি যতনে করিয়া দান,
আমার গন্তব্য পথে আমারে লইয়া যান ;
ইঁহারই শিক্ষা-গুণে শ্রেয়ঃ মানি' ছিন্ন কন্থা,
সে পন্থায় চলি আমি, যে পন্থা প্রকৃত পন্থা ;
সকল সংশয় মম মরণ-নিরয়-ভয়
ইঁহারই উপদেশে ক্রমশঃ দূরিত হয়,—
যাই আমি ফুল্লাননে জগৎ-জলধি তরি' ;
তাই আমি ভক্তিভরে ইঁহারে প্রণাম করি।

কাজির বিচার

(সমস্যা-সমাধান)

[আচার্য্য ললিতলোচন দত্ত-সমাহিত]

কাজির রায় শুনিয়া আরবেরা অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল। তাহারা মনে করিয়াছিল, কাজি অন্যায় বিচার করিয়াছেন। কিন্তু কাজি তাঁহার রায় বদ্‌লাইলেন না। তখন যে পথিকের কাছে তিনখানি রোটিকা ছিল, সে আপত্তি করিল। সে বলিল, "আমার সঙ্গীর চেয়ে আমার কাছে কেবল দু'খানি রুটী কম ছিল বই তো নয়, তবে আমি এক মুদ্রা আর আমার সঙ্গী সাত মুদ্রা পা'বে কেন—এ কিরকম বিচার ?"

তখন কাজি কেন ঐ রায় দিতেছেন, তাহা আপত্তিকারী নিজে

হকি-খেলা (২)

পথিককে এইরকমে বুঝাইয়া দিলেন—"তোমাদের একজনের কাছে পাঁচখানি রুটী ছিল, আর আর একজনের কাছে তিনখানি রুটী ছিল। তা'র পর যখন তৃতীয় যাত্রী এল, তখন তোমরা আটখানি রুটী সমানভাগে ভাগ ক'রে নিলে। এখন প্রত্যেক রুটী তিন সমান-ভাগে ভাগ ক'র্‌লে সবসুদ্ধ চব্বিশটি টুক্‌রো হয়। তোমরা এই চব্বিশ টুক্‌রো রুটী তিনজনে সমানভাগে ভাগ ক'রে নিয়েছিলে, তবে তোমরা তিনজনে প্রত্যেকে আটটুক্‌রো ক'রে রুটী পেয়েছিলে। কিন্তু তোমাদের মধ্যে একজনের পাঁচখানি রুটী ছিল, তা'র মানে, তা'র কাছে পনেরো-টুক্‌রো রুটী ছিল, তা'র মধ্যে সে আট-টুক্‌রো খেয়েছে, তা' হ'লে সে সাতটুক্‌রো রুটী তৃতীয় পথিককে দিয়েছে। তা'র পর, তোমাদের মধ্যে যা'র কাছে তিনখানা, তা'র মানে, ন'-টুক্‌রো রুটী ছিল, সে তা'থেকে আট-টুক্‌রো রুটী নিজে খেয়েছে, তবে সে কেবল এক-টুক্‌রো রুটীই তৃতীয় পথিককে দিয়েছে। তবেই, বু'ঝ্‌তে পা'র্‌ছ, আমার বিচার ঠিকই হয়েছে। যে সাত-টুক্‌রো রুটী দিয়েছে, সে সাত-মুদ্রা আর যে কেবল একটুক্‌রো রুটী দিয়েছে, সে এক-মুদ্রা পা'বে।"

তখন দুই পথিকই বুঝিল, কাজির বিচার ঠিকই হইয়াছে।

তখন যে পথিকের কাছে তিনখানি রোটিকা ছিল, সে এই আপশোষ করিতে করিতে বাড়ী ফিরিয়া গেল, "আমার সঙ্গী হিসেব না ক'রে আমাকে তিনমুদ্রা দিতে চেয়েছিল, তা' আমি নিতে রাজি হই নি কেন ?"

———

"বালকে"র নিম্নলিখিত পাঠকগণ উক্ত সমস্যার প্রকৃতভাবে সমাধান করিতে পারিয়াছেন।

(১) শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ শীল।
(২) „ মৃগেন্দ্রনাথ দে।
(২) „ প্রবোধকুমার চট্টোপাধ্যায়।

গ্রন্থ-পরিচয়

[আচার্য্য ললিতলোচন দত্ত-প্রদত্ত]

শ্রীকৃষ্ণ-অবতার। শ্রীযুক্ত হারাধন মুখোপাধ্যায়-প্রণীত। এই পুস্তকে নৈপুণ্যের সহিত সপ্রমাণ করা হইয়াছে যে, কৃষ্ণাবতার খ্রীষ্টাবতারেরই রূপান্তর। "বালকে"র তরুণ-মতি পাঠকগণ এইরূপ বিষয়ের আলোচনা করিতে এখন অক্ষম। তাঁহারা বড় হইলে এই বইখানি পড়িয়া দেখিবেন—

"যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই,
পেলেও পেতেও পার লুকান রতন"।

মৌমাছি-পালন। ভারতীয় কৃষি-বিভাগের কীটতত্ত্ব-বিদের সহকারী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ-বি, এ প্রণীত। এই পুস্তকখানি পড়িয়া আমরা যেমন উপকৃত, তেমনই প্রীত হইয়াছি। বই-খানির ভাষা খুবই সরল ও সুমিষ্ট। ছেলেরাও এই বই পড়িয়া বেশ বুঝিতে পারিবে। বইখানির আকার "বালকে"র আকারের চেয়ে একটু ছোট, খুব ভাল "আর্ট"-কাগজে ছাপা, অনেক ছবি আছে। ছেলেরা বড়-দিনে যে পার্ব্বণী পাইবে, তাহা-দিয়া এই বইখানি কিনিয়া পড়িলে আমোদ ও উপকার দুইই পাইবে। বইখানি ছাপিতে যে খরচ পড়িয়াছে, তাহা খতাইয়া দেখিলে, ইহার চৌদ্দ আনা দাম একটুও বেশী নয়, বরং মনে হয়, ইহাতে সরকারের বেশ লোকসান সহিতে হইবে।

হকি-খেলা (৩)।

রাক্ষসের মুণ্ড

শ্রীমান্ অনিলপ্রকাশ সোম-সংকলিত

কথামুখম্

কাতু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌ছিল—"উঃ, উঃ, উঅঃ, উঅঃ, উ"! এই বালিকাটীর নামটী বেশ—কাত্যায়নী। তবে সংক্ষেপে কেউ তা'কে 'কাতি' বলে, কেউ বা বলে—'কাতু'। সুধু তা'র বাবা বলেন, 'কাতান'। আমি কিন্তু 'কাতু'ই বলি। তবে এগুলো গেল তা'র ডাক-নাম। তা'র একটী ভাল নামও আছে—'আভারাণী'।

একে ত অম্‌নিতেই মেয়েটী দে'খ্‌তে বেশ, তা'র ওপর কাঁদ্‌-ছিল ব'লে, আরও বেশ দেখাচ্ছিল!

ব্যাপার কি, একটু একটু ক'রে জা'নলুম, না তা'র ছোট ভাই, রবি, ওরফে রঘুবীর তা'র পায়ে লাগিয়ে দিয়েছে। তা' এত ফুঁপিয়ে কাঁদা হ'চ্চে কেন?—না তা'র পায়ে যে জায়গাটায় ব্যথা, সেই খানটাতেই লাগিয়ে দিয়েছে। বাস্তবিকই দে'খ্‌লেম, তা'র পায়ে এক-জায়গায় ছোট্ট একটা কালশিরের দাগ র'য়েছে। আর পাঁঠাবলি দে'খ্‌বার জন্যে আমাকেই তাড়াতাড়ি ডাক্‌তে গিয়ে প'ড়ে যাওয়াতে পায়ে চোট লাগে—ফলে কালশিরে পড়ে। তাই তো, বড়ই ক্ষোভের বিষয়!

গোটা-ক'এক "আহা", আর "মরে যাই", "রবিটা ভারি দুষ্টু", "ও সেরে যা'বে এখন, আর কেঁদো না", এম্‌নি সব ফোস্‌লা'বার কথায় যখন দে'খ্‌লুম, কিছুতেই তা'র কান্নার বেগ থামে না,—কিছুতেই ভোলেও না, তখন ভা'বলুম, বোধ হয়, খুব বেশীই লেগেছে। কিছুতেই কিছু হয় না দেখে, ব্রহ্মাস্ত্রের সন্ধান ক'র্‌তে লা'গ্‌লেম।

শেষকালে ভেবে-চিন্তে, আদর ক'রে ব'ল্লুম, "লক্ষ্মীটী, চুপ কর, সন্ধ্যেবেলায় তোমাকে খুব ভাল ভাল গল্প ব'ল্‌ব,—নতুন নতুন গল্প, যা' তুমি কক্‌খনও শোনো নি!"

বাস্, কান্নার স্রোতে ভাঁটা প'ড়্‌ল। প'ড়্‌বার কথা। অস্ত্র অমোঘ! চোখ মুছিয়ে দিলেম, মাথায় হাত বুলোলেম, মেয়ে শান্ত হ'ল। তা'র পর কাপড় গুছিয়ে প'রে উঠে গেল।

সন্ধ্যেবেলা, পুজো দেখে যেম্‌নি এসে বসেছি, অম্‌নি কাতু ধ'রে ব'স্‌ল, "দাদা, গল্প বল"। রঘুবীরও সেই সময় এসে পোঁ ধ'র্‌লে, "শামুদা', একটা গল্প!"

সকালবেলাকার কথা মনে ক'রে দে'খ্‌লুম, এবারে আর ছাড়ন-

ছোড়ন নেই, ব'ল্‌তেই হ'বে। না ব'ল্‌লে, আর কোন বারে, ভুলোনো দায় হ'বে। তা'-ছাড়া, কথার খেলাপ করাও ঠিক নয়!

গাটা ঝাড়া দিয়ে উ'ঠে ব'সে, বেশ গম্ভীরভাবে ব'লুম, "আচ্ছা, সব চুপটী ক'রে ব'সে থাক। নেংটীর মতন। কারুর মুখথেকে যেন টুঁ-শব্দটী-পর্য্যন্ত না পাই! গোল ক'র্‌লেই, বুঝেছ কি না, আর গল্প তো ব'ল্‌বই না, মুখও আর কক্‌খনও খু'ল্‌ব না।"

কাতু। ওরে রবি, চুপ্, চুপ্ ক'রে ব'স, দাদা ব'ল্‌ছে, শোন। রবি তা'র খেল্‌না ফেলে দিয়ে মনোযোগী হ'য়ে ব'স্‌ল!

দু'জনেই মুখে চাবি দিয়েছে দেখে আমি সুরু ক'র্‌লুম—

গল্পারম্ভ

রাজকন্যা দানবতীর মোটে একটী ছেলে—কুমার। কুমার যখন খুব শিশু, তখন কতকগুলো দুষ্ট লোক, ষড়যন্ত্র ক'রে, তা'র মাকে আর তা'কে একটা সিন্দুকে পূরে নদীর জলে ভাসিয়ে দিলে। সিন্দুকটা ভা'স্‌তে ভা'স্‌তে অনেকদূর চ'লে গেল। রাজকন্যা দানবতী ভয়ে ছেলেটীকে বুকের কাছে জাপটে ধ'র্‌লেন। প্রতি মিনিটেই তাঁ'র ভয় হ'চ্চিল—এই বুঝি বা সিন্দুকটা উল্টে বা ডুবে যায়। সিন্দুকটার কিন্তু সেরকম কোনই দুর্দ্দশা হ'ল না। সন্ধ্যে নেমে এল। সিন্দুকটা ভা'স্‌তে ভা'স্‌তে এক দ্বীপের কাছাকাছি এসে প'ড়্‌ল। সেখানে একজন জেলে তখন জাল ফেলেছিল। সিন্দুকটা, তা'তে আটকে গেল। জেলে সিন্দুকসুদ্ধ জাল ডাঙায় তুলে দে'খ্‌লে—তা'তে মা আর ছেলে ভয়ে আড়ষ্ট ও মরার মত হ'য়ে র'য়েছে।

জেলেটী খুব ভাল লোক। যেমন দয়ালু, তেম্‌নি সৎ। সে রাজকন্যাকে আর তা'র ছেলেকে যত্ন ক'রে নিজের আশ্রয়ে রা'খ্‌লে। তা'দের কোন কষ্টে না প'ড়্‌তে হয়, সে ব্যবস্থাও ক'রে দিলে।

দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়, দে'খ্‌তে দে'খ্‌তে ছেলেটীও বেশ বড় হ'য়ে উ'ঠ্‌ল। সুস্থ, সবল, সুন্দর ছেলে। তখনকার কালের অনেকরকম দৌড়-ঝাঁপ-খেলায় তা'র নামডাক হ'য়ে গেল। তরোয়াল-খেলায়, লাঠি-খেলায়, সমবয়সীদের মধ্যে তা'র সমকক্ষ কেউ রইল না।

এই দ্বীপটীর নাম ক্রুরপুর। এ দেশের রাজা-ম'শায় অতি মন্দ লোক। রাজা-ম'শায় কুমার আর তা'র মা'কে দেখেছিলেন। ক্রমে ক্রমে যতই কুমার বড় হ'তে লা'গ্‌ল, যতই খেলাধূলোতে, কুস্তি-গিরিতে, তরোয়াল-চালনাতে তা'র নামডাক হ'তে লা'গ্‌ল, রাজার ততই তা'দের ওপর আক্রোশ হ'তে লা'গ্‌ল। রাজাটী অতি খল। পাছে কোন দিন কুমার তাঁ'কে মেরে-ধ'রে সিংহাসনটা কেড়ে নেয়, এই মিছে ভয়ে আর দুর্ভাবনায় তাঁ'র রাতে ঘুম হ'ত না! দিনরাত কেবল ভা'ব্‌তেন, কেমন ক'রে এ আপদ্‌টাকে বিদেয় করা যায়—বিদেয় ব'লে বিদেয়, একেবারে জন্মের মত বিদেয়—যেন আর তা'র মুখ দেখা তো দূরের কথা, ছায়া মাড়া'তেও না হয়!

একদিন হঠাৎ কি একটা মতলব ঠাউরে, রাজা-ম'শায় কুমারকে ডেকে পাঠা'লেন। সে এলে, মুচ্‌কি-হেসে ব'ল্‌লেন, "কুমার, এসেছ? এস, ঐখানে ব'স। তোমায় কতটুকুন দেখেছিলুম, আর তুমি এরি মধ্যে কত বড়টী হ'য়ে প'ড়েছ। চেহারাটীও বেশ, দিব্যি জোয়ানের মত হ'য়েছে। তোমায়, বোধ হয়, আর ব'লে দিতে হ'বে না, তুমি যে এত বড়টী হ'য়েছ, আর তোমরা যে আমার রাজ্যে সুখে বাস ক'র্‌ছ, এ সবই আমারই অনুগ্রহে ও ঐ জেলেটার দয়ায়। তা' সে একই কথা। তা' সে যা'ই হ'ক, আমার একটা সামান্য কাজ ক'রে দিতে, বোধ হয়, তুমি পেছ্‌পাও হ'বে না?"

সোৎসাহে কুমার ব'ল্‌লে, "আজ্ঞে, মহারাজ, আপনার কাছে আমাদের যে ঋণ, তা' শোধ্‌বার নয়। কি ক'র্‌তে হ'বে, আজ্ঞা করুন, আমি প্রাণপাত ক'রেও তা' নিশ্চয়ই ক'রে দেব।"

যেন ভারী খুশী হ'য়েছেন—এই ভাব দেখিয়ে রাজা ব'ল্‌লেন, "বেশ, বেশ, আমি বরাবরই জানি, তুমি ছেলে ভাল। তবে যে কাজটা ক'র্‌তে হ'বে, সেটা সা'র্‌তে পা'র্‌লে, আমার একটু উপকারকে উপকারও হ'বে, তোমারও দেশ-বিদেশে নাম ছড়িয়ে প'ড়্‌বে।"

একটু হেসে ফের ব'ল্‌তে লা'গ্‌লেন, "তুমি, বোধ হয়, শুনে থা'ক্‌বে, বাপু, রাজকন্যা হরিপ্রিয়ার সঙ্গে আমার বিয়ের কথাবার্ত্তা হ'চ্চে। কথাবার্ত্তা প্রায় সব পাকাপাকি হ'য়ে এসেছে—শুভকাজে বিলম্ব ক'র্‌তে আমার একটুও ইচ্ছে নেই। তবে কি জান, যৌতুক তো একটা কিছু দিতে হ'বে। এ ধনরত্নের যৌতুক নয়, এমন একটা নতুন কিছু দেওয়া চাই, যা' কেউ কক্‌খনও দেখে নি, মাথামুড় খু'ড়্‌লেও পৃথিবীর মধ্যে যা'র যোড়া মেলে না। তোমায় ব'ল্‌তে বাধা নেই, রাজকন্যে আবার বড় খুঁত-খুঁতে, সামান্য একটু খুঁত থা'ক্‌লেই আর সে জিনিস তাঁ'র পছন্দ হয় না। আমি তাই একটু বিব্রত হ'য়ে প'ড়েছিলুম—কি দেওয়া যায়? আজ এইমাত্র একটি জিনিসের নাম মনে প'ড়ে গেল, তাই তোমায় ডেকে পাঠিয়েছি।"

ব্যগ্র হ'য়ে কুমার জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "সেটা আনা'তে কি আমার দ্বারা কোন সাহায্য হ'তে পারে?"

রাজা ব'ল্‌লেন, "হ্যাঁ, বৎস, পারে; তোমাকে আমি যতখানি বীর-বালক ভাবি, তুমি যদি বাস্তবিকই তাই হও। কি যৌতুক দেব মনে ক'রেছি, জান? অহীতুণ্ড ব'লে যে রাক্ষস আছে, তা'র মাথা, সুধু তাই নয়, তা'র মাথায় চুল নেই,—আছে বিস্তর সাপ—সেই সাপসুদ্ধ মাথা। আর আমার বিশ্বাস, এ অসাধারণ উপহার আ'ন্‌বার জন্যে তোমার চেয়ে যোগ্য লোক আর কেউ নেই। তাই তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি। তুমি, বৎস, যত শীঘ্র বেরিয়ে প'ড়্‌তে পার, তত ভাল। কেননা শুভ কাজ, বেশী দেরী করাটা ভাল নয়—কি বল?"

ব্যাপারখানা যে কত বড় গুরুতর, সে সব ভেবে-চিন্তে না দেখেই, কুমার ব'লে ফে'ল্‌লে, "যে আজ্ঞে, মহারাজ, আমি কাল সকালেই বেরিয়ে প'ড়্‌ব।"

রাজা ব'ল্‌লেন, "তাই ভাল, বাবা, আশীর্ব্বাদ করি, 'চিরজীবী

হও! হাঁ, আর একটা কথা, বাবা, তা'র মাথাটা কা'ট্‌বার সময় দেখে-শুনে এমনভাবে কোপ মেরো, যেন মুণ্ডটা বিগড়ে না যায়,—ঠিক যেমনটী আছে, তেম্‌নিটি আ'ন্‌তে পা'র্‌লেই রাজকন্তে খুব খুশী হ'বেন। তা' হ'লে এখন এস, শীগ্‌গির ফিরে এস।"

কুমার রাজার বাড়ীথেকে বেরিয়ে এল। খানিকটা আ'স্‌তে না আ'স্‌তেই শু'ন্‌তে পেলে রাজা-ম'শায় মহানন্দে "হোঃ হোঃ" ক'রে হেসে উ'ঠ্‌লেন। এত চট্ ক'রে যে, কুমার ফাঁদে পা দেবে, তা', বোধ হয়, তিনি ভাবেন নি।

ক্রমে ক্রমে চারিদিকে খবরটা ছড়িয়ে প'ড়্‌ল, কুমার অহীতুণ্ডের সাপওলা মুণ্ডু কেটে আ'ন্‌তে যা'বে। দেশের অধিকাংশ লোকই রাজার মত ভারী পাজী,—কারুর মন্দ হ'চ্চে দে'খ্‌লে একেবারে আহ্লাদে আটখানা। সবাই মিলে কুমারকে খুব ঠাট্টা-তামাসা ক'র্‌তে লা'গ্‌ল। কেউ মুখ ভেঙায়, কেউ গা'ল দেয়, কেউ বা গায়ে ধুলো দেয়। কেউ বা বলে, "বাছাধনের অহীতুণ্ডের সাপ-গুলোকে চুমু খাবার ভারি সাধ হ'য়েছে"।

সেই সময়ে মোটে তিনটে অহীতুণ্ড রাক্ষস বেঁচেছিল—তা'রা দে'খ্‌তে এমন অদ্ভুত আর ভীষণ যে, সেরকমের রাক্ষস কেউ কক্‌খনও দেখে নাই,—আর দে'খ্‌বেও না। তা'রা তিনটী ভাই। তা'দের মুখথেকে আর কোমরটাপর্য্যন্ত অনেকটা মানুষের মত, কিন্তু তা'দের মাথায় চুলের বদলে এক গোছা ক'রে বড় বড় জ্যান্ত সাপ গজিয়ে আছে,—কেউ বা কিল্‌বিল ক'র্‌ছে, কেউ বা ফোঁস্-ফোঁস্ ক'র্‌ছে, কারুর বা জিবখানা লক্ লক্ ক'র্‌ছে! তা'দের দাঁতগুলো মূলোর মত বড় বড় আর খুব ধারাল। তা'দের হাতগুলো সব পেতলের, আর তা'দের গাময় লোহার মতন শক্ত শক্ত আঁশ—অনেকটা গণ্ডারের চামড়ার মত। তা'দের আবার ডানা আছে; ডানাগুলো দে'খ্‌তে খুব সুন্দর; প্রত্যেক পালকটী খাঁটী গিনি-সোণার; তা'র ওপর যখন রোদ পড়ে, তখন একেবারে ঝক্‌মক্ ক'রে ওঠে,—তা'র আভায় অন্ধকারেও বেশ আলো হয়।

তা'রা যখন পাখীর মত খুব উঁচুতে উড়ে বেড়া'ত, তখন লোকে তা'দের দিকে তাকিয়ে দেখা চুলোয় যাক্, ভয়ে যে যেখানে পা'র্‌ত, হুড়মুড়িয়ে লুকিয়ে প'ড়্‌ত। এরকম ক'র্‌বার কারণ এ নয় যে, পাছে ঐ রাক্ষসগুলো গপ্ ক'রে তা'দের মাথাটা গিলে ফেলে বা সাপগুলা তা'দের কামড়া'তে আসে বা পেতলের নখ-দিয়ে তা'দের নাড়ী-ভুঁড়ি বা'র ক'রে দেয়। এ সবের ভয় যে, একেবারেই ছিল না, তা' আমি ব'ল্‌ছি না, কিন্তু সব-চেয়ে বেশী ভয়ের কারণ হ'চ্চে এই যে, একবার যদি কোন মানুষের সঙ্গে তা'দের চোখোচোখি হ'য়ে যায়, তা' হ'লে আর রক্ষে নেই; তক্‌খনি রক্তমাংসের শরীর একেবারে ঠাণ্ডা, নিশ্চল, নীরব, নিথর পাথরের মূর্ত্তী হ'য়ে যা'বে!

কাজেই বেশ দে'খ্‌তে পাচ্ছ, রাজা-ম'শায় ভেবে-চিন্তে বড় সোজা কাজে কুমারকে পাঠান নাই। কুমার প্রথমটা অত ভাবে নি, কিন্তু লোকের মুখথেকে, রাক্ষসের কাহিনী শুনে সে একেবারে ব'সে প'ড়্‌ল। তখন তা'র চোখ ফু'ট্‌ল—রাক্ষসের মুণ্ডটা আনার চেয়ে তা'র এমন সুস্থ, সবল শরীরটার মুড়ি হ'য়ে রাক্ষসের পায়ের কাছে গড়াগড়ি খাওয়ারই সম্ভাবনা বেশী। আর সব ছেড়ে দিলেও—একটা জিনিস তা'র কাছে বড় শক্ত ঠে'ক্‌ছিল। এই রাক্ষসটার সঙ্গে, এই সোণার ডানাওয়ালা, লোহার আঁস-ওয়ালা, করালদাঁতওয়ালা, পেতলের থাবাওয়ালা, সাপচুলো রাক্ষসটার সঙ্গে যে, কেবল লড়াই ক'রে এ'কে মা'র্‌তে হ'বে, তা' নয়, আগাগোড়া সবটুকুই হয় চোখ বুজেই ক'র্‌তে হ'বে কিংবা এমনভাবে ক'র্‌তে হ'বে, যা'তে শত্রুর দিকে একবার আড়চোখে চাওয়াপর্য্যন্ত না ঘ'টে উঠে। এ বড় শক্ত কাজ। "এরকম একটা কিছু ক'র্‌তে না পা'র্‌লেই তো গেছি! হাত তুলে' যেই কা'ট্‌তে যা'ব, অম্‌নি সেই অবস্থাতেই পাষাণ হ'য়ে যেতে হ'বে। পাষাণ হ'য়ে কে জানে কত হাজার হাজার বছর সেইখানে অম্‌নিভাবে দাঁড়িয়ে থা'ক্‌তে হ'বে? হায়, হায়, এমন ফ্যাসাদে কেউ কি কখনও পড়েছে?"

"বালকের" তন্ময়-পাঠক।

পাষাণ হ'য়ে থা'ক্‌তে হ'বে,—এ কথা ভা'ব্‌লেও যে, বুকের রক্ত জল হ'য়ে যায়, চোখ ফেটে জল পড়ে! কুমার এক নির্জ্জন জায়গায় গিয়ে ব'সে কাঁ'দ্‌তে লা'গ্‌ল।

ভাবনা-চিন্তায় সে এতই কাতর হ'য়েছিল যে, তা'র মাকে এ সব কথার বিন্দুবিসর্গও বলে নি। বাড়ীথেকে তা'র ঢাল-তরোয়াল নিয়ে, কাউকে কিছু না ব'লে, একাই বেরিয়ে প'ড়েছিল। দ্বীপ ছেড়ে, মহাদেশে (mainland) উঠে', চ'ল্‌তে সুরু ক'রে দিয়েছিল।

ব'সে ব'সে সে কেবল কাঁ'দ্‌ছে, ঠিক সেই সময়ে কে একজন তা'র পাশথেকে ব'ল্‌লে, "ওহে কুমার, বলি, কি এমন হ'য়েছে যে, এমন ক'রে কাঁদা হ'চ্চে?"

চম্‌কে উঠে, মাথা তুলে কুমার চেয়ে দেখে, সে এ'কলা নয় আর একজন তা'র কাছে দাঁড়িয়ে র'য়েছে। লোকটী তা'র একেবারে অচেনা। তাঁ'কে দে'খলে বোধ হয়, খুব চালাক, চতুর আর চটপটে! বয়স বেশী নয়—যুবাপুরুষ। তাঁ'র হাতে অদ্ভুতরকমের একটী বাঁকানো লাঠি। একপাশে একটী ছোট খুব বাঁকানো তরোয়াল ঝু'ল্‌ছে। লোকটী যেন সারাজীবন দৌড়-ঝাঁপ আর জিম্‌নাষ্টিকই ক'রেছেন। মুখখানা খুব হাসি-হাসি, সবজান্তাধরণের, দে'খলেই বোধ হয়, যেন নিরুৎসাহ হ'তে মানা ক'র্‌ছে। তাঁ'র মুখথেকে যেন একটি জ্যোতিঃ বেরুচ্ছিল। তাঁ'কে দেখে আপনাআপনি কুমারের মনটা অনেকটা হাল্‌কা হ'য়ে এল।

কুমার সত্য সত্য ভীরু নয়,—তা'কে এমনভাবে যে, কাঁ'দতে দেখে ফেল্‌লে, এতে তা'র ভারি লজ্জা হ'ল। তাড়াতাড়ি চোখ মুছে ফেলে, মুখখানাকে যতখানি পা'র্‌লে তেজোদীপ্ত ক'রে চোট্‌পাট্‌ জবাব দিলে,—"কোথায়, আমি বেশী কাঁদি নি! সুধু একটা শক্ত কাজের জন্য ভাবনায় প'ড়েছিলুম!"

অচেনা লোকটী ব'ল্‌লেন' "ও, বটে, বটে, আচ্ছা, ব্যাপারখানা—থুড়ি—ঐ শক্ত কাজটা কি, একটু খু'লে বল দেখি, দেখি তোমার কিছু উপকার ক'রতে পারি কি না! তোমার মত অনেক ছোক্‌রা প্রথমটাতে দে'খতে শক্ত ব'লে, বোধ হয়, এমন অনেক কাজে হাত দিয়েছে, তা'র পরে আমারই ঘটকালীতে সস্তায় কিস্তি পেয়ে বীর-কেশরী নাম কিনেছে! কি জান, 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবি'ছে ঈশ্বর।' তা' সে' যা'ক্‌; আমার নামটা, বোধ হয়, তুমি শুনে' থা'ক্‌লেও থা'ক্‌তে পার,—আমার নাম মকরন্দ, লোকে আমায় 'ঠাকুর'-উপাধিটাও দেয়। এখন বল তো, হে কুমার, তোমার কেন অত কান্না হ'চ্ছিল—ভাঁড়াভাঁড়িতে কাজ কি? আমায় সব খুলে ব'ল্‌লে, তোমার লাভ না হ'ক, লোকসানও তো নেই!"

কুমারও ভেবে দে'খ্‌লে "সত্যিই তো! এ তো আমার কিছু অনিষ্ট ক'র্‌বে না, চাই কি, উপকার কিছু ক'র্‌লেও ক'র্‌তে পারে—নিদেনপক্ষে, একটা পথও তো ব'লে দিতে পারে।

তা'র ওপর মকরন্দ ঠাকুরের কথাবার্ত্তার ধরণ-ধারণ কুমারের প্রথমকার বিদ্রোহী ভাবটাকে একেবারে জয় ক'রে ফে'ল্‌লে। সে তখন অল্প কথায়—তা'র দেশের রাজা-ম'শায় রাজকন্যে হরিপ্রিয়াকে বিয়ের যৌতুক ব'লে অহীতুণ্ডের মাথা দিতে চান, আর সেই মাথা আ'ন্‌তে বেছে বেছে তা'কেই পাঠিয়েছেন, তা'র আর কোনই ভয় নেই—কেবল পাষাণ হ'য়ে যা'বার ভয়-ছাড়া, ইত্যাদি সব কথাই মকরন্দের কাছে খুলে' ব'ল্‌লে।

মকরন্দ ঠাকুর একটু দুষ্টুমির হাসি হেসে ব'ল্‌লেন, "তাই তো, বাপু, তোমার মতন বয়সে পাষাণ হ'য়ে যাওয়ার চেয়ে দুঃখ আর কি হ'তে পারে? সত্য বটে, তোমার গড়নটী বেশ, পাথরের পুতুলটী হ'বে ভাল, যাদুঘরে রা'খ্‌বার মত জিনিষও হ'বে বটে, আর চট্‌ ক'রে ক্ষ'য়ে যা'বারও ভয় নেই—তবে কথা হ'চ্ছে কি না,—হাজার বছর পাষাণ হ'য়ে থাকার চেয়ে—হাজার দিন মানুষ হ'য়ে থা'ক্‌তেই ইচ্ছে করে—সেটা একটা কথা বটে!"

চোখের জলে ভা'স্‌তে ভা'স্‌তে কুমার ব'লে উ'ঠ্‌ল,—"হাঁ, হাজার দিন মানুষ হ'য়ে থা'ক্‌তেই তো ইচ্ছে করে। আর সুধু তা'ই নয়—আমি পাষাণ হ'য়ে গেলে আমার মা'র কি হ'বে?"

"আচ্ছা, আচ্ছা, দেখা যা'ক্‌ কি করা যেতে পারে—আশায় বুক বাঁধো। অতটাই যে খারাপ দাঁড়া'বে, তা'রই বা কি মানে আছে? তবে হাঁ, এ কাজে কেউ যদি তোমার একটুও উপকার ক'রতে পারে তো সে আমি। তা' আমি তোমায় ভরসা দিচ্ছি—আমি আর আমার বোন আমরা দুজনে মিলে যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রব যা'তে তুমি এ শক্ত কাজটী সেরে নিরাপদে ফিরে এসে, তোমার মায়ের কোল-জোড়া হ'য়ে থা'ক্‌তে পার।

কুমার। তোমার বোন্‌?

মকরন্দ ঠাকুর। হাঁ গো হাঁ, আমার বোন্‌। সত্যি ব'ল্‌ছি, সে ভারী বুদ্ধিমতী, তবে আমার নিজের বুদ্ধি-শুদ্ধি যেটুকু আছে, সেটুকু অবিশ্যি তা'র কাছে বাঁধা রাখি না! তুমি যদি একটু সাহস ও হুঁসিয়ারি দেখা'তে পার, আমাদের পরামর্শমত কাজ কর, তবে কিছুকালের মত পাথর হ'য়ে যা'বার ভয়টা শিকেয় তুলে রা'খ্‌তে পার! কিন্তু, বাপু, আগে তোমার ঢালখানা খুব ঘসে-মেজে এমন চক্‌চকে ক'রে ফেল দেখি, যেন আয়নার মত মুখ দেখা যায়।

কুমার ভা'ব্‌লে, "তাই তো সূত্রপাতটা তো নেহা'ৎ বেয়াড়া-রকমের দে'খ্‌ছি! কোথা ছাই ব'ল্‌বে—ঢালখানা মজবুত কি না দেখ, অহীতুণ্ড-রাক্ষসের পেতলে থাবার ঘা সইতে পা'র্‌বে কি না দেখ, যেটা বেশী দরকারী, না বলে কি না—চকচকে কর, আয়নার মত কর!" যা'ই হ'ক, হয় তো এতে মকরন্দ ঠাকুরের কোন মতলব থা'ক্‌তে পারে ভেবে—ঢালখানাকে মা'জ্‌তে-ঘ'ষ্‌তে ব'সে গেল। খুব জোরে মা'জ্‌তে মা'জ্‌তে যখন কাঁকাল ধ'রে গেল, তখন ঢালখানা পূর্ণিমার চাঁদের মতন চকচকিয়ে উ'ঠ্‌ল।

মকরন্দ ঠাকুর দেখে বল্লেন, "হাঁ, এবারে হ'য়েচে।"

তা'র পর নিজের ছোট্ট বাঁকানো তরোয়ালখানা তা'র কোমরে বেঁধে দিয়ে বল্লেন,—"বাপু হে, তোমার ও মর্চ্চে ধরা, ভোঁতা তরো-য়ালে কাজ হ'বে না। আমার তরওয়ালের গুণ কি জান? এ-দিয়ে লোহা-তামা-পেতল-কাঁসাও, জীবজন্তু-গাছ-পাথরেরই মতন ক'রে, কাটা যায়। এখন চল, যাত্রা করা যা'ক্‌। প্রথমে চল 'তিন বুড়ীর' সন্ধানে যাই।"

"তিন বুড়ী?" কুমার, ভা'ব্‌লে, "তাই তো এ আবার কি এক নতুন ফ্যাক্‌ড়া! তা'রা আবার কে? তা'দের নামও তো কখনও শুনি নি।"

মকরন্দ ঠাকুর হেসে ব'ল্‌লেন, "আছে, বাপু, আছে! এই তিন বুড়ী ভারী অদ্ভুত-ধরণের লোক। তা'দের তিনজনের মোটে একটা

চোক, আর মোটে একটাই দাঁত। তা'রা আবার গোধুলি-ভিন্ন অন্য সময়ে দেখা দেয় না। তা'দের খুঁজে বের ক'র্‌তে হ'বে।"

কুমার ব'ল্‌লে, "কিন্তু এদের সন্ধানে মিছে ঘুরে' ম'রে লাভ কি? তা'র চেয়ে একেবারেই অহীতুণ্ডের সন্ধানে বেরুলে হয় না!"

মকরন্দ ঠাকুর ব'ল্‌লেন, "লাভ আছে বৈকি, বাপু, আগে ইট-কাঠ-চুণ-বালি-শুরকির তো যোগাড় কর, তবে তো বাড়ী-তৈ'রী হ'বে। অহীতুণ্ড-রাক্ষসদের ঠিকানায় যেতে চাও তো ঐ তিন বুড়ীর সন্ধান করা-ছাড়া আর অন্য গতি নেই! একবার ওদের দেখা পেলে জা'নবে, আর বেশী দূরও নয়, দেরীও নয়! ওঠ, ওঠ, চলা যা'ক্।"

দেখে-শুনে কুমারের ধারণা হ'ল, এ লোকটির কথামত কাজ ক'রে যাওয়াই ভাল আর ঠিক। বিশেষ ইনি যখন এত কথা জানেন আর এত খবর রাখেন!

দু'জনেই পথ চ'ল্‌তে লা'গ্‌ল। চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে মকরন্দ ঠাকুর এত এগিয়ে প'ড়্‌ছিলেন যে, কুমার তাঁ'র নাগা'লই ধ'র্‌তে পা'র্‌ছিল কোথায় উড়ে' চ'ল্‌বে, না এইটুকু এসেই হাঁপিয়ে প'ড়্‌লে! কি হে!"

মকরন্দ ঠাকুরের পায়ের দিকে আড়চোখে চাইতে চাইতে কুমার জবাব দিলে, "আজ্ঞে, তা' আমারও যদি ডানাওয়ালা জুতো পায়ে থাকে, তা' হ'লে আমিও আপনারই মত হাঁ'টতে পারি।"

তা'র সহচর ব'ল্‌লেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, দেখা যা'বে তোমারও একটা জোগাড় হয় কি না।"

কিন্তু এম্‌নি মজা যে, মকরন্দ ঠাকুরের লাঠি হাতে নিয়ে চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে কুমারের আর একটুও কষ্ট বা ক্লান্তি-বোধ হ'ল না। লাঠিটা যেন তা'র দেহে নবজীবন-সঞ্চার ক'রে দিলে। গল্প-গাছা ক'র্‌তে ক'র্‌তে দু'জনে বেশ চ'ল্‌তে লা'গ্‌ল। কোথায়, কবে, কেমন ক'রে, নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে কি কি বিপদ্‌থেকে লোককে উদ্ধার ক'রেছেন, তা'র গল্প শুনিয়ে শুনিয়ে মকরন্দ ঠাকুর কুমারের তাক্ লাগিয়ে দিচ্ছিলেন। কুমার হাঁ ক'রে তাঁ'র কথাগুলো যেন গি'ল্‌ছিল। মকরন্দ ঠাকুরের কাহিনীগুলো শুনে' তা'র নিজের বুদ্ধিটাকেও যে একটু

হকি খেলা (৪)।

না। সত্যি কথা ব'ল্‌তে কি, কুমার ভা'ব্‌ছিল, লোকটার পায়ে, বোধ হয়, ডানাওয়ালা জুতো আছে। তাই এমন হাওয়ার মত উড়ে চ'লেছে। আরও তাজ্জবের কথা এই যে, আড়চোখে দেখে' কুমার দে'খ্‌লে যেন মকরন্দ ঠাকুরের মাথারও দু'পাশ দিয়ে দু'টো ডানা বেরিয়েচে। কিন্তু সোজাসুজি চাইলেই, সব ভোঁ-ভাঁ, কোথাও কিছু নেই, কেবল এক অদ্ভুতরকমের টুপী মাথায় নলগল ক'র্‌ছে, দেখা গেল। আচ্ছা, এ দু'টোও না হয় ছেড়ে দিলুম—তাঁ'র হাতে যে, বাঁকানো লাঠিটা আছে, সেটারও যেন কোন গুণ আছে ব'লে বোধ হ'চ্ছিল। হয় তো বা এটারই জন্যে মকরন্দ ঠাকুর হাওয়ার মত উড়ে চ'লেছেন! যা'ই হ'ক, খানিকক্ষণ এইভাবে হাঁ'টতেই কুমারের দম বেরিয়ে গেল, জিব বেরিয়ে প'ড়্‌ল!

ধূর্ত্তচূড়ামণি মকরন্দ সবই জা'ন্‌ছেন, দে'খ্‌ছেন, তবু ভাণ ক'রে রাগ দেখিয়ে, ছাকা সেজে, ব'ল্‌লেন, "নাঃ, তোমাকে নিয়ে দে'খ্‌চি পথ চলা দায়! তোমাদের দেশে কি তোমার চেয়ে হাঁটিয়ে কেউ নেই নাকি? নাও, আমার এই লাঠিগাছটা ধর, আমার চেয়ে দে'খ্‌ছি তোমার এটার দরকার বেশী। জোয়ান ছোকরা তুমি, শানিয়ে নেবার চেষ্টা না ক'র্‌ছিল, সে কথা আমি হলপ ক'রে ব'ল্‌তে পা'র্‌ব না!

যেতে যেতে হঠাৎ তা'র মনে পড়ে গেল যে, মকরন্দ ঠাকুর তাঁ'র এক ভগ্নীর কথা ব'ল্‌ছিলেন না, আর তাঁ'রা দু'জনে মিলে তা'কে সাহায্য ক'র্‌বেন।

সে তাই জিজ্ঞেস ক'র্‌লে, "হ্যাঁ ঠাকুর, তোমার ব'ন্ কোথা, তাঁ'র সঙ্গে দেখা হ'বে না?"

মকরন্দ ঠাকুর ব'ল্‌লেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, সবই যথাযথ সময়ে। কিন্তু দেখো, তোমার একটা কথা ব'লে রাখি, আমার ভগ্নীর স্বভাব আমার মত নয়, একেবারে আলা'দা। সে ভারী গম্ভীর, অল্পভাষী, কচিৎ-কখন একটু হাসে, হো হো ক'রে তো কক্‌খনই না, আর খুব একটা কাজের কথা ব'ল্‌বার না থা'ক্‌লে, মুখই খোলে না। বাজে কথা শোনা দূরের কথা, জ্ঞানের কথাবার্ত্তা না হ'লে সে তা'তে কাণই দেয় না!"

কুমার ব'লে উ'ঠ্‌ল, "ওরে বাপ রে! কি হ'বে তবে? আমি তো তাঁ'র সামনে মুখ দিয়ে রা বা'র ক'র্‌তে ভয় খা'ব!"